আধুনিক
আরবী ব্যাকরণ

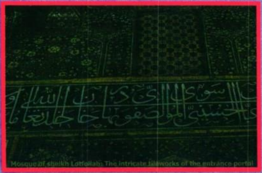

এম এম শাহীদুল্লাহ মিল্লাত

আধুনিক
আরবী ব্যাকরণ

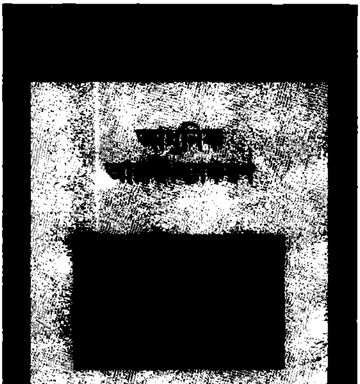

www.pathagar.com

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও পাঠ্যক্রম অনুযায়ী দাখিল ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত। সাধারণ পাঠ্য হিসেবে দাখিল ষষ্ঠ থেকে কামিল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এবং একই সাথে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্যও উপযোগী। এছাড়া সকল ভাষার শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রযোজ্য।

আধুনিক আরবী ব্যাকরণ

রচনায়

এম এম শাহীদুল্লাহ মিল্লাত

সম্পাদনায়

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ
প্রফেসর, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আ. ন. ম. রুহুল আমীন
বি.এ (অনার্স), এম.এ, এম.এম
প্রভাষক, আরবী বিভাগ
দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা
সাভার, ঢাকা।

Ahsan Publication

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

আধুনিক আরবী ব্যাকরণ

এম এম শাহীদুল্লাহ্ মিল্লাত

ISBN : 984-32-1679-2

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহ্সান পাবলিকেশন
বুক এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন-৭১২৫৬৬০

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৪ ঈসায়ী
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
পঞ্চম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঈসায়ী

কম্পোজ

আহ্সান কম্পিউটার
কাটাবন, ঢাকা, ফোন : ৫৮৬১১৯৭৩

প্রচ্ছদ

এম জি এ আলমগীর

মুদ্রণ

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : তিনশত টাকা মাত্র

ADHUNIK ARBI BAKRON Written by **M M SHAHIDULLAH MILLAT**, Published by Muhammad Golam Kibria Ahsan Publication, 38/3 Banglabazar Dhaka-1100, First Edition October, 2004, Fifth Edition February, 2016 **Tk. 300.00. ($7.00)**

AP-26

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মানুষের প্রকৃত ভাষা হচ্ছে আরবী। আল্লাহ্ প্রদত্ত আল কুরআন ও রাসূল (সা)-এর বাণী আরবী ভাষায় আমাদের নিকট এসেছে। তাই আরবী ভাষা শিক্ষা করা মুসলমান নর-নারীর জন্য অতীব প্রয়োজন। আরবীতে সূরা না পড়লে নামায হবে না। তেমনি আরবী না শিখলে আল কুরআন জানা সম্ভব হবে না।

ভাষা শিক্ষা করা অর্থ শুধু তিলাওয়াত করা নয়। পড়ার সাথে সাথে মর্ম উপলব্ধি করার নাম ভাষা শিক্ষা। আমাদের শিক্ষিত সমাজকে কুরআনের এই ভাষা শিখতে হবে। এ ভাষা শিক্ষা করতে পারলে আমাদের আর কেউ কোনভাবেই ঠকাতে পারবে না।

আরবী ভাষা শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থের অপ্রতুলতাই আমাদের এ কাজে আগ্রহী করেছে। জনাব এম এম শাহীদুল্লাহ্ মিল্লাত শ্রম সাধনা করে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ গ্রন্থটি সম্পাদনা করায় এটির গ্রহণযোগ্যতা আরো বেড়ে গেছে। আশা করি আরবী ভাষা শিক্ষার সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে এটি পাঠকদের জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হবে।

মাতৃভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষা জানতে, বুঝতে ও শিখতে হলে সেসব ভাষার ব্যাকরণ জানা একান্তই আবশ্যক। ব্যাকরণের দক্ষতার উপরই ভাষার সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগের যথার্থতা নির্ভর করে। যারা ব্যাকরণে দুর্বল তাদের সেই দুর্বলতার কারণে শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় ও ক্ষেত্রে তাদেরকে অযোগ্যতার সম্মুখীন হতে হয়।

আরবী ভাষা ও তার ব্যাকরণ এবং ধর্মীয় গ্রন্থাবলী মাদরাসা ছাত্রদের আবশ্যিক পাঠ্য হওয়ায় এ ভাষার ব্যাকরণের অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এ ভাষার একই শব্দের বিভিন্ন রূপান্তর, গঠন প্রণালী ও নানারকম অর্থ এবং সুউচ্চ ভাষাগত ব্যাপক ভাব গাম্ভীর্য থাকায় অর্থের বিশুদ্ধতার জন্য এর ব্যাকরণের জ্ঞান অপরিহার্য। একাডেমিক শিক্ষায় ভাল ডিগ্রি বা গ্রেডে পাশ করেও বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী আরবী ভাষা ও ব্যাকরণে নিতান্তই অজ্ঞ বা কাঁচা থেকে যান। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ইনশাআল্লাহ্ এ গ্রন্থটি মাদরাসা পাশাপাশি আরবী ভাষার প্রতি উৎসাহ শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে সহজ পন্থায় সফলতার পথ দেখাবে।

এ গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকবর্গ আরবী ভাষা শিক্ষায় সক্ষম হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন-এর পূর্ণ সওয়াব ও ফায়দা হাসিলে আমাদের তৌফিক দান করুন! আমিন!!

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইক্বরা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব– “পড় তোমার রবের (প্রতিপালকের) নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।” এভাবেই সর্বকালের মানবজাতিকে আল্লাহ্ পাক “পড়” এই শাশ্বত আদেশটি দেন।

কৃতজ্ঞতা অর্থাৎ প্রশংসার সবটুকুই মহামহীয়ান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি আরবী ভাষার একটি ব্যাকরণ (Grammar) গ্রন্থ্ রচনা করার তাওফীক দান করেছেন।

আরবী ব্যাকরণ বিষয়টি জটিল। তবে সুন্দর উপস্থাপনা আর সহজ ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোন জটিল বিষয়কে সহজবোধ্য করা যায়। এই নিগূঢ় সত্যটির হাত ধরে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমাদের এই বাংলাদেশেও আরবী ভাষাটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সম্প্রতিককালে এ ভাষার গুরুত্ব ও চাহিদা বিশ্ব দরবারে বহুমাত্রায় বেড়ে গেছে। কিন্তু এ ভাষার নিয়ম-কানুন, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রন্থাকারে বাংলা ব্যাকরণ ও English Grammar-এর ধারায় বিন্যস্ত আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে না থাকায় মাদ্‌রাসা শিক্ষা থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত অগণিত পাঠক সহজপন্থায় এ ভাষার ব্যাকরণ জানতে ও ভাষাগত ভুলভ্রান্তি দূর করতে পারছেন না। আরবী ভাষার ব্যাকরণের জন্য অনেকে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে থাকেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসুদের সেই চাহিদা মিটানোর মত গ্রন্থ্ বহুকাল থেকে দুষ্প্রাপ্যই রয়ে গেছে।

প্রকাশনা জগতের অনেকেই একটি আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ্ রচনার জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনা করেছেন। কিন্তু কেউ এই সমস্যার সমাধানের জন্য এগিয়ে আসেননি। মাদ্‌রাসার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী আরবী ব্যাকরণের যে ধারণা শিক্ষার্থীদের দেয়া হয় তা থেকে যে কারোর পক্ষেই এ ভাষার ব্যাকরণ জানা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র।

www.pathagar.com

অবশেষে উপরোক্ত সমস্যা বিবেচনায় রেখে আমি সর্বসাধারণের উপযোগী একটি আরবী ভাষার ব্যাকরণ রচনার কাজে হাত দেই। আরবী ভাষার ব্যাকরণ সংক্রান্ত নানা রকম জটিলতা সত্ত্বেও অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার বিনিময়ে আল্লাহ পাকের বিশেষ মেহেরবানীতে এই গ্রন্থটি রচনা করতে সক্ষম হই। এই গ্রন্থটি সম্পাদনার মাধ্যমে সত্যায়ন করেছেন এ দেশের ইসলামী সাহিত্য জগতে সনামধন্য লেখক ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ। দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্রাসার প্রভাষক, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আ. ন. ম. রুহুল আমীন যিনি গ্রন্থটি রচনায় আমাকে সার্বিকভাবে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রাথমিক সম্পাদনা করেছেন। আমি তাঁদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সৃজনশীল প্রকাশক "আহসান পাবলিকেশন"-এর স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া'কে, তাঁর সহায়তা ও তত্ত্বাবধানের ফলেই বইটির মান এ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মূলতঃ তিনিই সম্পাদনার উদ্যোগ গ্রহণ করে গ্রন্থটি স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ ও গুরুত্ববহ করে তুলেছেন।

সর্বোপরি গ্রন্থটির বৈশিষ্টাবলী সামনে রেখে অধ্যয়ন করলে এ থেকে যে কেউ আরবী ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে নতুন কিছু ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

সম্মানিত পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ, এই গ্রন্থটিতে কোন ভুল-ত্রুটি পেলে বা কোন অভিযোগ-পরামর্শ থাকলে প্রকাশক বা আমাকে লিখিত আকারে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।

সবশেষে কামনা করছি- এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীদের কল্যাণ এবং চিরন্তন রহমত বর্ষিত হউক আমার সম্মানিত আব্বা ও আম্মার প্রতি যাঁদের দোয়া তাদের সন্তানদের উপর আল্লাহর রহমত হয়ে বর্ষণ হতে থাকে। বিশেষভাবে দোয়া রইল সম্মানিত মামা মুঃ আঃ জববার ও মামীর প্রতি যাঁদের স্নেহের ছায়ায় গ্রন্থটি রচনা করেছি। আরও দোয়া রইল, যাঁরা গ্রন্থটির ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে সঠিক পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজটিকে আরও উৎসাহিত ও নির্ভুল করার চেষ্টা করেছেন।

এম এম শাহীদুল্লাহ মিল্লাত

৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

www.pathagar.com

গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য–

১. সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে এটি রচনা করা হয়েছে। এতে আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজী গ্রামার-এর মিল ও তাঁর প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে।

২. এতে মাদ্‌রাসায় পঠিত আরবী ব্যাকরণের বিষয়গুলোকে সহজভাবে পর্যায়ক্রমে নতুন পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। যাতে করে আরবী নিয়ম-কানুনের দুর্বোধ্য, জটিল ও কঠিন বিষয়সমূহকে বুঝতে সহজ হয়।

৩. গ্রন্থটিতে নাহূ, মীযান ও মুনশাঈব, মিয়াতে আমেল, পাঞ্জেগঞ্জ, ইনশা (রচনা, চিঠি, দরখাস্ত) মা'বাদিউল আরাবিয়্যাহ ইত্যাদি গ্রন্থগুলোর সারবস্তু ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে একই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

৪. ব্যাপক উদাহরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অত্যন্ত সহজ এবং সহজ বিষয়গুলোকে আরও সহজতর করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রচলিত উর্দূ, ফার্সির শব্দাবলীকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আরবীর শব্দে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. শব্দ বিশ্লেষণ বা তাহকীকের প্রচলিত পদ্ধতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে তার নানা রকম সমাধান ও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

৬. ব্যাকরণের জটিল আলোচনা– তথা প্রচলিত মিশ্রিত রূপ থেকে আলাদা আলাদা করে ব্যাপকভাবে সন্নিবেশ করে সমজাতীয় বিষয়কে পাশাপাশি সংযোজন করা হয়েছে।

৭. এতে ১৫০০ শত এর মত বাক্য (বাংলা+আরবী), ১০৭টি বাক্য বিশ্লেষণ (তারকীব) ও ৫০টি শব্দ বিশ্লেষণ (তাহকীক) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে যে কারোর পক্ষেই আরবী ভাষার শব্দ ও বাক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি সম্ভব হয়।

৮. আরবী ব্যাকরণের যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে অথবা ভুলে গেলে সূচিপত্র থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি এই ব্যাকরণের অভ্যন্তরে কোথাও না কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

فهرسة

সূচিপত্র

INDEX

প্রথম অধ্যায়

❖ اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ : আরবী ভাষা ARABIC LANGUAGE ১৭
❖ اَهَمِّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ : আরবী ভাষার গুরুত্ব ১৮
❖ اَلْقَوَاعِدُ : ব্যাকরণ GRAMMARS ২০
❖ حَرْفٌ : বর্ণ LETTER ২০
❖ اَلْحُرُوْفُ الْهِجَائِيَّةُ : বর্ণমালা ALPHABET ২১
❖ حَرْف এর مَخْرَج বা বর্ণের উচ্চারণ স্থল ২৩
❖ اَلْحَرَكَاتُ : ধ্বনি চিহ্ন Sound marks ২৫
❖ যা জেনে রাখা প্রয়োজন ২৮
❖ تَارِيْخُ الْقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ : আরবী ব্যাকরণের ইতিহাস ৩০
❖ اَقْسَامُ قَوَاعِدِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ : আরবী ব্যাকরণের প্রকারভেদ ৩২
❖ عِلْمُ النَّحْوِ : আরবী ব্যাকরণ ৩৩
❖ اَلْكَلِمَةُ – শব্দ বা পদ, WORDS ৩৪
❖ اَقْسَامُ الْكَلِمَةِ : কালিমা পদ বা শব্দের প্রকারভেদ ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

❖ اَلاسْمُ : বিশেষ্য NOUNS ৩৮
❖ اَقْسَامُ الاسْمِ : বিশেষ্য এর শ্রেণী বিভাগ ৩৯
❖ اسْمُ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ : নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট বিশেষ্য DEFINITE AND INDEFINITE NOUN ৪১
❖ اَلْمَعْرِفَةُ : নির্দিষ্ট বাচক বিশেষ্য ৪১
❖ اَسْمَاءُ الاشَارَةِ : ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য ৪২

www.pathagar.com

❖ أَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَاتِ : সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য ৪৪
❖ اَلْمُضْمَرَاتُ : সর্বনামসমূহ PRONOUNS ৪৬
❖ اَلْمَعْرِفَةُ بِالاضَافَةِ : সম্বন্ধযুক্তকৃত বিশেষ্যের মাধ্যমে নির্দিষ্টকরণ ৫৩
❖ اَلْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ : হরফে নেদার মাধ্যমে নির্দিষ্টকরণ ৫৩
❖ اَلنَّكِرَةُ : অনির্দিষ্ট বিশেষ্য ৫৫
❖ اَلْجِنْسُ : লিঙ্গ GENDERS ৫৭
❖ عَدَدُ الاسْمِ : বা اسْم এর বচন NUMBER ৬২
❖ اَلْمَجْمُوْعُ/اَلْجَمْعُ/جَمع : বহুবচন ৬৩
❖ عَلَامَةُ الاسْمِ : বিশেষ্য পদের চিহ্ন ৬৯
❖ اَلاضَافَةُ : সম্বন্ধ POSSESSIVES ৭১
❖ مُسْنَد ও مُسْنَدُ الَيْهِ : উদ্দেশ্য ও বিধেয় ৭২
❖ اَلصِّفَةُ : বিশেষণ ADJECTIVES ৭৪
❖ اسْمُ الْعَدَدُ : সংখ্যাবাচক বিশেষ্য ৭৭
❖ حَرْفُ جَارّ যের প্রদানকারী অব্যয় PARTICALE ৮৫

তৃতীয় অধ্যায়

❖ اَلْفِعْلُ : ক্রিয়া VERBS ৯৮
❖ اَقْسَامُ الْفِعْلُ : ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ ৯৯
❖ زَمَانٌ : কাল TENSES ১০০
❖ اَلْفِعْلُ الْمَاضِى : অতীতকালীন ক্রিয়া PAST TENSE ১০১
❖ اَقْسَامُ الْفِعْل الْمَاضِى : অতীতকালীন ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ ১০৬
❖ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع : বর্তমান বা ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া ১১১
❖ فِعْلُ الاَمْر : আদেশসূচক ক্রিয়া ১২০
❖ فِعْلُ النَّهْى : নিষেধসূচক ক্রিয়া ১২৩
❖ اسْمُ الْفَاعل : কর্তা বা কর্তৃকারক ১২৬
❖ اسْمُ الْمَفْعُوْل : কর্মবাচক বা কর্মকারক ১২৮

www.pathagar.com

❖ اَقْسَامُ الْمَفْعُوْل ❖ : মাফউলের শ্রেণী বিভাগ ১৩০
❖ اِسْمُ الظَّرْف ❖ : অধিকরণ কারক বিশেষ্য ১৩৩
❖ اِسْمُ التَّفْضِيْلُ ❖ : কর্তৃকারকে আধিক্য অর্থবহ বিশেষ্য-এর আলোচনা ১৩৪
❖ اِسْمُ الْمُبَالَغَة ❖ : তুলনাহীন আধিক্যের অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য ১৩৫
❖ اِسْمُ الالَة ❖ : করণ কারক বা ক্রিয়ার যন্ত্র বিষয়ক ইস্‌মে বর্ণনা ১৩৬
❖ اَلْفِعْلُ الاَزِمْ وَالْمُتَعَدِّى ❖ : অকর্মক এবং সকর্মক ক্রিয়া ১৩৭
INTRANSITIVE AND TRANSITIVE VERB
❖ عَلاَمَاتُ الْفِعْل ❖ : ক্রিয়াপদের চিহ্নসমূহ ১৪০

চতুর্থ অধ্যায়

❖ اَلْحَرْفُ ❖ : অব্যয় UNCHANGEABLE, PREPOSITION, CONJUNCTION, INTERJECTION ১৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

❖ اَلْمُرَكَّبُ ❖ : যৌগিক শব্দ বা বাক্য SENTENCE ১৪৭
❖ تَرْكِيْبُ الْجُمْلَة ❖ : বাক্য গঠন প্রণালী ১৫৩
❖ اَلْمُعْرَبُ وَالْمَبْنِى ❖ : পরিবর্তন ও অপরিবর্তনযোগ্য শব্দ ১৫৮
❖ اَقْسَامُ الْمُعْرَب ❖ পরিবর্তনশীল বিশেষ্য এর প্রকারভেদ ১৬১
❖ غَيْرُ الْمُنْصَرِفُ ❖ অপরিবর্তনীয়, রূপান্তরহীন ১৬২
❖ اَقْسَامُ الاسْمُ الْمَبْنِى ❖ : অপরিবর্তনশীল বিশেষ্য এর শ্রেণী বিভাগ ১৬৫
❖ اَسْمَاءُ الاَفْعَال ❖ : ক্রিয়ার অর্থসূচক বিশেষ্যসমূহ ১৬৭
❖ اَسْمَاءُ الاَصْوَات ❖ : ধ্বনিবাচক বিশেষ্যসমূহ ১৬৯
❖ اَسْمَاءُ الظُّرُوْف ❖ : স্থান ও কালবাচক বিশেষ্যসমূহ ১৭০
❖ اَسْمَاءُ الْكِنَايَة ❖ : ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য ১৭৩
❖ اَلْمُرَكَّبُ الْبِنَائِى ❖ Basic Compound Sentence মূল যৌগিক শব্দ বা অপরিবর্তনীয় বাক্য ১৭৪

www.pathagar.com

❖ أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ : Interogative Pronoun প্রশ্নবোধক বিশেষ্যসমূহ ১৭৪
❖ أَسْمَاءُ الشُّرُوْطِ : শর্তবোধক বিশেষ্য ১৭৬
❖ أَنْوَاعُ الْجُمْلَةِ : বিভিন্ন প্রকারের বাক্য Kinds of Sentence ১৭৮

<u>ষষ্ঠ অধ্যায়</u>

❖ اَلْعَوَامِلُ :কারকসমূহ ১৮৪
❖ اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّةُ : অপ্রকাশ্য আ'মিলসমূহ ১৮৫
❖ اَلْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّةُ প্রকাশ্য আ'মিলসমূহ ১৮৬
❖ وُجُوْهُ الاِعْرَابِ فِى الاِسْمِ বিশেষ্য পদের ইরাব বা পদচিহ্ন ১৮৮
❖ اِعْرَابُ فِى الاِسْمِ مُعْرَبٍ পরিবর্তনশীল বিশেষ্য-এর হরকত ১৮৯
❖ أَسْمَاءُ الْمَرْفُوْعَاتِ : রফা বা পেশ বিশিষ্ট ইস্‌ম-এর বর্ণনা ১৯৯
❖ فَاعِلٌ : কর্তা ২০০
❖ نَائِبُ الْفَاعِلِ কর্তার স্থলাভিষিক্ত কর্ম ২০৩
❖ اَلْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ : উদ্দেশ্য ও বিধেয় ২০৪
❖ خَبَرُ اِنَّ وَاَخْوَاتِهَا : হরূফে মুশাব্বাহ বিল ফেলের খবর ২০৫
❖ اِسْمِ كَانَ وَاَخْوَاتِهَا : সকল ফেলে نَاقِصٌ এর ইস্‌ম
اسْمُ الاَفْعَالُ النَّاقِصَةِ অসমাপিকা বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়াপদ বিশেষ্য ২০৮
❖ مَاوَلاَ الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ বা اِسْمُ مَاوَلاَ بِمَعْنى لَيْسَ
না-বোধক مَا ও لاَ-এর ইস্‌ম ২১২
❖ خَبَرُ لاَ النَّافِيَةَ لِلْجِنْسِ (لاَ-এ নাফী জিনসের খবর) ২১২
❖ اسْمُ اَفْعَالِ الْمُقَارِبَةِ অদূরবর্তী বা নিকটবর্তী ক্রিয়ার বিশেষ্য ২১৪
❖ اَفْعَالُ الرَّجَاءِ আশা বা আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপক ক্রিয়া ২১৫
❖ اَفْعَالُ الشُّرُوْعِ আরম্ভ বা শুরু অর্থজ্ঞাপক ক্রিয়া ২১৫

www.pathagar.com

❖ اَلْمَنْصُوْبَاتُ : নসব বা যবর বিশিষ্ট ইস্‌মসমূহ ২১৭
❖ اَلْحَالُ অবস্থা ২১৭
❖ اَلتَّمْيِيْزُ সন্দেহ নিবারক ২১৮
❖ اَلْمُسْتَثْنٰى : পৃথক করা বা বাদ দেয়া ২১৯
❖ حُرُوْفُ النَّاصِبَةُ لِلاسْمِ : ইসিমকে যবর প্রদানকারী হরফসমূহ ২২৩
❖ اَلْمَجْرُوْرَاتُ : জার (যের) বিশিষ্ট ইস্‌মসমূহ ২২৩
❖ اَلاَسْمَاءُ الْعَامِلَةُ : আ'মলকারী ইস্‌মসমূহের বর্ণনা ২২৫
❖ اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য ২৩০
❖ اِسْمُ التَّفْضِيْلِ - তুলনামূলক বা আধিক্যবাচক বিশেষ্য ২৩১
❖ اَلْمَصْدَرُ ক্রিয়ার উৎপত্তি স্থান বা ক্রিয়ামূল Root of Verbs ২৩৪
❖ اَلاِسْمُ التَّام পরিপূরক বা পূর্ণাঙ্গ বিশেষ্য ২৩৬
❖ اَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য ২৩৭

সপ্তম অধ্যায়

❖ اِعْرَابُ الاَفْعَال : ক্রিয়ার পদচিহ্ন ২৪০
❖ اَلْعَامِلُ الرَّافِع : পেশ দানকারী আ'মেল ২৪৫
❖ اَلْعَامِلُ النَّاصِب : যবর প্রদানকারী আ'মেল ২৪৫
❖ اَلْعَامِلُ الْجَازِم : যের প্রদানকারী আ'মেল ২৪৮

অষ্টম অধ্যায়

❖ اَلْحُرُوْفُ غَيْرُ الْعَامِلَةِ : আ'মলবিহীন অব্যয়সমূহ ২৫৩
❖ حُرُوْفُ التَّنْبِيْهِ (সতর্কীকরণ অব্যয়সমূহ) ২৫৩
❖ اَلْحُرُوْفُ الاِيْجَابِيَّةُ (উত্তরদানের বা হ্যাঁ-বোধক অব্যয়সমূহ) ২৫৪
❖ اَلْحُرُوْفُ التَّفْسِيْرِ (ব্যাখ্যাদানের অব্যয়সমূহ) ২৫৫

www.pathagar.com

❖ اَلْحُرُوْفُ الْمَصْدَرِيَّةُ (ক্রিয়ামূলবোধক অব্যয়সমূহ) ২৫৫
❖ اَلْحُرُوْفُ التَّحْضِيْضِ (উৎসাহ বা প্রেরণাদায়ক অব্যয়সমূহ) ২৫৬
❖ اَلْحَرْفُ التَّوَقُّعِ (আশাব্যঞ্জক অব্যয়) ২৫৬
❖ اَلْحُرُوْفُ الاسْتِفْهَامِيَّةُ (প্রশ্নবোধক অব্যয়সমূহ) ২৫৭
❖ حَرْفُ الرَّدْعِ (ধমক দেয়ার অব্যয়) ২৫৭
❖ اَلتَّنْوِيْنُ (তানবীন) ২৫৮
❖ حَرْفَا الشَّرْطِ (শর্তবোধক অব্যয়দ্বয়) ২৫৯
❖ حَرْفُ لَوْلاَ : অর্থাৎ لَوْلاَ অব্যয় ২৬০
❖ اَللاَّمُ الْمَفْتُوْحَةُ - যবরযুক্ত لاَمْ ২৬০
❖ مَابِمَعْنى مَادَامَ - যতক্ষণ ২৬০
❖ اَلْحُرُوْفُ الْعَاطِفَةُ (সংযোজনকারী অব্যয়সমূহ) ২৬০
❖ اَلْحُرُوْفُ الزَّائِدَةَ (অতিরিক্ত অব্যয়সমূহ) ২৬১
❖ حُرُوْفُ الاسْتِقْبَالِ (ভবিষ্যতের অর্থ দানকারী অব্যয়) ২৬৩
❖ حَرْفُ التَّعْرِيْفُ ২৬৩

নবম অধ্যায়

❖ اَلتَّوَابِعُ : অনুগামী পদ FOLLOWING ২৬৬
❖ اَقْسَامُ التَّوَابِعِ : تَوَابِعِ এর শ্রেণী বিভাগ ২৬৭
❖ اَلتَّاكِيْدُ : জোর দেয়া বা দৃঢ় করা ২৬৭
❖ اَلْبَدَلُ : স্থলবর্তী ২৭০
❖ اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ : হরফ দ্বারা সংযুক্তকরণ ২৭২

দশম অধ্যায়

❖ تَرْكِيْبُ الْجُمْلَةُ : আরবী বাক্য বিশ্লেষণ ২৭৫–৩০৯

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

❖ اَلْمُنْشَعِبُ : শাখা-প্রশাখা ৩১০–৩৫৮

দ্বাদশ অধ্যায়

❖ শব্দ বিশ্লেষণ : تَحْقِيق (মূল নির্ণয় বা মূল উদ্ঘাটন, অনুসন্ধান) ৩৫৯
❖ اَلتَّعْلِيْلُ : সন্ধি ৩৭৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আরবী শব্দ ও বাক্য ৩৮৩–৪৫০

চতুর্দশ অধ্যায়

❖ اَلاَمْثَالُ وَالْحِكَم : প্রবাদ ও স্মরণীয় বাণী ৪৫১

পঞ্চদশ অধ্যায়

❖ اَلرَّسَالاَتُ : পত্রাবলি/চিঠিপত্র LETTERS ৪৬১

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

❖ اَلْعَرِيْضَةُ : আবেদনপত্র/দরখাস্ত Application ৪৭০

সপ্তদশ অধ্যায়

❖ اِنْشَاءُ : রচনা Composition ৪৯১

অষ্টাদশ অধ্যায়

❖ আরবী শব্দ দ্বারা বাক্য গঠন ৪৯৭
❖ اَلتَّرْجَمَةُ : অনুবাদ Translation ৫০১

উনবিংশ অধ্যায়

❖ আরবী ভাষায় কথা বলি ৫০৮–৫১৩

www.pathagar.com

শ্রেণীভিত্তিক পাঠ বিন্যাস

৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় এবং একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়ের অংশ বিশেষ।

৭ম শ্রেণীর জন্য

৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত অধ্যায়সহ ৬ষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়।

৮ম শ্রেণীর জন্য

৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত অধ্যায়সহ অষ্টম ও নমব অধ্যায়।

বিঃ দ্রঃ শিক্ষক মহোদয় ইচ্ছা করলে উক্ত সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারবেন।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

اَلدَّرْسُ الْاَوَّلُ প্রথম পাঠ

اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ

আরবী ভাষা ARABIC LANGUAGE

মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ধ্বনি বা আওয়ায সৃষ্টি করে। আরবীতে ধ্বনিকে صَوْتٌ এবং ইংরেজীতে Sound বলা হয়। মানুষ ফুস্‌ফুস্‌, কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, দাঁত ও নাক ইত্যাদির সাহায্যে ইচ্ছামত صَوْتٌ বা ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের এ সকল ধ্বনি উদ্ভাবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হয় কথা বলার যন্ত্র বা বাগযন্ত্র।

* اَللُّغَةُ বা ভাষা (Language) হলো কতগুলো অর্থবোধক صَوْتٌ বা ধ্বনির মিলন। মানুষ যা কিছু লিখে বা বলে এবং যার মাধ্যমে একে অন্যের সাথে পরস্পর মনের ভাব বিনিময় ও প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলে।

* اَصْوَاتٌ وَكَلِمَاتٌ يُعَبِّرُبِهَا كُلُّ قَوْمٍ عَنْ حَاجَاتِهِمْ -

* Language is a group of symbolic sounds which is used to express different human feelings and emotions. Or The sound which is used to express a sense is called Language.

মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য এখানে এই যে, মানুষ হচ্ছে তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন জীব। ফলে মানুষের প্রবৃত্তি হচ্ছে সমাজবদ্ধতা। অনুভব-উপলব্ধির সমষ্টি নিয়েই আমাদের জীবন। আর এই অনুভব প্রকাশের মাধ্যমই হচ্ছে ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই মুনষ মানুষকে কাছে টানে। গড়ে তোলে সমাজ, সৃষ্টি করে সভ্যতা। অপরের সাথে ভাব বিনিময়ের জন্যই ভাষার উদ্ভব। নির্জনে-নিরালায় ভাষার প্রয়োজন হয় না। শ্রোতারূপে সমাজের প্রত্যেক দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে ভাষার রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

www.pathagar.com

মানুষ জন্মসূত্রে ভাষা পায় না, এটি তাকে অর্জন করতে হয়। শিশু যখন জন্ম নেয় তখন অর্থহীন আওয়াজ করে। এই আওয়াজ ভাষা নয়। শিশু তার পরিবেশ থেকে আস্তে আস্তে ভাষা শেখে। সে যখন মায়ের সান্নিধ্যে থাকে তখন মা যে ভাষায় কথা বলেন, সে ভাষাই সে রপ্ত করে নেয়। সেটিই হয় তার মাতৃভাষা। মানুষের রয়েছে একটি ত্রুটিমুক্ত বাগযন্ত্র- যা অন্যান্য প্রাণীর বাগযন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পৃথিবীর সব মানুষ একই ভাষায় কথা বলে না। এক এক দেশ বা অঞ্চলের ভাষা এক এক রকম। নানা কারণে হাজার হাজার বছর ধরে ধ্বনি পরিবর্তন বা মানুষের কথা বলার ভঙ্গির পরিবর্তন হতে হতে এমনটা হয়েছে। পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা অনেক। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। মধ্যপ্রাচ্য বা আরব দেশের লোকেরা আরবী ভাষায় কথা বলে।

اَلدَّرْسُ الثَّانِى দ্বিতীয় পাঠ

اَهَمِّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

আরবী ভাষার গুরুত্ব

পৃথিবীতে মানব জাতি বা মনুষ্য প্রাণী তাদের মনের ভাব কথার মাধ্যমে একে অপরের কাছে প্রকাশ করার জন্য যে সকল ভাষা ব্যবহার করে, তার মধ্যে আরবী অন্যতম। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ ভাষার ব্যাপক ব্যপ্তি ও ব্যবহারের কারণে এটি এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। জগৎসমূহের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সঠিক পথে চলার জন্য যে সমস্ত হেদায়াত বাণী, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন, তার সবই প্রায় আরবী ভাষায় উপস্থাপিত ও প্রচারিত হয়েছে। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট বিস্ময়কর গ্রন্থ আল কুরআন এই আরবী ভাষায়ই বিশুদ্ধভাবে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান হয়ে আছে এবং তা যুগ যুগ ধরে হেদায়াতের আলো ছড়িয়ে মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে আসছে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মহামানব আরবী ভাষী ছিলেন। বেহেশতবাসীদের একমাত্র ভাষা হবে আরবী। ইসলামের মহামূল্যবান গ্রন্থ কুরআন ও হাদীস শরীফ এবং ইসলামের বিধিমালা সম্বলিত গ্রন্থগুলো আরবী ভাষায় লিখিত বিধায় পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানদের কাছে এ ভাষা একটি পবিত্র ভাষা হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে আছে এবং থাকবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের যে সমস্ত শাখা-প্রশাখা রয়েছে তার সূত্রপাত হয়েছে আরবী ভাষার মধ্য দিয়ে।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, তোমরা তিনটি কারণে আরবী শিখ–

১. পবিত্র কুরআন আরবীতে।

২. বেহেস্তের ভাষা আরবী।

৩. আমার মাতৃভাষা আরবী।

পৃথিবীর আদিকালের ইতিহাস-ঐতিহ্য এ ভাষার মাধ্যমে চিরন্তন হয়ে রয়েছে। আমরা যে সমস্ত মুসলিম মনীষীদের কথা জানি বা যাঁদের কথা ইতিহাসে চিরন্তন, অম্লান, অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁরা প্রায় সবাই আরবী ভাষী ছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার চেয়ে এ ভাষার মর্যাদা বেশী। মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তায়ালার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এ ভাষাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। কারণ আমরা নামায পড়ি, আর নামাযে আল্লাহ পাকের কালাম পাঠ করে থাকি। আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত বাণী নামাযে পড়ি তার অর্থ যদি বুঝি এবং বুঝে বুঝে তেলাওয়াত করি তাহলে আমাদের নামায ও দোয়াগুলো আল্লাহর দরবারে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারব। অতএব এতোসব গুরুত্বের কারণেই আরবী ভাষা ও তার ব্যাকরণ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা সকল মুসলমানেরই বিশেষ প্রয়োজন।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ তৃতীয় পাঠ

اَلْقَوَاعِدُ

ব্যাকরণ GRAMMAR

আমরা কথা বলি এবং মনের ভাব প্রকাশ করি। কথাকে সাজিয়ে সুন্দর ও সহজ করে প্রকাশ করা দরকার। তাছাড়া পড়া এবং লেখার সময়ও যাতে ভুল না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন আছে। ভাষার এসব নিয়ম-কানুন বা বিধি -বিধানকেই আবরীতে اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ (আরবী ব্যাকরণ) বলে।

* যে শাস্ত্র পাঠ করলে বা পড়লে আরবী ভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে এবং ভাষা গঠনের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতিগুলো সঠিকভাবে জানা যায় তাকে اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ (আরবী ব্যাকরণ) বলে।

حَرْفٌ

বর্ণ LETTERS

* মানুষের বাগযন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন আওয়াযকে صَوْتٌ বা ধ্বনি বলে। বাগযন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশকে ধ্বনি একক (Sound Unit) বলে। ধ্বনির নিজস্ব কোন অর্থ নেই। কিন্তু ধ্বনির পর ধ্বনি সাজিয়ে কোন বস্তু বা অনুভূতিকে সাংকেতিকভাবে বুঝানো হয়। এভাবে নিরর্থক ধ্বনিই অর্থবোধকতা অর্জন করে।

صَوْتٌ বা ধ্বনি (Sound) এর প্রতীক হলো حَرْفٌ বা বর্ণ। صَوْتٌ বা ধ্বনি, উচ্চারণের সাথে সাথে ইথারে মিলে যায়। তাই صَوْتٌ বা ধ্বনিকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য কতগুলো সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। অতএব, বলা যায় صَوْتٌ প্রকাশক সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীককেই বলে حَرْفٌ বা বর্ণ। বা صَوْتٌ এর লিখিত রূপই হচ্ছে حَرْفٌ বা বর্ণ।

◆ যে প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করে ধ্বনিকে প্রকাশ করা হয় তাকে حَرْفٌ বলে। এক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ ধ্বনি একই ভাষাভাষী মানুষের কাছে অভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে প্রত্যক্ষ হয়। যেমন– অ, ক, A, B, ا - ب ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশযোগ্য চিহ্ন।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ চতুর্থ পাঠ

اَلْحُرُوْفُ الْهِجَائِيَّةُ

বর্ণমালা ALPHABET

আরবীতে ا আলিফ থেকে ى ইয়া পর্যন্ত মোট ২৯টি حَرْف (Letter) বা বর্ণ আছে। এ حَرْف গুলোকে একত্রে اَلْحُرُوْفُ الْهِجَائِيَّةُ (Alphabet) বা আরবী বর্ণমালা বলা হয়। আরবী বর্ণমালা যথাক্রমে–

ج জী-ম	ث ছা	ت তা	ب বা	ا আলিফ
ر র	ذ যা-ল	د দা-ল	خ খ	ح হা
ض দোয়া-দ	ص ছোয়া-দ	ش শী-ন	س সী-ন	ز যা
ف ফা	غ গঈন	ع আঈ-ন	ظ জ	ط ত্ব
ن নূ-ন	م মী-ম	ل লা-ম	ك কা-ফ	ق ক্ব-ফ
	ى ইয়া	ء হামযাহ্	ه হা	و ওয়া-ও

আরবী বর্ণামালার প্রথম বর্ণ (আলিফ) স্বরচিহ্ন বা حَرَكَةٌ যুক্ত হলে তা ء (হাম্‌যাহ) নামে অভিহিত হয়।

আরবী বর্ণমালা দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

www.pathagar.com

১. حَرْفُ صَحِيْحٌ : **ব্যঞ্জনবর্ণ-Consonant**

যে সমস্ত আরবী বর্ণমালা حَرْف عِلَّة বা حَرَكَة-এর সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হতে পারে না, তাদেরকে حَرْفُ صَحِيْحٌ বলা হয়। বাংলায় একে ব্যঞ্জন বর্ণ এবং ইংরেজীতে Consonant বলে। আরবীতে এ রকম হরফ মোট ২৫টি। যথা–

ت - ث - د - ذ - ر - ز - س – ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف
- ق - ك - ل - م - ن - ه -

২. حَرْفُ عِلَّةٍ : **স্বরবর্ণ-Vowel**

যে সমস্ত হরফ বা বর্ণ অন্য কোন حرف বা حركة এর সাহায্য/ব্যতীত নিজে নিজেই উচ্চারিত হতে পারে তাদেরকে حَرْفُ عِلَّةٍ বলা হয়। বাংলায় একে স্বরবর্ণ এবং ইংরেজীতে VOWEL বলে।

আরবীতে حَرْف عِلَّة মোট ৩টি। যথা– و - ا - ى - এ তিনটিকে একত্রে وَاى বলা হয়।

حَرْف عِلَّة এর নামকরণ :

حَرْف عِلَّة এর অর্থ হচ্ছে, দুর্বল অক্ষর। যেহেতু আরব দেশের লোকেরা কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়লে وَاى - وَاى আওয়াজ করতে থাকে, তাই এ তিনটি حرف কে حَرْف عِلَّة বলা হয়। উল্লেখ্য শিশুদের কান্নার সময়ও হরফে ঈল্লত এর উক্ত মিলিত আওয়ায শুনা যায়। এতে মানব জাতির মৌলিক ভাষা হিসেবে আরবী ভাষার স্বীকৃতি মিলে।

*** উচ্চারণের দিক থেকে আরবী বর্ণমালা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–**

১. اَلْحُرُوْفُ الشَّمْسِيَّةُ :

অর্থাৎ যে আরবী বর্ণমালার পূর্বে اَل বা আলিফ-লাম ব্যবহার করলে লামের উচ্চারণ হয় না বরং উহা উক্ত হরফের উচ্চারণের মধ্যে ঢুকে পড়ে বা মিশে যায়, এ ধরনের হরফগুলোকে اَلْحُرُوْفُ الشَّمْسِيَّةُ বলে।

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে উক্ত হরফ বা বর্ণকে তাশদীদ দিয়ে পড়তে হয়। এরূপ হরফ মোট ১৪টি। যথা- ت - ث - د - ذ - ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ل - ن -

যেমন- اَلشَّمْسُ - اَلتَّحْقِيْقُ - اَلرُّزُّ - اَللَّيْلُ ইত্যাদি।

২. اَلْحُرُوْفُ الْقَمَرِيَّةُ :

অর্থাৎ যে সমস্ত আরবী বর্ণমালার পূর্বে اَلْ আল বা আলিফ-লাম ব্যবহৃত হলে উচ্চারণের সময় লামের উচ্চারণ পৃথকভাবেই হয়ে থাকে, উক্ত হরফের মধ্যে ঢুকে পড়ে না বা মিশে যায় না, তাদেরকে اَلْحُرُوْفُ الْقَمَرِيَّةُ বলা হয়। এরূপ বর্ণ মোট ১৫টি। যথা-

ا - ب - ج - ح - خ - ع - غ - ف - ق - ك - م - ه - و - ء - ى -

যেমন- اَلْقَمَرُ - اَلْبَابُ - اَلْغُرَابُ ইত্যাদি।

◆ صَوْتٌ ও حَرْفٌ ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য :

صَوْتٌ ও حَرْفٌ একই জিনিসের দু'টি রূপ। অর্থাৎ ধ্বনি হলো বর্ণের উচ্চারিত রূপ। আর বর্ণ হলো ধ্বনির লিখিতরূপ।

* উচ্চারণ বিভাজনের উদাহরণ থেকেই উক্ত উচ্চারণ বিভাগদ্বয়ের নামকরণ করা হয়েছে।

اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ পঞ্চম পাঠ

حَرف এর مَخْرَج বা বর্ণের উচ্চারণ স্থল

ধ্বনি উৎপন্নের জন্য আমরা ফুস্‌ফুস্‌, কণ্ঠনালী, জিহ্বা, তালু, দাঁত, নাক, ঠোঁট ইত্যাদি প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করি। এই প্রত্যঙ্গগুলোকে বাক-প্রত্যঙ্গ বলে। সবগুলো প্রত্যঙ্গকে একত্রে বলা হয় বাগযন্ত্র। এই বাগযন্ত্র বা জিহ্বা মুখ গহ্বরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে حرف উচ্চারণ করে। তাই বাগযন্ত্রের সাহায্যে হরফ যে স্থান বা জায়গা হতে বাহির হয় ঐ জায়গা বা উচ্চারণ স্থলকে বর্ণমালার মাখরাজ বলা হয়।

www.pathagar.com

মাখরাজ অনুসারে উচ্চারণ করলে আরবী শব্দ শুদ্ধ হবে। নচেৎ অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাবে। কাজেই আরবী ভাষার হরফ مَخْرَج অনুসারে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

আরবী ভাষায় মোট হরফ ২৯টি। এই ২৯টি হরফের উচ্চারণ বিধিকে ১৭টি মাখরাজে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

১. এক নাম্বার মাখরাজ - হলকের বা কণ্ঠনালীর শুরু হতে উচ্চারিত হয় (হামযাহ-হা) ء - ه -

২. দুই নাম্বার মাখরাজ - হলকের মধ্যখান হতে (আঈ-ন, হা) ع - ح

৩. তিন নাম্বার মাখরাজ - হলকের শেষভাগ হতে (গঈন, খ) غ - خ

৪. চার নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া দুই নুকতা ওয়ালা (ক্বা-ফ) ق

৫. পাঁচ নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া উচ্চারিত হয় (কা-ফ) ك

৬. ছয় নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার মধ্যভাগ তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (জী-ম, শী-ন, ইয়া) ج - ش - ي

৭. সাত নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া (দোয়া-দ) ض

৮. আট নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের এক পাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া (লা-ম) ل

৯. নয় নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (নূ-ন) ن

১০. দশ নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগার উল্টো পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (র) ر

১১. এগার নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া (ত্বা, দাল-, তা) ط - د - ت

১২. বার নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা সামনের নীচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (ছোয়া-দ, সী-ন, যা) ص - س - ز

www.pathagar.com

১৩. তের নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (জ্বা, যা-ল, ছা) ث - ذ - ظ

১৪. চৌদ্দ নাম্বার মাখরাজ - নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (ফা) ف

১৫. পনের নাম্বার মাখরাজ - দুই ঠোঁট হতে (ওয়া-ও, বা, মী-ম) উচ্চারিত হয়- م - ب - و

১৬. ষোল নাম্বার মাখরাজ - মুখের খালি জায়গা হতে মদের হরফ পড়া যায়। মদের হরফ তিনটি- ى - ا - و - অর্থাৎ যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও, জেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া। মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়তে হয়।

যেমন – বা, বী, বূ – بُوْ - بِیْ - بَا

১৭. সতের নাম্বার মাখরাজ - নাকের বাঁশী হতে গুন্নাহ্ উচ্চারিত হয়।

যেমন- (আঁম্-মা, আঁন্-না) - اَنَّ - اَمَّ

বিঃ দ্রঃ মাখরাজ বা এ জাতীয় সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে- অত্র গ্রন্থের লেখক এর "আরবী পড়ার শিক্ষা পদ্ধতি" শিরোনামের বইটি দেখার পরামর্শ রইল।

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ ষষ্ঠ পাঠ

اَلْحَرَكَاتُ

ধ্বনি চিহ্ন Sound marks

বাংলা ভাষায় যেমন- আকার, এ-কার, ই-কার, উ-কার আছে তেমনি আরবী ভাষায় নির্ভুলভাবে আরবী বর্ণ ধ্বনি উচ্চারণের সুবিধার্থে বর্ণের উপরে-নীচে কতকগুলো বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন- যবর, যের, পেশ ইত্যাদি। এগুলোকে حَرَكَاتُ বা ধ্বনি চিহ্ন বলা হয়। এগুলো উচ্চারণ

www.pathagar.com

স্থান বিশেষে ব্যবহৃত হয়। তবে একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট হলো এ ভাষা ধ্বনি চিহ্ন (হরকত)সহ বা ব্যতীত উভয়ভাবে পড়া যায়। নীচে হরকতের যাবতীয় পরিচয় তুলে ধরা হলো–

* যে সকল চিহ্নের সাহায্যে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমূহ উচ্চারিত হয় তাদের ধ্বনি চিহ্ন (স্বরচিহ্ন) বা حَرَكَةٌ বলে।

* পেশ বর্ণের উপরে বসে, এর উচ্চারণ 'উ' ু -র মত, যেমন :

اُ - بُ - تُ উ - বু - তু ।

* যবর বর্ণের উপরে বসে। এর উচ্চারণ 'আ-া-র মত, যেমন :

اَ - بَ - تَ আ - বা - তা।

* যের বর্ণের নিচে বসে। এর উচ্চারণ 'ই-ি-এর মত, যেমন :

اِ - بِ - تِ ই - বি - তি।

*** আরবী ভাষায় حَرَكَةٌ হর্‌কত মূলতঃ ৩টি। যথা–**

১. ضَمَّةٌ বা পেশ – ُ ,

২. فَتْحَةٌ বা যবর – َ ,

৩. كَسْرَةٌ বা যের – ِ ,

*** اِعْرَابٌ বা শব্দের শেষ বর্ণের স্বর ধ্বনি নিরূপণ :**

যে স্বর বা ধ্বনি চিহ্ন দ্বারা শব্দের শেষাংশের পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে اِعْرَاب বলে। اِعْرَاب তিনটি। যথা–

১. رَفَع

২. نَصَب

৩. جَر

*** حَرَكَةٌ সমূহের ব্যবহার :**

আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হরকতসমূহের বেশ কিছু ব্যবহার বিধি এবং বিভিন্ন নাম রয়েছে। যথা–

www.pathagar.com

১. ضَمَّةٌ ও فَتْحَةٌ বা পেশ ও যবর। এগুলো সর্বদা আরবী বর্ণের উপরে এবং كَسْرَةٌ বা যের সর্বদা বর্ণের নীচে ব্যবহৃত হয়।

যেমন– بَ - بُ এবং بِ ইত্যাদি।

২. سُكُون : হরকত এর বিপরীত চিহ্নকে সুকূন বলে। অথবা যে চিহ্ন ব্যবহার করলে অক্ষরের উচ্চারণের কোন পরিবর্তন হয় না, অথবা বাংলা অ-কারের মত উচ্চারণ হয় বা যা সাধারণতঃ হসন্তের কাজ করে তা-ই সুকূন। سُكُون সর্বদা হরফের উপরে ব্যবহৃত হয় এবং এটি কখনও শব্দের প্রথমে বসে না। সুকূন যুক্ত হরফটিকে ঠিক তার পূর্বের হরকত বিশিষ্ট হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন–

اَسْ - اَبْ - نَصْرٌ - عَبْدٌ - ইত্যাদি।

সাকিনের চিহ্ন

৩. تَنْوِين তান্‌বীন : যে কোন আরবী বর্ণমালা উচ্চারণকালে নূনে সাকিন (اَلنُّوْنُ السَّاكِنَةُ) এর ন্যায় উচ্চারণ হওয়াকে تَنْوِين বলা হয়। অর্থাৎ اسم এর শেষ ভাগের হরকতের সাথে নূন উচ্চারণ করাকে তানবীন বলে। তানবীনের ব্যবহারে গুন্নাহ উচ্চারণ হয়। এই উচ্চারণের সময় একটা নূন ব্যবহার হয়। ইহা কখনও শব্দের প্রথম অক্ষরে ব্যবহৃত হয় না। সাধারণতঃ দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে তান্‌বীন বলে।

যথা– كِتَابٌ - كِتَابٍ - كِتَابًا ইত্যাদি।

৪. تَشْدِيد তাশ্‌দীদ : একই উচ্চারণ বিশিষ্ট দু'টি হরফকে একত্রে উচ্চারণ করাকে تَشْدِيد বলে। ইহা হরফের উপরে বসে এবং যুক্তাক্ষরের কাজ করে। ইহা যবর, যের ও পেশের সাথে সংযুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন– تَبَّ - بَكَّرَ - عَمَّ ইত্যাদি। শুধু তাশদীদের কোন কাজ নেই। যে অক্ষরের উপর تَشْدِيد ব্যবহার করা হয় তাকে مُشَدَّدٌ বলে। তাশদীদের চিহ্ন - ّ

৫. مَفْتُوْح ঐ বর্ণকে বলে যার উপর যবর হয়।

৬. مَضْمُوم ঐ বর্ণকে বলে, যার উপর পেশ হয়।

www.pathagar.com

৭. مَكْسُور ঐ বর্ণকে বলে, যার নীচে যের হয়।

৮. مُتَحَرِّك হরকত বিশিষ্ট হরফকে مُتَحَرِّك বলা হয়।

৯. مُنَوَّنٌ তানবীন বিশিষ্ট حرف কে مُنَوَّنٌ বলা হয়।

১০. سَاكِن - سُكُون বিশিষ্ট হরফকে سَاكِن বলা হয়।

যা জেনে রাখা প্রয়োজন

আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন পর্যালোচনা করার সময় এমন কিছু শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাবে যেগুলোর অর্থ সংশ্লিষ্ট স্থানে পাওয়া যাবে না। এতে করে ব্যাকরণের বিষয়সমূহ বুঝতে সমস্যা হতে পারে। তাই সে সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন।

◆ هَمْزَةُ الْوَصْل :

هَمْزَة হলো হরকতযুক্ত- اَلِف আর اَلْوَصْلُ অর্থ একত্রিত করা, মিলিয়ে নেয়া ইত্যাদি।

যে هَمْزَة কোন শব্দের সাকিনযুক্ত প্রথম অক্ষর উচ্চারণের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং এমতাবস্থায় পূর্বের কোন বাক্য বা শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়লে অনুচ্চারিত হয়ে যায় তাকে هَمْزَةُ الْوَصْل বলা হয়। যথা- اِذْهَبْ يَازَيْدُ কিন্তু যখন বলা হবে يَازَيْدُ اذْهَبْ এ ক্ষেত্রে হামযাহ পড়ে গেছে এবং তা উচ্চারিত হয়নি, اِجْلِسْ يَا زَيْدُ থেকে يَازَيْدُ اجْلِسْ বা وَاجْلِسْ يَا زَيْدُ, فَانْصُرْ ইত্যাদি।

◆ هَمْزَةُ الْقَطْع :

যে হাম্‌যাহ সর্ব অবস্থায়ই স্থায়ী থাকে। অর্থাৎ বাক্যের পূর্বে ব্যবহৃত হোক অথবা পরে হোক, কোন অবস্থায়ই পড়ে যাবে না বা উচ্চারিত হবেই।

যথা- يَا رَجُلُ اَكْرِمْ থেকে يَا رَجُلُ اَكْرِمْ, يَازَيْدُ اَقْبِلْ - এবং اَقْبِل يَازَيْدُ فَاَرْسِلْ, اَكْرِمْ ইত্যাদি।

◆ اَلاَلِفُ الْمَمْدُوْدَةُ বা দীর্ঘ আলিফ :

যে আলিফ এর পর একই শব্দে হামযাহ্ হয় তাকে আলিফে মামদূদাহ

www.pathagar.com

বলে। একে দীর্ঘ স্বরের মাধ্যমে উচ্চারণ করতে হয়।

যেমন– حَمْرَاءُ ইত্যাদি।

◆ اَلْاَلِفُ الْمَقْصُوْرَةُ বা হ্রস্ব আলিফ :

এ ধরনের আলিফকে হ্রস্ব স্বরের মাধ্যমে উচ্চারণ করতে হয়।

যথা– عِيسَى - مُوسَى - عَصًا - ইত্যাদি।

◆ حَذَفَ : কোন "বর্ণ" শব্দ বা বাক্য থেকে ফেলে দেয়াকে حَذْفٌ বলে।

◆ مَحْذُوْفٌ : শব্দ বা বাক্য থেকে যে বর্ণকে ফেলে দেয়া হয়, তাকে মাহযূফ বলে।

◆ صِيْغَةٌ (ছীগা) : শব্দ বা শব্দরূপকে صِيْغَةٌ বলে।

◆ مُقَدَّرٌ (মুকাদ্দার) : যে বর্ণ শব্দের মধ্যে থাকে না, কিন্তু অর্থের মধ্যে পাওয়া যায়–

◆ اَمْر (আমর) বলা হয়- "আদেশ" সূচক فعل (ক্রিয়া)কে।

◆ نَهِى (নাহি) বলা হয়- "নিষেধ" বাচক فعل (ক্রিয়া)কে।

◆ مُثْبَت (মুছবাত) বলা হয়- "হাঁ" বাচক শব্দকে।

◆ مَنْفِى (মানফি) বলা হয় "না" বাচক শব্দকে।

◆ مَعْرُوف (মা'রূফ) যে فعل এর فاعل বা কর্তা জানা আছে।

◆ مَجْهُول (মাজ্হূল) যে فعل এর فاعل বা কর্তা জানা নেই।

◆ غَائِب (গায়েব) নাম পুরুষ বা অনুপস্থিত ব্যক্তি।

◆ حَاضِر (হাযের) মধ্যম পুরুষ বা উপস্থিত কর্তা।

◆ مُتَكَلِّم (মুতাকাল্লিম) উত্তম পুরুষ বাচক বা ব্যক্তি স্বয়ং নিজে।

◆ مُذَكَّر (মুযাক্কার) পুংলিঙ্গ বা পুরুষ বাচক শব্দ।

◆ مُؤَنَّث (মুয়ান্নাছ) স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রী বাচক শব্দ।

◆ بَحَث (বহছ) অর্থ আলোচনা।

◆ وَاحِد (ওয়াহেদ) একবচন বাচক শব্দ।

◆ تَثْنِيَة (তাছনিয়া) দ্বিবচন বাচক শব্দ।

www.pathagar.com

◆ جَمْع (জমা) বহুবচন বাচক শব্দ।

◆ مَصْدَر (মাছদার); ক্রিয়ার উৎপত্তিস্থল। (Root of Verbs)

◆ ضَمِيْر (যমীর) সর্বনাম; নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ। (Pronoun)

◆ فِعْل ক্রিয়া (Verb)

◆ مَادَّة (মাদ্দাহ্) শব্দমূল/মূল শব্দ। (Matter)

شَخْصٌ পুরুষ :

শব্দের বিভিন্ন প্রকার রূপকে صِيْغَة (ছীগাহ্) বলে। اَفْعَال مُتَصَرِّفَة বা রূপান্তরযোগ্য ক্রিয়াসমূহের আঠারটি صِيْغَة বা রূপ হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ছীগাহ্ কোন না কোন شَخْصٌ বা পুরুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত। شَخْصٌ বা পুরুষ বলতে এমন শব্দকে বুঝায় যার মাধ্যমে বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দের সম্বোধন এবং নাম ও সর্বনামের পরিচয় পাওয়া যায়।

যথা– هُوَ - সে, اَنْتَ - তুমি, اَنَا - আমি, ইত্যাদি।

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ সপ্তম পাঠ

تَارِيْخُ الْقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ

আরবী ব্যাকরণের ইতিহাস

এ পর্যন্ত আরবী বর্ণমালার প্রাথমিক ধারণা, হরকত ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের ব্যাপক আলোচনা মূলতঃ لَفْظٌ (শব্দ) ও كَلِمَاتٌ (শব্দ গঠন প্রক্রিয়া) এবং تَصْرِيْفٌ বা শব্দের রূপান্তরকে কেন্দ্র করে। এ বিষয়ের ব্যাপক আলোচনার পূর্বে যে ইতিহাস জানা আবশ্যক তা হলো– আরবী ব্যাকরণের একটি বিশেষ অংশের নাম عِلْمُ النَّحْوِ বা আরবী ব্যাকরণ। আরবী ব্যাকরণ মূলতঃ عِلْمُ النَّحْوِ কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম ভাষা হলো আরবী। আর এ ভাষার ব্যাকরণও তৈরি হয়েছে অন্যান্য সকল ভাষার ব্যাকরণের পূর্বে। তাই বলা যায় পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণের ধারণা আরবী ভাষার ব্যাকরণ থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

عِلْمُ النَّحْوِ বা আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আরবী ব্যাকরণ তৈরি হয়। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ :

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর সময়, তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়াইলী জনৈক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত ভুল পড়তে শোনেন। আয়াতটি ছিল–

إِنَّ اللّٰهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট।"

আয়াতটির শেষে رَسُوْلُهُ এর لام বর্ণটি মূলতঃ مَرْفُوع বা পেশ বিশিষ্ট। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি বর্ণটিকে যের দিয়ে পড়েছিল। এতে আয়াতের অর্থ উলট-পালট হয়ে যায়। ফলে অর্থ দাঁড়ায়– "নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকগণ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অসন্তুষ্ট।"

এতদশ্রবণে হযরত আবুল আসওয়াদ রাগান্বিত হয়ে বললেন, এরূপ পড়া কুফরী, তিনি বিষয়টা খলিফা হযরত আলী (রা)-এর নিকট উত্থাপন করলেন এবং বললেন– আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি আরবী ভাষা-ভাষীদের জন্য এমন কিছু নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন করি যার অনুসরণে তারা নিজেদের ভাষাকে শুদ্ধ করে নিতে পারবে।

তখন হযরত আলী (রা) বলেন– "اُقْصُدْ نَحْوَهُ" অনুরূপ কর। অতঃপর তিনি নিজে আরবী শব্দরাজিকে اسم، فعل، حرف এই তিন ভাগে বিভক্ত করে আরবী ব্যাকরণের মৌলিক সূত্র উপস্থাপন করেন। তারপর হযরত দুয়াইলী (র) এরই আলোকে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-পদ্ধতি রচনা করলেন এবং বরকত বা স্মৃতিস্বরূপ আলী (রা)-এর মুখনিঃসৃত نَحْوٌ শব্দটি অবলম্বন করে একটি আরবী ব্যাকরণ তৈরি করেন– যার নাম نَحْوٌ বা যা عِلْمُ النَّحْوِ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ অষ্টম পাঠ

اَقْسَامُ الْقَوَاعِدِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

আরবী ব্যাকরণের প্রকারভেদ

◆ আরবী ব্যাকরণকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. عِلْمُ الاِمْلاَءِ (বা বর্ণ প্রকরণ) :

ব্যাকরণের এ বিষয়টা ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে এবং বিস্তারিত জানার জন্য যথাযথ দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২. عِلْمُ الصَّرْفِ (শব্দ গঠন) :

যে নিয়ম কানুন বা জ্ঞান দ্বারা আরবী صِيْغَةٌ বা শব্দ গঠন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তর সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় তাকে عِلْمُ الصَّرْفِ বা শব্দ গঠন প্রক্রিয়া বলে। এ বিষয়ের প্রয়োজনীয় কথা সামনের আলোচনার মাঝে করা হবে। বিশেষ করে ইলমে নাহু-এর فِعْل অংশে عِلْمُ الصَّرْفِ এর تَصْرِيْف বা রূপান্তর প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. عِلْمُ النَّحْوِ :

যে সব নিয়ম-কানুন ও জ্ঞানের দ্বারা বাক্যের مُعْرَب (পরিবর্তনশীল পদ) ও مَبْنِى (অপরিবর্তনশীল পদ) হওয়ার দিক দিয়ে اِسْم (বিশেষ্য), فِعْل (ক্রিয়া) ও حَرْف (অব্যয়)-এর শেষ হরফের অবস্থা ও হরকত বা ইরাব পরিবর্তন হওয়ার কারণ জানা যায় এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযোজন করার পদ্ধতি অবহিত হওয়া যায় তাকে عِلْمُ النَّحْوِ বলে। আরবী ব্যাকরণের আলোচনা মূলতঃ عِلْمُ النَّحْوِ থেকেই শুরু করা হবে। আর عِلْمُ النَّحْوِ কেই মূলতঃ আরবী ব্যাকরণ বলা হয়।

৪. عِلْمُ الْبَلاَغَةِ (অলংকার শাস্ত্র) :

যে নিময়-কানুনের দ্বারা সুন্দর ও সাবলীলভাবে আরবী কথাবার্তা সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে বলা যায় তাকে علم البلاغة বা অলংকার শাস্ত্র বলে।

www.pathagar.com

৫. عِلْمُ الْعُرُوْضِ (ছন্দ প্রকরণ) :

যে নিয়ম-কানুনের দ্বারা আরবী বাক্যস্থিত ছন্দের বিন্যাস ও উহার প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তাকে عِلْمُ الْعُرُوْضِ বা ছন্দ প্রকরণ বলে।

এ বিষয়টা عِلْمُ الْبَلَاغَةِ এরই অনুরূপ। অতএব عِلْمُ الْبَلَاغَةِ ও عِلْمُ الْعُرُوْضِ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে উক্ত বিষয়ের গ্রন্থাবলী দেখুন।

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ নবম পাঠ

عِلْمُ النَّحْوِ

আরবী ব্যাকরণ

اَلتَّعْرِيْفُ (সংজ্ঞা/Definations) :

*১. যে বিষয় অধ্যয়ন করলে আরবী ভাষার শব্দাবলীর শেষাক্ষরের اِعْرَاب তথা হরকত প্রদান পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারা যায় তাকে عِلْمُ النَّحْوِ বলে। অথবা–

*২. যেসব নিয়ম-কানুন ও জ্ঞানের দ্বারা বাক্যের مُعْرَب (পরিবর্তনশীল পদ) ও مَبْنِى (অপরিবর্তনশীল পদ) হওয়ার দিক দিয়ে اِسم (বিশেষ্য), فعل (ক্রিয়া) ও حَرف (অব্যয়) এর শেষ হরফের অবস্থা ও হরকত বা ইরাব হওয়ার কারণ জানা যায় এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযোজন করার পদ্ধতি অবহিত হওয়া যায় তাকে عِلْمُ النَّحْوِ বলে।

علم النَّحْوِ এর مَوْضُوع বা আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তু :

* প্রত্যেক ভাষারই তিনটি মৌলিক অংশ থাকে। ১. ধ্বনি (صَوْتٌ- Sound)। ২. শব্দ (كَلِمَةٌ - Word)। ৩. বাক্য (كَلَامٌ - Sentence)। এক একটি অংশকে অবলম্বন করে ব্যাকরণের এক একটি শাখা গঠিত হয়েছে। এ কারণে সব ভাষার ব্যাকরণই প্রধানত তিনটি বিষয়ের আলোচনা

www.pathagar.com

করা হয়। তবে এখানে ২য় ও ৩য় বিষয় দু'টির আলোচনা করা হবে।

عِلْمُ النَّحْوِ এর আলোচ্য বিষয় দু'টি। যথা–

১. اَلْكَلِمَةُ শব্দ, WORD.

২. اَلْكَلَامُ বাক্য, SENTENCE.

◆ اَلْكَلِمَةُ ও اَلْكَلَامُ বা শব্দ ও বাক্য এর বিভিন্ন বাস্তব অবস্থায় عِلْمُ النَّحْوِ তে আলোচনা করা হয়েছে।

عِلْمُ النَّحْوِ এর غَرْضُ বা উদ্দেশ্য :

আরবী ভাষা শুদ্ধরূপে পড়া, লেখা ও বলার যোগ্যতা অর্জন করা এবং শাব্দিক ও ব্যবহারিক ভুল-ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকা-ই ইলমে নাহূ এর উদ্দেশ্য।

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ দশম পাঠ

اَلْكَلِمَةُ

শব্দ বা পদ, WORDS

মনের ভাবকে প্রকাশের জন্য মানুষ অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি উচ্চারণ করে। এই অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে كلمة বা শব্দ বলে। আরও সহজ কথায় বলা যায়– এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলিত হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে كلمة বা শব্দ বলে।

বাংলা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার আমরা করে থাকি। তদ্রূপ আরবী ভাষায়ও মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্য বিভিন্ন রকমের শব্দের ব্যবহার করতে হয়। যেমন (১) বিশেষ্য যথা– اِسْمٌ (ইসম), (২) বিশেষণ যথা– صِفَةٌ (ছিফাত), (৩) সর্বনাম যথা– ضَمِيْرٌ (যমীর), (৪) ক্রিয়া যথা– فِعْلٌ (ফে'ল), (৫) অব্যয় যথা– حَرْفٌ (হরফ) ইত্যাদি। উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় আরবী ভাষার শব্দগুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত।

www.pathagar.com

◆ حَرْفٌ (বর্ণ)-এর সাথে حَرَف এর মিলনে শব্দ হয়। যেমন- قَلَمٌ (কলম), এখানে م - ل - ق এই হরফ তিনটি মিলে একটি শব্দ গঠন হয়েছে।

◆ এক বা একাধিক حرف বা অক্ষর একত্রিত হয়ে যদি কোন অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে كَلِمَةٌ বা শব্দ বলে।

◆ প্রত্যেকটি অর্থবোধক শব্দকে আরবী ভাষায় اَلْكَلِمَةُ বলে।

যথা- كِتَابٌ বই, قَلَمٌ কলম, قَرَأَ সে পড়ল, مَنْ - কে ইত্যাদি।

◆ اَلْكَلِمَةُ বা শব্দটি একক অর্থবোধক হতে হবে। আর একক অর্থবোধক শব্দের নাম হলো اَلْمُفْرَدُ (মুফরাদ)।

অতএব, যে শব্দ অন্য কোন শব্দের সাথে মিলিত না হয়ে এককভাবে নিজ অর্থ প্রকাশ করতে পারে তাকে اَلْمُفْرَدُ বলে। আর اَلْمُفْرَدُ এর অপর নামই হচ্ছে اَلْكَلِمَةُ। অথবা

যে শব্দ অন্য কোন শব্দের সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত একাকী নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে তাকে اَلْمُفْرَدُ বলে। যথা- طَائِرَةٌ একটি বিমান, عَلَمٌ একটি পতাকা ইত্যাদি।

اَقْسَامُ الْكَلِمَةِ

কালিমা পদ বা শব্দের প্রকারভেদ Parts of speech

আরবী كَلِمَةٌ বা শব্দগুলো সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

১. اَلاِسْمُ (বিশেষ্য বা নামবাচক শব্দ) যেমন- كِتَابٌ, একটি বই।

ইংরেজী শব্দসমূহের Noun, Pronoun এবং Adjective এর শব্দাবলী اسم (Adverb) এর অন্তর্ভুক্ত।

২. اَلْفِعْلُ (ক্রিয়া বা কর্মবাচক শব্দ)। যেমন- قَرَأَ, সে পড়িয়াছে।

ইংরেজী Verb এর শব্দাবলী فعل এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. اَلْحَرْفُ (অব্যয় পদ) যেমন- مِنْ হতে اِلى পর্যন্ত ইত্যাদি।

ইংরেজী Preposition, Conjunction এবং Interjection এর শব্দাবলী حرف এর অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

উক্ত তিন প্রকার اَلْكَلِمَةُ বা اَلْمُفْرَدُ (শব্দ) সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ব্যাপক বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা হয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. ভাষা কি ? মাতৃভাষা কাকে বলে ? সকল ভাষা এক রকম নয় কেন লিখ।

২. আরবী ভাষা কোন এলাকার ভাষা ? এ ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩. اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ কাকে বলে ? আরবী ব্যাকরণের ইতিহাস লিখ।

৪. صَوْتٌ বা ধ্বনি কাকে বলে ? صَوْتٌ এর প্রতীক কি ? حَرْفٌ বা বর্ণ কাকে বলে?

৫. اَلْحُرُوْفُ الْهِجَائِيَّةُ কাকে বলে, কয় ভাগে বিভক্ত, তাদের বর্ণ সংখ্যা কয়টি ও কি কি ?

৬. উচ্চারণের দিক থেকে আরবী বর্ণমালা কতভাবে বিভক্ত এবং কি কি ? তাদের সংজ্ঞা ও বর্ণগুলি লিখ।

৭. حَرْفٌ صَحِيْحٌ ও حَرْفُ عِلَّةٍ কাকে বলে, উভয়ের বর্ণগুলি আলাদাভাবে লিখ।

৮. مَخْرَجٌ কাকে বলে ? মাখরাজ কতটি ? এক থেকে তিন পর্যন্ত مَخْرَجٌ লিখ।

৯. حَرَكَةٌ কাকে বলে ? আরবী ভাষায় হরকত মূলতঃ কতটি এবং কি কি লিখ।

১০. تَنْوِيْن, سُكُوْن ও تَشْدِيْد কাকে বলে ? উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

www.pathagar.com

১১. আরবী ব্যাকরণ কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি ? عِلْمُ الصَّرْفُ এর সংজ্ঞা দাও।

১২. عِلْمُ النَّحْو কাকে বলে ? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য লিখ।

১৩. اَلْكَلِمَةُ কাকে বলে, এর অপর নাম কি ? اَلْكَلِمَةُ কত প্রকার ও কি কি, উদাহরণসহ লিখ।

১৪. নীচের আরবী শব্দগুলোর অর্থ বল।

اَبٌ - نَهَارٌ - اُسْتَاذٌ - تِلْمِيْذٌ - كُرْسِيٌّ - اَرْضٌ - كِتَابٌ - قَلَمٌ - مَدْرَسَةٌ - قَرْيَةٌ - مَدِيْنَةٌ - طَاوِلَةٌ - لَيْلٌ - اَوَّلٌ - قَوْلٌ - كِذْبٌ - حَقٌّ - اُمٌّ -

১৫. নীচের শব্দগুলোর আরবী অর্থ কর।

অক্ষর, মানুষ, অজু, কামরা, ঘর, বাড়ী, বন্ধু, ঘোড়া, গাভী, ডিম, হাঁস, মুরগী, মাছ, গোশত, গাছ, রাজধানী, দেশ, বিশ্ব, পতাকা, ডাক্তার।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

اَلدَّرْسُ الاَوَّلُ প্রথম পাঠ

اَلاِسْمُ

বিশেষ্য NOUNS

আরবী ভাষার সমস্ত শব্দমালাকে তিনটি ভাগে আলাদা করা হয়েছে। তিনটি ভাগের প্রথম অংশটি ইস্‌ম। স্বাভাবিকভাবেই এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ব্যাকরণের সর্বাগ্রে এর আলোচনা করা হচ্ছে।

اَلاِسْمُ (নাম বাচক বিশেষ্য) এমন একটি كَلِمَةٌ (Word) যা স্বীয় অর্থ প্রকাশে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং যার অর্থের মধ্যে তিনকাল (তথা- مَاضِى - অতীত, حَال - বর্তমান ও مُسْتَقْبِل ভবিষ্যৎকাল-এর কোনটাই পাওয়া যায় না, যেমন- زَيْد ব্যক্তির নাম, عَالِم গুণের নাম, دَاكا স্থানের নাম, وَاحِد সংখ্যার নাম ইত্যাদি। নিম্নে আরও কয়েকটি সংজ্ঞা দেয়া হল-

◆ যে শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, স্থান, সময়, সংখ্যা, দোষ, গুণ, অবস্থা ও কাজের নাম বুঝান হয় এবং যার অর্থ অন্য শব্দের সহযোগিতা ছাড়াই বুঝা যায়, সাথে সাথে যা দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায় না তাকে اِسم বলা হয়। অথবা যে শব্দ অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে এবং কোন কালের অর্থ তাতে পাওয়া যায় না তাকে اَلاِسْمُ বা বিশেষ্য বলে। সহজ কথায় কোন কিছুর নামকে اِسْمٌ ইসম বলে। যথা- كَرِيْمٌ করিম, اِنْسَانٌ মানুষ, كُرْسِىٌّ চেয়ার, مَكَّةٌ মক্কা শরীফ, يَوْمٌ দিন, عَشَرَةٌ দশ, عَالِمٌ জ্ঞানী, جَاهِلٌ মূর্খ, قَائِمٌ দণ্ডায়মান ইত্যাদি।

◆ যে Word দ্বারা কোন কিছুর নাম বুঝায়, তাকে Noun বলে।

A Noun is naming word or A Noun is a name of anything.

www.pathagar.com

এই স্থানে লক্ষণীয় যে, বিশেষণ, সর্বনাম এবং ক্রিয়ামূল আরবী ব্যাকরণে اسم বা নামবাচক শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তাই বিশেষণকে اِسْمُ الصِّفَةِ, সর্বনামকে اِسْمُ الضَّمِيْرُ এবং ক্রিয়ামূলকে اِسْمُ الْمَصْدَرُ বলে। তবে اسم বা বিশেষ্যের সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা اسم এর শ্রেণী বিভাগ ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে লক্ষ্য করুন।

اَقْسَامُ الاسْمِ

বিশেষ্য এর শ্রেণী বিভাগ

اَلاسْمُ বা নামবাচক বিশেষ্য সাধারণতঃ দু'প্রকার। যথা–

১. اَلاسْمُ الْمُتَصَرِّفُ বা রূপান্তরযোগ্য বিশেষ্য।

যেসব ইসম পরিবর্তিত হয়ে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন অথবা تصغير (ক্ষুদ্রত্ববোধক) ও نسبة (সম্বন্ধযুক্ত) হয়ে থাকে, তাকে اَلاسْمُ الْمُتَصَرِّفُ বলে। যেমন– مَدِيْنَةٌ এর দ্বিবচন হলো– مَدِيْنَتَانِ, বহুবচন হলো- مُدُنٌ, تَصْغِير হলো مُدَيْنَةٌ এবং نِسْبَت হচ্ছে مَدَنِيٌّ –

اَلاسْمُ الْمُتَصَرِّفُ আবার তিন প্রকার। যথা–

(ক) اَلاسْمُ الْجَامِدُ মৌলিক বিশেষ্য :

اَلاسْمُ الْجَامِدُ ঐ জাতীয় اسم কে বলা হয়, যা অন্য কোন শব্দ হতে গঠিত হয় না এবং তা থেকেও কোন শব্দ গঠন করা হয় না।

যেমন– دِرْهَمٌ - زَيْدٌ - رَجُلٌ ইত্যাদি।

(খ) اِسْمُ الْمَصْدَرِ ক্রিয়ামূল বিশেষ্য :

যে اسم দ্বারা কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায়, কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। আর তা থেকে সাধারণ فعل (ক্রিয়া) গঠিত বা নির্গত হয় তাকে اِسْمُ الْمَصْدَرِ বলে। যেমন-

www.pathagar.com

اَلضَّرْبُ - প্রহার করা। এখানে প্রহার করা কাজটি বুঝিয়েছে, কিন্তু কোন কালে করেছে তা বুঝায়নি। এভাবে اَلنَّصْرُ - সাহায্য করা, اَلْكِتَابُ - লিখা, اَلاِكْرَامُ - সম্মান করা, اَكْلٌ - খাওয়া, قِرَاءَةٌ- পড়া ইত্যাদি।

(গ) اَلاِسْمُ الْمُشْتَقُ গঠিত, নির্গত বিশেষ্য :

যে اسم (ইসম) ক্রিয়ামূল বা মাছদার থেকে গঠিত হয়ে রূপান্তরিত হয় তাকে اِسْمُ الْمُشْتَقِ বলে। যেমন– كَاتِبٌ ও نَاصِرٌ মূলতঃ اَلْكِتَابَةُ ও اَلنَّصْرَةُ থেকে গঠিত।

◆ اَلاِسْمُ الْمُشْتَقُ **আবার সাত প্রকার। যথা–**

(ক) اِسْمُ الْفَاعِلِ কর্তা বা কর্তৃকারক বিশেষ্য।

(খ) اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ কর্মকারক বিশেষ্য।

(গ) اِسْمُ التَّفْضِيلِ আধিক্য বাচক বিশেষ্য, তুলনাবাচক বিশেষ্য।

(ঘ) اِسْمُ الة করণ কারক বা ক্রিয়ার যন্ত্র বিষয়ক বিশেষ্য।

(ঙ) اِسْمُ الْمُبَالَغَةِ আধিক্যের অর্থ দানকারী বিশেষ্য।

(চ) اِسْمُ الظَّرْفِ কাল বা সময় বাচক বিশেষ্য।

(ছ) اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য।

এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

২. اَلاِسْمُ غَيْرُ الْمُتَصَرِّفُ অরূপান্তর যোগ্য বিশেষ্য :

যে সকল اسم রূপান্তর লাভ করে না; বরং সর্বদা একই অবস্থায় অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে, সে সব বিশেষ্যকে اَلاِسْمُ غَيْرُ الْمُتَصَرِّفِ বলে।

যেমন– مَا - مَنْ - مَتَى - كَمْ - كَيْفَ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ দ্বিতীয় পাঠ

اِسْمُ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট বিশেষ্য

DEFINITE AND INDEFINITE NOUN

যে কোন বিষয় বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত বা প্রকাশ করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু পদাশ্রিত নির্দেশক এর প্রয়োজন হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উহা একটি শব্দ উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট বা স্বভাবগত কারণে নির্দিষ্ট হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোন শব্দ সংযোজনের প্রয়োজন হয় না। আরবী ব্যাকরণে নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট এর মিলিত কোন সংজ্ঞা নির্বাচন করা হয়নি। ইংরেজী Grammar-এ, যে word কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা বুঝায় তাকে Article বলে। The word which is used before noun to indicate noun's definity or indefinity in the sentence is called Article.

* নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে اِسْمٌ দু'প্রকার। যথা–

১. اَلْمَعْرِفَةُ নির্দিষ্ট, (DEFINITE NOUN)

২. اَلنَّكِرَةُ অনির্দিষ্ট, (INDEFINITE NOUN)

* اَلْمَعْرِفَةُ নির্দিষ্ট বাচক বিশেষ্য : (DEFINITE NOUN)

যে لَفْظٌ বা শব্দ দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কোন কিছুকে বুঝানো হয় তাকে اَلْمَعْرِفَة বলা হয়। যেমন– اَلْقَلَمُ, يَوْمُ الْجُمُعَةِ, خَالِدٌ.

اَقْسَامُ الْمَعْرِفَة নির্দিষ্ট বাচক বিশেষ্য-এর শ্রেণী বিভাগ :

اَلْمَعْرِفَة মোট সাত প্রকার। যথা–

১. عَلَمٌ বা নির্দিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য : (Proper Noun) যেমন- زَيْدٌ - ڈاکا

২. مُعَرَّف بِاللاَّم : (ال দ্বারা নির্দিষ্ট শব্দ বিশেষ্য) যেমন- اَلْقَلَمُ

৩. اَسْمَاءُ الاشَارَات ইঙ্গিত বা নির্দেশসূচক বিশেষ্য : যেমন- ذَالِكَ - هذَا

৪. اَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلاَت সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য : (RELATIVE PRONOUN). যেমন- اَلَّذِيْ - اَلَّتِيْ

৫. اَلْمُضْمَرَاتُ সর্বনামসমূহ (PRONOUN). যেমন- هُوَ - اَنَا - اَنْتَ

৬. اَلْمُعَرَّفُ بِالاضَافَةِ الى اَحَدِهَا : (সম্বন্ধযুক্তকৃত বিশেষ্যের মাধ্যমে নির্দিষ্টকরণ) যেমন- قَلَمُ سَعِيْدٍ

www.pathagar.com

৭. اَلْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ : (হরফে নেদার মাধ্যমে নির্দিষ্টকরণ) যেমন- يَاصَدِيْقُ
নিম্নে উক্ত সাত প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ তৃতীয় পাঠ

১. عَلَم বা নির্দিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য : **Proper Noun**

এটা এমন اسم কে বলে, যা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর নাম হয়। যেমন- زَيْدٌ ব্যক্তির নাম, دُلْدُل প্রাণীর নাম, دَجْلَةٌ নদীর নাম, مَكَّةٌ একটি নির্দিষ্ট স্থানের নাম ইত্যাদি।

২. مُعَرَّف بِاللاَّم : (ال দ্বারা নির্দিষ্ট শব্দ বিশেষ্য)

যে সমস্ত كَلِمَةٌ বা শব্দের প্রথমে আলিফ-লাম ব্যবহৃত হয় অথবা ঐ শব্দকে مُعَرَّف بِاللاَّم বলে যা اَل দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। যেমন- اَلْكِتَابُ বইটি, اَلْقَلَمُ কলমটি, اَلرَّجُلُ লোকটি, اَلشَّجَرُ গাছটি।

৩. اَسْمَاءُ الاشَارَات ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য : DEMONSTRATIVE PRONOUNS.

নামের পরিবর্তে যে সকল اسم বা বিশেষ্য দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, তাকে اسْمُ اَلاشَارَة বলে। যথা- هذَا ইহা, ذَالِكَ উহা। اسْمُ الاشَارَة দ্বারা যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তাকে مُشَارٌ اِلَيْهِ বলে। যথা- هذَا الرَّجُلُ এই লোকটি।

◆ এটা, ঐটা, ইহা, উহা, ইহারা, উহারা, এগুলি, ঐগুলি ইত্যাদি শব্দসমূহ বুঝানোর জন্য আরবী ভাষায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয় তাদেরকে اسْمُ الاشَارَة বলে।

*** প্রকারভেদ :**

اسْمُ الاشَارَة তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : যথা-

(এক) اَسْمَاءُ الاشَارَة لِلْقَرِيْب নিকটবর্তী ইঙ্গিত বাচক বিশেষ্য।

(দুই) اَسْمَاءُ الاشَارَة لِلْمُتَوَسِّط মধ্যবর্তী ইঙ্গিত বাচক বিশেষ্য।

(তিন) اَسْمَاءُ الاشَارَة لِلْبَعِيْد দূরবর্তী ইঙ্গিত বাচক বিশেষ্য।

উল্লেখিত اسْمُ اَلاشَارَة এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রয়েছে। নিম্নে এটি ছকের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো।

www.pathagar.com

ইসমে ইশারার চিত্র

اَلْجَمْعُ বহুবচন	اَلتَّثْنِيَةُ দ্বিবচন	اَلْوَاحِدُ একবচন	اَلْجِنْسُ জাতি	الاشارات ইঙ্গিত
أُوْلاَءِ এই সকল	ذَانِ এই দু'জন	ذَا এই, ইহা	اَلْمُذَكَّرُ পুংলিঙ্গ	اَسْمَاءُ الاِشَارَةِ لِلْقَرِيْبِ
هٰؤُلاَءِ এরা, এইগুলি এই সকল	هٰذَانِ - هٰذَيْنِ এরা, এগুলি	هٰذَا এটা, এটি এই, ইহা		
أُوْلاَءِ এরা, এইগুলি এই সকল	تَانِ-تَيْنِ এই দু'জন	تَا-تِيْ-تِهْ-تِهِيْ- ذِهْ-ذِهِيْ এই একজন	اَلْمُؤَنَّثُ স্ত্রীলিঙ্গ	
هٰؤُلاَءِ এই সকল	هٰتَانِ - هٰتَيْنِ এই দু'জন	هٰذِهِ এই একজন		
أُوْلٰئِكَ সকল	ذَانِكَ - ذَيْنِكَ দু'জন	ذَاكَ একজন	اَلْمُذَكَّرُ পুংলিঙ্গ	اَسْمَاءُ الاِشَارَةِ لِلْمُتَوَسِّطِ
أُوْلٰئِكَ সকল	تَانِكَ - تَيْنِكَ দু'জন	تَاكَ একজন	اَلْمُؤَنَّثُ স্ত্রীলিঙ্গ	
أُوْلٰئِكَ ঐ সকল	ذَانِكَ - ذَيْنِكَ ঐ দু'জন	ذَالِكَ ঐ একজন	اَلْمُذَكَّرُ পুংলিঙ্গ	اَسْمَاءُ الاِشَارَةِ لِلْبَعِيْدِ
أُوْلٰئِكَ সকল	تَانِكَ - تَيْنِكَ ঐ দু'জন	تِلْكَ ঐ একজন	اَلْمُؤَنَّثُ স্ত্রীলিঙ্গ	

www.pathagar.com

স্থানের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত اِسْمُ الاِشَارَةِ সমূহ

দূরবর্তী	নিকটবর্তী
هُنَاكَ ـ هُنَالِكَ ـ ثَمَّ ـ ثَمَّه	هُنَا ـ هٰهُنَا
ওখানে	এখানে

◆ اَلْعَاقِلُ এর جَمع এর জন্য اُولٰئِكَ ও هٰؤُلَاءِ ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও اَلْعَاقِلُ এর جَمْعُ الْمُكَسَّر এর ক্ষেত্রে تِلْكَ ব্যবহার হয়ে থাকে।

যেমন- تِلْكَ الرُّسُلِ -

◆ غَيْرُ الْعَاقِلِ এর جَمع এর জন্য هٰذِهِ ও تِلْكَ ব্যবহৃত হয়।

যথা- تِلْكَ الاَقْلَامُ ـ هٰذِهِ الْكُتُبُ ـ

* اَلْعَاقِلُ বলতে- اَللّٰهُ، مَلَائِكَة، اِنْسَانُ ও جِنّ কে বুঝানো হয়, বাকী সবকিছুকে ـ غَيْرُ الْعَاقِلِ বলা হয়।

৪. الْمَوْصُوْلَات। সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য :
RELATIVE PRONOUN.

যে সকল اسم (বিশেষ্য) উহার পরে বর্ণিত جُمْلَة বা বাক্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তাকে اِسْمُ الْمَوْصُوْل বলে। যেমন- جَاءَ الَّذِى هُوَعَالِمٌ যিনি এসেছেন তিনি জ্ঞানী। এখানে اَلَّذِى শব্দটি اَلاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ যা هُوَ عَالِمٌ এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করেছে।

◆ যে, যারা, যাকে, যাদেরকে, যা, যেটা, যেগুলি ইত্যাদি শব্দ বুঝানোর জন্য আরবী ভাষায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে اَلاِسْمُ الْمَوْصُوْل বলে।

* বচন ও লিঙ্গভেদে ব্যবহৃত اَلاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ গুলো নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

◆ وَاحِد - تَثْنِيَة - جَمع - مُذَكَّر ও مُؤَنَّث এর জন্য নির্দিষ্ট اَلاِسْمُ الْمَوْصُوْل রয়েছে। নিম্নের ছকে তা বর্ণিত হলো–

বচন	مُذَكَّر	مُؤَنَّث
وَاحِد	اَلَّذِى	اَلَّتِى
	যে, যাকে, যা, যেটা	যে, যাকে, যা, যেটা
تَثْنِيَه	اَلَّذَانِ/اَلَّذَيْنِ	اَللَّتَانِ/اَللَّتَيْنِ
	যারা, যাদেরকে, যেগুলো	যারা, যাদেরকে, যেগুলো
جَمع	اَلَّذِيْنَ	اَللاَّتِى/اَللَّوَاتِى
	যারা, যাদেরকে, যেগুলো	যারা, যাদেরকে, যেগুলো

ছকের শব্দগুলো শুধু اَلاِسْمُ الْمَوْصُوْل এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া আরও শব্দ আছে যেগুলো কখনও الموصول। অর্থে আবার কখনও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেগুলো নিম্নরূপ–

১. مَا – যা অর্থে, যেমন– خُذْ مَاتُرِيْدُهُ তুমি যা চাও তা গ্রহণ কর।

২. مَنْ – যে, যারা, حَضَرَ مَنْ يَسْكُنُ فِى هٰذَا الْبَيْتِ এ ঘরে যে বাস করে সে উপস্থিত হয়েছে।

৩. اَىٌّ কোন (পুরুষ) اَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ

৪. اَيَّةٌ কোন (স্ত্রী) اَيَّتُهُنَّ هِىَ قَائِمَةٌ

৫. اِسْمُ الْفَاعِل এর শুরুতে ব্যবহৃত ال যথা– اَلضَّارِبُ অর্থ اَلَّذِى ضَرَبَ যে প্রহার করে।

৬. اِسْمُ الْمَفْعُول এর শুরুতে ব্যবহৃত ال যথা- اَلْمَضْرُوب অর্থ اَلَّذِى ضُرِبَ যে প্রহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

৭. ذُو অর্থ اَلَّذِى, যথা- جَاءَ ذُوْ ضَرَبَكَ

* اَيٌّ ও اَيَّةٌ শব্দদ্বয় কখনো مُعْرَب আবার কখনো مَبْنِى হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

◆ مَنْ শব্দটি عَاقِل জ্ঞানী-এর জন্য এবং مَا শব্দটি غَيْرُ الْعَاقِل (জ্ঞানহীন) এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

* غَيْرُ عَاقِل এর جَمع এর জন্য প্রায় اَلَّتِى ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা- اَلْاَشْجَارُ الَّتِى এবং عَاقِل এর جَمع এর জন্য اَلَّذِيْنَ - اَللَّوَاتِى - اَللَّاتِى ব্যবহৃত হয়।

* اَلاسْمُ الْمَوْصُول এর পর অবশ্যই একটি বাক্য উল্লেখ করতে হয়। ঐ বাক্যটিকে اَلصِّلَةُ বলে এবং বাক্যের মাঝে একটি ضَمِيْر থাকতে হয় যা اَلاسْمُ الْمَوْصُوْل এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, উহাকে ضَمِيْرُ الصِّلَةِ বলে।

৫. اَلضَّمَائِرُ الْمُضْمَرَات সর্বনামসমূহ (**PRONOUNS**).

اَلْمُضْمَرَات শব্দটি اَلْمُضْمَرُ এর বহুবচন। এই مُضْمَر এর অপর নামই হচ্ছে ضَمِيْرُ বা সর্বনাম।

কোন اسم বারংবার উল্লেখিত হলে ভাষার মধ্যে শ্রুতিকটুতা সৃষ্টি হয়, তাই এ থেকে ভিন্ন উপায়ে اسْمُ عَلَم বা নামবাচক বিশেষ্যের পরিবর্তে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়, সহজ কথায়- নামের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় তাকে اَلضَّمِيْرُ বা সর্বনাম বলা হয়।

যেমন- اَنَا- আমি, اَنْتَ - তুমি, هُوَ - সে ইত্যাদি।

A pronoun is a word which is used instead of a noun.

اَلضَّمَائِرُ এর প্রকারভেদ

اَلضَّمِير প্রথমতঃ তিন প্রকার। যথা-

১. اَلضَّمِيْرُ الْمَرْفُوع

যে ضمير গুলো رفع এর অবস্থানে আসে তাদেরকে اَلضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْع বলে।

www.pathagar.com

২. اَلضَّمِيْرُ الْمَنْصُوْبُ

যে ضمير গুলো نصب এর অবস্থানে আসে তাকে اَلضَّمِيْرُ الْمَنْصُوْب বলে।

৩. اَلضَّمِيْرُ الْمَجْرُوْرُ

حَرْفُ جَارٍّ এর সাথে মিলিত হয়ে অথবা مضاف এর সাথে মিলিত হয়ে যে ضَمِير ব্যবহৃত হয় তাকে اَلضَّمِيْرُ الْمَجْرُوْر বলে। যেমন- لِي আমার, غُلَامُهُ তার দাস।

◆ اَلضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْع এবং اَلضَّمِيْرُ الْمَنْصُوْب উভয়টি আবার দু'প্রকার। যথা-

১. اَلْمُتَّصِل (মিলিত)

যে যমীর (সর্বনাম) عامل এর সাথে মিলিত হয়ে আসে তাকে اَلْمُتَّصِل বলে। যথা- ضَرَبَ সে প্রহার করল, এখানে هُوَ যমীরটি ضَرَبَ এর মধ্যে উহ্য রয়েছে।

২. اَلْمُنْفَصِل (পৃথক)

যে যমীর عامل এর সাথে পৃথকভাবে মিলিত হয়, তাকেই اَلْمُنْفَصِل বলে। যথা- هُوَ ضَرَبَ সে প্রহার করল। এখানে هو যমীরটি প্রকাশ্য এবং পৃথক।

* اَلضَّمِيْرُ الْمَجْرُوْر কখনো مُتَّصِل ব্যতীত مُنْفَصِل হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কেননা এটা অবশ্যই কোন حَرْفُ الْجَار অথবা কোন مضاف এর সাথে মিলে আসে।

সুতরাং اَلضَّمَائِر মোট পাঁচ প্রকার। যথা-

১. اَلضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْعُ الْمُتَّصِلُ - عَامِل এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম
২. اَلضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْعُ الْمُنْفَصِلُ - رَفع যুক্ত পৃথক সর্বনাম
৩. اَلضَّمِيْرُ الْمَنْصُوْبُ الْمُتَّصِلُ - عَامِل এর সাথে মিলিত نصب বিশিষ্ট সর্বনাম
৪. اَلضَّمِيْرُ الْمَنْصُوْبُ الْمُنْفَصِلُ - عَامِل থেকে পৃথক نصب বিশিষ্ট সর্বনাম
৫. اَلضَّمِيْرُ الْمَجْرُوْرُ الْمُتَّصِلُ - عَامِل এর সাথে সংযুক্ত جر বিশিষ্ট সর্বনাম

www.pathagar.com

* فعل এর صِيْغَةْ যেমন ১৪টি, তেমনি ضَمِيْر ও ১৪টি করে হয়। সুতরাং পাঁচ প্রকার যমীরে মোট ৭০টি যমীর হয়। নিম্নে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত যমীর বা সর্বনামগুলো সবই তুলে ধরা হলো।

১. اَلضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْعُ الْمُتَّصِلُ

عامل এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম-১৪টি

সংখ্যা	صيغة	অর্থ	বচন	পুরুষ
১	ضَرَبَ	সে মারল (পুং)	একবচন	مُذَكَّر غَائِب নাম পুরুষ
২	ضَرَبَا	তারা দু'জন মারল "	দ্বিবচন	مُذَكَّر غَائِب নাম পুরুষ
৩	ضَرَبُوا	তারা সকলে মারল "	বহুবচন	مُذَكَّر غَائِب নাম পুরুষ
৪	ضَرَبَتْ	সে মারল (স্ত্রী)	একবচন	مُؤَنَّث غَائِب নাম পুরুষ
৫	ضَرَبَتَا	তারা দু'জন মারল "	দ্বিবচন	مُؤَنَّث غَائِب নাম পুরুষ
৬	ضَرَبْنَ	তারা সকলে মারল "	বহুবচন	مُؤَنَّث غَائِب নাম পুরুষ
৭	ضَرَبْتَ	তুমি মারলে (পুং)	একবচন	مُذَكَّر حَاضِر মধ্যম পুরুষ
৮	ضَرَبْتُمَا	তোমরা দু'জনে মারলে "	দ্বিবচন	مُذَكَّر حَاضِر মধ্যম পুরুষ
৯	ضَرَبْتُمْ	তোমরা সকলে মারলে "	বহুবচন	مُذَكَّر حَاضِر মধ্যম পুরুষ
১০	ضَرَبْتِ	তুমি মারলে (স্ত্রী)	একবচন	مُؤَنَّث حَاضِر মধ্যম পুরুষ
১১	ضَرَبْتُمَا	তোমরা দু'জনে মারলে "	দ্বিবচন	مُؤَنَّث حَاضِر মধ্যম পুরুষ
১২	ضَرَبْتُنَّ	তোমরা সকলে মারলে "	বহুবচন	مُؤَنَّث حَاضِر মধ্যম পুরুষ
১৩	ضَرَبْتُ	আমি মারলাম (পুং, স্ত্রী)	একবচন	مُتَكَلِّم উত্তম পুরুষ
১৪	ضَرَبْنَا	আমরা মারলাম (" ")	দ্বিবচন+বহুবচন	مُتَكَلِّم উত্তম পুরুষ

* উল্লেখিত صيغة গুলোতে ضَمِيْر উহ্য রয়েছে। উক্ত ضَمِيْر গুলো مرفوع مُنْفَصِل এ লক্ষ্য করুন।

www.pathagar.com

২. اَلضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْعُ الْمُنْفَصِلُ

عامل থেকে পৃথক رفع যুক্ত সর্বনাম ১৪টি

সংখ্যা	صيغة	অর্থ	বচন	পুরুষ
১	هُوَ	সে (পুং)	একবচন	مُذَكَّرْ غَائِبْ নাম পুরুষ
২	هُمَا	তারা দু'জন "	দ্বিবচন	مُذَكَّرْ غَائِبْ নাম পুরুষ
৩	هُمْ	তারা সকলে "	বহুবচন	مُذَكَّرْ غَائِبْ নাম পুরুষ
৪	هِيَ	সে (স্ত্রী)	একবচন	مُؤَنَّثْ غَائِبْ নাম পুরুষ
৫	هُمَا	তারা দু'জন "	দ্বিবচন	مُؤَنَّثْ غَائِبْ নাম পুরুষ
৬	هُنَّ	তারা সকলে "	বহুবচন	مُؤَنَّثْ غَائِبْ নাম পুরুষ
৭	اَنْتَ	তুমি (পুং)	একবচন	مُذَكَّرْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
৮	اَنْتُمَا	তোমরা দু'জনে "	দ্বিবচন	مُذَكَّرْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
৯	اَنْتُمْ	তোমরা সকলে "	বহুবচন	مُذَكَّرْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
১০	اَنْتِ	তুমি (স্ত্রী)	একবচন	مُؤَنَّثْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
১১	اَنْتُمَا	তোমরা দু'জনে "	দ্বিবচন	مُؤَنَّثْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
১২	اَنْتُنَّ	তোমরা সকলে "	বহুবচন	مُؤَنَّثْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
১৩	اَنَا	আমি (পুং, স্ত্রী)	একবচন	مُتَكَلِّمْ উত্তম পুরুষ
১৪	نَحْنُ	আমরা দু'জন/সকলে (" ")	দ্বিবচন+বহুবচন	مُتَكَلِّمْ উত্তম পুরুষ

* পুরুষ– যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাকে পুরুষ বলে।

* فعل (ক্রিয়াবাচক শব্দ) এবং صِيْغَة (শব্দরূপ বা শব্দ রূপান্তর) সম্পর্কে ব্যাকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আকারে পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

৩. ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُتَّصِلٌ

عامل এর সাথে যুক্ত نصب বিশিষ্ট সর্বনাম

সংখ্যা	صيغة	অর্থ	বচন	পুরুষ
১	ضَرَبَهُ	তাকে মারল (পুং)	একবচন	مُذَكَّرٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
২	ضَرَبَهُمَا	তাদের দু'জনকে মারল "	দ্বিবচন	مُذَكَّرٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
৩	ضَرَبَهُمْ	তাদের সকলকে মারল "	বহুবচন	مُذَكَّرٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
৪	ضَرَبَهَا	তাকে মারল (স্ত্রী)	একবচন	مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
৫	ضَرَبَهُمَا	তাদের দু'জনকে মারল "	দ্বিবচন	مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
৬	ضَرَبَهُنَّ	তাদের সকলকে মারল "	বহুবচন	مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
৭	ضَرَبَكَ	তোমাকে মারল (পুং)	একবচন	مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
৮	ضَرَبَكُمَا	তোমাদের দু'জনকে মারলে "	দ্বিবচন	مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
৯	ضَرَبَكُمْ	তোমাদের সকলকে মারল "	বহুবচন	مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
১০	ضَرَبَكِ	তোমাকে মারল (স্ত্রী)	একবচন	مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
১১	ضَرَبَكُمَا	তোমাদের দু'জনকে মারল "	দ্বিবচন	مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
১২	ضَرَبَكُنَّ	তোমাদের সকলকে মারল "	বহুবচন	مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
১৩	ضَرَبَنِىْ	আমাকে মারল (পুং, স্ত্রী)	একবচন	مُتَكَلِّمٌ উত্তম পুরুষ
১৪	ضَرَبَنَا	আমাদের সকলকে মারল (" ")	দ্বিবচন+বহুবচন	مُتَكَلِّمٌ উত্তম পুরুষ

* বচন – যার দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, গুণ ইত্যাদির সংখ্যা নির্দেশ করা হয় তাকে বচন বলে।

* اَلْمَرْفُوْعُ (কর্তৃকারক) ACTIVE VOICE

اَلْمَنْصُوْبُ (কর্মকারক) PASSIVE VOICE

* একবচনকে আরবীতে وَاحِد, দ্বিবচনকে تَثْنِيَة এবং বহুবচনকে جَمع বলে।

www.pathagar.com

৪. ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُنْفَصِلٌ

عامل থেকে পৃথক نصب যুক্ত সর্বনাম ১৪টি

সংখ্যা	صيغة	অর্থ	বচন	পুরুষ
১	اِيَّاهُ	তাকেই (পুং)	একবচন	مُذَكَّرْ غَائِبْ নাম পুরুষ
২	اِيَّاهُمَا	তাদের দু'জনকেই "	দ্বিবচন	مُذَكَّرْ غَائِبْ নাম পুরুষ
৩	اِيَّاهُمْ	তাদের সকলকেই "	বহুবচন	مُذَكَّرْ غَائِبْ নাম পুরুষ
৪	اِيَّاهَا	তাকেই (স্ত্রী)	একবচন	مُؤَنَّثْ غَائِبْ নাম পুরুষ
৫	اِيَّاهُمَا	তাদের দু'জনকেই "	দ্বিবচন	مُؤَنَّثْ غَائِبْ নাম পুরুষ
৬	اِيَّاهُنَّ	তাদের সকলকেই "	বহুবচন	مُؤَنَّثْ غَائِبْ নাম পুরুষ
৭	اِيَّاكَ	তোমাকেই (পুং)	একবচন	مُذَكَّرْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
৮	اِيَّاكُمَا	তোমাদের দু'জনকেই "	দ্বিবচন	مُذَكَّرْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
৯	اِيَّاكُمْ	তোমাদের সকলকেই "	বহুবচন	مُذَكَّرْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
১০	اِيَّاكِ	তোমাকে মারল (স্ত্রী)	একবচন	مُؤَنَّثْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
১১	اِيَّاكُمَا	তোমাদের দু'জনকেই "	দ্বিবচন	مُؤَنَّثْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
১২	اِيَّاكُنَّ	তোমাদের সকলকেই "	বহুবচন	مُؤَنَّثْ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
১৩	اِيَّايَ	আমাকেই (পুং, স্ত্রী)	একবচন	مُتَكَلِّمْ উত্তম পুরুষ
১৪	اِيَّانَا	আমাদের সকলকেই (" ")	দ্বিবচন+বহুবচন	مُتَكَلِّمْ উত্তম পুরুষ

www.pathagar.com

৫. ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مَتَّصِلٌ

عامل এর সাথে সংযুক্ত جَرٌّ বিশিষ্ট সর্বনাম ১৪টি

সংখ্যা	صيغة	অর্থ	বচন	পুরুষ
১	لَهُ	তার জন্য (পুং)	একবচন	مُذَكَّرٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
২	لَهُمَا	তাদের দু'জনের "	দ্বিবচন	مُذَكَّرٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
৩	لَهُمْ	তাদের সকলের "	বহুবচন	مُذَكَّرٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
৪	لَهَا	তার জন্য (স্ত্রী)	একবচন	مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
৫	لَهُمَا	তাদের দু'জনের "	দ্বিবচন	مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
৬	لَهُنَّ	তাদের সকলের "	বহুবচন	مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ নাম পুরুষ
৭	لَكَ	তোমার জন্য (পুং)	একবচন	مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
৮	لَكُمَا	তোমাদের দু'জনের "	দ্বিবচন	مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
৯	لَكُمْ	তোমাদের সকলের "	বহুবচন	مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
১০	لَكِ	তোমার জন্য (স্ত্রী)	একবচন	مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
১১	لَكُمَا	তোমাদের দু'জনের "	দ্বিবচন	مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
১২	لَكُنَّ	তোমাদের সকলের "	বহুবচন	مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ
১৩	لِي	আমার জন্য (পুং, স্ত্রী)	.একবচন	مُتَكَلِّمٌ উত্তম পুরুষ
১৪	لَنَا	আমাদের জন্য (" ")	দ্বিবচন+বহুবচন	مُتَكَلِّمٌ উত্তম পুরুষ

* উক্ত اَلْحُرُوْفُ الْجَارَّةُ গুলো مضاف ও ضَمِيْرِ مَجْرُوْر এর সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। যথা- قَلَمُهُ- তার কলম; لَهُ- তার জন্য; لَكَ- তোমার জন্য।

* اَلْمُتَّصِلُ – সংযুক্ত; اَلْمُنْفَصِلُ – পৃথক; اَلْمَجْرُوْرُ - جر যুক্ত।

www.pathagar.com

৬. اَلْمُعَرَّفُ بِالاِضَافَةِ : (সম্বন্ধযুক্তকৃত বিশেষ্যের মাধ্যমে নির্দিষ্টকরণ)

যে সমস্ত বিশেষ্য উপরোক্ত নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য (معرف باللام)-এর প্রকারগুলোর যে কোন একটির প্রতি مضاف যুক্ত হয়, তাকেই اَلْمُعَرَّفُ بِالاِضَافَةِ বলে। যথা–

সর্বনামের দিকে مُضَاف হওয়া – غُلاَمُه ـ

নামের দিকে مُضَاف হওয়া – غلامُ زَيْدٍ ـ

ইসমে ইশারার দিকে مُضَاف হওয়া – غُلاَمُ هٰذَا ـ

ইসমে মাওসুলের দিকে مُضَاف হওয়া – غُلاَمُ الَّذِى عِنْدِى ـ

আলিফ লাম যুক্ত নির্দিষ্ট পদের দিকে مُضَاف হওয়া – قَلَمُ الرَّجُلِ ـ

৭. اَلْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ : (হরফে নেদার মাধ্যমে নির্দিষ্টকরণ)

আহ্বানসূচক অব্যয় দ্বারা নির্দিষ্ট শব্দকে مُعَرَّفْ بِالنِّدَاءِ বলা হয়। যথা– يَارَجُلُ

* حَرْفِ نِدَا বা আহ্বানকারী অব্যয় দ্বারা যাকে ডাকা হয় তাকে مُنَادٰى বলে।

* যে সমস্ত হরফ দ্বারা কাউকে ডাকা বা আহ্বান করা হয়, সে সমস্ত হরফকে حُرُوْفُ النِّدَاءِ বলে। যেমন– يَازَيْدُ হে যায়েদ। এখানে يَا টি حَرْفِ نِدَاءِ এবং زَيْدٌ হলো مُنَادٰى –

* আরবীতে حَرْفِ نِدَاءِ আগে এবং مُنَادٰى পরে ব্যবহৃত হয়।

* حَرْفِ نِدَاءِ মোট পাঁচটি। যথা–

১. يَا নিকটবর্তী ও দূরবর্তীকে আহ্বান করার জন্য।

২-৩. اَيَا ـ هَيَا এ দু'টি দূরবর্তীকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪-৫. اَىْ ـ اَ এ দু'টি নিকটবর্তীকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

* হরফে নিদা مُنَادٰى কে বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন, اِعْرَاب প্রদান করে। যথা–

www.pathagar.com

১. مُنَادٰى টি مُضَاف হলে نصب বিশিষ্ট হবে। যেমন- يَاعَبْدَ اللهِ হে আল্লাহর বান্দা।

২. مُنَادٰى টি مضاف সদৃশ হলে نصب বিশিষ্ট হবে। যথা-يَاطَالِعًا جَبَلاً

৩. مُنَادٰى টি مَعْرِفَه مُفْرَد হলে সর্বদা ضمة বিশিষ্ট হবে। যথা- يَازَيْدُ

৪. مُنَادٰى টি نَكِرَةَ غَيْرُ مُعَيَّنٌ হলে نصب বিশিষ্ট। যেমন কোন অন্ধের কথা- يَا رَجُلاً خُذْ بِيَدِىْ

৫. مُنَادٰى টির পূর্বে لاَمُ الاسْتِغَاثَة বা প্রার্থনামূলক লাম যুক্ত হলে তখন مُنَادٰى টি جر বিশিষ্ট হবে। যেমন- يَالَلاَمِيْرِ হায় আমির।

৬. مُنَادٰى এর শেষে اَلِفُ الاسْتِغَاثَة বা প্রার্থনামূলক আলিফ যুক্ত হলে, তখন مُنَادٰى টি যবর বিশিষ্ট হবে। যেমন- يَازَيْدَاً হায় যায়েদ।

৭. مُنَادٰى টি مُعَرَّفُ بِاللاَّمِ হলে حَرْفِ نِدَا এবং مُنَادٰى এর মাঝখানে, مُذَكَّر এর ক্ষেত্রে اَيُّهَا এবং مُؤَنَّث এর ক্ষেত্রে اَيَّتُهَا যোগ করতে হবে। এ অবস্থায় مُنَادٰى টি পেশ বিশিষ্ট হবে।

যেমন- يَااَيُّهَا الرَّجُلُ/يَااَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ -

* কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি কাউকে আহ্বান করে সেক্ষেত্রে مُنَادٰى টি مَعْرِفَة হয় না।

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত প্রথম তিনটি মৌলিকভাবে "مَعْرِفَة - এগুলোকে نَكِرَة" হতে مَعْرِفَة করা হয়নি এবং শেষ চারটি نَكِرَة কে مَعْرِفَة করার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

*** اَلِف لاَم আলিফ লাম-এর ব্যবহার পদ্ধতি :**

১. জাতির সমস্ত সংখ্যাকে বুঝানোর জন্য। যথা- اَلاِنْسَانُ সমস্ত মানুষ।

২. যে কোন জাতি বুঝাতে। যথা- اَلْبَقَرُ গরু জাতি।

৩. নির্দিষ্ট কিছু বুঝানোর জন্য। যথা- اَلرَّجُلُ লোকটি, اَلشَّجَرُ গাছটি।

www.pathagar.com

৪. اَلْاِسْمُ الْمَوْصُوْل এর অর্থ বুঝাতে। যথা- اَلضَّارِبُ অর্থ اَلَّذِى ضَرَبَ -

৫. কখনও কখনও অতিরিক্ত হয়ে থাকে।

◆ اَلنَّكِرَةُ (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) : **INDEFINITE NOUNS.**

যে اسم দ্বারা অনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কোন কিছুকে বুঝানো হয় তাকে 'نَكِرَةٌ' বলে। যথা- رَجُلٌ একজন পুরুষ, فَرَسٌ একটি ঘোড়া, كِتَابٌ একটি বই, قَلَمٌ একটি কলম, يَوْمٌ দিন ইত্যাদি।

◆ সাধারণতঃ نَكِرَةٌ এর উপর ال যুক্ত হলে مَعْرِفَةٌ গঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত اِسْمِ نَكِرَةٌ কোন কোন সময় مُضَاف হয়েও مَعْرِفَةٌ হয়। যথা- كِتَابُ زَيْدٍ যায়েদের পুস্তক।

◆ اسم এর নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্টের বিস্তারিত আলোচনা এ পর্যন্তই। সামনে اسم এর অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা চলবে।

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী **Exercise**

১. اسم কাকে বলে ? اسم কত প্রকার ও কি কি উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

২. اَلْاِسْمُ الْمُتَصَرِّفُ কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি উদাহরণসহ লিখ।

৩. اَلْاِسْمُ الْمُشْتَقُ কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি লিখ।

৪. اِسْمُ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ কাকে বলে ? مَعْرِفَةٌ কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

৫. اَسْمَاءُ الْاِشَارَةِ কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৬. اَلْمَوْصُوْلَاتُ কাকে বলে ? উহা কত প্রকার ও কি কি ?

৭. اَلضَّمِيْرُ বা সর্বনাম কাকে বলে ? তা মোট কত প্রকার ও কি কি ?

www.pathagar.com

৮. حُرُوْفُ النِّدَاءِ কাকে বলে ? حَرْفِ نِدَاءِ কয়টি ও কি কি ? يَا رَحْمٰنُ এর শেষে পেশ হলো কেন ?

৯. حَرْفِ نِدَاءِ এর اِعْرَاب গুলোর বর্ণনা দাও।

১০. নিম্নের শব্দগুলোর কোনটি مَعْرِفَةٌ ও কোনটি نَكِرَةٌ তা লিখ।

سَيِّدٌ ـ بَكْرٌ ـ شَجَرَةٌ ـ اَلْمِنْدِيْلُ ـ تَاجٌ ـ بَيْتٌ ـ اَلْعِمَامَةُ ـ اَلدَّرْسُ ـ وَرَقَةٌ ـ يَا صَدِيْقُ ـ دَرَّاجَةٌ ـ عَلَمٌ ـ بَيْتٌ ـ اَلْكِتَابُ ـ اَلسَّفِيْنَةُ ـ اَنَا ـ هُوَ ـ ذَالِكَ ـ هٰذَا ـ اَلَّذِيْ ـ قَلَمُ سَعِيْدٍ ـ

১১. নীচের শব্দগুলোর আরবী কর।

একটি ছেলে, মেয়েটি, মানুষ, ঘড়িটি, ছোট বলটি, বৃদ্ধ লোকটি, একজন যুবক, পবিত্র কুরআন, বৈদ্যুতিক পাখা, একটি সুন্দর পাখী, সুন্দরী মেয়েটি, সাদা ফুলটি, তোমার কলম, আমার বল, যায়িদের ভাই, বৃক্ষের ডালা, প্রশস্ত ঘর, পরিষ্কার ঘর, কৃষক, থলেটি, আমার একটি কলম আছে। তুমি একজন পুরুষ, তুমি একজন বিদ্বান, আমি সাংবাদিক, তার জামা, আমাদের বাড়ী, আমার ঘোড়া, ওরা বন্ধু, ইহা বিমান বন্দর, এ ফলটি সুস্বাদু, যে ঈমান এনেছে সে মুমিন, আল্লাহ যার, সবই তার, হে যায়িদ!

১২. বাংলায় অনুবাদ কর : حَوِّلْ اِلَى اللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّةِ

دَاكَا عَاصِمَةُ بَنْغَلَادِيْش ـ اَلاتِّحَادُ قُوَّةٌ ـ هٰذِهِ سَاعَةٌ جَيِّدَةٌ ـ كَتَبْتُ رِسَالَةً ـ هٰذَا عَلَمُ الْوَطَنِ ـ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ ـ جَاءَ الَّذِيْ هُوَ عَالِمٌ ـ اِنْسَانٌ كَامِلٌ ـ لَيْلٌ طَوِيْلٌ ـ وَلَدٌ قَوِيٌّ ـ بِنْتٌ جَمِيْلَةٌ ـ اَلْقَوْلُ الصِّدْقُ ـ هٰذَا الاِنْسَانُ ـ هٰذِهِ يَدُ زَيْدٍ ـ مَنْ جَدَّ وَجَدَ ـ اِعْمَلْ بِمَا عَلِمْتَ ـ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ مَنْ اٰمَنَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ـ هٰذَا حَدِيْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ চতুর্থ পাঠ

اَلْجِنْسُ

লিঙ্গ GENDERS

যে اسم (বিশেষ্য) বা ضَمِيْرٌ (সর্বনাম) দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী জাতিকে বুঝায় অথবা শব্দের যে চিহ্ন বা লক্ষণ থেকে পুরুষ বা স্ত্রী কিংবা উভয়ই বুঝায় তাকে جِنْسٌ বা লিঙ্গ বলে।

ইংরেজী Gender (লিঙ্গ) কথাটির অর্থ লক্ষণ বা চিহ্ন। যে শব্দ দ্বারা কোন noun (বিশেষ্য) বা pronoun (সর্বনাম) এর পুরুষ, স্ত্রী বা এদের কোনটিই নয় বা অবচেতন পদার্থ (ক্লীব) ইত্যাদি বুঝায়, তাকে Gender বলে।

A noun or pronoun that denotes a male or femal is said to be Gender.

আরবী ভাষায় جِنْسٌ (লিঙ্গ) অনুসারে اِسم দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

১। اَلْمُذَكَّر পুংলিঙ্গ, ২। اَلْمُؤَنَّث স্ত্রীলিঙ্গ।

উল্লেখ্য, আরবী ভাষায় সাধারণতঃ বাস্তবতার ভিত্তিতে مُذَكَّر ও مُؤَنَّث নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বাস্তবে পুরুষ হলে مُذَكَّر এবং স্ত্রী বুঝালে مُؤَنَّث তাছাড়া عَلَامَةٌ বা চিহ্নের ভিত্তিতে ও مُذَكَّر ও مُؤَنَّث নির্ধারিত হয়। যেহেতু আরবী ভাষায় লিঙ্গ মূলতঃ দু'টি, সে কারণে مُؤَنَّث এর পরিচয় বহনকারী চিহ্ন কোন শব্দে পাওয়া গেলে সেটি হবে مُؤَنَّث (স্ত্রীলিঙ্গ) আর চিহ্ন পাওয়া না গেলে হবে مُذَكَّر (পুংলিঙ্গ)।

* আরবী ভাষায় কিছু কিছু সংখ্যক উভয় লিঙ্গের শব্দও রয়েছে, তাকে اَلْجِنْسُ الْمُشْتَرَكُ বলে।

আরবী ভাষায় প্রায় প্রতিটি বস্তু; বিষয় বা শব্দের ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকায় পুরুষবাচক শব্দকে স্ত্রীবাচক শব্দে পরিণত বা পরিবর্তন করার উল্লেখযোগ্য কোন নিয়ম প্রচলিত নেই। তবে এমন কিছু পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে

www.pathagar.com

যেগুলোর শেষে শুধুমাত্র গোল তা (ةَ) যোগ করলেই مُذَكَّر টি مُؤَنَّث এ পরিণত হয়। এ সম্পর্কীয় ব্যাপক উদাহরণ আরবী ব্যাকরণের "শব্দ ও বাক্য" বিভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে مُذَكَّر ও مُؤَنَّث সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলো–

* مُذَكَّر (পুংলিঙ্গ)-এর পরিচয় : MASCULINE GENDER

যে اِسْم দ্বারা বাস্তবিকই পুরুষ বুঝায় এবং যার মাঝে مُؤَنَّث এর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না তাকে مُذَكَّر বলে। যথা- قَلَمٌ، كَرِيْمٌ، رَجُلٌ ইত্যাদি।

* সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গের বিপরীত শব্দই مُذَكَّر হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ ও চিহ্ন মুক্ত অবস্থাটাই হলো পুংলিঙ্গ।

مُذَكَّر সাধারণত দু'প্রাকার। যথা–

১। مُذَكَّرٌ حَقِيْقِيٌّ প্রকৃত পুংলিঙ্গ। ২। مُذَكَّرٌ غَيْرُ حَقِيْقِيٍّ অপ্রকৃত পুংলিঙ্গ।

◆ مُذَكَّرٌ حَقِيْقِيٌّ প্রকৃত পুংলিঙ্গ :

যে সমস্ত ইসম বাস্তবে পুংলিঙ্গ বুঝায় এবং যার বিপরীতে স্ত্রীলিঙ্গ পাওয়া যায়, তাকেই مُذَكَّرٌ حَقِيْقِيٌّ বা প্রকৃত পুংলিঙ্গ বলে। যথা- اَسَدٌ، دِيْكٌ، رَجُلٌ ইত্যাদি।

◆ مُذَكَّرٌ غَيْرُحَقِيْقِيٍّ অপ্রকৃত পুংলিঙ্গ :

যে ইসম বাস্তবে পুরুষ বুঝায় না বা যার বিপরীতে কোন স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ নেই অথবা যে সমস্ত আরবী শব্দে مُؤَنَّث এর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, তাকে مُذَكَّرٌغَيْرُحَقِيْقِيٍّ বলে। যথা- كِتَابٌ বই, قَلَمٌ কলম, اَنْفٌ নাক, بَطْنٌ পেট ইত্যাদি।

* مُؤَنَّث (স্ত্রীলিঙ্গ)-এর পরিচয় : FAMININE GENDER.

যে সকল শব্দ দ্বারা মহিলা বুঝায় বা যে শব্দের শেষে স্ত্রীলিঙ্গের প্রকাশ্য বা উহ্য কোন চিহ্ন থাকে, তাকে مُؤَنَّث বলে।

যথা- شَجَرَةٌ، فَاطِمَةٌ، مَرْيَمُ।

www.pathagar.com

مُؤَنَّث এর শ্রেণী বিভাগ :

আরবী ভাষায় مُؤَنَّث বা স্ত্রীলিঙ্গকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাক্রমে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ (প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ) :

যে সকল اسْم বাস্তবে مُؤَنَّث বুঝায় এবং যে সব স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিপরীতে পুংলিঙ্গ শব্দ আছে তাকে مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ বলে। যেমন– مَرْيَمُ যা দ্বারা বাস্তবে মহিলা বুঝায়, اِمْرَأَةٌ এর বিপরীতে رَجُلٌ - نَاقَةٌ এর বিপরীতে جَمَلٌ ইত্যাদি।

২। مُؤَنَّثٌ لَفْظِيٌّ শব্দগত স্ত্রীলিঙ্গ :

مُؤَنَّثٌ لَفْظِيٌّ ঐ اسْم কে বলে, যার বিপরীতে না কোন প্রাণীবাচক পুংলিঙ্গ আছে, না তা বাস্তবে স্ত্রীলিঙ্গ, বরং তাকে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এ ধরনের اسْم এর শেষে স্ত্রীলিঙ্গের একটি চিহ্ন থাকে। যথা– قُوَّةٌ، ظُلْمَةٌ، شَجَرَةٌ، حَدِيْقَةٌ ইত্যাদি।

* مُؤَنَّثٌ لَفْظِيٌّ এর অপর নাম مُؤَنَّث قِيَاسِي বা নিয়মভিত্তিক স্ত্রীলিঙ্গ।

৩। مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ শ্রবণভিত্তিক স্ত্রীলিঙ্গ :

যে اسم দ্বারা বাস্তবে স্ত্রী বুঝায় না এবং যার মাঝে مُؤَنَّث এর কোন আলামত বা চিহ্নও পাওয়া যায় না বরং আরবদের থেকে শুনে শুনে স্ত্রীলিঙ্গ বলে জানা গেছে, সে সকল اسم কে مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ বলা হয়।

যথা– دَارٌ ঘর, عَيْنٌ চক্ষু, شَمْسٌ সূর্য, يَدٌ হাত,

نَفْسٌ، اَرْضٌ، اُذُنٌ، رِجْلٌ ইত্যাদি।

◆ আরবী ভাষায় এমন কিছু চিহ্ন রয়েছে, যে চিহ্নের ফলে শব্দকে مُؤَنَّث হিসেবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্নাবলীকে عَلَامَاتُ التَّانِيْثِ বলা হয়। تَانِيث এর عَلَامَت ৪টি। যথা–

www.pathagar.com

১। اسم এর শেষে গোল ة থাকা। যেমন- شَجَرَةٌ، حَقِيْبَةٌ।

২। اسم এর শেষে اَلِف مَقْصُوْرَةٌ বা হ্রস্ব উচ্চারিত আলিফ থাকা এবং আলিফে মাকসূরাটি তিন হরফের পরে হওয়া। যেমন- حُبْلٰى একজন গর্ভবতী নারী, عُقْبٰى পরিণাম ، عَطْشٰى তৃষ্ণার্ত, كُبْرٰى জ্যেষ্ঠা ইত্যাদি, কিন্তু فَتٰى স্ত্রীলিঙ্গ নয়, কেননা এখানে দুই হরফের পরে আলিফে مَقْصُوْرَةٌ রয়েছে।

৩। اسم এর শেষে اَلِف مَمْدُوْدَة বা দীর্ঘ উচ্চারিত আলিফ হওয়া। যেমন- حَمْرَاءُ সুন্দরী মহিলা, بَيْضَاءُ، صَحْرَاءُ ইত্যাদি।

৪। تَاءٌ مُقَدَّرَةٌ (উহ্য تَا) : শুধুমাত্র গোল تَاء উহ্য চিহ্ন হয়। যে সমস্ত اسمٌ এর শেষে গোল تَاء নেই, কিন্তু تَصْغِير তথা বিশেষ্য এর ক্ষুদ্রত্ব বুঝানোর জন্য এসে যায়, এমন শব্দগুলোতেই مُؤَنَّث এর تَاء উহ্য থাকে। কারণ تَصْغِير করার সময় শব্দটির সকল মূল হরফ ফিরিয়ে আনতে হয়। যেমন- دُوَيْرَةٌ হয় تَصْغِيْر এর دَارٌ ,اُرَيْضَةٌ হয় تَصْغِير এর اَرْضٌ তাই دَارٌ ও اَرْضٌ স্ত্রীলিঙ্গ।

নিম্নে مُؤَنَّث সম্পর্কে আরো কিছু বিধি লক্ষ্য করুন-

- সাধারণতঃ শব্দের শেষে গোল تَا যুক্ত করে مُذَكَّر কে مُؤَنَّث এ পরিণত করতে হয়। যেমন- سَلِيْمٌ হতে سَلِيْمَةٌ، نَمِرٌ হতে نَمِرَةٌ

= শব্দের শেষে গোল ة যোগ করে صِفَة গুলোকে مؤنث করতে হয়। যেমন- مُؤْمِنٌ হতে مُؤْمِنَةٌ

= فَعْلٰى - এর ওযনে مؤنث হয়। যথা سَكْرَانٌ হতে سَكْرٰى -

= صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ গুলো فَعْلَاءُ এর ওযনে مُؤَنَّثْ হয়।

যথা- اَحْمَرُ হতে حَمْرَاءُ-

= اَفْعَلُ التَّفْضِيْل এর ওযনের صِفَة সমূহ فُعْلٰى এর ওযনে مُؤَنَّث হয়। যথা اَكْرَمُ হতে كُرْمٰى এবং اَصْغَرُ হতে صُغْرٰى-ইত্যাদি।

আরবের লোকেরা সাধারণত যে সকল শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহার করে তা নিম্নরূপ :

১. দেশ ও নগরের নাম। যেমন- بَغْدَاد - مِصْرُ - دَاكَا - بَنْغَلَادِيْشُ

www.pathagar.com

২. বায়ুর বিভিন্ন নাম। যেমন– رِيحٌ ـ نَسِيمٌ ـ مَوْسِمٌ

৩. অগ্নি বা দোযখের নাম। যেমন– نَارٌ ـ جَحِيمٌ ـ سَعِيْرٌ ـ سَقَرٌ ـ

৪. শরীরের জোড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যেমন– أُذُنٌ ـ يَدٌ ـ رِجْلٌ ـ عَيْنٌ

৫. যাবতীয় جَمعٌ مُكَسَّرٌ – যেমন - اَقْوَالٌ

৬. নক্ষত্রসমূহের নাম। যেমন– مُشْتَرِى ـ زُهْرَةٌ ـ زُحَلٌ

৭. এই শব্দগুলো তথা– رُوْحٌ ـ دَارٌ ـ طَلاَءٌ ـ اَرْضٌ ـ ذَكَاءٌ ـ نَفْسٌ ـ خَمْرٌ ـ

* নিম্নের শব্দগুলো উভয় লিঙ্গ :

= شَمْسٌ ـ نَخْلٌ ـ لِسَانٌ ـ سُوْقٌ ـ صِرَاطٌ ـ حَمَّامٌ ـ قَمَرٌ

= আরবী বর্ণসমূহের নাম। যেমন– ثَاءٌ ـ تَاءٌ ـ بَاءٌ ـ اَلِفٌ

= যাবতীয় শ্রেণীবোধক বিশেষ্য। যেমন– اِبِلٌ উট জাতি, خَيْلٌ ঘোড়া জাতি ইত্যাদি।

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. جِنْسٌ কাকে বলে ? উহা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

২. مُذَكَّر কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৩. مُؤَنَّث কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৪. عَلاَمَاتُ التَّانِيْثُ কাকে বলে ? তা কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

৫. جِنْس নির্ণয় কর ও অর্থ লিখ :

رَجُلٌ ـ رِجْلٌ ـ اِبْنٌ ـ اُمٌّ ـ شَمْسٌ ـ نَاقَةٌ ـ مَلِكَةٌ ـ عَمَّةٌ ـ خَالٌ ـ
مُعَلِّمَةٌ ـ بَطٌّ ـ هِرَّةٌ ـ اِبِلٌ ـ سُوْقٌ ـ دَاكَا ـ نَارٌ ـ تَمْرٌ ـ حَمَّامٌ ـ يَدٌ ـ
نَسِيمٌ ـ صَحْرَاءُ ـ مَدْرَسَةٌ ـ كُبْرَى ـ زَيْنَبُ ـ

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ পঞ্চম পাঠ

عَدَدُ الاِسْمِ বা اِسْم এর বচন

NUMBER

যা দিয়ে কোন اِسْم বা নামবাচক বিশেষ্য এর সংখ্যা বুঝায় তাকে عَدَد বা বচন বলে।

অথবা যে اِسْم (বিশেষ্য) বা ضَمِيْر (সর্বনাম) কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা নির্দেশ করে তাকে عَدَد (বচন) বলে।

When a noun or pronoun denotes the number of a person or thing is called number.

আরবী ভাষায় বচন তিন প্রকার। যথা– ১। وَاحِد একবচন,

২। تَثْنِيَة দ্বিবচন, ৩। جَمع বহুবচন।

* বাংলা ও ইংরেজীতে বচনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১। একবচন SINGULAR NUMBER

২। বহুবচন PLURAL NUMBER

◆ مُفْرَد/وَاحِد একবচন :

যে اِسْم দ্বারা একটি মাত্র ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বুঝায় তাকে وَاحِد বা একবচন বলে। যেমন– كِتَابٌ، يَدٌ، قَلَمٌ، رَجُلٌ - ইত্যাদি।

◆ مُثَنّٰى/تَثْنِيَة দ্বিবচন :

যে اِسْم দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কিছুর দু'টি সংখ্যা বুঝানো হয় তাকে تَثْنِيَة বা দ্বিবচন বলে।

সাধারণতঃ مُفْرَد বা একক শব্দের শেষে ان বা ين যুক্ত করে আলিফ বা ইয়া এর পূর্বে যবর এবং ن বর্ণে যের দিলে দ্বিবচন গঠিত হয়ে যায়। যেমন- رَجُلٌ থেকে رَجُلَانِ ও رَجُلَيْنِ

دَلْوٌ থেকে دَلْوَانِ ও دَلْوَيْنِ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

* مُثَنَّى الْمَقْصُوْر :

مَقْصُوْر হ্রস্বকৃত আলিফটি যদি وَاو এর পরিবর্তিত রূপ হয় তবে দ্বিবচন করার সময় আলিফকে মৌলিক অক্ষরের দিকে প্রত্যাবর্তিত করতে হবে। যেমন- عَصًا এর থেকে عَصَوَانِ, আর যদি اَلِف টি يَا এর পরিবর্তিত রূপ হয় তবে দ্বিবচন করার সময় اَلِف কে يَا দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। যেমন-

رَحًى (চাক্কি) থেকে رَحْيَانِ

مَلْهًى (নিমগ্নকৃত ব্যক্তি) থেকে مَلْهَيَانِ

حُبَارٰى (এক প্রকার পাখি) থেকে حُبَارَيَانِ

حُبْلٰى (গর্ভবতী মহিলা) থেকে حُبْلَيَانِ ইত্যাদি।

* مُثَنَّى الْمَمْدُوْد :

مَمْدُوْد শব্দটি যদি দীর্ঘস্বর কৃত হয় এবং তার হামযাটি মৌলিক হয়, তবে হামযাটি বহাল থাকবে। যেমন- قُرَّاءٌ এর দ্বিবচন- قُرَّاآنِ আর যদি হামযাটি স্ত্রীলিঙ্গের জন্য হয় তবে তা وَاو দ্বারা পরিবর্তিত হবে। যেমন- حَمْرَاءُ হতে حَمْرَاوَانِ - তবে যদি তা يَاء বা وَاو এর পরিবর্তে আসে তা হলে হামযা বহাল রাখা বা وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করা উভয় অবস্থায়ই বৈধ। যেমন- كِسَاآنِ ও كِسَاوَانِ।

◆ جَمع/اَلْجَمْع/اَلْمَجْمُوْع বহুবচন

যে اسم দ্বারা কোন ব্যক্তি বা অন্য কিছুর দু'এর অধিক সংখ্যা বুঝান হয় তাকে جَمْعٌ বলে। যথা قَلَمٌ থেকে اَقْلَامٌ, رِجَالٌ, كُتُبٌ ইত্যাদি।

جَمْعٌ এর প্রকারভেদ :

বাহ্যিক গঠনগত দৃষ্টিকোণ থেকে جَمع দু'প্রকার। যথা-

১। جَمْعُ التَّصْحِيْحِ নিয়মিত বহুবচন।

www.pathagar.com

২। جَمْعُ التَّكْسِيْرُ অনিয়মিত বহুবচন।

*** جَمْعُ التَّصْحِيْحُ নিয়মিত বহুবচন :**

وَاحِد এর শব্দরূপ ঠিক রেখে শেষে হরফ বৃদ্ধি করে যে جَمع গঠন করা হয় তাকে جَمْعُ التَّصْحِيْحُ বলে।

যেমন- مُسْلِمٌ থেকে مُسْلِمُوْنَ শেষে ون বৃদ্ধি করা হয়েছে।

جَمع التَّصْحِيْحُ কে جَمْعُ السَّالِمْ বলা হয়। এই جَمع السَّالِم কে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

(ক) جمعُ الْمُذَكَّر السَّالِم নিয়মিত পুরুষবাচক বহুবচন।

(খ) جَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِم স্ত্রীবাচক নিয়মিত বহুবচন।

◆ جَمْعُ الْمُذَكَّر السَّالِم নিয়মিত পুরুষবাচক বহুবচন-গঠন প্রণালী :

وَاحِد এর শেষে ون বা ين যুক্ত করে جَمع مُذَكَّرسَالِم গঠন করা হয়। এ অবস্থায় ن সর্বদা যবর বিশিষ্ট এবং وَاو ও ى সাকিন বিশিষ্ট হবে। যেমন- مُسْلِمٌ থেকে مُسْلِمُوْنَ ও مُسْلِمِيْنَ -

مُرْسَلٌ থেকে مُرْسَلُوْنَ ও مُرْسَلِيْنَ -

حَسَنٌ থেকে حَسَنُوْنَ ও حَسَنِيْنَ ইত্যাদি।

◆ جَمع الْمُؤَنَّث السَّالِم স্ত্রীবাচক নিয়মিত বহুবচন-গঠন প্রণালী :

وَاحِد এর শেষে ات যুক্ত করে جَمع مُؤَنَّث سَالِم গঠন করা হয়। এ ক্ষেত্রে وَاحِد এর শেষ অক্ষরে فَتْحَة বা যবর না থাকলে যবর দিতে হবে এবং وَاحِد এর শেষে ة থাকলে উক্ত " ة " কে ফেলে দিতে হবে।

যেমন- مَرْفُوْعٌ থেকে مَرْفُوْعَاتٌ, مُسْلِمَةٌ থেকে مُسْلِمَاتٌ।

*** جَمْعُ التَّكْسِيْر অনিয়মিত বহুবচন :**

وَاحِد এর শব্দরূপ পরিবর্তন করে যে جَمع গঠন করা হয়, তাকে جَمع تَكْسِيْر বলে। যেমন- رَجُلٌ হতে رِجَالٌ, مَسْجِدٌ থেকে مَسَاجِدُ।

www.pathagar.com

جَمْعُ التَّكْسِيْرِ এর গঠন প্রণালী :

ثُلَاثِی বা তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের جَمْعُ التَّكْسِيْرِ গঠন করার নির্ধারিত কোন নিয়ম-কানুন নেই। এর اِسْتِعْمَال বা ব্যবহার سَمَاعِی বা শ্রুতি নির্ভর মাত্র। আরবগণ যে اسم এর جَمع যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা জেনে নিয়ে আমাদেরও ঠিক সেভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিয়াস বা কাওয়ায়েদের কোন সম্পর্ক নেই।

অবশ্য وَاحِد টি رُبَاعِی এবং خُمَاسِی চার বা পাঁচটি অক্ষর বিশিষ্ট اسم হলে তার جَمْعُ التَّكْسِيْرِ গঠন করার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। رُبَاعِی তে فَعَالِلُ ওযনে جَمع গঠন করতে হয়। যেমন- جَعْفَرٌ (ছোট নদী নালা) এর جَمع হবে جَعَافِرُ এবং خُمَاسِی তে পঞ্চম অক্ষর ফেলে দিয়ে رُبَاعِی এর ন্যায় جَمع গঠন করতে হয়। যেমন- جَحْمَرِشُ এর جَمع হবে جَحَامِرُ এখানে পঞ্চম অক্ষরকে ফেলে দেয়া হয়েছে।

জ্ঞাতব্য :

* যে جَمع এর মধ্যে একবচনের ভিত্তি পরিবর্তিত হয় তাকে جَمْعُ التَّكْسِيْرِ বলে।

* সমস্ত جَمْعُ التَّكْسِيْرِ এর হুকুম অনুযায়ী ব্যবহৃত হয় এবং জোড়া জোড়া অঙ্গসমূহ مُؤَنَّث যেমন- رِجْلٌ، يَدٌ، اُذُنٌ، عَيْنٌ، رِجَالٌ، اَقْفَالٌ ইত্যাদি।

অর্থগত দিক থেকে جَمع দু'প্রকার। যথা-

১। جَمْعُ الْقِلَّةِ কম অর্থবোধক বহুবচন।

২। جَمْعُ الْكَثْرَةِ অধিক অর্থবোধক বহুবচন।

◆ جَمْعُ الْقِلَّةِ কম অর্থবোধক বহুবচন :

যে جَمع তিন হতে দশের নিম্নে যে কোন সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায় তাকে جَمْعُ الْقِلَّةِ বলে। جَمْعُ الْقِلَّةِ এর ওযন ৪টি। যথা-

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ওযন	বহুবচন	একবচন	অর্থ
১	اَفْعُلٌ	اَكْلُبٌ	كَلْبٌ	কুকুর
২	اَفْعَالٌ	اَقْوَالٌ	قَوْلٌ	কথা
৩	اَفْعِلَةٌ	اَعْوِنَةٌ	عَوْنٌ	সাহায্য
৪	فِعْلَةٌ	غِلْمَةٌ	غُلَامٌ	চাকর

এছাড়া جَمع السَّالِم এর উভয় প্রকার যখন الف ও لام ব্যতীত ব্যবহৃত হয়। তখন সেগুলোকে جَمْعُ الْقِلَّةِ বুঝায়। যেমন- مُسْلِمُوْنَ ও مُسْلِمَاتٌ।

* جَمعُ السَّالِم এর উভয় প্রকার যখন الف ও لام সহ ব্যবহৃত হয়, তখন সেগুলো দ্বারা جَمعُ الْكَثْرَةِ বুঝায়। যেমন- اَلْمُسْلِمُوْنَ ও اَلْمُسْلِمَاتُ।

◆ جَمْعُ الْكَثْرَةِ অধিক অর্থবোধক বহুবচন :

যে جمع দশ বা দশের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায় তাকে جَمْعُ كَثْرَةٍ বলে।

جَمعُ الْكَثْرَةِ এর ওযন ২৩টি। নিম্নে অধিক ব্যবহৃত ১৪টি ওযন উদাহরণসহ দেয়া হলো–

ক্রমিক নং	ওযন	বহুবচন	একবচন	অর্থ
১	فِعَالٌ	عِبَادٌ	عَبْدٌ	দাস
২	فُعُوْلٌ	عُيُوْنٌ	عَيْنٌ	চক্ষু
৩	فُعَلَاءُ	رُحَمَاءُ	رَحِيْمٌ	দয়ালু
৪	فُعْلٌ	اُسْدٌ	اَسَدٌ	সিংহ
৫	فُعُلٌ	كُتُبٌ	كِتَابٌ	বই
৬	اَفْعِلَاءُ	اَنْبِيَاءُ	نَبِيٌّ	নবী
৭	فُعَلٌ	صُوَرٌ	صُوْرَةٌ	ছবি
৮	فِعَلٌ	قِطَعٌ	قِطْعَةٌ	টুকরা
৯	فُعَّلٌ	رُكَّعٌ	رَاكِعٌ	রুকুকারী

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ওযন	বহুবচন	একবচন	অর্থ
১০	فَعَلَةٌ	طَلَبَةٌ	طَالِبٌ	ছাত্র
১১	فُعَّالٌ	كُتَّابٌ	كَاتِبٌ	লেখক
১২	فِعْلَانٌ	غِلْمَانٌ	غُلَامٌ	চাকর
১৩	فَعَائِلُ	رَسَائِلُ	رِسَالَةٌ	চিঠি
১৪	فَعْلٰى	قَتْلٰى	قَتِيْلٌ	নিহত

◆ আরবী ভাষায় ব্যবহৃত আরও কয়েকটি جَمَعْ এর বর্ণনা :

* جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ

যে جمع কে আর جمع করা যায় না তাকে جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ বলে।

جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ এর তিনটি وَزَن রয়েছে। যেমন–

১। مَفَاعِلُ যথা– مَدَارِسُ, اَنَامِلُ, جَوَامِعُ ইত্যাদি।

২। مَفَاعِيْلُ যথা– مَفَاتِيْحُ, اَبَابِيْلُ, قَرَاطِيْسُ, عَصَافِيْرُ ইত্যাদি।

৩। مَفَاعِلَةٌ যথা– اَسَاتِذَةٌ, جَبَابِرَةٌ ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ উক্ত ওযনে মিল থেকে প্রথমে ميم বা যে কোন হরফ আসলেও উহাকে جَمْعَ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ হিসেবে ধরে নেয়া হবে।

* اَلْجَمْعَ مِنْ غَيْرِ اللَّفْظِ :

যে جَمْعْ এর নিজস্ব কোন واحد নেই বরং ভিন্ন واحد শব্দ রয়েছে তাকে اَلْجَمْعَ مِنْ غَيْرِ اللَّفْظِ বলে। যথা– اِمْرَأَةٌ থেকে نِسَاءٌ ইত্যাদি।

* اِسْمُ الْجَمْعِ :

যে সকল শব্দ جَمع এর অর্থ প্রদান করে, তাকে اِسْمُ الْجَمْعُ বলে। যথা– قَوْمٌ - সম্প্রদায়, جَيْشٌ - সেনাবাহিনী, شَعْبٌ - জাতি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. عَدَد কাকে বলে ? তা কয়টি ও কি কি ? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

২. جَمع কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

৩. অর্থগত দিক থেকে جَمع কত প্রকার ও কি কি ? বর্ণনা দাও। جَمْعُ الْقِلَّة। এর ওযনগুলো উদাহরণসহ লিখ।

৪. اِسْمُ الْجَمْعُ ও اَلْجَمْعُ مِنْ غَيْرِ اللَّفْظِ ,جَمْعُ مُنْتَهٰى الْجُمُوْعِ কাকে বলে ? উদাহরণসহ লিখ।

৫. عَدَد নির্ণয় কর ও অর্থ লিখ।

شَجَرٌ - طَرِيْقٌ - يَوْمٌ - يَدٌ - قَوْلاَنِ - اَخْلاَقٌ - نَاصِحَةٌ - طَيْرٌ - اَسَدٌ - اَسْمَاكٌ - حَدِيْقَةٌ - مَدْرَسَةٌ - حِزْبٌ - كِتَابَانِ - عَاقِلاَتٌ - كُفَّارٌ - مُؤْمِنُوْنَ - دَوْلَةٌ - عَالِمٌ - رَجُلٌ - اَثْمَارٌ - مَوْزَانِ - وَلَدٌ - بَيْتٌ - تِلْمِيْذٌ - مُعَلِّمٌ -

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ ষষ্ঠ পাঠ

عَلَامَةُ الاِسْمِ

বিশেষ্য পদের চিহ্ন

আরবী ভাষার প্রতিটি শব্দের নিজস্ব কিছু পরিচিতিমূলক কিছু চিহ্ন রয়েছে। আর এই নিজস্ব পরিচিতিমূলক চিহ্নের ফলে তাকে চিনতে, জানতে ও বুঝতে সহজ হয়। শব্দটি কি اسم না فعل না حَرف তা চিহ্নিত করার জন্যে বিশেষ কতিপয় চিহ্ন রয়েছে। ইস্‌ম-এর অনেক বিষয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ইসমের আলামত ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

◆ عَلَامَةٌ অর্থ চিহ্ন। যে চিহ্ন দ্বারা বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি পদের পরিচয় জানা যায় তাকে عَلَامَةٌ বলে।

عَلَامَاتُ الاِسْمِ বিশেষ্য পদের চিহ্নসমূহ

* নিম্নে عَلَامَاتُ الاِسْمِ বা বিশেষ্য পদের ১৭টি চিহ্ন বর্ণনা করা হলো।

১। কোন কিছুর নাম হওয়া। এটি ইস্‌মকে চেনার প্রথম নিদর্শন। যেমন- فِيْلٌ، دَاكَا، قَلَمٌ، خَالِدٌ ইত্যাদি।

২। শব্দের প্রথমে "ال" আলিফ-লাম যুক্ত হওয়া।

যেমন- اَلْكِتَابُ، اَلْقَلَمُ، اَلْقُرْآنُ ইত্যাদি।

৩। শব্দের শেষে تَنْوِيْن তানবীন যুক্ত হওয়া। যেমন- يَدٌ، سَمَكٌ، كِتَابٌ

৪। শব্দটি تَثْنِيَة বা দ্বিবচন হওয়া। যেমন- كَاتِبَانِ দু'জন লেখক, كِتَابَانِ দু'টি বই।

৫। শব্দটি جمع বা বহুবচন হওয়া। যেমন- مَدَارِسُ বিদ্যালয়সমূহ, كُتُبٌ বইসমূহ।

৬। শব্দটি تَصْغِيْر বা ক্ষুদ্রতা বাচক বিশেষ্য হওয়া। যেমন- كُتَيْبٌ ছোট বই। عُبَيْدٌ প্রিয় দাস, رُجَيْلٌ ছোট মানুষ। سُمَيْكٌ ছোট মাছ, بُنَيٌّ প্রিয় বৎস, قُبَيْلٌ একটু আগে।

* কোন জিনিসকে ছোট বুঝানো অথবা নিকৃষ্ট বা প্রিয় বুঝানোর জন্য

www.pathagar.com

تَصْغِيْر করা হয়। সাধারণতঃ বিশেষ্যের তৃতীয় অক্ষরের পূর্বে ي سَاكِن যুক্ত করে تَصْغِيْر করা হয়। যে اسم কে تَصْغِيْر করা হয় তাকে مُصَغَّرٌ বলে।

৭। শব্দটি مَنْسُوْب বা সম্পর্কমূলক হওয়া। যথা- بَغْدَادِيٌّ বাগদাদের অধিবাসী।

* কোন কিছুর সাথে সম্পর্কিত বুঝানোর জন্য কোন শব্দের শেষে يَاء النِّسْبَة। যোগ করলে সেই শব্দকে مَنْسُوْب বলে। এ ক্ষেত্রে ইয়া এর পূর্ববর্তী অক্ষর যের যুক্ত হবে। আরও কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করুন- اَنْصَارِيٌّ، مِصْرِيٌّ، مَدَنِيٌّ، مَكِّيٌّ ইত্যাদি।

৮। শব্দের শেষে تَانِيْث এর গোল ة যুক্ত হওয়া। যেমন- ضَارِبَةٌ প্রহারকারিণী।

৯। শব্দটি اَلْاِضَافَةُ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যেমন- رَسُوْلُ اللهِ আল্লাহর রাসূল।

১০। শব্দটি مُسْنَد اِلَيْه হওয়া। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দণ্ডায়মান।

১১। শব্দটি اَلصِّفَةُ বা গুণ বিশিষ্ট হওয়া। যেমন- رَجُلٌ عَالِمٌ বিদ্বান ব্যক্তি।

১২। শব্দটি مُنَادى বা সম্বোধিত, আহ্বানকারী হওয়া।
যেমন- يَارَحْمٰنُ হে দয়াময়।

* مُنَادى সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। اسم এর مَعْرِفَة বা নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য অংশে দেখুন।

১৩। শব্দটি স্থানের অর্থজ্ঞাপক হওয়া। যেমন- مَسْجِدٌ সিজদার স্থান। সুতরাং যে কোন স্থানের নামই ইস্‌ম-এর আলামতের অন্তর্ভুক্ত।

১৪। কালের অর্থজ্ঞাপক হওয়া। যেমন- يَوْمٌ দিন।

১৫। শব্দটি ضَمِيْر বা সর্বনাম হওয়া। যেমন- هُوَ সে।

* ضَمِيْر সম্পর্কে ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। اسم এর مَعْرِفَة বা নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য অংশে দেখুন।

১৬। শব্দটি عَدَد বা সংখ্যাবাচক হওয়া। যেমন- عَشَرٌ দশ।

১৭। শব্দের প্রথমে حَرف جَار যুক্ত হওয়া। যেমন- بِزَيْدٍ যায়েদের সাথে।

*নিম্নে علامات الاسم এর উল্লেখিত ৯, ১০, ১১, ১৬ ও ১৭ এর চিহ্নসমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

www.pathagar.com

الدَّرْسُ السَّابِعُ সপ্তম পাঠ

اَلاضَافَةُ

সম্বন্ধ POSSESSIVES

আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় اضَافَة হচ্ছে- هُوَ نِسْبَةُ اِسْمٍ الى اِسْمٍ اٰخَرَ বা কোন اِسم কে অপর একটি اِسم এর প্রতি সম্বন্ধকরণকে ইযাফাত বলা হয়।

اضَافَة করার সময় যাকে সম্পর্কিত করা হয় তাকে مُضَاف এবং যার প্রতি সম্বন্ধ করা হয় তাকে مُضَاف اِلَيْه বলা হয়। যেমন- كِتَابُ زَيْدٍ - যায়েদের বই। এখানে كِتَابُ শব্দকে زَيْدٌ এর প্রতি সম্পর্কিত করা হয়েছে। তাই كِتَابُ হচ্ছে مُضَاف আর زَيْدٌ হচ্ছে مُضَاف اِلَيْه -

উল্লেখ্য, مُضَاف এর পূর্বে "ال" আলিফ-লাম এবং শেষে تَنْوِين হয় না।

مُضَاف বা مُضَاف اِلَيْه এর صِفَة প্রকাশ করতে হলে صِفَة কে উভয়ের পরে আনতে হবে। যথা- كِتَابُ زَيْدٍ الْجَدِيْدُ (যায়েদের নতুন পুস্তকটি)। এখানে اَلْجَدِيْدُ শব্দটি كِتَابُ এর صِفَة তাই এতেও ضَمَّة (পেশ) হয়েছে। اضَافَة এর দরুণ مُضَاف-এ اَل হয় না কিন্তু صِفَة-এ اَل হয়ে থাকে। যথা- كِتَابُ الرَّجُلِ الْعَاقِلِ (বুদ্ধিমান লোকটির পুস্তক)। এখানে اَلْعَاقِلِ শব্দটি الرجل এর صِفَة তাই اَلْعَاقِلِ শব্দটিতে كَسْرَة হয়েছে।

আর مُضَاف এর শেষে দ্বিবচন বা বহুবচনের نون থাকলে তা লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন- عَيْنَا زَيْدٍ যায়েদের চক্ষু দুটি (মূলে ছিলো عَيْنَانِ زَيْدٍ), مُسْلِمُو بَنْغَلَادِيْشَ বাংলাদেশের মুসলমানগণ, মূলে ছিলো مُسْلِمُوْنَ بَنْغَلَادِيْشَ)। مُضَافُ اِلَيْه টি مُضَاف কর্তৃক সর্বদাই مَجْرُور বা যের যুক্ত হবে।

প্রকৃতপক্ষে مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه এর মধ্যে একটি حَرْف جَار যের প্রদানকারী অব্যয় গোপন থাকে। যদি مُضَاف اِلَيْه টি مُضَاف হতে সৃষ্ট

www.pathagar.com

বস্তু হয়, তাহলে مِنْ গোপন থাকে, যেমন- خَاتَمُ ذَهَبٍ যা মূলে ছিল خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ স্বর্ণের আংটি। আর مُضَافْ اِلَيْه টি مُضَاف এর জন্য ظَرْف হলে ফি فِى গোপন থাকে। যেমন- صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ যা মূলে ছিল صَلٰوةٌ فِى الْجُمُعَةِ - এছাড়া অন্য সকল স্থানে লাম "ل" হরফে জার গোপন থাকে, যেমন- غُلَامُ زَيْدٍ মূলে ছিল غُلَامٌ لِزَيْدٍ -

কোন কোন বাক্যে একাধিক مُضَاف এবং مُضَاف اِلَيْه হয়ে থাকে। তখন প্রথম শব্দ مُضَاف এবং শেষ শব্দটি مُضَاف اِلَيْه এবং মধ্যবর্তী শব্দগুলোর প্রত্যেকটিই مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه উভয় রূপে পরিগণিত হবে। যথা- كِتَابُ أُسْتَاذِ وَلَدِ الْهِنْدِ - (হিন্দুস্তানের ছেলের শিক্ষকের পুস্তকটি)। এখানে كِتَابُ শব্দটি مُضَاف ও الهند শব্দটি مضاف اليه এবং এর মধ্যকার শব্দ দুটি وَلَد ও أُسْتَاذ প্রত্যেকটিই مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه উভয় হয়েছে। তবে এতে مُضَاف اِلَيْه রূপেই হরকত দেয়া হয়ে থাকে।

* আরবী ভাষাতে مُضَاف প্রথমে আর مُضَاف اِلَيْه পরে হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় তার বিপরীত হয়। যেমন- قَلَمُ الْكَاتِبِ লিখকের কলম।

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ অষ্টম পাঠ

مُسْنَد ও مُسْنَد اِلَيْه

উদ্দেশ্য ও বিধেয় Subject and Predicate

* আরবী ব্যাকরণে جُمْلَة বা বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে বা যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে مُسْنَد اِلَيْه বলে। বাংলা ব্যাকরণে একে "উদ্দেশ্য" এবং ইংরেজীতে SUBJECT বলা হয়। مُسْنَد اِلَيْه টি فَاعِل বা কর্তার কাজ করে।

◆ مُسْنَد اِلَيْه : বাক্যের মধ্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় অথবা যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকেই مسند اليه বলে।

www.pathagar.com

A word or a group of words that denotes the person, or thing about whom or which some thing is said is called subject.

◆ مُسْنَد : جُمْلَة বা বাক্যে مُسْنَد اِلَيْه সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাকে مُسْنَد বলে। বাংলা ব্যাকরণে একে বিধেয় এবং ইংরেজীতে PREDICATE বলা হয়।

যে শব্দ সমষ্টি, যার মধ্যে অবশ্যই একটি finite verb থাকবে, তা যদি বাক্যে subject সম্পর্কে কিছু বলে তবে তাকে predicate বলে।

A qroup of words that must contain a finite verb and denote what is said about the subject is called predicate.

উদাহরণ যেমন, زَيْدٌ عَالِمٌ যায়েদ জ্ঞানী লোক। এই বাকে زَيْدٌ হলো اسم যা مُسْنَد اِلَيْه এবং قَائِمٌ এটিও اسم যা مُسْنَد হয়েছে। اسم বা বিশেষ্য مُسْنَد ও مُسْنَد اِلَيْه উভয়ই হতে পারে। যেমন- উপরের উদাহরণ লক্ষণীয়।

◆ مُسْنَد اِلَيْه ও مُسْنَد সম্পর্কে আরও কিছু কথা নিম্নে লক্ষ্য করুন।

প্রতিটি বাক্যে দু'টি মূল অংশ থাকে। একটি مُسْنَد اِلَيْه (উদ্দেশ্য) এবং অপরটি مُسْنَد (বিধেয়)। বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে مُسْنَد اليه বা উদ্দেশ্য এবং مُسْنَد اِلَيْه সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে مُسْنَد বা বিধেয় বলে। مُسْنَد اِلَيْه টি সবসময় اسم হয়ে থাকে কিন্তু مُسْنَد টি اسم বা فعل উভয় হতে পারে।

যথা- جَاءَ خَالِدٌ - خَالِدٌ طَالِبٌ -

مُسْنَد اليه ও مُسْنَد একক বা একাধিক শব্দ দ্বারা গঠিত হতে পারে। যথা-

خَالِدٌ طَالِبٌ খালিদ একজন ছাত্র।

www.pathagar.com

خَالِدٌ طَالِبٌ ذَكِيٌّ খালিদ একজন মেধাবী ছাত্র।

مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ عَالِمٌ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জ্ঞানী ব্যক্তি।

مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ عَالِمٌ كَبِيْرٌ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক একজন মহান জ্ঞানী ব্যক্তি।

* فعل বা ক্রিয়া, এটা শুধু مُسْنَد হতে পারে, مُسْنَد اِلَيْه হতে পারে না। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ এ বাক্যে ضَرَبَ শব্দটি فعل যা مُسْنَد হয়েছে।

* حرف বা অব্যয় পদ, مُسْنَد বা مُسْنَد اِلَيْه কোনটাই হয় না।

* مُسْنَد ও مُسْنَد اِلَيْه উভয়ের মধ্যে যে نِسْبَة বা সম্পর্ক রয়েছে তাকে اِسْنَاد বলে।

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ নবম পাঠ

اَلصِّفَةُ

বিশেষণ ADJECTIVES

* যে শব্দ তার পূর্ববর্তী اِسْم অথবা পূর্ববর্তী اِسْم এর সাথে সম্পর্কযুক্ত اسم এর দোষ, গুণ, অবস্থা ইত্যাদি বর্ণনা করে তাকে صِفَة বলে। صِفَة এর অপর নাম اَلنَّعت বা প্রশংসা। যেমন-

جَاءَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ একজন বিদ্বান ব্যক্তি আমার কাছে এসেছেন।

جَاءَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ اَبُوْهُ আমার কাছে এমন ব্যক্তি এসেছেন যার পিতা বিদ্বান।

An Adjective is a word that qualifying the meaning of a noun or a pronoun.

* مَوْصُوف বা বিশেষিত : যার দোষ, গুণ বা অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে مَوْصُوف বলে ইংরেজীতে একে বলা হয় QUALIFIED مَوْصُوف এর অপর নাম مَنْعُوت যেমন- كِتَابٌ جَدِيْدٌ এখানে كِتَابٌ শব্দটি مَوْصُوف-

* صِفَةٌ ও مَوْصُوْف এর মধ্যে বিশেষ সংগতি পূর্বশর্ত।

* বাক্যে مَوْصُوْف ও صِفَة মিলিত হয়ে جُزْء جُمْلَة হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

◆ صِفَةٌ দু'প্রকার : যথা–

১। صِفَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ : অর্থাৎ যে صِفَةٌ তার পূর্ববর্তী اسم এর দোষ, গুণ, অবস্থা সরাসরি বর্ণনা করে তাকে صِفَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ বলে। যথা– جَاءَنِى رَجُلٌ عَالِمٌ এখানে عَالِمٌ শব্দটি رَجُلٌ এর সরাসরি গুণ বর্ণনা করেছে। সুতরাং عَالِمٌ শব্দটি رَجُلٌ শব্দের ছিফাতে হাকীকী।

২। صِفَةٌ سَبَبِيَّةٌ : অর্থাৎ যে صِفَةٌ তার পূর্ববর্তী اسم এর সাথে সম্পর্কযুক্ত اسم এর দোষ, গুণ, অবস্থা বর্ণনা করে তাকে ছিফাতে সাবাবী বলে। যথা– جَاءَنِى رَجُلٌ عَالِمٌ اَبُوْهُ এখানে عَالِمٌ শব্দটি সরাসরি رَجُلٌ এর গুণ বর্ণনা করেনি। বরং رَجُلٌ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত اَبُوْهُ এর গুণ বর্ণনা করেছে। সুতরাং এ বাক্যে عَالِمٌ শব্দটি رَجُلٌ এর ছিফাতে সাবাবী। অর্থাৎ পিতার ছিফাতটি পরবর্তীতে رَجُلٌ এর صِفَةٌ হয়েছে।

* صِفَةٌ ও مَوْصُوْف এর ব্যবহার করার সময় নিম্নোক্ত কিছু বিধিমালা বা সমতা রক্ষা করে চলতে হবে। যথা–

ক. আরবী ভাষায় صِفَةٌ পরে এবং مَوْصُوْف আগে ব্যবহৃত হয়।

যেমন– رَجُلٌ عَالِمٌ একজন বিদ্বান লোক।

খ. مَوْصُوْف টি مَعْرِفَةٌ হলে صِفَةٌ টিও مَعْرِفَةٌ হবে। এক্ষেত্রে مَوْصُوْف টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে নেয়া হয়।

যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدُ الْفَاضِلُ মর্যাদা সম্পন্ন যায়েদ আমার নিকট এসেছে।

গ. مَوْصُوْف টি مُذَكَّر হলে صِفَةٌ টিও مُذَكَّر হবে।

যথা– رَجُلٌ عَالِمٌ শিক্ষিত পুরুষ।

ঘ. مَوْصُوْف টি مُؤَنَّث হলে صِفَةٌ টিও مُؤَنَّث হবে।

যেমন– اِمْرَاةٌ عَالِمَةٌ শিক্ষিতা মেয়েলোক।

www.pathagar.com

ঙ. مَوْصُوْف টি وَاحِد হলে صِفَة টিও وَاحِدٌ হবে।

যেমন- رَجُلٌ عَالِمٌ একজন জ্ঞানী লোক।

চ. مَوْصُوْف টি تَثْنِيَة হলে صِفَة টিও تَثْنِيَة হবে।

যেমন- رَجُلَانِ عَالِمَانِ দু'জন জ্ঞানী লোক।

ছ. مَوْصُوْف টি جَمع হলে صِفَة টিও جَمَع হবে।

যেমন- رِجَالٌ عَالِمُوْنَ অনেক জ্ঞানী লোক।

জ. مَوْصُوْف টি نَكِرَة হলে صِفَة টিও نَكِرَة হবে।

যেমন- جَارِيَةٌ قَبِيْحَةٌ বিশ্রী দাসী।

ঝ. مَوْصُوْف টির যে اِعْرَاب হবে صِفَة এরও সেই اِعْرَاب হবে।

ঞ. কোন কোন সময় صِفَة শুধু প্রশংসার জন্য আসে।

যেমন- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

ট. কোন কোন সময় صِفَة টি নিন্দার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

যেমন- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট পানাহ বা আশ্রয় চাচ্ছি।

ঠ. আবার কোন কোন সময় صِفَة টি تَاكِيْد বা নিশ্চয়তা বিধানের জন্যও ব্যবহার হয়। যেমন- نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ মাত্র একটি ফুৎকার।

কতগুলো صِفَة বা গুণ এমন যা মানুষকে অর্জন করতে হয়। কিন্তু কতগুলো صِفَة এমন আছে যা মানুষের অর্জন করতে হয় না, অধিকার সূত্রে পায়। যে সকল গুণ সৃষ্টিগতভাবে পাওয়া যায় তাকে اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ বলে। যেমন- جَمَالٌ، حَسَنٌ সৌন্দর্য ইত্যাদি।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ দশম পাঠ

اِسْمُ الْعَدَدُ সংখ্যাবাচক বিশেষ্য

আরবীতে كَمْ (কত) বাংলায় কত ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে যা ব্যবহৃত হয় তাকেই عَدَد বা সংখ্যা বলে। যে اسم দ্বারা সংখ্যা বুঝানো হয় তাকে اِسْمُ الْعَدَد বলে। যথা- ١ـ ٢ـ ٣ـ ٤ـ ٥ـ ٦ـ ٧ـ ٨ـ ٩ـ ١٠

عَدَد দ্বারা যে সকল বস্তুকে গণনা করা হয় তাকে مَعْدُوْد বা সংখ্যায়িত বলা হয়।

যেমন- ثَلٰثَةُ رِجَالٍ তিনজন পুরুষ এখানে ثَلٰثَةُ শব্দটি عَدَد এবং رِجَالٌ শব্দটি مَعْدُوْد.

আরবী ভাষায় عَدَد গুলো তিনভাগে বিভক্ত। যেমন-

১। اَلْعَدَدُ الذَّاتِى বা اَلْعَدَدُ الْاَصْلِى (প্রধান বা মৌলিক সংখ্যা)।

যে সকল সংখ্যাকে মূল ধরে অন্যান্য ছোট ও বড় সংখ্যা বের করা হয়, তাকে عَدَدُالْاَصْلِى বলে। এরূপ সংখ্যা মোট ১২টি।

যথা- وَاحِدٌ এক, اِثْنَانِ দুই, ثَلٰثَةٌ তিন, اَرْبَعَةٌ চার, خَمْسَةٌ পাঁচ, سِتَّةٌ ছয়, سَبْعَةٌ সাত, ثَمَانِيَةٌ আট, تِسْعَةٌ নয়, عَشَرَةٌ দশ।

مِائَةٌ একশ, اَلْفٌ এক হাজার।

*** اَلْعَدَدُ الْاَصْلِى চার ভাগে বিভক্ত। যথা-**

(ক) اَلْمُفْرَد একক সংখ্যা :

وَاحِد থেকে عَشَرَ পর্যন্ত (১-১০) مُفْرَد বা একক সংখ্যা এর অন্তর্ভুক্ত।

(খ) اَلْمُرَكَّب যৌগিক সংখ্যা :

اَحَدَ عَشَرَ থেকে تِسْعَةَ عَشَرَ (১১-১৯) পর্যন্ত اَلْمُرَكَّبْ এর অন্তর্ভুক্ত।

(গ) اَلْعُقُوْدُ বন্ধন :

عِشْرُوْنَ থেকে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত দশক সংখ্যাগুলো اَلْعُقُوْدُ এর অন্তর্ভুক্ত (২০-৯০)।

(ঘ) اَلْمَعْطُوْفُ সংযুক্ত اَحَدٌوَّعِشْرُوْنَ থেকে تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ (২১-৯৯) পর্যন্ত সংখ্যাগুলো اَلْمَعْطُوْفُ এর অন্তর্ভুক্ত।

* اَلْعَدَدُ الْاَصْلِى দ্বারা গঠিত মৌল সংখ্যাগুলো ৮২, ৮৩ ও ৮৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

www.pathagar.com

২। اَلْعَدَدُ التَّرْتِيْبِى ক্রমবাচক সংখ্যা :

যে সব সংখ্যা কোন জিনিসের স্তর বা মর্যাদা বুঝায়, সেসব সংখ্যাকে اَلْعَدَدُ التَّرْتِيْبِى বলে। এরূপ সংখ্যাও ১২টি। যথা–

مُذَكَّر পুংলিঙ্গ		مُؤَنَّث স্ত্রীলিঙ্গ	
اَوَّلُ প্রথম	سَابِعٌ সপ্তম	اُولٰى প্রথমা	سَابِعَةٌ সপ্তমা
ثَانِى দ্বিতীয়	ثَامِنٌ অষ্টম	ثَانِيَةٌ দ্বিতীয়া	ثَامِنَةٌ অষ্টমা
ثَالِثٌ তৃতীয়	تَاسِعٌ নবম	ثَالِثَةٌ তৃতীয়া	تَاسِعَةٌ নবমা
رَابِعٌ চতুর্থ	عَاشِرٌ দশম	رَابِعَةٌ চতুর্থা	عَاشِرَةٌ দশমা
خَامِسٌ পঞ্চম	مِائَةٌ শততম	خَامِسَةٌ পঞ্চমা	مِائَةٌ শততমা
سَادِسٌ ষষ্ঠ	اَلْفٌ হাজারতম	سَادِسَةٌ ষষ্ঠা	اَلْفٌ হাজারতমা

৩। اَلْعَدَدُ الْكَسْرِىُّ ভগ্নাংশসূচক সংখ্যা :

যে সকল সংখ্যা দ্বারা কোন কিছুর অংশ বুঝায়, তাকে اَلْعَدَدُ الْكَسْرِىُّ বলে। অংশ বিশেষ সংখ্যাগুলো নিম্নরূপ :

نِصْفٌ অর্ধাংশ	١/٢	ثُلُثٌ এক তৃতীয়াংশ	١/٣
رُبُعٌ এক চতুর্থাংশ	١/٤	خُمُسٌ এক পঞ্চমাংশ	١/٥
سُدُسٌ এক ষষ্ঠাংশ	١/٦	سُبُعٌ এক সপ্তমাংশ	١/٧
ثُمُنٌ এক অষ্টমাংশ	١/٨	تُسُعٌ এক নবমাংশ	١/٩

عُشُرٌ এক দশমাংশ ١/١٠ ।

www.pathagar.com

عَدَد ও مَعْدُوْد এর ব্যবহার বিধি :

اَلْعَدَد সংখ্যাবাচক বিশেষ্য ও اَلْمَعْدُوْد গণনাকৃত বিষয় পড়ার ১২।৮ . রয়েছে। নিম্নে উদাহরণসহ বিধিগুলো বর্ণনা করা হলো।

প্রথম বিধি :

واحد ও اثنان এ দু'টি সংখ্যার ব্যবহার مَعْدُوْد এর পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের নিয়মানুযায়ী। অর্থাৎ পুংলিঙ্গের সাথে আসলে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের সাথে আসলে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যথা–

স্ত্রীলিঙ্গ مُؤَنَّثْ	পুংলিঙ্গ مُذَكَّر
اِمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ـ	رَجُلٌ وَاحِدٌ
اِمْرَأَتَانِ اِثْنَتَانِ ـ	رَجُلَانِ اِثْنَانِ

দ্বিতীয় বিধি :

ثَلٰثَةٌ থেকে عَشَرَ পর্যন্ত আটটি সংখ্যার ব্যবহার সাধারণ নিয়মের বিপরীত। অর্থাৎ مَعْدُوْد পুংলিঙ্গ হলে عَدَد স্ত্রীলিঙ্গ হবে এবং مَعْدُوْد স্ত্রীলিঙ্গ হলে عَدَد পুংলিঙ্গ হবে। এক্ষেত্রে مَعْدُوْد টি جَمْعَ বা বহুবচনের সীগাহ হবে এবং مَجْرُوْر যের যুক্ত হবে। যেমন– পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে ثَلٰثَةٌ رِجَالٍ এবং স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে ثَلٰثُ نِسْوَةٍ এভাবে عَشَرَ পর্যন্ত।

তৃতীয় বিধি :

احد عشر এবং اثنا عشر এর مَعْدُوْد যদি পুংলিঙ্গ হয় তবে عدد উভয় অংশ পুংলিঙ্গ আর যদি مَعْدُوْد স্ত্রীলিঙ্গ হয় তবে সংখ্যার উভয় অংশ স্ত্রীলিঙ্গ হবে। তৎসঙ্গে مَعْدُوْد টি (যবর) ও একবচনে ব্যবহৃত হবে। যেমন–

স্ত্রীলিঙ্গ مُؤَنَّثْ	পুংলিঙ্গ مُذَكَّر
اِحْدٰى عَشْرَةَ اِمْرَأَةً ـ	اَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً
اِثْنَتَا عَشْرَةَ اِمْرَأَةً ـ	اِثْنَا عَشَرَ رَجُلاً

www.pathagar.com

চতুর্থ বিধি :

ثلثة عشر হতে تسعة عشر পর্যন্ত مَعْدُوْد যদি পুংলিঙ্গ হয়, তবে সংখ্যার প্রথমাংশ স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিতীয়াংশ পুংলিঙ্গ হবে। আর যদি مَعْدُوْد স্ত্রীলিঙ্গ হয় তবে সংখ্যার প্রথম অংশ পুংলিঙ্গ এবং দ্বিতীয়াংশ স্ত্রীলিঙ্গ হবে। এক্ষেত্রে مَعْدُوْد টি مَنْصُوْب ও একবচন হবে। যথা- পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে ثَلٰثَةَ عَشَرَ رَجُلاً এবং স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে ثَلٰثَ عَشَرَةَ امْرَأةً এভাবে ১৯ পর্যন্ত একই নিয়ম।

পঞ্চম বিধি :

عشرون - ثلاثون এভাবে নব্বই পর্যন্ত দশক সংখ্যাগুলোর مَعْدُوْد টি পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ যা-ই হউক না কেন সর্বাবস্থায় সংখ্যা একই ধরনের হবে। আর مَعْدُوْد টি مَنْصُوْب ও একবচন বিশিষ্ট হয়ে ব্যবহৃত হবে। যেমন পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে عِشْرُوْنَ رَجُلاً এবং স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে- عِشْرُوْنَ امْرَأةً এভাবে অন্যান্য সংখ্যাগুলো উক্ত নিয়মে তৈরী করতে হবে।

ষষ্ঠ বিধি :

যদি عشرون - ثلاثون ইত্যাদি নব্বই পর্যন্ত দশক সংখ্যাগুলোর সাথে واحد - اثنان যুক্ত হয়, তবে উভয় সংখ্যার মাঝে একটি واو ব্যবহার করতে হবে। আর مَعْدُوْد পুংলিঙ্গ হলে প্রথমাংশ পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ হলে প্রথমাংশ স্ত্রীলিঙ্গের হবে। আর مَعْدُوْد টিকে مَنْصُوْب যবরযুক্ত এবং একবচনে ব্যবহার করতে হবে। যথা- পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে اَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلاً এবং اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلاً এবং স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে- اِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ امْرَأةً এবং اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ امْرَأةً এভাবে বাকী সংখ্যাগুলো তৈরী করতে হবে।

সপ্তম বিধি :

ثلثة হতে تسعة পর্যন্ত সংখ্যাসমূহ যদি عشرون - ثلاثون ইত্যাদি নব্বই পর্যন্ত দশক সংখ্যাগুলোর সাথে যুক্ত হয়, তবে মধ্যস্থলে একটি واو বৃদ্ধি করতে হবে। আর مَعْدُوْد পুংলিঙ্গ হলে সংখ্যার প্রথমাংশ স্ত্রীলিঙ্গ এবং مَعْدُوْد স্ত্রীলিঙ্গ হলে সংখ্যার প্রথমাংশ পুংলিঙ্গ ব্যবহার করতে হবে এবং مَعْدُوْد টিকে مَنْصُوْب যবর যুক্ত ও একবচনে ব্যবহার করতে হবে।

www.pathagar.com

যেমন– পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে ثَلٰثَةٌ وَّعِشْرُوْنَ رَجُلاً এবং স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে– ثَلٰثٌ وَّعِشْرُوْنَ امْرَأةً এভাবে ৯৯ পর্যন্ত উক্ত নিয়ম অবলম্বন করতে হবে।

অষ্টম বিধি :

مِائَةٌ, اَلْفٌ এগুলোর দ্বিবচন ও বহুবচনের مَعْدُوْد কে একবচনে ব্যবহার এবং مَجْرُوْر বিশিষ্ট করতে হবে। যেমন–

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
مِائَةُ رَجُلٍ	مِائَةُ امْرَأةٍ
مِائَتَا رَجُلٍ	مِائَتَا امْرَأةٍ
ثَلٰث مِائَة رَجُلٍ	ثَلٰث مِائَة امْرَأةٍ
اَلْفُ رَجُلٍ	اَلْفُ امْرَأةٍ
اَلْفَا رَجُلٍ	اَلْفَا امْرَأةٍ
ثَلٰثَة اٰلاف رَجُلٍ	ثَلاثَة اٰلاف امْرَأةٍ

নবম বিধি :

যখন কয়েকটি সংখ্যা একত্রিত হয়, তখন প্রথমে হাজার, শত, একক তারপর দশক সংখ্যা। বর্ণিত নিয়মানুসারে ব্যবহার করতে হবে। যেমন– এক হাজার একশত একুশ জন পুরুষ। পুংলিঙ্গ –

اَلْفٌ وَّمِائَةٌ وَ وَّاحَدٌوَّعِشْرُوْنَ رَجُلا ـ

চার হাজার নয়শত পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষ। পুংলিঙ্গ–

اَرْبَعَةُ اٰلافٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَاَرْبَعُوْنَ رَجُلاً ـ

এক হাজার একশত একজন মহিলা। স্ত্রীলিঙ্গ–

اَلْفٌ وَّمِائَةٌ وَاِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ امْرَأةً ـ

চার হাজার নয়শত পঁয়তাল্লিশ জন মহিলা। স্ত্রীলিঙ্গ–

اَرْبَعُ اٰلافٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَّخَمْسٌ وَاَرْبَعُوْنَ امْرَأةً ـ

* اَلْعَدَدُ التَّفْصِيْلِىْ ব্যাখ্যাসূচক সংখ্যা :

এমন সংখ্যাকে বলে যা স্বীয় مَعْدُوْد কে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করে। এই

www.pathagar.com

পৃথকীকরণ কোন কোন সময় عَدَدْ اَصْلِى এর পুনঃবর্ণনার দ্বারা হতে পারে। যেমন পুংলিঙ্গের ব্যাখ্যায় وَاحِدًا وَاحِدًا এক এক, আর স্ত্রীলিঙ্গের বেলায় وَاحِدَةً وَاحِدَةً এক এক, আবার কখনও عَدَدُ اَصْلِى কে فُعَالُ বা مَفْعَلُ এর ওজনে ব্যবহার করলেও উক্ত অর্থ পাওয়া যায়। যেমন- ثُلَثُ مَثْلَثُ তিন তিন, سُبَاعُ سُبَاعُ সাত সাত, عُشَارُ مَعْشَرُ দশ দশ ইত্যাদি।

দশম বিধি :

مَعْدُوْدُ اَلْعَدَدُ التَّرْتِيْبِى এর যে সমস্ত সংখ্যা আছে, সে সমস্ত عَدَدَ স্বীয় مَعْدُوْدُ এর অনুরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন-

পুংলিঙ্গের বেলায়- اَلْوَلَدُ الاَوَّلُ প্রথম ছেলে

اَلْوَلَدُ الثَّانِى দ্বিতীয় ছেলে

اَلْوَلَدُ الثَّالِثُ তৃতীয় ছেলে ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গের বেলায়- اَلْبِنْتُ الاُوْلَى

اَلْبِنْتُ الثَّانِيَةُ

اَلْبِنْتُ الثَّالِثَةُ ইত্যাদি।

আরবী ভাষায় ব্যবহৃত মৌল সংখ্যাগুলো নিম্নরূপ :

١	وَاحِد	١٠	عَشَرَة
٢	اَثْنَان	١١	اَحَدَ عَشَرَ
٣	ثَلاَثَة	١٢	اِثْنَا عَشَرَ
٤	اَرْبَعَة	١٣	ثَلاَثَةَ عشَرَ
٥	خَمْسَة	١٤	اَرْبَعَةَ عَشَرَ
٦	سِتَّة	١٥	خَمْسَةَ عَشَرَ
٧	سَبْعَة	١٦	سِتَّةَ عَشَرَ
٨	ثَمَانِيَة	١٧	سَبْعَةَ عَشَرَ
٩	تِسْعَة	١٨	ثَمَانِيَةَ عَشَرَ

www.pathagar.com

١٩	تِسْعَةَ عَشَرَ	٤٢	اِثْنَانِ وَّاَرْبَعُوْنَ
٢٠	عِشْرُوْنَ	٤٣	ثَلَاثَةٌ وَّاَرْبَعُوْنَ
٢١	اَحَدٌ وَّعِشْرُوْنَ	٤٤	اَرْبَعَةٌ وَّاَرْبَعُوْنَ
٢٢	اِثْنَانِ وَّعِشْرُوْنَ	٤٥	خَمْسَةٌ وَّاَرْبَعُوْنَ
٢٣	ثَلَاثَةٌ وَّ عِشْرُوْنَ	٤٦	سِتَّةٌ وَّاَرْبَعُوْنَ
٢٤	اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	٤٧	سَبْعَةٌ وَّاَرْبَعُوْنَ
٢٥	خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	٤٨	ثَمَانِيَةٌ وَّاَرْبَعُوْنَ
٢٦	سِتَّةٌ وَّعِشْرُوْنَ	٤٩	تِسْعَةٌ وَّاَرْبَعُوْنَ
٢٧	سَبْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	٥٠	خَمْسُوْنَ
٢٨	ثَمَانِيَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	٥١	اَحَدٌ وَّخَمْسُوْنَ
٢٩	تِسْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ	٥٢	اِثْنَانِ وَّخَمْسُوْنَ
٣٠	ثَلَاثُوْنَ	٥٣	ثَلَاثَةٌ وَّخَمْسُوْنَ
٣١	اَحَدٌ وَّثَلَاثُوْنَ	٥٤	اَرْبَعَةٌ وَّخَمْسُوْنَ
٣٢	اِثْنَانِ وَّثَلَاثُوْنَ	٥٥	خَمْسَةٌ وَّخَمْسُوْنَ
٣٣	ثَلَاثَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ	٥٦	سِتَّةٌ وَّخَمْسُوْنَ
٣٤	اَرْبَعَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ	٥٧	سَبْعَةٌ وَّخَمْسُوْنَ
٣٥	خَمْسَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ	٥٨	ثَمَانِيَةٌ وَّخَمْسُوْنَ
٣٦	سِتَّةٌ وَّثَلَاثُوْنَ	٥٩	تِسْعَةٌ وَّخَمْسُوْنَ
٣٧	سَبْعَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ	٦٠	سِتُّوْنَ
٣٨	ثَمَانِيَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ	٦١	اَحَدٌ وَّسِتُّوْنَ
٣٩	تِسْعَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ	٦٢	اِثْنَانِ وَّسِتُّوْنَ
٤٠	اَرْبَعُوْنَ	٦٣	ثَلَاثَةٌ وَّسِتُّوْنَ
٤١	اَحَدٌ وَّاَرْبَعُوْنَ	٦٤	اَرْبَعَةٌ وَّسِتُّوْنَ

www.pathagar.com

٦٥	خَمْسَةٌ وَّسِتُّوْنَ	٨٦	سِتَّةٌ وَّثَمَانُوْنَ
٦٦	سِتَّةٌ وَّسِتُّوْنَ	٨٧	سَبْعَةٌ وَّثَمَانُوْنَ
٦٧	سَبْعَةٌ وَّسِتُّوْنَ	٨٨	ثَمَانِيَةٌ وَّثَمَانُوْنَ
٦٨	ثَمَانِيَةٌ وَّسِتُّوْنَ	٨٩	تِسْعَةٌ وَّثَمَانُوْنَ
٦٩	تِسْعَةٌ وَّسِتُّوْنَ	٩٠	تِسْعُوْنَ
٧٠	سَبْعُوْنَ	٩١	اَحَدٌ وَّتِسْعُوْنَ
٧١	اَحَدٌ وَّسَبْعُوْنَ	٩٢	اِثْنَانِ وَّتِسْعُوْنَ
٧٢	اِثْنَانِ وَّسَبْعُوْنَ	٩٣	ثَلاَثَةٌ وَّتِسْعُوْنَ
٧٣	ثَلاَثَةٌ وَّسَبْعُوْنَ	٩٤	اَرْبَعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ
٧٤	اَرْبَعَةٌ وَّسَبْعُوْنَ	٩٥	خَمْسَةٌ وَّتِسْعُوْنَ
٧٥	خَمْسَةٌ وَّسَبْعُوْنَ	٩٦	سِتَّةٌ وَّتِسْعُوْنَ
٧٦	سِتَّةٌ وَّسَبْعُوْنَ	٩٧	سَبْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ
٧٧	سَبْعَةٌ وَّسَبْعُوْنَ	٩٨	ثَمَانِيَةٌ وَّتِسْعُوْنَ
٧٨	ثَمَانِيَةٌ وَّسَبْعُوْنَ	٩٩	تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ
٧٩	تِسْعَةٌ وَّسَبْعُوْنَ	١٠٠	مِائَةٌ
٨٠	ثَمَانُوْنَ	٢٠٠	مِائَتَانِ
٨١	اَحَدٌ وَّثَمَانُوْنَ	٣٠٠	ثَلاَثُ مِائَةٍ
٨٢	اِثْنَانِ وَّثَمَانُوْنَ	١٠٠٠	اَلْفٌ
٨٣	ثَلاَثَةٌ وَّثَمَانُوْنَ	٢٠٠٠	اَلْفَانِ
٨٤	اَرْبَعَةٌ وَّثَمَانُوْنَ	٣٠٠٠	ثَلاَثَةُ اٰلاَفٍ
٨٥	خَمْسَةٌ وَّثَمَانُوْنَ		

www.pathagar.com

حَرف جَارٌ

যের প্রদানকারী অব্যয় PARTICALE

যে সকল حَرف বা অব্যয় শুধু اسم এর পূর্বে বসে উহার শেষের অক্ষরে জের দিয়ে থাকে, তাকে حَرف جَارٌ বলা হয়।

حَرف جَارٌ সর্বমোট ১৭টি। নিম্নে উদাহরণসহ হরফগুলো তুলে ধরা হলো–

ক্রমিক	হরফ	উদাহরণ	অর্থ
১	ب	ضَرَبْتُ بِالْخَشْبَةِ	আমি লাঠি দ্বারা মেরেছি।
২	ت	تَاللّٰه لَافْعَلَنَّ كَذَا	আল্লাহর শপথ নিশ্চয়ই আমি এরূপ করব।
৩	ك	خَالِدٌ كَالاَسَدِ	খালেদ সিংহের ন্যায়
৪	ل	اَلْمُسْلِمُ اَخٌ لِلْمُسْلِمِ	এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই
৫	و	وَاللّٰه لَاتُشْرِكْ بِه	আল্লাহর শপথ! তাঁর সাথে কোন শিরক কর না।
৬	مُنْذُ	مَارَأَيْتُه مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ	আমি তাকে জুমাবার হতে দেখছি না।
৭	مُذْ	اَتَدَرَّسُ مُذْ دَهْرَيْنِ	আমি দুই যুগ ধরে পড়াশোনা করছি।
৮	خَلاَ	جَاءَنِى الْقَوْمُ خَلاَ زَيْدٍ	যায়েদ ব্যতীত গোত্রের সকলে আমার কাছে এসেছে।
৯	رُبَّ	رُبَّ رَجُلٍ كَرِيْمٍ لَقِيْتُه	আমি অল্প সংখ্যক ভদ্রলোকের সাথে সাক্ষাৎ পেয়েছি।
১০	حَاشَا	جَاءَنِى الْقَوْمُ حَاشَا خَالِدٍ	খালেদ ছাড়া সম্প্রদায়ের সকলে আমার কাছে এসেছে।
১১	مِنْ	سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ	আমি বসরা থেকে কুফা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি।
১২	عَدَا	جَاءَنِى الْقَوْمُ عَدَا زَيْدٍ	যায়েদ ব্যতীত দলটি এসেছে।
১৩	فِى	اَبِى فِى الْبَيْتِ	আমার আব্বা ঘরে আছেন।
১৪	عَنْ	رُوِىَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ	হযরত আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত।
১৫	عَلٰى	اَلْقَلَمُ عَلَى الطَّاوِلَةِ	কলমটি টেবিলের উপর।
১৬	حَتّٰى	اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَاسِهَا	আমি মাছটি মাথাসহ খেয়েছি।
১৭	اِلٰى	صُمْتُ اِلَى اللَّيْلِ	আমি রাত পর্যন্ত রোযা রেখেছি।

www.pathagar.com

উল্লেখিত حَرْف جَارٌ এর বিভিন্ন অর্থ আছে এবং তা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উক্ত حَرْف جَارٌ গুলো যে সকল অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ب এর ব্যবহার

১। اَلْصَاقُ বা সাথে থাকে অর্থে। যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ আমি যায়েদের সাথে চললাম।

২। اِسْتِعَانَةٌ (সহযোগিতা বা দ্বারা) অর্থে। যেমন– ضَرَبْتُ بِالْخَشْبَةِ আমি লাঠির সাহায্যে মেরেছি, كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ আমি কলম দ্বারা লিখেছি।

৩। تَعْلِيْل বা কারণ বর্ণনার্থে। যেমন– اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের গো-বৎস পূজার মাধ্যমে নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করেছ।

৪। مُصَاحَبَة (সাথে-সঙ্গে) অর্থে। যেমন– خَرَجَ بَكْرٌ بِعَشِيْرَتِه বকর তার দলের সঙ্গে বের হয়েছে।

৫। تَعْدِيَة (সকর্মকরণ) অর্থে। অর্থাৎ ফে'লে লাযেমকে ফে'লে مُتَعَدِّى করার জন্যে। যেমন– ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ এটি মূলতঃ হওয়া উচিত ছিলো। اَذْهَبَ اللّٰهُ نُوْرَهُمْ আল্লাহ তাদের জ্যোতি নিয়ে গেছেন।

৬। مُقَابَلَة বা বিনিময় অর্থে। যথা– بِعْتُ هٰذَا بِخَمْسِ دِرَاهِمَ আমি এটা পাঁচ দিরহামের বিনিময় বিক্রয় করেছি। اِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ঘোড়াটি ১০০ দিরহামের বিনিময়ে খরীদ করেছি। اِشْتَرَيْتُ الثَّوْبَ بِخَمْسِ دِرَاهِمَ ـ ইত্যাদি।

৭। قَسَمٌ বা শপথ অর্থে। যেমন– بِاللّٰهِ لاَفْعَلَنَّ كَذَا আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তা করব।

৮। مَعَ সহ অর্থে। যেমন– اِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسُرْجِه আমি ঘোড়াটি জিনসহ ক্রয় করেছি।

www.pathagar.com

৯। اِسْتِعْطَافٌ (করুণা বা প্রার্থনা) অর্থে। যেমন- اِرْحَمْ بِرَجُلٍ লোকটির প্রতি দয়া কর। اِرْحَمْ بِفَقِيْرٍ। গরীবের প্রতি দয়া কর।

১০। ظَرْفِيَّةٌ (স্থান বা কাল বুঝানোর) অর্থে।

যেমন- زَيْدٌ بِالْبَلَدِ যায়েদ শহরে আছে। خَالِدٌ بِدَاكَا খালেদ ঢাকায় আছে। جَلَسْتُ بِالْمَسْجِدِ আমি মসজিদে বসেছি।

১১। بَدَلٌ (পরিবর্তে) অর্থে। যথা- اِشْتَرَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجَنَّةِ আল্লাহ জান্নাতের বদলে মুমিনদের কিনে নিয়েছেন।

১২। تَفْدِيَةٌ (উৎসর্গ) অর্থে। যেমন- بِنَفْسِي اَنْتُمَا আমি তোমাদের দু'জনের জন্য উৎসর্গিত। فَضِّلْ بِاللّٰهِ আল্লাহর নামে উৎসর্গিত হও।

১৩। مِنْ (হতে) অর্থে। যেমন- شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ তারা নদীর পানি হতে পান করেছে।

১৪। عَنْ (সম্পর্ক) অর্থে। যেমন- سَأَلَ سَائِلٌ بِعَرَبِيَّةٍ প্রশ্নকারী আরবী সম্পর্কে প্রশ্ন করছে।

১৫। تَبْعِيْضٌ (অংশ বুঝানোর জন্য) অর্থে। যেমন- عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ অর্থাৎ ঝর্ণাধারা থেকে কিছু অংশ আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে।

১৬। عَلٰى (উপরে) অর্থে। যেমন- مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ কিছু লোক আছে, যদি আপনি তাদেরকে প্রচুর সম্পদের (উপর) আমানাতদার বানান।

১৭। زَائِدَةٌ অতিরিক্ত অর্থে। যেমন- لَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।

◆ উপরে حَرْفِ جَارٌّ এর بَ এর বিভিন্ন ব্যবহার দেখান হলো। এবার تَ এর ব্যবহার লক্ষ্য করুন।

www.pathagar.com

تَ এর ব্যবহার

تَ হরফটি শুধু একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি قَسَم বা শপথ অর্থে। যেমন- تَاللّٰه لَاَنْصُرَنَّ خَالِدًا আল্লাহর শপথ! আমি খালেদকে সাহায্য করবই। تَاللّٰه لَاَفْعَلَنَّ هٰذَا আল্লাহর শপথ! আমি ইহা করবই।

প্রকাশ থাকে যে, "تَ" হরফটি শুধু আল্লাহর নামে শপথ করার জন্যই ব্যবহৃত হয়।

كَ এর ব্যবহার

১। تَشْبِيْه (সাদৃশ্য) অর্থে। যথা- خَالِدٌ كَالْاَسَدِ খালেদ সিংহের ন্যায়।

২। زِيَادَة (অতিরিক্ত) অর্থে। যথা- لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ তার মত কিছুই নেই। এখানে كَمِثْل এর ك টি অতিরিক্ত যা বাক্যে কোনরূপ অর্থ প্রদান করেনি।

৩। تَعْلِيْل বা কারণ অর্থে। যথা- اُذْكُرْ رَبَّكَ كَمَا هَدَاكُمْ তোমাদের প্রভুকে স্মরণ কর, কারণ তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

৪। কখনও ك টি اِسْم হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যথা- يَضْحَكْنَ كَالْبَرَدِ الْمُنْهَمِ মহিলাগণ বিগলিত বরফ সাদৃশ্য দাঁত দিয়ে হাসে।

৫। عَلٰى বা উপরে অর্থে। কেউ প্রশ্ন করল كَيْفَ اَصْبَحْتَ তোমার ভোর কেমন হল? উত্তরে বলা হল- كَخَيْرٍ অর্থাৎ عَلٰى خَيْرٍ ভাল অবস্থার উপর।

لِ এর ব্যবহার

১। اِخْتِصَاص বা নির্দিষ্ট করা অর্থে। যথা- اَلْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ বেহেশত মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট। وَالسِّجْنُ لِلْكَافِرِيْنَ আর কাফেরদের জন্য জেলখানা নির্দিষ্ট।

২। مِلْكٌ (মালিকানা) অর্থে। যেমন- لِلّٰه مَافِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ আকাশ ও যমীনের মাঝে যা কিছু আছে, তা আল্লাহর মালিকানায়।

www.pathagar.com

৩। اِسْتِحْقَاق বা অধিকার প্রতিষ্ঠার্থে। যেমন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ। لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

৪। কারণ বর্ণনার্থে। যেমন- ضَرَبْتُهُ لِتَأْدِيْبِهِ আমি তাকে আদব শিক্ষার জন্য মেরেছি। قَتَلْتُهُ لِلْكُفْرِ আমি তাকে কুফরী করার কারণে হত্যা করেছি।

৫। مُعَاقِبَة পরিণাম বর্ণনার্থে। যেমন- يُعَذَّبُ الْكُفَّارُ لِكُفْرِهِمْ কাফেররা তাদের কুফরির পরিণামে শাস্তি পাবে।

৬। শপথ অর্থে। যেমন- لِلّٰهِ لَايُؤَخَّرُ الاَجَلُ আল্লাহর শপথ! মৃত্যু বিলম্বিত হবে না। لِلّٰهِ لَاَضْرِبَنَّ خَالِدًا আল্লাহর শপথ! আমি খালিদকে মারবই।

৭। تَعَجُّبْ বা বিস্ময় অর্থে। যেমন- لِلّٰهِ اَنْتَ হায় আল্লাহ! তুমি।

৮। اِنْتِهَاءُ الزَّمَانِ কালের শেষ প্রান্ত বুঝাতে।
যেমন- كُلٌّ يَجْرِى لِاَجَلٍ مُسَمًّى প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রবাহিত (জীবনাতিবাহিত করবে) হবে।

৯। عَلٰى উপরে অর্থে : যেমন- يَخِرُّوْنَ لِلاَذْقَانِ অর্থাৎ- عَلَى الاَذْقَانِ অর্থ- তারা চিবুকের উপর লুটিয়ে পড়ে।

১০। فِى মধ্যে অর্থে : যেমন- كَتَبْتُهُ لِغُرَّةٍ نِسْيَانٍ অর্থাৎ- كَتَبْتُهُ فِىْ غُرَّةٍ আমি তা অসাবধানতায় লিখেছি।

১১। زِيَادَة অতিরিক্ত হিসেবে। যেমন- رَدِفَ لَكُمْ অর্থাৎ- رَدِفَكُمْ সে তোমাদের পেছনে আরোহণ করেছে।

১২। সময় বুঝানোর জন্য। যেমন- كَتَبْتُ لِاَوَّلِ مُحَرَّمٍ মহররমের প্রথম তারিখে লিখেছি।

বিঃ দ্রঃ لِ হরফটি সাধারণতঃ জের বিশিষ্ট হয়। কিন্তু حَرف نِدَا এরপরে হলে তা যবর বিশিষ্ট হয়। যেমন- يَالَزَيْدٍ এভাবে লাম এর সাথে যমীর হলে لِ টি যবর বিশিষ্ট হয়। যেমন- لَهٗ، لَهُمْ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

و এর ব্যবহার

১। قَسَمٌ শপথ অর্থে : যেমন– وَاللّٰهِ لَاَذْهَبَنَّ আল্লাহর শপথ! আমি যাবই।

২। تَقْلِيْلٌ কম বুঝানোর জন্য। যেমন– وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ খুব কম শাসকই স্বীয় ন্যায়বিচার অনুযায়ী কাজ করে। وَاَمِيْرٍ يَعْمَلُ بِعَدَالَتِهٖ

৩। تَكْثِيْرٌ অনেক বা অধিক বুঝানোর জন্য : যেমন– وَرَجُلٍ عَالِمٍ لَقِيْتُهُ আমি অনেক বিদ্বান লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি। وَزَمَانٍ قَدْ مَضٰى অনেক যুগ অতিক্রম হয়ে গেছে।

বিঃ দ্রঃ وَاو টি ইস্‌মে জাহের বা প্রকাশ্য ইস্‌ম-এর সাথে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু যমীরের অর্থাৎ সর্বনামের সাথে ব্যবহৃত হয় না।

مُذْ ও مُنْذُ এর ব্যবহার

১। اِبْتِدَاءُ الْغَايَةِ সময়ের শুরু বা অতীত কালের সময়ের প্রারম্ভ বুঝাতে। مَارَأَيْتُهُ مُذْ/مُنْذُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ আমি তাকে জুমআর দিন থেকে দেখছি না। তাকে না দেখার সূচনাকাল শুক্রবার।

رَأَيْتُهُ مُذْ/مُنْذُ يَوْمِ السَّبْتِ আমি তাকে শনিবার থেকে দেখছি।

২। جَمِيْعُ الْمُدَّةِ (পূর্ণ সময়) বুঝাতে। যেমন– مَارَأَيْتُهُ مُذْ/مُنْذُ يَوْمَيْنِ আমি তাকে দু'দিন যাবত দেখছি না। এখানে না দেখার পূর্ণ সময় দু'দিন।

৩। কখনো ظَرْف বা অধিকরণ হিসেবে বর্তমান কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা– مَارَأَيْتُهُ مُذْ اَوْمُنْذُ يَوْمَنَا আমি তাকে আজ পর্যন্ত দেখিনি।

৪। অনেক পূর্বে অর্থে : مَاتَ اَبُوْهُ مُذْ/مُنْذُ اَيَّامٍ অনেক দিন পূর্বে তার আব্বা মারা গেছে।

www.pathagar.com

رُبَّ এর ব্যবহার

১। স্বল্প, কম অর্থে। যেমন- رُبَّ رَجُلٍ عَالِمٍ لَقِيْتُهُ আমি খুব কম সংখ্যক জ্ঞানী লোকের সাক্ষাত পেয়েছি। رُبَّ عَالِمٍ لَايَعْلَمُ عِلْمَ الْفَرَائِضِ অনেক আলেম ফারায়েয বিদ্যা জানে না।

২। অধিক, বেশী অর্থে- رُبَّ رَجُلٍ ظَالِمٍ لَقِيْتُهُ আমি অনেক অত্যাচারী লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি। رُبَّ طَالِبٍ يَنْجَحُ بِالدَّرَجَةِ الأُوْلَى খুব কম ছাত্রই প্রথম বিভাগে পাশ করে।

عَدَا، خَلَا، حَاشَا এর ব্যবহার

عَدَا، خَلَا، حَاشَا এই তিনটি حَرْف جَارّ ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- جَاءَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ عَدَا خَالِدٍ/خَلَاخَالِدٍ/حَاشَا خَالِدٍ খালিদ ব্যতীত সব ছাত্র এসেছে।

مِنْ এর ব্যবহার

১। স্থানের সূচনা অর্থে। যেমন- سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ আমি বসরা থেকে কুফা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি।

২। কালের সূচনা অর্থে। যেমন- زَيْدٌ مَرِيْضٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ যায়েদ জুমআর দিন থেকে অসুস্থ।

৩। تَبْعِيْض (কিয়দাংশ) অর্থে। যেমন- اَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ আমি কিছু দিরহাম গ্রহণ করেছি।

৪। বর্ণনা অর্থে : যেমন- فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الاَوْثَانِ তোমরা মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাক। এখানে مِنْ দ্বারা رِجْس তথা পূজার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৫। بَدْل (পরিবর্তে) অর্থে : যেমন- اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الاخِرَةِ তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে তুষ্ট হলে?

www.pathagar.com

৬। কিছু অর্থে : যেমন- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ এমন কিছু লোক আছে যারা বলে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।

৭। কোন অর্থে। যেমন- مَاجَاءَنِى مِنْ طَالِبٍ আমার নিকট কোন ছাত্র আসেনি।

৮। সময় বুঝানোর জন্য। যেমন- اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ জুমার দিন যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়।

৯। পর্যন্ত অর্থে। যেমন- مَااَرَاكَ مِنْ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ তোমাকে তিন দিন পর্যন্ত দেখছি না।

১০। زِيَادَة অতিরিক্ত হিসেবে। অর্থাৎ- مِنْ হরফটি কখনো কখনো বাক্যে অর্থহীনভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- يَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

فِى এর ব্যবহার

১। ظَرْفِيَّة বা স্থান, কাল, পাত্র অর্থে।

যেমন- স্থান বুঝাতে اَبِى فِى الْبَيْتِ আমার আব্বা ঘরে আছেন।

اَنَا اَسْكُنُ فِى دَاكَا আমি ঢাকা বসবাস করি।

কাল বা সময় বুঝাতে- اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। اَنَا اُسَافِرُ فِى الشَّهْرِ الْقَادِمِ আমি আগামী মাসে সফর করব।

পাত্র বুঝাতে- اَلدَّرَاهِمُ فِى الْكِيْسِ দিরহামগুলো থলিতে আছে।

২। اِسْتِعْلَاء (ওপর বা উঁচু) অর্থে। যেমন- وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ আমি অবশ্যই তোমাকে খেজুরের শাখার ওপর শূলী দেব।

৩। ضَرْبٌ বা গুণন অর্থে। যথা- اَرْبَعَةٌ فِى خَمْسَةٍ চারকে পাঁচ দিয়ে গুন।

৪। সাথে অর্থে। যেমন- جَاءَ خَالِدٌ فِى الْقَوْمِ খালেদ সম্প্রদায়ের সাথে এসেছে।

www.pathagar.com

৫। কারণ বর্ণনার্থে। যথা- قُتِلَ فِى ذَنْبِهِ তার অপরাধের কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

৬। তুলনা অর্থে : مَاعِلْمِى فِى بَحْرِه الاَّ قَطْرَةً জ্ঞান সমুদ্রে আমার জ্ঞান এক বিন্দুতুল্য। فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِى الاخِرَةِ الاَّ قَلِيْلٌ -

৭। দ্বারা বা মাধ্যম অর্থে- اَنْتَ بَصِيْرٌ فِى عَمَلِكَ তুমি তোমার কাজের মাধ্যমে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

* دَخَلَتْ امْرَأَةُ النَّارَ فِى هِرَّةٍ এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে দোযখে প্রবেশ করেছে।

عَنْ এর ব্যবহার

১। হতে বা থেকে অর্থে। যেমন- رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ আমি ধনুক হতে তীর নিক্ষেপ করলাম।

২। بَعْدِيَّةٌ (একের পর এক বা ধাপে ধাপে) অর্থে। যেমন- عَنْ طَبَقٍ স্তরের পর স্তর বা ধাপের পর ধাপ। لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ তোমরা অবশ্য এক তলার পর অন্য তলায় ওঠবে।

৩। اسْتِعْلاَءٌ (ওপর) অর্থে। مَنْ يَبْخَلْ فَانَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ যে কার্পণ্য করে সেতো নিজের উপরই কার্পণ্য করে। এখানে عَلٰى نَفْسِهِ নিজের উপর।

৪। عَنْ কখনো ইস্ম হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এ অবস্থায় তার পূর্বে مِنْ বসাতে হবে। যেমন- جَلَسْتُ مِنْ عَنْ يَمِيْنِهِ আমি তার ডান পাশে বসেছি।

৫। পক্ষ থেকে অর্থে- يَقْبَلُ اللّٰهُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে তাওবা গ্রহণ করেন।

৬। সম্পর্কে অর্থে- لاَاَعْرِفُ عَنْ خَالِدٍ شَيْئًا আমি খালিদ সম্পর্কে কিছুই জানি না।

www.pathagar.com

عَلٰى এর ব্যবহার

১। উপরে অর্থে। যেমন- صَعَدْتُ عَلٰى السَّقْف আমি ছাদের উপরে উঠেছি।

২। مَعَ (সাথে) অর্থে- مَرَرْتُ عَلَيْهِ আমি তার সাথে চললাম।

৩। মধ্যে বা অবস্থায় অর্থে- اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ। যদি তোমরা সফরের মধ্যে বা অবস্থায় থাক।

৪। عِنْدَ বা নিকটে অর্থে- ذَهَبَ عَلٰى الْمَلِك সে বাদশার নিকট গেল।

৫। حَسَبَ (অনুযায়ী) অর্থে- قَعَدَ بَكْرٌ عَلٰى عَادَتِه বকর তার অভ্যাস অনুযায়ী বসেছে।

৬। لُزُوْم (আবশ্যক) অর্থে। যথা- عَلَيْكَ اَنْ تَذْهَبَ তোমার যাওয়া আবশ্যক। عَلَيْكَ اَنْ تَأْكُل তোমার খাওয়া আবশ্যক।

৭। ضِدٌّ বা বিরুদ্ধে অর্থে- بَكْرٌ شَهِدَ عَلَيْهِ বকর তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।

৮। সত্ত্বেও অর্থে। যেমন- وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ মানুষের সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও তোমার প্রভু মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।
يَغْفِرَ اللّٰهُ الْعَبْدَ عَلٰى ذَنْبِه আল্লাহ বান্দাকে তার গুনাহ্ সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিবেন।

৯। عَلٰى অনেক সময় ইস্‌ম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এ অবস্থায় উহার পূর্বে مِن বসবে। যেমন- نَزَلْتُ مِنْ عَلٰى الْفَرَسِ আমি ঘোড়া থেকে অবতরণ করলাম।

حَتّٰى এর ব্যবহার

১। اِنْتِهَاءُ الْغَايَةِ الْمَكَانِيَّةِ (স্থানের শেষ সীমা) অর্থে। যেমন-
سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوْقِ আমি বাজার পর্যন্ত শহরটি ভ্রমণ করেছি।

২। اِنْتِهَاءُ الْغَايَةِ الزَّمَانِيَّةِ (কালের শেষ সীমা) অর্থে। যেমন-
نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ গতরাতে আমি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়েছি।

www.pathagar.com

৩। সহ অর্থে। যেমন- اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِهَا আমি মাছটি মাথাসহ খেয়েছি।

৪। সাথে অর্থে। যেমন- قَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتّٰى الْمُشَاةِ পদাতিকগণসহ হাজীগণ এসেছেন।

৫। এমনকি অর্থে। যেমন- خَرَجَ الطُّلَّابُ حَتّٰى الاَسَاتِذَةِ ছাত্ররা বের হয়ে গেছে, এমনিক শিক্ষকগণও।

বিঃ দ্রঃ حَتّٰى এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتّٰى الصَّبَاحِ গতরাতে আমি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। এ ক্ষেত্রে হুকুম হচ্ছে حَتّٰى এর পূর্ববর্তী অংশ যদি এর পরবর্তী অংশের সমজাতীয় হয় তবে পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন- اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِهَا আর যদি উভয় অংশ এক জাতীয় না হয় তবে পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

اِلٰى এর ব্যবহার

১। স্থানের শেষ সীমা বুঝাতে। যেমন- سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ আমি বসরা থেকে কুফার শেষ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি।

২। কালের শেষ সীমা বুঝাতে। যেমন- صُمْتُ اِلَى اللَّيْلِ আমি রাত পর্যন্ত রোযা রেখেছি।

৩। সাথে অর্থে। যেমন- لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ তোমরা তোমাদের মালের সাথে তাদের মাল ভক্ষণ কর না।

৪। নিকট অর্থে। যেমন- جَاءَ خَالِدٌ اِلَيَّ খালিদ আমার নিকট এসেছে।

বিঃ দ্রঃ প্রকাশ থাকে যে, اِلٰى। পর পূর্ববর্তী অংশ যদি সমজাতীয় হয়, তবে পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.pathagar.com

যেমন- فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ ধৌত কর। এখানে يَدٌ ও مَرَافِق সমজাতীয়। কিন্তু উভয় অংশ একজাতীয় না হলে পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন- اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। এখানে صِيَامٌ ও لَيْلٌ সমজাতীয় নয়। কাজেই, রোযার সীমা রাত পর্যন্ত; রাত্রে প্রবেশ করবে না।

* ইস্‌ম এর আলামত বা চিহ্নসমূহের মূল আলোচনা এ পর্যন্তই সমাপ্ত।

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. عَلاَمَة কাকে বলে? عَلاَمَةُ الاِسْمِ কয়টি? এক থেকে এগারটি عَلاَمَةُ الاِسْمِ এর বর্ণনা দাও।

২. اِضَافَة কাকে বলে? مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه এর উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

৩. مُسْنَد ও مُسْنَد اِلَيْه কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৪. صِفَة ও مَوْصُوْف কাকে বলে? صِفَة কত প্রকার ও কি কি উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

৫. اِسْمُ الْعَدَد কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখ।

৬. حَرْف جَارٌ কাকে বলে? তা কতটি? উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

৭. উদাহরণসহ بِ এর ব্যবহারগুলো লিখ।

৮. উদাহরণসহ لِ এর ব্যবহারগুলো লিখ।

www.pathagar.com

৯. উদাহরণসহ مِنْ এর ব্যবহারগুলো লিখ।

১০. উদাহরণসহ فِى এর ব্যবহারগুলো লিখ।

১১. উদাহরণসহ عَنْ এর ব্যবহারগুলো লিখ।

১২. উদাহরণসহ علٰى এর ব্যবহারগুলো লিখ।

১৩. উদাহরণসহ حَتّٰى এর ব্যবহারগুলো লিখ।

১৪. উদাহরণসহ اِلٰى এর ব্যবহারগুলো লিখ।

১৫. বাংলায় অনুবাদ কর : حَوِّلْ اِلٰى اللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّةِ

اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدَةُ - سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - فِى الدَّارِ رَجُلٌ - سُدُسٌ - خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ - عِيْدُ الاَضْحٰى - يَوْمُ السَّبْتِ - غُرْفَةُ الضُّيُوْفِ - مَكْتَبُ الْبَرِيْدِ - يَوْمُ الاِسْتِقْلاَلِ - يَوْمُ الاِنْتِصَارِ - مَلاَّحُ السَّفِيْنَةِ - حَقُّ النَّاسِ - عِلْمُ الْحِسَابِ - كُرَّةُ الْقَدَمِ - غُرْفَةُ الدَّرْسِ - رَجُلٌ عَالِمٌ - اَلْهِلاَلُ الاَحْمَرُ - صَبِيَّةٌ ذَكِيَّةٌ - اُمٌّ شَقِيْقَةٌ - سَمَاءٌ صَافِيَةٌ - اَرْضٌ وَاسِعَةٌ - اَلْكِتَابُ فِى الصُّنْدُوْقِ - زَيْنَبُ اِمْرَاءَةٌ جَمِيْلَةٌ - سِرْتُ مِنْ دَاكَا اِلٰى الْمَدِيْنَةِ -

১৬. আরবীতে অনুবাদ কর। - حَوِّلْ اِلٰى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

টেবিলের উপর একটি বই আছে, পড়, সে অচিরেই মারবে, দুটি পাখা, আমি ঢাকা হতে খুলনা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি, আমরা তোমাদের সাথে থাকব, ছাত্রটি অত্যন্ত মেধাবী, মক্কা মুকাররমা, জাতিসংঘ, পরিপূর্ণ ধর্ম, স্বাধীন রাষ্ট্র, তার ভাই, আমার মাতা, ঘরের দরজা, এক হাজার, সাদা জামা, রাজার মুকুট, সূর্যের আলো, চাঁদের কিরণ, চেষ্টার ফল, বিশ্ব সংবাদ, দৈনিক পত্রিকা।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

اَلدَّرْسُ الاَوَّلُ প্রথম পাঠ

اَلْفِعْلُ

ক্রিয়া VERBS

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আরবী ভাষার সমস্ত শব্দমালাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। আর সেই ভাগ তিনটি হলো– اَلاِسْمُ বিশেষ্য, اَلْفِعْلُ ক্রিয়া এবং اَلْحَرْفُ অব্যয়। ইতিপূর্বে اَلاِسْمُ বা নামবাচক বিশেষ্য সম্পর্কে তার যাবতীয় শ্রেণী বিভাগ ও শাখা-প্রশাখাসহ আলোচিত হয়েছে। তবে ইস্‌ম-এর اِعْرَاب সম্পর্কে আরও বিশেষ আলোচনা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ اَلْفِعْلُ এবং اَلْحَرْفُ এর প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষে আবার اَلاِسْمُ সম্পর্কীয় বিষয়ে ফিরে আসা যাবে।

বাংলা ব্যাকরণের ক্রিয়াকে আরবীতে اَلْفِعْلُ বলা হয়। আর ইংরেজীতে VERB নামে পরিচিত। আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় اَلْفِعْلُ হলো এমন শব্দ– যে শব্দ নিজেই তার অর্থ প্রকাশ করতে পারে এবং তার অর্থের মধ্যে তিনটি কালের যে কোন একটি কাল তথা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত কালের একটি কাল পাওয়া যায়। যেমন–

كَتَبَ সে লিখল, অতীত কাল।

يَكْتُبُ সে লিখছে, বর্তমান কাল।

سَيَكْتُبُ সে লিখবে, ভবিষ্যত কাল।

اَلْفِعْلُ বা ক্রিয়া হলো এমন শব্দ-যা কিছু হওয়া, থাকা বা করা বুঝায়।

A verb is a word that denotes being, having or doing something.

◆ اَلْفِعْلُ এর মূল হল مَصْدَر আর مَصْدَر হলো এমন একটি اِسم

www.pathagar.com

যদ্বারা কাজ করা বা হওয়া বুঝায়; কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। مَصْدَر থেকেই فعل এর ক্রিয়াবাচক শব্দ নির্গত হয়। সুতরাং اِسْمُ الْفَاعِل বা কর্তার সাথে ক্রিয়ার সামঞ্জস্য রাখার জন্য فَاعِل এর শব্দমূল থেকে اَلْفِعْلُ নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- اَلْفِعْلُ মাছদার, এর অর্থ কাজ করা। আর তার থেকে নির্গত ক্রিয়াবাচক শব্দ فَعَلَ অর্থ সে কাজ করল।

আরবী ব্যাকরণের যাবতীয় ক্রিয়াপদের জন্য فَعَلَ শব্দকে মূলরূপ وَزَنْ নির্ধারিত করা হয়েছে। তাই যে কোন ক্রিয়ার প্রথম অক্ষরকে فَاء كَلِمَة দ্বিতীয় অক্ষরকে عَيْن كَلِمَة এবং তৃতীয় অক্ষরকে لَامْ كَلِمَة বলা হয়ে থাকে। যেমন- نَصَرَ শব্দের نُوْن কে فَا كَلِمَة ,صَاد কে عَيْن كَلِمَة এবং رَاء কে لَام كَلِمَة বলা হয়।

اَقْسَامُ الْفِعْلُ

ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ

আরবী ভাষায় اِسْمِ مَصْدَر হতে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى এবং اَلْفِعْلُ فِعْلُ হতে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع হতে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এবং اَلْفِعْلُ الْمَاضِى فِعْلُ النَّهْى ও الاَمْرُ গঠিত হয়। এ হিসাবে فعل বা ক্রিয়াকে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِى অতীতকালীন ক্রিয়া; PAST TENSE.

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع বর্তমান/ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া; PRESENT /FUTURE TENSE.

৩. فِعْلُ الاَمْرُ আদেশসূচক ক্রিয়া, VERB OF COMMAND.

৪. فِعْلُ النَّهْى নিষেধসূচক ক্রিয়া; VERB OF PROHIBIT.

উক্ত চার প্রকার ক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ زَمَانٌ বা কাল অংশে উল্লেখ করা হলো।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الثَّانِىْ। দ্বিতীয় পাঠ

زَمَانٌ

কাল TENSES

اِسْمُ الْفَاعِل বা কর্তার সাথে اَلْفِعْلُ বা ক্রিয়ার সম্পর্ক। উভয় শব্দই একে অপরের পরিপূরক। এই اَلْفِعْلُ এবং اِسْمُ الْفَاعِلُ এর সাথে আরেকটি বিষয়ের নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। আর তা হলো زَمَانٌ কাল বা সময়। কাল শব্দটি বাংলা, এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো– TENSE

◆ اِسْمُ الْفَاعِل বা কর্তা কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে সময়ের ব্যবহার করে সে সময়কে زَمَانٌ বা কাল বলে।

ইংরেজী Tense শব্দের বাংলা অর্থ কাল। সঠিকভাবে ইংরেজী লেখার প্রধান শর্ত হলো Tense. তাই Tense কে ইংরেজী ভাষার প্রাণ (soul of English language) বলা হয়। বাক্য গঠন, পরিবর্তন বা সংযোজন সকল ক্ষেত্রেই Tense এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

Verb সম্পন্ন হওয়ার সময় বা কালকে Tense বলে।

Tense denotes the time of a verb.

যেহেতু আরবীতে বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একই ছীগা বা শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাই বাংলা এবং ইংরেজীর মত সরলভাবে زَمَانٌ বা কালকে তিনভাবে বিভক্ত করা হয় না। এ হিসাবে আরবী ভাষার কাল দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِى অতীতকালীন ক্রিয়া; PAST TENSE

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع বর্তমানকালীন/ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া; PRESENT /FUTURE TENSE.

উল্লেখ্য, اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع তে বর্ণিত দু'টি কালকে যখন আলাদা করা হয় তখন এর বর্তমান কালকে حَال এবং ভবিষ্যত কালকে مُسْتَقْبَل বলা হয়। তবে এই পার্থক্য শব্দগত নয় বরং শুধু অর্থগত।

www.pathagar.com

◆ **কালের সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক :** কালভিত্তিক ক্রিয়ার আবার নানা রকম শব্দগত ও গঠনগত রূপান্তর প্রক্রিয়া রয়েছে। আরবী ভাষার একই শব্দকে তিনকালের সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যবহার করার নিয়মও রয়েছে। এসব নিয়ম কানুন সামনের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে। বিশেষ কারণ বশতঃ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ فِعْلُ الْاَمْرُ ও فِعْلُ النَّهْى এর সাথে এর বর্ণনাকে সম্পৃক্ত করে এবং কালের সাথে বা فِعْل থেকে গঠনকৃত সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ যেমন- اِسْمُ الْفَاعِل ,اِسْمُ الْمَفْعُوْل ,اِسْمُ التَّفْضِيْل ,اِسْمِ ظَرْفِ زَمَان وَمَكَان, ও اِسْمُ الالة এর আলোচনা পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হবে।

◆ اَقْسَامُ الْفِعْلُ গুলোকে কালের সাথে সম্পৃক্ত করে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ তৃতীয় পাঠ

اَلْفِعْلُ الْمَاضِى

অতীতকালীন ক্রিয়া; গঠন প্রণালী ও ছীগাসমূহ

যে ক্রিয়া অতীত কালের সাথে সম্পর্ক রাখে অথবা বর্তমান সময়ের পূর্বে কোন কার্য সংঘটিত হওয়া বুঝায় তাকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى বা অতীতকালীন ক্রিয়া বলে। এমতাবস্থায় অতীতকালীন ক্রিয়াবাচক আরবী শব্দের শেষ বর্ণটি যবর বিশিষ্ট হবে, চাই শব্দের বর্ণ সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক। যেমন- نَصَرَ সে সাহায্য করেছে, كَتَبَ সে লিখেছে, ضَرَبَ، سَمِعَ ইত্যাদি। তবে বিশেষ কোন কারণ দেখা দিলে শেষ বর্ণের হরকত-এর পরিবর্তন হতে পারে। যথা- فَعَلَ হতে فَعَلُوْا বহুবচনের চিহ্ন ব্যবহার করাতে পরিবর্তন হয়েছে।

■ مَبْنِى সাধারণতঃ অপরিবর্তনশীল শব্দ, কিন্তু مُعْرَب শক্তিশালী শব্দ। مَبْنِى এর শেষে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। مَبْنِى এর মূল বৈশিষ্ট হলো- হরকতবিহীন অবস্থায় থাকা। এ জন্য তিনটি اَصَل مَبْنِى এর মধ্যে مَاضِى ব্যতীত বাকী দু'টিতে অর্থাৎ اَمَر ও حَرف এর মধ্যে

www.pathagar.com

সাধারণতঃ হরকত না হয়ে جَزَم -ই হয়, যা মূলতঃ হরকত নয়; যেমন-اَفْعَلْ - مِنْ - فِى প্রভৃতি। অতএব এ হিসেবে مَاضِى এর ছীগাতেও جَزَم হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু مَاضِى এর রূপান্তরিত ছীগাতে جَزَم প্রদান করলে اَمَر এর ছীগার সাথে পার্থক্য করা দুষ্কর বা কঠিন হয়ে যায়। তাছাড়া حَرَكَة এর মধ্যে فَتْحَة সহজ হরকত বিধায় فِعْلُ الْمَاضِى এর লাম কালেমা অর্থাৎ শেষ হরফটিকে যবর প্রদান করে مَبْنِى عَلَى الفتحة করা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ اَلْفِعْلُ الْمَاضِى এর ১৪টি ছীগা রয়েছে। এই ১৪টি ছীগার একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া রয়েছে। বিষয়টা নিম্নরূপ-

اَلْفِعْلُ বা ক্রিয়ার কর্তা তিন প্রকার হতে পারে। এর কারণ হলো আমরা সাধারণত কোন উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তির সাথে কথা বলে থাকি। অর্থাৎ এখানে বক্তা স্বয়ং উত্তম পুরুষ। উপস্থিত শ্রোতা মধ্যম পুরুষ এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিকে বলা হয় নাম পুরুষ।

আরবী ব্যাকরণে নাম পুরুষকে غَائِب, মধ্যম পুরুষকে حَاضِر এবং উত্তম পুরুষকে مُتَكَلِّم বলা হয়। আর ইংরেজীতে FIRST PERSON, SECOND PERSON এবং THIRD PERSON হিসেবে পরিচিত।

* যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাকে পুরুষ বলে।

উক্ত ক্রিয়ার প্রত্যেক কর্তাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- مُذَكَّر (পুংলিঙ্গ) ও مُؤَنَّث (স্ত্রীলিঙ্গ)। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত হতে পারে। যেমন واحد (একবচন), تَثْنِيَة (দ্বিবচন) جَمع (বহুবচন)। সুতরাং এভাবে ৩×২×৩=১৮টি ছীগা হতে পারে। তবে غائب এর ছয়টি ও حاضر এর ছয়টি, মোট বারটি এবং مُتَكَلِّم এর দু'টি ছীগা নেয়া হয়েছে। তাই সর্বমোট ছীগা সংখ্যা ধরা হবে ১৪টি।

مُتَكَلِّم এর দু'টি ছীগার মধ্যে একবচনীয় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের জন্য একটি ছীগা এবং দ্বিবচন ও বহুবচন পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের চারটি শব্দের জন্য একটি ছীগা নির্ধারিত করা হয়েছে। তাই ১৮টি থেকে ৪টি ছীগা বাদ পড়ায় فِعل এর রূপান্তরিত ছীগা সংখ্যা ১৪টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

www.pathagar.com

بَحْثُ الْفِعْلُ الْمَاضِى الْمُثْبَتِ لِلْمَعْرُوْف

হাঁ-বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর প্রক্রিয়ার আলোচনা

VERBS OF PAST TENSE

সংখ্যা	ছীগাহ	অর্থ	বচন	পুরুষ
১	فَعَلَ	সে করল (পুং)	একবচন	নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ
২	فَعَلَا	তারা করল (পুং)	দ্বিবচন	নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ
৩	فَعَلُوْا	তারা সকলে করল (পুং)	বহুবচন	নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ
৪	فَعَلَتْ	সে করল (স্ত্রী)	একবচন	নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
৫	فَعَلَتَا	তারা করল (স্ত্রী)	দ্বিবচন	নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
৬	فَعَلْنَ	তারা সকলে করল (স্ত্রী)	বহুবচন	নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
৭	فَعَلْتَ	তুমি করলে (পুং)	একবচন	মধ্যম পুরুষ পুংলিঙ্গ
৮	فَعَلْتُمَا	তোমরা করলে (পুং)	দ্বিবচন	মধ্যম পুরুষ পুংলিঙ্গ
৯	فَعَلْتُمْ	তোমরা সকলে করলে (পুং)	বহুবচন	মধ্যম পুরুষ পুংলিঙ্গ
১০	فَعَلْتِ	তুমি করলে (স্ত্রী)	একবচন	মধ্যম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
১১	فَعَلْتُمَا	তোমরা করলে (স্ত্রী)	দ্বিবচন	মধ্যম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
১২	فَعَلْتُنَّ	তোমরা সকলে করলে (স্ত্রী)	বহুবচন	মধ্যম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
১৩	فَعَلْتُ	আমি করলাম (পুং+স্ত্রী)	একবচন	উত্তম পুরুষ (পুং+স্ত্রী)
১৪	فَعَلْنَا	আমরা করলাম (পুং+স্ত্রী)	দ্বিবচন+ বহুবচন	উত্তম পুরুষ (পুং+স্ত্রী)

* بَحَث আলোচনা, اَلْمُثْبَت হাঁ-বাচক, اَلْفِعل ক্রিয়া

اَلْمَاضِى অতীতকালীন,

اَلْمَعْرُوْف কর্তৃবাচ্য।

www.pathagar.com

◆◆ আরবী ব্যাকরণে مَعْرُوْف এবং مَجْهُوْل এর ছীগাসমূহের আলাদা অর্থ ও গঠনগত পার্থক্য রয়েছে। اَلْفِعْلُ الْمَاضِي لِلْمَعْرُوْف থেকে فِعْل مَاضِى مَجْهُوْل গঠন করতে হলে, اَلْفِعْلُ الْمَاضِى لِلْمَعْرُوْف এর ছীগার فَاء كَلِمَة তে ضَمَّة পেশ এবং عَيْن كَلِمَة বা মধ্য বর্ণে যের দিতে হবে যদি তাতে যবর অথবা পেশ থাকে। আর لَا كَلِمَة কে পূর্বাবস্থায়ই ঠিক রাখতে হবে। যা নিম্নরূপ :

بَحْث اَلْفِعْلُ الْمَاضِى الْمُثْبَت لِلْمَجْهُوْل এর ছীগা নিম্নরূপ :

সংখ্যা	ছীগাহ	অর্থ	বচন	পুরুষ
১	فُعِلَ	সে কৃত হল	একবচন	নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ
২	فُعِلَا	তারা কৃত হল	দ্বিবচন	নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ
৩	فُعِلُوْا	তারা সকলে কৃত হল	বহুবচন	নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ
৪	فُعِلَتْ	সে কৃত হল	একবচন	নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
৫	فُعِلَتَا	তারা কৃত হল	দ্বিবচন	নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
৬	فُعِلْنَ	তারা সকলে কৃত হল	বহুবচন	নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
৭	فُعِلْتَ	তুমি কৃত হলে	একবচন	মধ্যম পুরুষ পুংলিঙ্গ
৮	فُعِلْتُمَا	তোমরা কৃত হলে	দ্বিবচন	মধ্যম পুরুষ পুংলিঙ্গ
৯	فُعِلْتُمْ	তোমরা সকলে কৃত হলে	বহুবচন	মধ্যম পুরুষ পুংলিঙ্গ
১০	فُعِلْتِ	তুমি কৃত হলে	একবচন	মধ্যম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
১১	فُعِلْتُمَا	তোমরা কৃত হলে	দ্বিবচন	মধ্যম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
১২	فُعِلْتُنَّ	তোমরা সকলে কৃত হলে	বহুবচন	মধ্যম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ
১৩	فُعِلْتُ	আমি কৃত হলাম	একবচন	উত্তম পুরুষ (পুং+স্ত্রী)
১৪	فُعِلْنَا	আমরা কৃত হলাম	দ্বিবচন+ বহুবচন	উত্তম পুরুষ (পুং+স্ত্রী)

* اَلْمَجْهُوْل এর ছীগার অর্থসমূহ اِسْمُ الْمَفْعُوْل এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

* اَلْمَجْهُوْل অর্থ– অজ্ঞাত, অজানা, অজ্ঞাতনামা, কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, مَاضِى مَعْرُوْف ও مَجْهُوْل এর যে ছীগাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তা হাঁ-বাচক ক্রিয়ার। একে اِثْبَات বা اَلْمُثْبَت। হাঁ-সূচক اَلْفِعْلُ الْمَاضِى الْمُثْبَتَ বা اَلْفِعْلُ الْمَاضِى اَلْمُثْبَت لِلْمَعْرُوْف لِلْمَجْهُوْل বলা হবে। তবে উক্ত হাঁ-বাচক ক্রিয়াকে না বাচক করার একটি নিয়ম আরবী ব্যাকরণের تَصْرِيْف বা শব্দের রূপান্তর অংশে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তা এখানে তুলে ধরা হলো–

হাঁ-বাচক অতীতকালীন ক্রিয়াকে না-বাচক করার নিয়ম হলো– উক্ত ছীগাহগুলোর পূর্বে একটি নেতিবাচক অব্যয় "مَا" যোগ করা। এই অব্যয়টি اَلْفِعْلُ الْمَاضِى لِلْمَعْرُوْف এর পূর্বে বসালে অর্থ হবে مَافَعَلَ সে করেনি এবং اَلْفِعْلُ الْمَاضِى لِلْمَجْهُوْل এর পূর্বে বসালে অর্থ হবে مَافُعِلَ সে কৃত হয়নি। এ ক্ষেত্রে না-বাচক ক্রিয়াকে বলা হয়- نَفِى فعل.

اَلْفِعْلُ الْمَاضِى এর ক্রিয়ামূল বা مَصْدَر বা فِعْل এর রূপান্তরিত ছীগার পূর্বে مَا (নেতিবাচক অব্যয়) সংযোগে যে ছীগাহ বা শব্দ রূপ গঠন করা হয় তাকে اَلْمَاضِى الْمَنْفِى বলা হয়।

হাঁ-বাচক اَلْفِعْلُ الْمَاضِى لِلْمَعْرُوْف বা مَجْهُوْل থেকেই নেতিবাচক نَفِى فِعْل বা فِعْل مَعْرُوْف বা مَجْهُوْل গঠন করতে হয়। তখন এদেরকে نَفِى فِعْل مَاضِى مَجْهُوْل বা مَاضِى مَعْرُوْف বলা হবে। নেতিবাচক "مَا" অব্যয়টি যোগ করাতে অর্থগত পরিবর্তন ছাড়া مَاضِى এর ছীগাসমূহের আর কোন পরিবর্তন এক্ষেত্রে হবে না।

বিঃ দ্রঃ * اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْف : যদি فِعْل টির সাথে তার فَاعِل (কর্তা)কে উল্লেখ করা হয়, তাহলে তাকে اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْف বলে। যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ যায়েদ মেরেছে। বাংলায় একে কর্তৃবাচ্য এবং ইংরেজিতে ACTIVE VOICE বলে।

* اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْل : যদি فعل টির সাথে তার فَاعِل কে উল্লেখ না করে مَفْعُوْل কে উল্লেখ করা হয়, তাহলে তাকে اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْل বলে। যেমন– ضُرِبَ بَكْرٌ বকরকে মার দেয়া হয়েছে। বাংলায় একে কর্মবাচ্য ক্রিয়া এবং ইংরেজিতে PASSIVE VOICE বলে।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ চতুর্থ পাঠ

اَقْسَامُ الْفِعْلِ الْمَاضِى

অতীতকালীন ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ

অতীত কাল– অতীত-ই বটে। তবে এই অতীত কালে কর্ম সম্পাদিত হবার বিভিন্ন অবস্থা ও সময় রয়েছে। সময় ও অবস্থার বিভিন্নতার কারণে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى কে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–

১. اَلْمَاضِى الْمُطْلَقُ সাধারণ অতীত কাল **Past Indefinite Tense**:

যে فِعْل দ্বারা অতীত কালে সাধারণভাবে কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায় তাকে مَاضِى مُطْلَقٌ বলা হয়। যেমন– فَعَلَ সে করল, قَرَأَ সে পড়ল, ذَهَبَ সে গেল। পূর্ব বর্ণিত ছীগাগুলো সবই مَاضِى مُطْلَقٌ এর ছীগাহ।

২. اَلْمَاضِى الْقَرِيْبُ নিকটবর্তী অতীত **Present Perpect Tense** :

যে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى দ্বারা অতীত কালের কোন কাজ নিকটতম সময়ের মধ্যেই করা বা হওয়া বুঝানো হয় তাকে اَلْمَاضِى الْقَرِيْب বলে। যেমন– قَدْ قَرَأْتُ আমি এই মাত্র পড়েছি। তবে এরূপ অর্থ বুঝাবার জন্য বা اَلْمَاضِى الْقَرِيْب গঠন করতে হলে اَلْمَاضِى الْمُطْلَق এর পূর্বে قَدْ বসালেই উক্ত অর্থ বুঝাবে এবং اَلْمَاضِى الْقَرِيْب এর যাবতীয় ছীগা গঠন হয়ে যাবে।

৩. اَلْمَاضِى الْبَعِيْدُ দূরবর্তী অতীত **Past Perfect Tense :**

যে ক্রিয়া দ্বারা অনেক পূর্বেই কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায় তাকে مَاضِى بَعِيْدٌ বলা হয়। যথা- كَانَ ضَرَبَ এর অর্থ সে অনেক আগে প্রহার করেছিল। এ শব্দ দ্বারা প্রহার কাজটি অনেক পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল বুঝানো হচ্ছে। আর এরূপ অর্থ বুঝাতে اَلْمَاضِى الْمُطْلَق এর পূর্বে كَانَ বসালেই اَلْمَاضِى الْبَعِيْدُ এর ছীগা বা শব্দরূপ গঠিত হয়ে যাবে। উল্লেখ্য كَانَ শব্দটি মূল فِعل এর সাথে রূপান্তরিত হবে। যেমন–

www.pathagar.com

	مَوْزُوْنٌ بِهٖ	مَوْزُوْنٌ	অর্থ
১	كَانَ فَعَلَ	كَانَ ذَهَبَ	সে গিয়েছিল (পুং)
২	كَانَا فَعَلَا	كَانَا ذَهَبَا	তারা ২ জন গিয়েছিল (পুং)
৩	كَانُوا فَعَلُوْا	كَانُوا ذَهَبُوْا	তারা সকলে গিয়েছিল (পুং)
৪	كَانَتْ فَعَلَتْ	كَانَتْ ذَهَبَتْ	সে গিয়েছিল (স্ত্রী)
৫	كَانَتَا فَعَلَتَا	كَانَتَا ذَهَبَتَا	তারা ২ জন গিয়েছিল (স্ত্রী)
৬	كُنَّ فَعَلْنَ	كُنَّ ذَهَبْنَ	তারা সকলে গিয়েছিল (স্ত্রী)
৭	كُنْتَ فَعَلْتَ	كُنْتَ ذَهَبْتَ	তুমি গিয়েছিলে (পুং)
৮	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا	كُنْتُمَا ذَهَبْتُمَا	তোমরা ২ জন গিয়েছিলে (পুং)
৯	كُنْتُمْ فَعَلْتُمْ	كُنْتُمْ ذَهَبْتُمْ	তোমরা সকলে গিয়েছিলে (পুং)
১০	كُنْتِ فَعَلْتِ	كُنْتِ ذَهَبْتِ	তুমি গিয়েছিলে (স্ত্রী)
১১	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا	كُنْتُمَا ذَهَبْتُمَا	তোমরা ২ জন গিয়েছিলে (স্ত্রী)
১২	كُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ	كُنْتُنَّ ذَهَبْتُنَّ	তোমরা সকলে গিয়েছিলে (স্ত্রী)
১৩	كُنْتُ فَعَلْتُ	كُنْتُ ذَهَبْتُ	আমি গিয়েছিলাম (পুং+স্ত্রী)
১৪	كُنَّا فَعَلْنَا	كُنَّا ذَهَبْنَا	আমরা গিয়েছিলাম (পুং+স্ত্রী)

৪. اَلْمَاضِى الاِسْتِمْرَارِى চলমান অতীত **Past Continuous** :

যে ক্রিয়া দ্বারা অতীত কালে কোন কাজ বিশেষ সময়ে হচ্ছিল বা যে ক্রিয়া দ্বারা অতীত কালে কোন কাজ অবিরামভাবে চলছিল অথবা যে ক্রিয়া দ্বারা অতীত কালে ব্যাপক সময় পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্বে যে কোন এক সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কাজটি করা হচ্ছিল বুঝান হয় তাকে اَلْمَاضِى الاِسْتِمْرَارِى বলে। যেমন– كَانَ يَسْكُنُ সে বাস করত।

উল্লেখ্য, এরূপ শব্দ গঠন ও অর্থ বুঝাতে مُضَارِع এর পূর্বে كَانَ বসিয়ে اَلْمَاضِى الاِسْتِمْرَارِى গঠন করতে হয়।

www.pathagar.com

৫. اَلْمَاضِى الاِحْتِمَالِى সম্ভাবনাসূচক অতীত **Possibility :**

যে ক্রিয়া দ্বারা অতীত কালে সন্দেহজনকভাবে কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায় তাকে اَلْمَاضِى الاِحْتِمَالِى বলে। যথা– لَعَلَّمَا ذَهَبَ সম্ভবতঃ সে গিয়েছে, لَعَلَّمَا فَعَلَ সম্ভবতঃ সে করেছে, لَعَلَّمَ ضَرَبَ সম্ভবতঃ সে প্রহার করেছে ইত্যাদি।

مَاضِى مُطْلَق এর পূর্বে لَعَلَّمَا বসালেই مَاضِى اِحْتِمَالِى এর ছীগা গঠন হয়ে যায়।

৬. مَاضِى تَمَنِّى আশাসূচক অতীত **Expectation :**

যে فعل দ্বারা অতীত কালে কোন কাজ করা বা হওয়ার আশা প্রকাশ করা হয় তাকে مَاضِى تَمَنِّى বলা হয়। যথা– لَيْتَمَا رَجَعَ যদি সে ফিরে আসতো, لَيْتَمَا قَرَأَ যদি সে পড়তো ইত্যাদি।

لَيْتَمَا গঠন করতে হলে مَاضِى مُطْلَقُ এর পূর্বে مَاضِى تَمَنَّائِى বসালেই مَاضِى تَمَنَّائِى গঠিত হয়।

বিঃ দ্রঃ فِعْل مَاضِى এর উক্ত প্রকারগুলো সবই হাঁ-বাচক অতীতকালীন ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে নেতিবাচক করতে হলে مَاضِى مَعْرُوْف ও مَجْهُول এর পূর্বে না-বোধক অব্যয় "مَا" বসালেই সব ছীগা-ই না-বাচক অর্থে পরিণত হবে। যেমন–

মূল ছীগা	مَاضِى এর প্রকার (معروف)	مَجْهُوْل	ماضى معروف مَنْفِى	ماضى مجهول مَنْفِى
فَعَلَ	قَدْ فَعَلَ ماضى قريب	قَدْ فُعِلَ	قَدْ مَا فَعَلَ	قَدْ مَا فُعِلَ
فَعَلَ	كَانَ فَعَلَ ماضى بعيد	كَانَ فُعِلَ	مَا كَانَ فَعَلَ	مَا كَانَ فُعِلَ
فَعَلَ	كَانَ يَفْعَلُ ماضى استمرارى	كَانَ يُفْعَلُ	مَا كَانَ يَفْعَلُ	مَا كَانَ يُفْعَلُ
فَعَلَ	لَعَلَّمَا فَعَلَ ماضى احتمالى	لَعَلَّمَا فُعِلَ	لَعَلَّمَا مَا فَعَلَ	لَعَلَّمَا مَا فُعِلَ
فَعَلَ	لَيْتَمَا فَعَلَ ماضى تَمَنَّائِى	لَيْتَمَا فُعِلَ	لَيْتَمَامَا فَعَلَ	لَيْتَمَامَا فُعِلَ

www.pathagar.com

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع বর্তমান বা ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া :

যে ক্রিয়া বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের সাথে সম্পর্ক রাখে, অথবা যা বর্তমানে হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হবে বুঝায়, অথবা যে ক্রিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের কোন অবস্থা বা ঘটনা বুঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع বলে। যেমন–

يَنْصُرُ সে সাহায্য করছে, বা করবে, يَكْتُبُ সে লিখছে বা লিখবে, يَفْعَلُ সে করছে বা করবে ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আবরী ভাষায় ব্যবহৃত مُضَارِع এর শব্দসমূহের শেষবর্ণটি مَرْفُوْع বা পেশ বিশিষ্ট অবস্থায় থাকে।

বিঃ দ্রঃ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর ছীগাতে দু'টি কালকে সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালকে فِعْل مُضَارِع এর শব্দরূপে একীভূত করা হয়েছে। فِعْل مُضَارِع এর উদাহরণে বিষয়টি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

তবে, فِعْل مُضَارِع এর কালদ্বয়কে যখন আলাদা করা হয় তখন উভয় কালের জন্য পৃথক নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তখন বর্তমান কালকে বলা হয় "حَال" এবং ভবিষ্যত কালকে বলা হয় مُسْتَقْبَل –

حَال এর ছীগাগুলো مُسْتَقْبَل এর ছীগাসমূহের মত ব্যবহৃত হয়ে থাকে বিধায় উভয়ের জন্য একরূপ ছীগা ব্যবহার করতে হয় এবং উভয়ের ছীগাগুলোকেই একত্রে فِعْل مُضَارِع বলা হয়। فِعْل مُضَارِع এর ছীগাসমূহ مُضَارِع এর গঠন প্রণালীতে পাওয়া যাবে।

৩. فِعْلُ الاَمْر আদেশসূচক ক্রিয়া :

فِعل বা ক্রিয়ার যে শব্দরূপ বা ছীগা দ্বারা কোন আদেশ করা হয়, তাকে فِعْلُ الاَمر বলা হয়। যথা– اِقْرَأْ তুমি পড়, اُقْرُبْ নিকটবর্তী হও। فِعْلُ الاَمْر এর ছীগাগুলো فِعْلُ الاَمْر এর গঠন প্রণালী দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

৪. فِعْلُ النَّهِي নিষেধসূচক ক্রিয়া :

فعل এর যে শব্দরূপ বা ছীগা দ্বারা কোন কিছু থেকে নিষেধ করা হয় তাকে فِعْلُ النَّهِي বলে। যথা- لَاتَلْعَبْ তুমি খেল না। فِعْلِ نَهِي এর ছীগাসমূহ সংশ্লিষ্ট গঠন প্রণালীতে পাওয়া যাবে।

বিঃ দ্রঃ فِعْلِ مَاضِي এর ন্যায় مُضَارِع - اَمَر ও نَهِي এরও ১৪টি করে ছীগা বা শব্দরূপ রয়েছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে এগুলোর গঠন পদ্ধতিসহ বর্ণনা করা হলো-

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. فعل কাকে বলে ? উহা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

২. زَمَانٌ কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? আরবী ভাষার কাল দু'ভাগে বিভক্ত কেন ?

৩. اَلْفِعْلُ الْمَاضِي কাকে বলে ? اَلْفِعْلُ মাছদার দ্বারা ১৪টি ছীগার বর্ণনা দাও।

৪. اَلْمَاضِي الْمَنْفِي কাকে বলে ? اَلْمَاضِي الْمَعْرُوْف ও اَلْمَاضِي الْمَجْهُوْل এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

৫. اَلْمَاضِي কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ পঞ্চম পাঠ

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ

গঠন প্রণালী ও ছীগাসমূহ

مُضَارِع শব্দের শাব্দিক অর্থ সদৃশ, অনুরূপ, বর্তমান বা ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া। তবে مُضَارِع শব্দটি ضَرْعٌ মূল ধাতু হতে উদ্ভূত। ضَرْعٌ অর্থ "স্তন" যেহেতু শিশুরা মায়ের একটি স্তন চুষতে চুষতে অন্যটিকে ধরে, তেমনি উক্ত শব্দ একই সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের অর্থ দেয় বলে তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع বলে। তাছাড়া اَلْمُضَارِع থেকে নানা রকম ছীগা গঠন করা হয়েছে। যেমন- فِعْلُ النَّهْيِ - فِعْلُ الاَمْرِ ছীগাসমূহ। মূলতঃ উক্ত সব কারণবশতঃই ضَرْعٌ থেকে উদ্ভূত শব্দকে مُضَارِع বলে।

প্রকাশ থাকে যে, اَلْفِعْلُ الْمَاضِى হতে عَلاَمَةُ الْمُضَارِع এর মাধ্যমে اَلْمُضَارِع এর ছীগা গঠন করতে হয়। اَلْمُضَارِع এর চিহ্ন চারটি। যথা- ا - ت - ي - ن এই চারটি চিহ্নকে একত্রে اَتَيْنَ বলে।

* যে চিহ্ন এর মাধ্যমে اَلْمُضَارِع এর ছীগা গঠন করা হয় তাকে عَلاَمَةُ الْمُضَارِع বলে।

عَلاَمَةُ الْمُضَارِع এর যে কোন একটি বর্ণ اَلْفِعْلِ الْمَاضِى এর পূর্বে যুক্ত করে, فَاء كَلْمَة কে سَاكِن এবং শেষ অক্ষর বা لاَ كَلْمَة তে ضَمَّة বা পেশ দিতে হবে। আর عَيْن كَلْمَة তে কখনও فَتْحَة (যবর), কখনও ضَمَّة (পেশ) এবং কখনও كَسْرَة (যের) দিতে হবে। তাহলেই اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর ছীগাসমূহ গঠন হয়ে যাবে। যেমন- فَعَلَ হতে يَفْعَلُ, ضَرَبَ হতে يَضْرِبُ, نَصَرَ হতে يَنْصُرُ ইত্যাদি।

اَلْفِعْلُ الْمَاضِى এর ন্যায় اَلْمُضَارِع এর ছীগা সংখ্যাও ১৪টি। এই ১৪টি ছীগাকে عَلاَمَةُ الْمُضَارِع দ্বারা যেভাবে সাজানো হয়েছে, তা নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

◆ ا চিহ্নটি وَاحِد مُتَكَلِّم এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা- اَفْعَلُ,

◆ ت চিহ্নটি ৮টি ছীগার প্রথমে আসে। আটটি ছীগার মধ্যে ৬টি حَاضِر এর জন্য, ১টি وَاحِد مُؤَنَّث গায়েব এর জন্য ও ১টি تَثْنِيَة مُؤَنَّث غَائِب এর জন্য।

◆ ي চিহ্নটি ৪টি ছীগার প্রথমে বসে। ছীগা ৪টি হলো- تَثْنِيَة، وَاحِد ও جَمع مُذَكَّر غَائِب এই তিনটি এবং جَمع مُؤَنَّث غَائِب এর একটি। এই মোট ৪টি।

◆ ن চিহ্নটি শুধুমাত্র جَمع مُتَكَلِّم এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা- نَفْعَلُ -

◆ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর ছীগাসমূহের ৭টি ছীগার শেষে نُوْن الاعْرَاب বা ইরাব ওয়ালা نُوْن যুক্ত করতে হবে। ৭টি শব্দ বা ছীগার মধ্যে ৪টি ছীগাহ হল- تَثْنِيَة এর, حَاضِر ও جَمع مُذَكَّر غَائِب এর ২টি এবং وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِر এর ১টি। এই মোট ৭টি।

নিম্নে اَلْمُضَارِع এর ১৪টি ছীগার রূপান্তর প্রক্রিয়া তুলে ধরা হল :

উল্লেখ্য, فِعل বা ক্রিয়াতে বর্ণিত কোন শব্দের পরিভাষা বুঝতে না পারলে "বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ে" তার অর্থবোধক পরিভাষা পাওয়া যাবে।

■ প্রকাশ থাকে যে, فِعل এর রূপান্তরিত ছীগাসমূহের মধ্যে كَسْرَة বা যের হওয়া নিষিদ্ধ। কেননা যের اِسم এর عَلَامَة সুতরাং হরকত এর মধ্যে শুধুমাত্র যবর ও পেশই فِعل এর জন্য অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু اَلْفِعْلُ الْمَاضِى এর শেষে যবর নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে فِعْلِ مُضَارِع এর লাম কালেমাটির জন্য একমাত্র পেশকেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

بَحَثْ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ الْمُثْبَت لِلْمَعْرُوْف

হাঁ-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া

সংখ্যা	ছীগা	علامة مضارع	অর্থ	বচন	লিঙ্গ	পুরুষ
১	يَفْعَلُ	ي	সে করছে বা করবে	واحد	مذكر	غائب
২	يَفْعَلَانِ	ي	তারা ২ জন করছে বা করবে	تثنية	مذكر	غائب
৩	يَفْعَلُوْنَ	ي	তারা সকলে করছে বা করবে	جمع	مذكر	غائب
৪	تَفْعَلُ	ت	সে করছে বা করবে	واحد	مؤنث	غائب
৫	تَفْعَلَانِ	ت	তারা ২ জন করছে বা করবে	تثنية	مؤنث	غائب
৬	يَفْعَلْنَ	ي	তারা সকলে করছে বা করবে	جمع	مؤنث	غائب
৭	تَفْعَلُ	ت	তুমি করছ বা করবে	واحد	مذكر	حاضر
৮	تَفْعَلَانِ	ت	তোমরা ২জন করছ বা করবে	تثنية	مذكر	حاضر
৯	تَفْعَلُوْنَ	ت	তোমরা সকলে করছ বা করবে	جمع	مذكر	حاضر
১০	تَفْعَلِيْنَ	ت	তুমি করছ বা করবে	واحد	مؤنث	حاضر
১১	تَفْعَلَانِ	ت	তোমরা ২ জন করছ বা করবে	تثنية	مؤنث	حاضر
১২	تَفْعَلْنَ	ت	তোমরা সকলে করছ বা করবে	جمع	مؤنث	حاضر
১৩	اَفْعَلُ	ا	আমি করছি বা করব	واحد	مذكرومؤنث	متكلم
১৪	نَفْعَلُ	ن	আমরা করছি বা করব	تثنية جمع	مذكرومؤنث	متكلم

◆ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ لِلْمَعْرُوْف বা اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ لِلْمَجْهُوْل কে কর্তৃবাচ্য ক্রিয়াকে কর্মবাচ্য ক্রিয়ায় পরিণত করতে হলে مُضَارِع এর চিহ্নের উপর ضَمَّة বা পেশ ব্যবহার করে عَيْن كَلِمَة কে সর্বাবস্থায় فَتْحَة বা যবর বিশিষ্ট অবস্থায় রেখে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ لِلْمَجْهُوْل গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে لَام كَلِمَة তে কোন পরিবর্তন করা হবে না। যেমন–

www.pathagar.com

اَلْمُضَارِع থেকে اَلْمُضَارِع لِلْمَعْرُوْف يَفْعَلُ থেকে يُفْعَلُ এভাবে লِلْمَجْهُوْل এর বাকী ছীগাগুলো রূপান্তরিত হবে।

** مَجْهُوْل এর ছীগাগুলোর অর্থ– اِسْمِ مَفْعُوْل এর অর্থে ব্যবহৃত হবে।

** ইতিপূর্বে اَلْمَجْهُوْل ও اَلْمَاضِى কে যেভাবে نَفِى বা নেতিবাচক শব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে তদ্রূপ مَجْهُوْل ও اَلْمُضَارِع لِلْمَعْرُوْف কেও একই পদ্ধতিতে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع لِلْمَنْفِى তে রূপান্তরিত করতে হবে। তবে مَاضِى এর ছীগাতে যে "مَا" অব্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে اَلْمُضَارِع এর ছীগায় "مَا" এর পরিবর্তে "لاَ" অব্যয় ব্যবহার করতে হবে। ফলে হাঁ-বাচক ক্রিয়ার অর্থ না-বাচক ক্রিয়াতে পরিবর্তিত হবে। "لاَ" এর কাজ শুধু হাঁ-বাচক অর্থকে না-বাচক করা। যেমন– يَفْعَلُ থেকে لاَيَفْعَلُ এবং يُفْعَلُ থেকে لاَيُفْعَلُ (সে করছে না বা কৃত হচ্ছে না) ইত্যাদি।

◆◆ আবার مُضَارِع এর نَفِى বা নেতিবাচক অর্থকে দৃঢ়তাসূচক নেতিবাচক অর্থে রূপান্তরিত করারও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম আরবী ব্যাকরণে রয়েছে। নিয়মটি হলো فِعْل مُضَارِع এর ছীগাসমূহের পূর্বে একটি অব্যয় যোগ করতে হবে। অব্যয়টি হলো "لَن" এই "لَن" অব্যয়টি فِعْلِ مُضَارِع مَعْرُوْف এর পাঁচটি صِيغَة এর শেষে فَتْحَه যবর দেয়। صِيغَة গুলো হলো–

وَاحِد مُذَكَّر غَائِب এর ১টি যথা– لَنْ يَفْعَلَ সে কখনো করবে না

وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب এর ১টি যথা– لَنْ تَفْعَلَ সে কখনো করবে না

وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر এর ১টি যথা– لَنْ تَفْعَلَ সে কখনো করবে না

এবং مُتَكَلِّم এর দু'টি ছীগা। যথা– لَنْ اَفْعَلَ এবং لَنْ نَفْعَلَ - لَنْ ৭টি صِيغَة থেকে نُون اِعْرَابِى কে বিলোপ করে দেয়। ছীগাগুলো হলো– تَثْنِيَة এর ৪টি ছীগা যথা–

لَنْ تَفْعَلاَ، لَنْ تَفْعَلاَ، لَنْ تَفْعَلاَ، لَنْ يَفْعَلاَ

جَمع مُذَكَّر غَائِب এর ১টি যথা– لَنْ يَفْعَلُوْا

www.pathagar.com

جَمع مُذَكَّر حَاضِر এর ১টি যথা- لَنْ تَفْعَلُوْا

এবং وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِر এর ১টি যথা- لَنْ تَفْعَلِى

"لَن" আসার কারণে উক্ত ১২টি ছীগার পরিবর্তন দেখানো হলো এছাড়া আরও ২টি ছীগা রয়েছে, যে ছীগার প্রথমে لَن আসার পরও কোন পরিবর্তন হয়নি। ছীগা দু'টো হলো-

جَمع مُؤَنَّث غَائِب এর ১টি যথা- لَنْ يَفْعَلْنَ এবং

جَمع مُؤَنَّث حَاضِر এর ১টি যথা- لَنْ تَفْعَلْنَ

** لَن এর বৈশিষ্ট্য হলো এই অব্যয়টি مُضَارِع কে مُسْتَقْبَل বা ভবিষ্যত কালের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয় এবং ভবিষ্যত কালে কোন কাজ না হওয়া বা করাকে তাগিদ বা নিশ্চয়তা প্রদান করে। যথা- لَنْ يَفْعَلَ সে কখনও করবে না।

* উক্ত ১৪টি ছীগার সবই اَلْمَعْرُوْف এর। এগুলোকে اَلْمَجْهُوْل করতে হলে فَاء كَلْمَة টিকে পেশ যুক্ত করতে হবে। যেমন- لَنْ يُفْعَلَ সে কখনো কৃত হবে না।

◆◆ مُضَارِع কে নেতিবাচক অর্থে পরিণত করার জন্য তিনটি না-বোধক অব্যয় ব্যবহার করার নিয়ম রয়েছে। ইতিমধ্যে দু'টি অব্যয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখন তৃতীয় অব্যয়টির বর্ণনা দেয়া হবে। তৃতীয় অব্যয়টি হলো- اَلْمُضَارِع الْمُنْفِى اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع - "لَم" এর পূর্বে لَم যুক্ত করলে بِلَم গঠিত হয়। مُضَارِع এর ছীগায় لَن এসে যে পাঁচটি ছীগার শেষে فَتحَة (যবর) দেয়, لَم এসে উক্ত পাঁচটি ছীগাকে جزم প্রদান করে। তবে শেষ বর্ণটি যদি حَرْف صَحِيْح হয় তাহলেই উক্ত নিয়ম আর যদি مُضَارِع এর শেষ বর্ণটি حَرْفُ الْعِلَّة হয় তাহলে لَم এসে উক্ত حَرْفُ الْعِلَّة কে বিলোপ করে দিবে।

لَم সাতটি ছীগা থেকে لَن এর ন্যায় نُوْنُ الاعْرَاب কে বিলোপ করে দিবে এবং لَن এ উল্লেখিত দু'টি ছীগায় যেরূপ পরিবর্তন لَن আসার কারণে হয়নি তেমনি উক্ত ছীগা দু'টির পূর্বে لَم আসার পরও কোন পরিবর্তন হবে না।

www.pathagar.com

** لَم এর বৈশিষ্ট্য হলো এটি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর অর্থকে اَلْمَاضِى الْمُنْفِى। এর অর্থে পরিণত করে দেয়। যেমন– لَمْ يَفْعَلْ অর্থ সে করেনি।

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত বর্ণনার প্রতিটি বিষয়ের ১৪টি করে রূপান্তরিত ছীগা রয়েছে। اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর উল্লেখিত মূল ছীগাগুলোর সাথে উক্ত অব্যয়গুলো যোগ করলেই প্রতিটি বিষয়ের ১৪টি করে ছীগা গঠন হয়ে যাবে।

◆ আরবী ব্যাকরণের তাছরীফ বা ছরফ অংশে অর্থাৎ আরবী শব্দের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর মূল শব্দাংশের আগে বা পরে নিয়ম অনুযায়ী কিছু অব্যয় বা হরফ যুক্ত হয়ে অর্থের পরিবর্তন ঘটায় এবং বিভিন্ন হরফ বৃদ্ধি পায় ও اِعْرَاب বা হরকতের পরিবর্তন হতে থাকে। ইতিপূর্বেকার গঠন প্রণালীতে বিষয়টা দেখা যেতে পারে।

এ পর্যায়ে আরো একটি গঠন প্রণালী বর্ণনা করা হচ্ছে :

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর মূল ছীগার পূর্বে "لَا", "لَن", ও "لم" এই তিনটি অব্যয় যুক্ত হয়ে হাঁ-বাচক অর্থকে নেতিবাচক অর্থে পরিণত করে দেয়। তবে এ পর্যায়ের যে গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করা হবে তা ইতিবাচক অর্থের। এটি ইতিবাচক অর্থকে দৃঢ়তাসূচক অর্থ প্রদান করে। যেমন– لَيَفْعَلَنَّ - নিশ্চয়ই সে করবে। এক্ষেত্রে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর ছীগার পূর্বে لَامُ التَّاكِيْد নিশ্চয়তা বোধক লাম এবং শেষে نُوْنُ التَّاكِيْد নিশ্চয়তা বোধক নূন যুক্ত করে ইতিবাচক অর্থবোধক ছীগা গঠন করা হবে।

لَامُ التَّاكِيْد সর্বদা যবর বিশিষ্ট হয়।

نُوْنُ التَّاكِيْد আবার দু'প্রকার। যথা–

১. اَلْمُوَكَّدُ بِاللَّامِ وَالنُّوْنِ الثَّقِيْلَة অর্থাৎ তাশদীদ বিশিষ্ট নূন এবং

২. اَلْمُوَكَّدُ بِاللَّامِ وَالنُّوْنِ الْخَفِيْفَة অর্থাৎ সাকীন বিশিষ্ট নূন।

** اَلنُّوْنُ الثَّقِيْلَة টি ১৪টি صِيْغَة তেই আসে কিন্তু اَلنُّوْنُ الْخَفِيْفَة টি মাত্র আটটি ছীগাতে আসে।

** نُوْنُ التَّاكِيْد এর ফলে ৭টি صِيْغَة থেকে نُوْنُ الاِعْرَاب বিলোপ হয়ে যায়।

** اَلنُّوْنُ الثَّقِيْلَة ও اَلْخَفِيْفَة এর পূর্বাক্ষর ৫টি ছীগাতে فَتْحَة যবর

www.pathagar.com

বিশিষ্ট হয়। যবর বিশিষ্ট ৫টি ছীগার বর্ণনা নেতিবাচক لَن এর আলোচনা থেকে দেখা যেতে পারে।

** وَاحِد مُذَكَّر غَائِب ও جَمع مُذَكَّر حَاضِر এর وَاو টি এবং وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِر এর يَاء টি نُوْنِ ثَقِيْلَة ও خَفِيْفَة তে বিলোপ হয়ে যায়। যথা–

لَن يَفْعَلُوْا থেকে لَيَفْعَلُنَّ/لَيَفْعَلُنْ

لَن تَفْعَلُوْا থেকে لَتَفْعَلُنَّ/لَتَفْعَلُنْ

لَن تَفْعَلِى থেকে لَتَفْعَلِنَّ/لَتَفْعَلِنْ

** اَلنُّوْنُ الثَّقِيْلَة টির পূর্বে ২টি ছীগাতে ১টি اَلِفْ বৃদ্ধি করতে হয়। ছীগা দু'টি হলো– جَمع مُؤَنَّث غَائِب এর ১টি ও جَمع مُؤَنَّث حَاضِر এর ১টি। ছীগা দু'টি পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকে দেখুন।

** اَلنُّوْنُ الثَّقِيْلَة টি اَلِف এর পরে আসলে كَسْرَة বিশিষ্ট হয়। এমন ছীগাহ ৬টি। এছাড়া বাকী ছীগাগুলো فَتْحَة বিশিষ্ট হবে। اَلنُّوْنُ الْخَفِيْفَة যে ৮টি صِيْغَة তে আসে সেগুলো হলো–

১. لَيَفْعَلَنْ = وَاحِد مُذَكَّر غَائِب

২. لَيَفْعَلُنْ = جَمع مُذَكَّر غَائِب

৩. لَتَفْعَلَنْ = وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب

৪. لَتَفْعَلَنْ = وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر

৫. لَتَفْعَلُنْ = جَمع مُذَكَّر حَاضِر

৬. لَتَفْعَلِنْ = وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِر

৭. لَاَفْعَلَنْ = وَاحِد مُتَكَلِّم

৮. لَنَفْعَلَنْ = جَمع مُتَكَلِّم

www.pathagar.com

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ এবং اَلنُّوْنُ الثَّقِيْلَة দ্বারা গঠিত لاَمُ التَّاكِيْد এর ছীগাসমূহ নিম্নরূপ :

সংখ্যা	রূপান্তর	অর্থ	বচন	লিঙ্গ	পুরুষ
১	لَيَفْعَلَنَّ	নিশ্চয়ই সে করবে	একবচন	مذكر	غائب
২	لَيَفْعَلاَنِّ	নিশ্চয়ই তারা করবে	দ্বিবচন	مذكر	غائب
৩	لَيَفْعَلُنَّ	নিশ্চয়ই তারা সকলে করবে	বহুবচন	مذكر	غائب
৪	لَتَفْعَلَنَّ	নিশ্চয়ই সে করবে	একবচন	مؤنث	غائب
৫	لَتَفْعَلاَنِّ	নিশ্চয়ই তারা করবে	দ্বিবচন	مؤنث	غائب
৬	لَيَفْعَلْنَانِّ	নিশ্চয়ই তারা সকলে করবে	বহুবচন	مؤنث	غائب
৭	لَتَفْعَلَنَّ	নিশ্চয়ই তুমি করবে	একবচন	مذكر	حاضر
৮	لَتَفْعَلاَنِّ	নিশ্চয়ই তোমরা করবে	দ্বিবচন	مذكر	حاضر
৯	لَتَفْعَلُنَّ	নিশ্চয়ই তোমরা সকলে করবে	বহুবচন	مذكر	حاضر
১০	لَتَفْعَلِنَّ	নিশ্চয়ই তুমি করবে	একবচন	مؤنث	حاضر
১১	لَتَفْعَلاَنِّ	নিশ্চয়ই তোমরা করবে	দ্বিবচন	مؤنث	حاضر
১২	لَتَفْعَلْنَانِّ	নিশ্চয়ই তোমরা সকলে করবে	বহুবচন	مؤنث	حاضر
১৩	لاَفْعَلَنَّ	নিশ্চয়ই আমি করব	একবচন	مذكرومؤنث	متكلم
১৪	لَنَفْعَلَنَّ	নিশ্চয়ই আমরা করব	দ্বি-বহুবচন	مذكرومؤنث	متكلم

বিঃ দ্রঃ لاَمُ التَّاكِيْد ও نُوْنُ التَّاكِيْد দ্বারা গঠিত اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع গুলো مُسْتَقْبَل বা ভবিষ্যতকালীন অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

সংক্ষেপে اَلْمُضَارِع সম্পর্কে আরও কিছু তথ্যাবলী নিম্নের আলোচনায় লক্ষ্য করুন।

www.pathagar.com

যদিও اَلْمُضَارِع পদের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় কালই বুঝায়, তবুও اَلْمُضَارِع পদের পূর্বে فَتْحَة (যবর) যুক্ত لَ বসলে এর দ্বারা حَال বা বর্তমান কালই বুঝায়। যথা - لَيَذْهَبُ সে যাচ্ছে এবং سَوْفَ বা س বসলে তাতে কেবল مُسْتَقْبَل বা ভবিষ্যৎ কালই বুঝায়। س দ্বারা নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ مُسْتَقْبَلٌ قَرِيْبٌ এবং سَوْفَ দ্বারা দূরবর্তী ভবিষ্যত مُسْتَقْبَلٌ بَعِيْدٌ কাল বুঝায়, যথা– سَيَذْهَبُ সে (শীঘ্র) যাবে; سَوْفَ يَذْهَبُ সে যাবে।

مُضَارِع পদের পূর্বে كَانَ বসলে مَاضِى اِسْتِمْرَارِى গঠিত হয়। যথা– كَانَ يَذْهَبُ সে যেত বা যাচ্ছিলো। রূপান্তরের সময় مُضَارِع পদের ন্যায় كَانَ পদেরও রূপান্তর হয়।

مُضَارِع পদসমূহের পূর্বে (اِذَنْ - كَىْ - اَنْ - لَنْ) বসলে مُضَارِع পদের শেষ অক্ষরটির উপর نَصَبْ (فَتْحَة) বসে এবং نُوْنُ الاعْرَاب (বিভক্তি নির্দেশক ن) লোপ পায়। لَنْ দ্বারা ভবিষ্যত কালে 'না করা' 'না হওয়ার' নিশ্চয়তা বুঝায় এবং এরূপ مُضَارِع পদকে مُضَارِع الْمُنْفِى الْمُؤَكَّدْ بِلَنْ বলে; যথা– ' لَنْ يَنْصُرَ ' সে কখনও সাহায্য করবে না।

(لاَمُ النَّهِى ও لاَمُ الاَمْرِ - لَمَّا - لَمْ - اِنْ) পদসমূহের পূর্বে مُضَارِع বসলে مُضَارِع পদের শেষ অক্ষরটির উপর جَزَم বসে এবং نُوْنُ الاعْرَاب (বিভক্তি নির্দেশক ن) লোপ পায়। শেষ অক্ষরটি حُرُوْفُ الْعِلَّة থাকলে তাও লোপ পায় এবং এই রূপ مُضَارِع পদ مَاضِى مَنْفِى অর্থে পরিণত হয়। একে اَلْمُضَارِعُ الْمُنْفِى بِلَم الجحود বলা হয়। যথা– لَمْ يَنْصُرْ সে সাহায্য করে নাই। বিস্তারিত জানতে চাইলে 'মীযান ও মুনশাঈব" গ্রন্থ দেখুন।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ ষষ্ঠ পাঠ

فِعْلُ الاَمْرِ

আদেশসূচক ক্রিয়া Imperative Verb

গঠন প্রণালী ও ছীগাসমূহ

اَلاَمْرُ শব্দের অর্থ নির্দেশ দান করা, আদেশ দেয়া, হুকুম করা ইত্যাদি। অতএব আরবী শব্দমালার যেসব শব্দ আদেশ, নির্দেশ তথা আজ্ঞাবাচক অর্থ প্রকাশ করে সেসব শব্দকে اَلاَمْرُ বলে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য আদেশ জ্ঞাপক বাক্য গঠনে اَلاَمْرُ এর শব্দ অপরিহার্য। আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় যেসব ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যত কালে কোন কাজ করার জন্য কাউকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাকেই اَمْرٌ বলা হয়। اَمْرٌ একটি রূপান্তর বিশেষ ক্রিয়া। এটি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ থেকে গঠিত হয়।

আরবী ব্যাকরণে আমরকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। তা হলো–

১. اَلاَمْرُ بِالصِّيْغَةِ :

অর্থাৎ যে اَمْرٌ এর মূল ছীগা দ্বারা কোন কার্য তলব করা হয় তাকে اَلاَمْرُ بِالصِّيْغَةِ বলে। اَلاَمْرُ بِالصِّيْغَةِ কেবল মাত্র– مُخَاطِبٌ বা কর্তার মধ্যম পুরুষের (اَلاَمْرُ الْحَاضِرِ) জন্য নির্দিষ্ট। যেমন– تَفْعَلُ থেকে اِفْعَلْ –

২. اَلاَمْرُ بِاللاَّمِ :

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ এর শুরুতে لاَم যুক্ত করে আমরের যে ছীগা গঠন করা হয় তাকে اَمْرُ بِاللاَّمِ বলা হয়। যথা– يَفْعَلُ থেকে لِيَفْعَلْ -

اَمَر غَائِب مَعْرُوْف - اَمَر مُتَكَلِّم এবং اَمَر مَجْهُوْل এর যাবতীয় ছীগাগুলো اَمْرُ بِالاَّمِ এর অন্তর্ভুক্ত।

* اَمْرُ بِالاَّمِ গঠন করতে হয় مُضَارِع مُتَكَلِّم ও مُضَارِع غَائِب থেকে।

◆ اَلاَمْرُ بِالصِّيْغَةِ গঠনের পদ্ধতি :

১. প্রথমে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ এর ছীগাহ যেমন- تَفْعَلُ হতে اَلْمُضَارِعِ

www.pathagar.com

এর চিহ্ন "تَ" কে বিলোপ করতে হবে। অতপর দেখতে হবে فَاءُ كَلِمَة সাকিন যুক্ত কিনা। যদি সাকিন যুক্ত হয় তবে প্রথমেই একটি হরকত বিশিষ্ট হামযাহ যোগ করে শেষাক্ষরকে সাকিন করতে হবে। যথা- تَفْعَلُ থেকে اِفْعَلْ।

২. অতপর عَيْن كَلِمَة এর দিকে নজর দিতে হবে। عَيْن كَلِمَة যদি পেশ যুক্ত হয় তাহলে পূর্বে ব্যবহৃত হামযাহটিকে পেশ যুক্ত করতে হবে। যেমন- تَدْخُلُ থেকে اُدْخُلْ -

উল্লেখ্য, عَيْن كَلِمَة যদি যবর বা যের যুক্ত হয় তাহলে হামযাহটি যের বিশিষ্ট নতুবা পেশ বিশিষ্ট হবে। তিন অক্ষর বিশিষ্ট مُضَارِع থেকে اَمر এর ছীগা গঠন করতে হলে উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য কিন্তু চার অক্ষর বিশিষ্ট مُضَارِع থেকে গঠন করতে হলে হামযাহটিকে যবর দিতে হবে। যথা- اَكْرِمْ -

৩. اَلْمُضَارِع এর চিহ্ন বিলোপ করার পর فَاءُ كَلِمَة যদি হরকত বিশিষ্ট হয় তাহলে শেষাক্ষরে সাকিন করতে হবে। যথা-

تَعِدُ থেকে عِدْ, تَضَعُ থেকে ضَعْ ইত্যাদি।

আর শব্দের শেষ অক্ষরটি যদি حَرْف عِلَّة হয় তাহলে তা বিলোপ করতে হবে।

যথা- تَخْشَى হতে اِخْشَ। ভয় কর, تَرْمِى থেকে اِرْمِ। নিক্ষেপ করা, تَقِى থেকে قِ, تَقْضِى থেকে اِقْضِ, تَسْعٰى থেকে اِسْعَ, تَدْعُوْ থেকে اُدْعُ ইত্যাদি।

◆ اَلْاَمْرُ بِاللَّامِ গঠনের পদ্ধতি :

১. اَمر غَائِب مَعْرُوْف - اَمر مَجْهُوْل - اَمر مُتَكَلِّم অথবা حَاضِر مَجْهُوْل গঠন করতে হলে مُضَارِع এর ছীগার শুরুতে শুধুমাত্র যের বিশিষ্ট لَامْ যোগ করে শেষ অক্ষরে সাকিন দিলেই اَمْرُ بِالَّامِ গঠিত হবে। যেমন- يَفْعَلُ থেকে لِيَفْعَلْ।

২. مُضَارِع এর ছীগার لَامْ كَلِمَة বা শেষ অক্ষরটি যদি حَرْف عِلَّة হয় তাহলে তাকে বিলোপ করে ফেলতে হবে। যেমন-

يَخْشَى থেকে لِيَخْشَ, يَرْمِى থেকে لِيَرْمِ, يَقْضِى থেকে لِيَقْضِ, يَدْعُو থেকে لِيَدْعُ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

اَلْاَمْرُ এর ১৪টি ছীগা নিম্নরূপ :

সংখ্যা	ছীগাহ	অর্থ	বচন	লিঙ্গ	পুরুষ
১	لِيَفْعَلْ	সে যেন করে (পুং)	একবচন	مذكر	غائب
২	لِيَفْعَلَا	তারা ২ জন যেন করে (পুং)	দ্বিবচন	مذكر	غائب
৩	لِيَفْعَلُوْا	তারা সকলে যেন করে (পুং)	বহুবচন	مذكر	غائب
৪	لِتَفْعَلْ	সে যেন করে (স্ত্রী)	একবচন	مؤنث	غائب
৫	لِتَفْعَلَا	তারা ২ জন যেন করে (স্ত্রী)	দ্বিবচন	مؤنث	غائب
৬	لِيَفْعَلْنَ	তারা সকলে যেন করে (স্ত্রী)	বহুবচন	مؤنث	غائب
৭	اِفْعَلْ	তুমি কর (পুং)	একবচন	مذكر	حاضر
৮	اِفْعَلَا	তোমরা ২ জন কর (পুং)	দ্বিবচন	مذكر	حاضر
৯	اِفْعَلُوْا	তোমরা সকলে কর (পুং)	বহুবচন	مذكر	حاضر
১০	اِفْعَلِىْ	তুমি কর (স্ত্রী)	একবচন	مؤنث	حاضر
১১	اِفْعَلَا	তোমরা ২ জন কর (স্ত্রী)	দ্বিবচন	مؤنث	حاضر
১২	اِفْعَلْنَ	তোমরা সকলে কর (স্ত্রী)	বহুবচন	مؤنث	حاضر
১৩	لِاَفْعَلْ	আমি যেন করি (পুং+স্ত্রী)	একবচন	مذكرومؤنث	متكلم
১৪	لِنَفْعَلْ	আমরা যেন করি (পুং+স্ত্রী)	দ্বি-বহুবচন	مذكرومؤنث	متكلم

◆ বিঃ দ্রঃ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর মধ্যে যেমন نُوْنُ التَّاكِيْد ব্যবহৃত হয় তেমনি اَلْاَمْرُ এর ছীগার মধ্যেও نُوْنُ التَّاكِيْد ব্যবহৃত হবে এবং সর্বাবস্থায়ই فِعْلُ الْاَمْر এর ছীগাগুলোতে نُوْنُ الْاِعْرَاب বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

* فِعْلُ الْاَمْر কে مَجْهُوْل করতে হলে اَلْاَمْرُ এর ১৪টি ছীগার সবগুলোর প্রথমেই যের যুক্ত লাম থাকবে এবং লামের পর ব্যবহৃত عَلَامَةُ الْمُضَارِع গুলোতে পেশ দিয়ে مَجْهُوْل এর ছীগা গঠন করতে হবে। যেমন- لِيَفْعَلْ থেকে لِيُفْعَلْ

www.pathagar.com

لِتَفْعَلْ থেকে اِفْعَلْ

لِاَفْعَلْ থেকে لَاَفْعَلْ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, اَلْفِعْلُ الْمَاضِى, اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ ও اَلْفِعْلُ الْاَمْرِ এর ১৪টি মূল ছীগা ছাড়া আরও যে সমস্ত ছীগা উক্ত ১৪টি ছীগার অনুরূপ করে তৈরী করার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে চাইলে মাদ্‌রাসায় পঠিতব্য "মিজান ও মুনশাঈব" বইটি দেখা যেতে পারে।

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ সপ্তম পাঠ

فِعْلُ النَّهْىِ

নিষেধসূচক ক্রিয়া **Prohibitive Verb**

গঠন প্রণালী ও ছীগাসমূহ

نَهِى অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞাসূচক ক্রিয়া গঠন করতে হলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ হতেই গঠন করতে হয়। প্রথমতঃ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর শুরুতে নিষেধাজ্ঞা অর্থ বহনকারী "لا" যোগ করলেই فِعْلُ النَّهِى এর ছীগাসমূহ গঠন হবে। উক্ত "لا" কে لَائے نَهِى বলে।

* اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর শুরুতে "لا" যোগ করলে তা পূর্বোল্লেখিত নেতিবাচক অব্যয় لَمْ এর ন্যায় اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর পাঁচ জায়গায় جَزْمْ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে শেষ বর্ণটি حَرْف صَحِيْح হতে হবে। উক্ত পাঁচটি স্থান হল وَاحِد مُذَكَّر غَائِب, وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب, وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر এবং مُتَكَلِّم এর ছীগাদ্বয়। আর যদি শেষ বর্ণটি حَرْفُ الْعِلَّة হয় তবে তা লোপ করে দিতে হবে। যেমন- لَاتَدْعُ, لَاتَرْمِ, لَاتَخْشَ, ইত্যাদি।

"لا" এসে সাতটি ছীগাহ থেকে نُوْن اِعْرَابِى কে লোপ করে দেয়।

বিঃ দ্রঃ নিশ্চয়তার অর্থ বুঝাবার জন্য اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর সাথে যেমনি اَلنُّوْنُ الثَّقِيْلَة এবং اَلنُّوْنُ الْخَفِيْفَة ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তদ্রূপ لَائے نَهِى এর ছীগার সাথেও নিষেধাজ্ঞার নিশ্চয়তা বুঝাবার জন্য উহা ব্যবহৃত হবে।

আর مَعْرُوْف কে مَجْهُوْل করতে হলে مُضَارِع এর চিহ্নগুলোতে পেশ দিতে হবে।

www.pathagar.com

نَهْى এর জন্য গঠিত রূপান্তরিত ছীগাসমূহ

সংখ্যা	রূপান্তরিত ছীগা	অর্থ	বচন	লিঙ্গ	পুরুষ
১	لَا يَفْعَلْ	সে যেন না করে	একবচন	مذكر	غائب
২	لَا يَفْعَلَا	তারা যেন না করে	দ্বিবচন	مذكر	غائب
৩	لَا يَفْعَلُوْا	তারা সকলে যেন না করে	বহুবচন	مذكر	غائب
৪	لَا تَفْعَلْ	সে যেন না করে	একবচন	مؤنث	غائب
৫	لَا تَفْعَلَا	তারা যেন না করে	দ্বিবচন	مؤنث	غائب
৬	لَا يَفْعَلْنَ	তারা সকলে যেন না করে	বহুবচন	مؤنث	غائب
৭	لَا تَفْعَلْ	তুমি করিও না	একবচন	مذكر	حاضر
৮	لَا تَفْعَلَا	তোমরা করিও না	দ্বিবচন	مذكر	حاضر
৯	لَا تَفْعَلُوْا	তোমরা সকলে করিও না	বহুবচন	مذكر	حاضر
১০	لَا تَفْعَلِىْ	তুমি করিও না	একবচন	مؤنث	حاضر
১১	لَا تَفْعَلَا	তোমরা করিও না	দ্বিবচন	مؤنث	حاضر
১২	لَا تَفْعَلْنَ	তোমরা সকলে করিও না	বহুবচন	مؤنث	حاضر
১৩	لَا اَفْعَلْ	আমি যেন না করি	একবচন	مذكر و مؤنث	متكلم
১৪	لَا نَفْعَلْ	আমরা যেন না করি	দ্বি-বহুবচন	مذكر و مؤنث	متكلم

www.pathagar.com

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ কাকে বলে ? مُضَارِعٌ শব্দের শব্দমূল নির্ণয়সহ তার অর্থ লিখ।

২. عَلاَمَةُ الْمُضَارِعِ কাকে বলে ? তা কয়টি ও কি কি ? فِعْلِ مُضَارِعٍ এর ছীগাগুলো কিভাবে গঠিত হয়, বর্ণনা দাও।

৩. عَلاَمَةُ الْمُضَارِعِ গুলো কোনটি কোন ছীগার জন্য উল্লেখসহ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর ১৪টি রূপান্তরিত ছীগার বর্ণনা দাও।

৪. اَلاَمْرُ কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? اَلاَمْرُ بِالصِّيْغَةِ বা اَمْرُ الْحَاضِرِ গঠন করার নিয়ম বর্ণনা কর।

৫. فِعْلُ النَّهْيِ কাকে বলে ? এর গঠন প্রণালী ও ছীগাসমূহ উল্লেখ কর।

৬. نَفِى فِعْلِ مَاضِى এবং نَفِى فِعْلِ مُضَارِعٍ কাকে বলে ? উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

৭. বাংলায় অনুবাদ কর :

لاَ تَنْهَرْ - لاَ تَنْصُرْ - لاَ تَذْهَبْ - اِسْمَعْ - كُلْ - قُلْ - اِمْشِ - اِجْلِسْ - اُنْظُرْ - يَلْعَبُ - يَفْرَحُ - يَشْهَدُ - يَلْبَسُ - يَضْحَكُ - يَشْرَبُ - يَسْجُدُ - يَسْكُنُ -

৮. আরবীতে অনুবাদ কর :

দেখছে বা দেখবে, অন্বেষণ করছে বা করবে, প্রবেশ করছে বা করবে, করছে বা করবে, অবতরণ করছে বা করবে, ডুবছে বা ডুববে, সুন্দর হচ্ছে বা হবে, দুর্বল হচ্ছে বা হবে, আরোহণ করছে বা করবে, ধৌত করছে বা করবে, সক্ষম হচ্ছে বা হবে, উপস্থিত কর, দয়া কর, শোন না, ধৌত কর।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ অষ্টম পাঠ

اِسْمُ الْفَاعِل

কর্তা বা কর্তৃকারক SUBJECT

اَلْفِعْلُ যা اَلاِسْمُ الْمُشْتَق বা কর্তৃকারক এমনই একটি اِسْمُ الْفَاعِل الْمُضَارِع হতে গঠিত হয়। এই فَاعِل জাতীয় শব্দ সর্বদাই তার মূল অক্ষর দ্বারা যে ক্রিয়ার অর্থ বুঝায় তা দ্বারা তার সম্পাদনাকারীকে বুঝায়। যথা- يَحْمِلُ হতে حَامِلٌ বহনকরী, يَكْتُبُ হতে كَاتِبٌ লেখক, يَقْتُلُ থেকে قَاتِلٌ হত্যাকারী ইত্যাদি।

তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া হতে اِسْمُ الْفَاعِل সাধারণত فَاعِلٌ এর ওযনে গঠিত হয়। যথা- ذَهَبَ হতে ذَاهِبٌ গমনকারী, جَلَسَ হতে جَالِسٌ উপবেশনকারী।

এতদ্ব্যতীত اِسْمُ الْفَاعِل এর আরও দুইটি ওযন আছে। যথা-

১. فَعِيْلٌ যেমন- سَمِيْعٌ শ্রবণকারী, كَرِيْمٌ দাতা।

২. فَعُوْلٌ যেমন- ظَلُوْمٌ অত্যাচারী।

নিম্নে عِلْمُ الصَّرْف এর কায়দা অনুযায়ী اسم فاعل এর গঠন প্রণালী তুলে ধরা হলো।

اِسْمُ الْفَاعِل এর ছীগা গঠন করতে হলে فِعْلِ مُضَارِع مَعْرُوْف এর শব্দরূপ হতে গঠন করতে হয়। প্রথমে فِعْلِ مُضَارِع مَعْرُوْف এর জন্য ব্যবহৃত আলামত বা প্রতীককে লোপ করে فَاء কালেমাকে فَتْحَة বা যবর দিতে হবে। অতপর فَاء ও عَيْن কালেমার মধ্যে একটি "আলিফ" যোগ করতে হবে। যাকে اَلِف فَاعِل (আলিফে ফায়েল) বলা হয় এবং عَيْن কালেমার মধ্যে كَسْرَة বা যের দিয়ে لَام কালেমাকে তানবীন দিতে হবে। তা হলেই اِسْمُ فَاعِل এর ছীগা গঠিত হবে। যথা- يَفْعَلُ হতে فَاعِلٌ ইত্যাদি। স্ত্রীবাচক করতে হলে শব্দের শেষে একটি "ة" বাড়াতে হবে। যথা- فَاعِلَةٌ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

اِسْمُ الْفَاعِل মুযাক্কার ও مُؤَنَّث এর জন্য সর্বমোট ছয়টি ছীগা ব্যবহার করা হয় এবং এর মধ্যে زَمَانَ বা কালের কোন অর্থ করা হয় নাই। তবে ব্যবহারের দিক থেকে অর্থের মধ্যে যমানার অর্থ পাওয়া যায়। তদ্রূপ যে কোন প্রকার পুরুষ বাচক অর্থের জন্য উহার সাথে حَاضِر/غَائِب অথবা مُتَكَلِّم এর যমীর ব্যবহার করতে হয়। যথা- هُوَ نَاصِرٌ তিনি সাহায্যকারী, اَنْتَ نَاصِرٌ তুমি সাহায্যকারী, اَنَا نَاصِرٌ আমি সাহায্যকারী ইত্যাদি।

উল্লেখিত গঠন প্রণালীটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ থেকে করার পদ্ধতি। কিন্তু তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট فعل থেকে اِسْمُ الْفَاعِل গঠন করতে হলে اَلْمُضَارِع لِلْمَعْرُوْف থেকে عَلاَمَةُ الْمُضَارِع কে বিলুপ্ত করে তদস্থলে একটি ضَمَّة (পেশ) বিশিষ্ট مِيْم যুক্ত করতে হয়। অতপর শেষ অক্ষরকে تَنْوِيْن দিয়ে তার পূর্বাক্ষরে كَسْرَة (যের) প্রদান করলে اِسْمُ الْفَاعِل গঠিত হয়। যথা- يَسْتَغْفِرُ থেকে مُسْتَغْفِرٌ - يَنْفَطِرُ থেকে مُنْفَطِرٌ - يُقَاتِلُ থেকে مُقَاتِلٌ ইত্যাদি।

اِسْمُ الْفَاعِل এর ছীগা ছয়টি নিম্নরূপ :

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	معنى অর্থ	বচন	جنس লিঙ্গ	شَخْصٌ পুরুষ
فَاعِلٌ	একজন (পুং) কর্তা	একবচন	مُذَكَّر	غَائِب নাম পুরুষ
فَاعِلاَنِ	দু'জন (পুং) কর্তা	দ্বিবচন	مُذَكَّر	غَائِب নাম পুরুষ
فَاعِلُوْنَ	সকল (পুং) কর্তা	বহুবচন	مُذَكَّر	غَائِب নাম পুরুষ
فَاعِلَةٌ	একজন (স্ত্রী) কর্তা	একবচন	مُؤَنَّث	غَائِب নাম পুরুষ
فَاعِلَتَانِ	দু'জন (স্ত্রী) কর্তা	দ্বিবচন	مُؤَنَّث	غَائِب নাম পুরুষ
فَاعِلاَتٌ	সকল (স্ত্রী) কর্তা	বহুবচন	مُؤَنَّث	غَائِب নাম পুরুষ

www.pathagar.com

الدَّرْسُ التَّاسِعُ নবম পাঠ

اِسْمُ الْمَفْعُوْل

কর্মবাচক বা কর্মকারক (OBJECT)

বাংলা ব্যাকরণে যাকে 'কর্ম' বলে আরবী ব্যাকরণে সেটিই হলো- اِسْمُ الْمَفْعُوْل। এটি নামবাচক বিশেষ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় একে اِسْمُ الْمَفْعُوْل বলে। اِسْمُ الْمَفْعُوْل দ্বারা কর্তার ক্রিয়াপদ সম্পাদিত হওয়ার অর্থ বুঝা যায়।

** اِسْمُ الْمَفْعُوْل এটা এমন اِسم যার উপর কর্তার ক্রিয়া বা فَاعِل এর فعل পতিত হয়। যেমন-

مَنْصُوْرٌ সাহায্যকৃত, এ শব্দের উপর পতিত হয়েছে نَصَرَ ক্রিয়াপদ

مَضْرُوْبٌ প্রহারকৃত, এ শব্দের উপর পতিত হয়েছে ضَرَبَ ক্রিয়াপদ

مَمْدُوْحٌ প্রশংসাকৃত, এ শব্দের উপর পতিত হয়েছে مَدَحَ ক্রিয়াপদ

مَفْعُوْلٌ কৃত, এ শব্দের উপর পতিত হয়েছে فَعَلَ ক্রিয়াপদ ইত্যাদি।

◆ আরবী ব্যাকরণে علم الصرف বা শব্দ রূপান্তর ও গঠন প্রক্রিয়ায় اِسْمُ الْمَفْعُوْل গঠনের কিছু পদ্ধতি রয়েছে। নিম্নে পদ্ধতিগুলো উত্থাপন করা হলো-

اِسْمُ الْمَفْعُوْل গঠন করার দু'টি পদ্ধতি । তা হলো-

১. ثُلَاث مُجَرَّد বা তিন অক্ষর বিশিষ্ট فعل থেকে اِسم مَفْعُوْل গঠন :

সাধারণতঃ তিন অক্ষর বিশিষ্ট فعل থেকে مَفْعُوْلٌ এর وَزَن এ اِسم مَفْعُوْل গঠিত হয়। অর্থাৎ عَلَامَةُ الْمُضَارِع কে বিলোপ করে তদস্থলে একটি فَتْحَة (যবর) বিশিষ্ট مِيْم যুক্ত করে عَيْنٌ ও لَام كَلِمَة এর মাঝে একটি وَاو বৃদ্ধি করে এবং عَيْن كَلْمَة তে ضَمَّة বা পেশ দিয়ে অতপর لَا كَلْمَة তে تَنْوِيْن প্রদান করে اِسْم مَفْعُوْل গঠন করতে হয়। যেমন-

www.pathagar.com

مَنْصُوْرٌ থেকে يَنْصُرُ, مَفْعُوْلٌ থেকে يُفْعَلُ,
مَفْتُوْحٌ থেকে يَفْتَحُ, مَضْرُوْبٌ থেকে يَضْرِبُ ইত্যাদি।

২. غَيْرُ الثُّلَاثِى হতে اِسْمِ مَفْعُوْل গঠন :

তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট فعل থেকে اِسْمِ مَفْعُوْل গঠন করতে হলে عَلَامَةُ الْمُضَارِعِ কে বিলোপ করে তদস্থলে একটি ضَمَّةٌ (পেশ) বিশিষ্ট مِيْم যুক্ত করে শেষের অক্ষরে তানবীন দিয়ে এবং শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে فَتْحَه বা যবর যুক্ত করে اِسْمُ الْمَفْعُوْل গঠন করতে হয়। যেমন-

يَنْتَخِبُ থেকে مُنْتَخَبٌ, يَسْتَخْرِجُ থেকে مُسْتَخْرَجٌ, يَسْتَغْفِرُ থেকে مُسْتَغْفَرٌ, يُعَظِّمُ থেকে مُعَظَّمٌ ইত্যাদি।

◆ اِسْمُ الْمَفْعُوْل এর ছয়টি ছীগাহ রয়েছে। যথা-

صِيْغَة	অর্থ	বচন	লিঙ্গ جِنْس	পুরুষ شَخْص
مَفْعُوْلٌ	একজন (পুং) কৃত	একবচন	مُذَكَّر	غَائِب
مَفْعُوْلَانِ	দু'জন (পুং) কৃত	দ্বিবচন		
مَفْعُوْلُوْنَ	সকলে (পুং) কৃত	বহুবচন		
مَفْعُوْلَةٌ	একজন (স্ত্রী) কৃত	একবচন	مُؤَنَّث	
مَفْعُوْلَتَانِ	দু'জন (স্ত্রী) কৃত	দ্বিবচন		
مَفْعُوْلَاتٌ	সকলে (স্ত্রী) কৃত	বহুবচন		

বিঃ দ্রঃ * তিন অক্ষর বিশিষ্ট فعل টি যদি اَجْوَف وَاوِى হয় তাহলে اِسْمُ الْمَفْعُوْل টি مَقُوْل এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। যথা- يَصُوْنُ থেকে مَصُوْنٌ, يَقُوْلُ থেকে مَقُوْلٌ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

* তিন অক্ষর বিশিষ্ট فعل টি যদি اَجْوَف يَائِى হয় তবে مَبِيْعٌ এর ওযনে ব্যবহৃত হবে। যথা- يَبِيْعُ হতে مَبِيْعٌ ,يَزِيْدُ থেকে مَزِيْدٌ ইত্যাদি।

* نَاقِص وَاوِى এবং يَائِى থেকে اِسْم مَفْعُوْل এর গঠন :

তিন অক্ষর বিশিষ্ট فعل টি যদি نَاقِص وَاوِى বা نَاقِص يَائِى হয় তাহলে مَغْزُوٌّ এবং مَرْمِىٌّ ওযনে مَفْعُوْل গঠিত হবে। যথা- يَدْعُو থেকে مَدْعُو ,يَحْمِى থেকে مَحْمِى ইত্যাদি।

* প্রকাশ থাকে যে, اِسْمُ الْمَفْعُوْل টি فِعْل مُتَعَدِّى থেকেই গঠিত হয়। আর যদি فِعْل لَازِم থেকে গঠন করতে হয় তাহলে حَرْف جَار এর সহযোগিতায় গঠন করা যায়। যথা- يَغْضَبُ থেকে مَغْضُوْبِ (عَلَيْهِم)

اَقْسَامُ الْمَفْعُوْل

মাফউলের শ্রেণী বিভাগ

◆ اِسْمُ الْمَفْعُوْل এর গঠনগত শ্রেণী বিভাগ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। اَلْمَفْعُوْل এর কিছু অর্থগত শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। যা اِسْمُ الْمَفْعُوْل এর সাথে সম্পর্কিত নয়। নিম্নে তা বর্ণিত হল।

১. اَلْمَفْعُوْلُ بِه প্রকৃত কর্মপদ :

فَاعِل এর فعل যার উপর পতিত হয় বা فَاعِل এর কৃত কাজটি যার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তাকে مَفْعُول بِه বলে। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا যায়েদ আমরকে প্রহার করল। এ বাক্যে زَيْدٌ এর দ্বারা যে প্রহার কাজটি হয়েছে, তা عَمْرًوا এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। যদি عَمْرًوا না থাকত, তাহলে প্রহার কাজটি প্রকাশ পেত না। বাংলায় একে 'কর্ম' এবং ইংরেজিতে OBJECT বলে। উক্ত বাক্যে عَمْرًوا হলো مَفْعُوْل بِه -

مَفْعُوْل بِه টি فِعْل مُتَعَدِّى কর্তৃক نَصَب প্রাপ্ত হয়। যথা-

اَكَلَ بَكْرٌ السَّمَكَ বকর মাছ খেয়েছে।

مَدَحَ مَحْمُوْدٌ نَعِيْمًا মাহমুদ নাঈম-এর প্রশংসা করেছে।

www.pathagar.com

** مَفْعُوْل بِـه সাধারণতঃ فَاعِل এর পরে আসে। কিন্তু فَاعِل এর সাথে যদি مَفْعُوْل بِـه এর যমীর যুক্ত হয় তখন مَفْعُوْل بِـه কে فَاعِل এর পূর্বে উল্লেখ করতে হয়। যথা– وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّه

২. اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ ক্রিয়ামূল বোধক কর্মপদ :

এটা এমন اسم যার পূর্বে একটি فعل উল্লেখ করা হয় এবং فعل ও اسم টি একই অর্থের হয়। এটা সাধারণতঃ উক্ত فعل টির মূল مَصْدَر হয় বা একই অর্থের অন্য কোন مَصْدَر হয়। অথবা যে مَصْدَر এর সাহায্যে فعل কে তাগিদ দেয়া হয়, فعل এর প্রকার বর্ণনা করা হয় বা فعل এর সংখ্যা বুঝানো হয় ঐ مَصْدَر কে مَفْعُوْل مُطْلَق বলে। তবে مَصْدَر টি সে فعل এর মূল مَصْدَر বা সমার্থবোধক مَصْدَر হবে।

مَفْعُوْل مُطْلَق টি فعل কর্তৃক نَصَبْ প্রাপ্ত হবে। যেমন–

* تَاكِيْد তাগিদ অর্থে– ضَرَبْتُ ضَرْبًا আমি তাকে বেদম পিটালাম। ضَحِكَ الرَّجُلُ ضَحِكًا লোকটি হাসার মত হেসেছে।

* نَوْع শ্রেণী বা প্রকার অর্থে– جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْمَلِك আমি রাজার বসার ন্যায় বসেছি। جَلَسْتُ قُعُوْدًا আমি ভালভাবে বসলাম।

* عَدَد বা সংখ্যা অর্থে– جَلَسْتُ جَلْسَةً এক বৈঠক বসেছি, نَظَرْتُ اِلَيْهِ نَظْرَةً আমি তার দিকে এক নজর (পলক) তাকিয়েছি।

বাংলায় مَفْعُوْل مُطْلَق কে ক্রিয়া বিশেষণ বলে এবং ইংরেজিতে ADVERB হিসেবে পরিচিত।

৩. اَلْمَفْعُوْل فِيْهِ সময় বা স্থানবাচক কর্মপদ :

যে اسم দ্বারা فعل সংগঠিত হওয়ার সময় বা স্থান বুঝানো হয় তাকে مَفْعُوْل فِيْهِ বলে। এটার অপর নাম اَلظَّرْفُ – ইহা দুই প্রকার। যথা–

(১) ظَرْفُ الزَّمَانِ কালবাচক

(২) ظَرْفُ الْمَكَانِ স্থানবাচক

www.pathagar.com

ظَرْفُ الزَّمَانِ (**Adverbial Noun of Time**)

যে اسم দ্বারা فعل সংঘটিত হওয়ার কাল বা সময় বুঝায় তাকে ظَرْفُ الزَّمَانِ বলে। যেমন- صُمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ এখানে يَوْمَ الْجُمُعَةِ শব্দটি صُمْتُ এর কাল বুঝিয়েছে।

ظَرْفُ الْمَكَانِ : (**Adverbial Noun of Place**)

যে ইস্‌ম فعل সংঘটিত হওয়ার স্থান বুঝায় তাকে ظَرْفُ الْمَكَانِ বলে। যেমন- جَلَسْتُ عِنْدَكَ; এখানে عِنْدَ শব্দটি جَلَسْتُ এর স্থান বুঝিয়েছে।

* مَفْعُوْلٌ فِيْهِ টি فِعل কর্তৃক نَصَب প্রাপ্ত হয়।

* مَفْعُوْلٌ فِيْهِ কে বাংলা ব্যাকরণে অধিকরণ কারক বলে। ইংরেজিতে এটা CAUSATIVE OF PLACE বলে পরিচিত

৪. اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ সঙ্গবোধক কর্মপদ :

এটা এমন اسم যা এমন একটি وَاو এর পরে আসে যা مَعَ ('সাথে') এর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ শীত জুব্বাসহ এসেছে। এখানে اَلْجُبَّاتِ শব্দটি مَفْعُوْلٌ مَعَهُ -

বাংলায় একে সংযুক্ত কর্ম এবং ইংরেজিতে ASSOCIATIVE বলে।

مَفْعُوْلٌ مَعَهُ টি فِعل কর্তৃক نَصَب প্রাপ্ত হয়।

৫. مَفْعُوْلٌ لَهُ কারণবাচক কর্মপদ : **Causative Object.**

যে مَصْدَر দ্বারা فِعل সংগঠিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয় তাকে- مَفْعُوْلٌ لَهُ বলে।

مَفْعُوْلٌ لَهُ টি فِعل কর্তৃক نَصَبْ প্রাপ্ত হয়। যেমন-

هَرَبْتُ خَوْفًا مِنَ الاَسَدِ এখানে خَوْفًا শব্দটি هَرَبْتُ এর কারণ বর্ণনা করছে তাই خَوْفًا টি مَفْعُوْلٌ لَهُ অনুরূপ قُمْتُ اِكْرَامًا لِزَيْدٍ এখানে اِكْرَامًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ لَهُ -

www.pathagar.com

الدَّرْسُ الْعَاشِرُ। দশম পাঠ

اِسْمُ الظَّرْفِ

অধিকরণ কারক বিশেষ্য

ক্রিয়ার স্থান বা অধিকরণ কাল এবং ভাবকে আরবী ভাষায় ظَرْف বলে। ইহা দু'প্রকার হতে পারে। যথা– (১) ظَرْف زَمَان কাল ও ভাব বিষয়ক ইস্‌ম। (২) ظَرْف مَكَان ক্রিয়ার স্থান বা আঁধার বিষয়ক ইস্‌ম।

যেমন– مَجْلِسٌ - বসার স্থান, مَغْرِبٌ - অস্ত যাওয়ার সময়।

গঠন প্রণালী :

আরবী ব্যাকরণের علم الصَّرف বা শব্দ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উক্ত বিষয়ের একটি গঠনগত পদ্ধতি রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

اِسْمُ الظَّرْفِ অর্থাৎ কাল ও স্থান বিষয়ক ইস্‌ম গঠন করতে হলে তা فِعْلِ مُضَارِع হতে গঠন করতে হবে। প্রথমে فِعْلِ مُضَارِع এর প্রতীককে বিলোপ করে فَاء কালেমার প্রথমে একটি যবর বিশিষ্ট মীম مِيْم যোগ করতে হবে এবং عَيْن কালেমা مَضْمُوْم হলে তাকে مَفْتُوْح فَتْحَه প্রদান করতে হবে। অন্যথায় উহা আপন অবস্থায় ঠিক থাকবে এবং لاَم কালেমাকে تَنْوِيْن প্রদান করতে হবে। এভাবেই اِسْمُ الظَّرْفِ এর ছীগা গঠিত হয়। উল্লেখ্য, উক্ত বিষয়ের মাত্র তিনটি ছীগা ব্যবহৃত হয়। যথা–

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	معنى অর্থ	বচন	مُذَكَّر ও مُؤَنَّث
مَفْعَلٌ	কার্যের একটি স্থান/ কাল বা আধার	একবচন	مُذَكَّر ও مُؤَنَّث
مَفْعَلاَنِ	কার্যের দু'টি স্থান/ কাল বা আধার	একবচন	مُذَكَّر ও مُؤَنَّث
مَفَاعِلُ	কার্যের অনেক স্থান/ কাল বা আধার	একবচন	مُذَكَّر ও مُؤَنَّث

www.pathagar.com

الدَّرْسُ الْحَادِي عَشَرَ একাদশ পাঠ

اِسْمُ التَّفْضِيْلُ

কর্তৃকারকে আধিক্য অর্থবহ বিশেষ্য-এর আলোচনা

উল্লেখ্য, اِسْم تَفْضِيْلُ এর বিস্তারিত বর্ণনা اَلاَسْمَاءُ الْعَامِلَةُ তে করা হয়েছে। সূচিতে দেখুন। এখানে আরবী ব্যাকরণের শব্দ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তার গঠন প্রণালী বর্ণনা করা হলো–

عَلاَمَةُ مُضَارِعِ اسْم تَفْضِيْل গঠন করতে হয় فعل مُضَارِع مَعْرُوْف হতে। প্রথমে বা মুজারে এর প্রতীককে বিলোপ করে فَاء কালেমার সাথে একটি هَمْزَةُ اسْم تَفْضِيْل সংযুক্ত করতে হয় এবং عَيْن কালেমা যদি مَفْتُوْح বা যবর বিশিষ্ট না হয় তবে তাকে যবর দিতে হবে এবং لاَم কালেমাকে এক পেশ দিলে اِسْم تَفْضِيْل مُذَكَّر বা পুরুষ বাচক اسم تفضيل গঠিত হবে।

আর اسْم تَفْضِيْل مُؤَنَّث গঠন করতে হলে, مُضَارِع এর চিহ্নকে বিলোপ করে فَاء কালেমাকে পেশ, عَيْن কালেমাকে سَاكِن ও لاَم কালেমাকে যবর প্রদান করে তার শেষাংশে একটি اَلف مَقْصُوْرِى যুক্ত করলেই اسْم تَفْضِيْل مُؤَنَّث গঠিত হবে। প্রত্যেক প্রকারের জন্য চারটি করে ছীগা ব্যবহৃত হবে। যথা–

تَصْرِيْفُ রূপান্তর	معنى অর্থ	বচন	جِنس
১। اَفْعَلُ	অধিক কর্মসম্পাদনকারী ১ জন পুং	একবচন	مُذَكَّر
২। اَفْعَلاَنِ	অধিক কর্মসম্পাদনকারী ২ জন পুং	দ্বিবচন	مُذَكَّر
৩। اَفْعَلُوْنَ	অধিক কর্মসম্পাদনকারী অনেক পুং	বহুবচন	مُذَكَّر
৪। اَفَاعِلُ	অধিক কর্মসম্পাদনকারী অনেক পুং	বহুবচন	مُذَكَّر
১। فُعْلَى	অধিক কর্মসম্পাদনকারীনী ১ জন স্ত্রী	একবচন	مُؤَنَّث
২। فُعْلَيَانِ	অধিক কর্মসম্পাদনকারীনী ২ জন স্ত্রী	দ্বিবচন	مُؤَنَّث
৩। فُعَلُ	অধিক কর্মসম্পাদনকারীনী অনেক স্ত্রী	বহুবচন	مُؤَنَّث
৪। فُعْلَيَاتُ	অধিক কর্মসম্পাদনকারীনী অনেক স্ত্রী	বহুবচন	مُؤَنَّث

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الثَّانِى عَشَرَ দ্বাদশ পাঠ

اِسْمُ الْمُبَالَغَةِ

তুলনাহীন আধিক্যের অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য

■ যে সব শব্দ اسم এর গুণাবলীকে সর্বোচ্চ করে দেখায় তাকে اِسْمُ الْمُبَالَغَةِ বলে। অথবা- اِسْمُ الْمُبَالَغَةِ এমনই একটি বিশেষণ, যা দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ বা গুণের আধিক্য বুঝায়; কিন্তু অন্যের সাথে তুলনা বুঝায় না। যেমন- قَدِيْرٌ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, সর্বশক্তিমান।

উল্লেখ্য, اِسْمُ تَفْضِيْل তুলনামূলক আধিক্য ও اِسْمُ الْمُبَالَغَةِ তুলনাহীন আধিক্যের অর্থ জ্ঞাপন করে থাকে। اِسْمُ الْمُبَالَغَةِ এর প্রসিদ্ধ ৯টি ওযন রয়েছে। যথা-

ক্র. নং	ওযন	উদাহরণ	অর্থ
১	فَعَّالٌ	عَلَّامٌ، كَذَّابٌ	অধিক জ্ঞানী, অত্যন্ত মিথ্যাবাদী
২	مِفْعَالٌ	مِقْدَامٌ	অধিক অগ্রগামী
৩	فَعَّالَةٌ	عَلَّامَةٌ	অধিক পণ্ডিত
৪	فِعِّيْلٌ	صِدِّيْقٌ	অধিক সত্যবাদী
৫	فُعْلَةٌ	ضُحْكَةٌ	অধিক হাস্যমীয়
৬	مِفْعِيْلٌ	مِعْطِيْرٌ	অধিক ঘ্রাণময়
৭	فَعِلٌ	حَزِنٌ	অধিক চিন্তিত
৮	فَعُوْلٌ	كَذُوْبٌ، اَكُوْلٌ	অধিক মিথ্যুক, অত্যন্ত পেটুক
৯	فَعِيْلٌ	رَحِيْمٌ، عَلِيْمٌ	অধিক দয়ালু, সর্বজ্ঞানী
১০	فُعَالٌ	عُجَابٌ	অত্যন্ত আশ্চর্যজনক
১১	فُعُّوْلٌ	قُدُّوْسٌ	অত্যন্ত পবিত্র

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ ত্রয়োদশ পাঠ

اِسْمُ الْاٰلَةِ

করণ কারক বা ক্রিয়ার যন্ত্র বিষয়ক ইস্‌মের বর্ণনা :

যা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বুঝানোর জন্য اِسْم এর যে صِيْغَة বা শব্দরূপ ব্যবহার করা হয় তাকে اسم الْآلَة বা করণ কারক বলা হয়। অথবা যে اِسْمْ দ্বারা ধাতুগত فِعل সম্পন্ন করার যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার বা অস্ত্র বুঝায়, তাকে اِسْمُ الْآلَة বলে। যেমন- مِيْزَانٌ পরিমাপের যন্ত্র বা দাঁড়িপাল্লা, مِفْتَاحٌ চাবি, খোলার যন্ত্র, مَبَارِدُ রেত, مَقَارِيْضُ কাঁচি, مِرْوَحَةٌ পাখা ইত্যাদি।

আরবীতে اِسْمِ اٰلَة তিন প্রকার। যথা- (১) اَلصُّغْرٰى (২) اَلْوُسْطٰى (৩) اَلْكُبْرٰى ।

গঠন প্রক্রিয়া :

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ لِلْمَعْرُوْف হতে اِسْمِ اٰلَة গঠিত হয়। প্রথমতঃ مُضَارِع এর চিহ্নকে বিলোপ করে সে স্থানেই فَاء কলেমার সাথে একটি مِيْمٌ مَكْسُوْرَة বা যের বিশিষ্ট মীম যোগ করে, عَيْن কলেমা যদি যবর বিশিষ্ট না হয় তবে তাতে যবর দিতে হবে এবং لَام কলেমাকে তানবীন দিলে صُغْرٰى গঠন হয়। যেমন يَفْعَلُ হতে مِفْعَلٌ; صُغْرٰى এর সাথে যদি একটি (ة) গোল তা যুক্ত করা হয় তবে وُسْطٰى গঠিত হবে। যথা- مِفْعَلٌ হতে مِفْعَلَةٌ, আর যদি صُغْرٰى এর عَيْن কলেমার সাথে একটি আলিফ যোগ করা হয় তাহলে كُبْرٰى গঠিত হয়। যেমন- مِفْعَلٌ হতে مِفْعَالٌ -

www.pathagar.com

اسم الآلة এর ৯টি ছীগা নিম্নরূপ :

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	معنى অর্থ	قسم প্রকার	বচন
১। مِفْعَلٌ	কাজ করবার একটি ছোট যন্ত্র	صُغْرٰى	একবচন
২। مِفْعَلَةٌ	কাজ করাবার একটি মধ্যম যন্ত্র	وُسْطٰى	একবচন
৩। مِفْعَالٌ	কাজ করবার একটি বড় যন্ত্র	كُبْرٰى	একবচন
৪। مِفْعَلاَنِ	কাজ করবার দু'টি ছোট যন্ত্র	صُغْرٰى	দ্বিবচন
৫। مِفْعَلَتَانِ	কাজ করবার দু'টি মধ্যম যন্ত্র	وُسْطٰى	দ্বিবচন
৬। مِفْعَالاَنِ	কাজ করবার বড় দু'টি যন্ত্র	كُبْرٰى	দ্বিবচন
৭। مَفَاعِلُ	কাজ করবার অনেক যন্ত্র	صُغْرٰى	বহুবচন
৮। مَفَاعِلُ	কাজ করবার অনেক যন্ত্র	وُسْطٰى	একবচন
৯। مَفَاعِيْلُ	কাজ করবার বড় অনেক যন্ত্র	كُبْرٰى	বহুবচন

الدَّرْسُ الرَّابِعُ عَشَرَ চতুর্দশ পাঠ

اَلْفِعْلُ اللاَّزِمِ وَالْمُتَعَدِّى

অকর্মক এবং সকর্মক ক্রিয়া

INTRANSITIVE AND TRANSITIVE VERB.

◆ فِعل (ক্রিয়া)-টি فَاعِل বা কর্তার সাথে মিলে একটি পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু فَاعِل দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের পরিস্থিতি এবং অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে فِعل কে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–

www.pathagar.com

১. اَلْفِعْلُ اللاَّزِم অকর্মক ক্রিয়া INTRANSITIVE VERB

২. اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّى সকর্মক ক্রিয়া TRANSITIVE VERB

নিম্নে উভয়ের বর্ণনা দেয়া হল :

اَلْفِعْلُ اللاَّزِم (অকর্মক ক্রিয়া) :

যে فعل তার فَاعِل বা কর্তার সাথেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়, مَفْعُوْل বা কর্মের কোন প্রয়োজন হয় না। তাকেই فِعْل لاَزِم বলা হয়। যেমন– جَلَسَ زَيْدٌ যায়েদ বসেছে। অথবা–

* যে فعل শুধু فَاعِل দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যায় তাকেই فِعْل لاَزِم বলে। যথা– اَثْمَرَتِ الشَّجَرَةُ বৃক্ষটি ফল দিয়েছে, قَعَدَ সে বসেছে।

* اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّى (সকর্মক ক্রিয়া) :

যে فعل তার فَاعِل এর সাথে সম্পূর্ণ হয় না বরং مَفْعُوْل এরও প্রয়োজন রাখে তাকে فِعْل مُتَعَدِّى বলে। যেমন– نَصَرَ زَيْدٌ خَالِدًا যায়েদ সাহায্য করেছে খালেদকে, ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا যায়েদ আমারকে মেরেছে, ইত্যাদি।

اَقْسَامُ الْمُتَعَدِّى

فِعْل مُتَعَدِّى এর মাঝে এক বা একাধিক مَفْعُوْل থাকে। আর এ কারণে فِعْل مُتَعَدِّى কে মোট চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–

(১) এক مَفْعُوْل বিশিষ্ট ক্রিয়া, যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا যায়েদ আমরকে মেরছে।

(২) দুই مَفْعُوْل বিশিষ্ট ক্রিয়া, যার একটি উহ্য করে অন্যটি উল্লেখ করলেও চলে। যেমন– اَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا আমি যায়েদকে দিরহাম দিয়েছি।

এই বাক্যে زَيْدٌ এবং دِرْهَمٌ এই দু'টির যে কোন একটি উল্লেখ করে অপরটিকে উহ্য করা যায়। সুতরাং اَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا এর স্থলে اَعْطَيْتُ دِرْهَمًا বা اَعْطَيْتُ زَيْدًا বলা যায়।

www.pathagar.com

(৩) দুই مَفْعُوْل বিশিষ্ট ক্রিয়া, যার দু'টিকেই উলেখ করতে হয়।

যেমন- عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا আমি জেনেছি যে, যায়েদ সম্মানিত লোক।

দুই مَفْعُوْل বিশিষ্ট ক্রিয়া সাতটি। যথা) (ক) عَلِمْتُ আমি জেনেছি, (খ) رَأَيْتُ আমি দেখেছি, (গ) وَجَدْتُ আমি পেয়েছি, (ঘ) ظَنَنْتُ আমি ধারণা করেছি, (ঙ) حَسِبْتُ আমি মনে করেছি, (চ) خِلْتُ আমি খেয়াল করেছি, (ছ) زَعَمْتُ আমি ভেবেছি। এ সাতটি দুই مَفْعُوْل বিশিষ্ট ক্রিয়াকে اَفْعَالُ الْقُلُوْبِ বলা হয়।

উল্লেখিত, সাতটির মধ্য হতে প্রথম তিনটি নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থ বুঝায় এবং পরবর্তী তিনটি প্রবল ধারণার অর্থ বুঝায় এবং সর্বশেষ শব্দ زَعَمْتُ কখনো নিশ্চিত বিশ্বাস ও কখনো প্রবল ধারণার অর্থ বুঝায়।

(৪) তিন مَفْعُوْل বিশিষ্ট ক্রিয়া। যেমন- اَعْلَمَ اللّٰهُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا

আল্লাহ যায়েদকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমর একজন সম্মানিত লোক। এখানে زَيْدٌ, عَمْرٌو, فَاضِلٌ এ তিনটিই مَفْعُوْل -

উক্ত তিন مَفْعُوْل বিশিষ্ট ক্রিয়ার প্রথম مَفْعُوْل কে বিলুপ্ত করা বৈধ। যথা- اَعْلَمَ اللّٰهُ عَمْرًا فَاضِلًا এর স্থলে اَعْلَمَ اللّٰهُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا বলা যাবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় مفعول কেও বিলোপ করা বৈধ। যথা- اَعْلَمَ اللّٰهُ زَيْدًا আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় مَفْعُوْل এর একটিকে উল্লেখ করে অপরটিকে বিলোপ করা বৈধ নয়।

* তিন مَفْعُوْل বিশিষ্ট ক্রিয়াও ৭টি। যথা-

(ক) اَعْلَمَ সে অবহিত করেছে, (খ) اَرٰى সে দেখিয়েছে,

(গ) اَنْبَأَ সে সংবাদ দিয়েছে (ঘ) اَخْبَرَ সে খবর দিয়েছে,

(ঙ) خَبَّرَ সে সংবাদ প্রদান করেছে, (চ) نَبَّأَ সে সংবাদ প্রদান করেছে,

(ছ) حَدَّثَ সে বর্ণনা করেছে।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ عَشَرَ চতুর্দশ পাঠ

عَلاَمَاتُ الْفِعْلِ

ক্রিয়াপদের চিহ্নসমূহ

ইতিপূর্বে فعل এর সংজ্ঞা এবং তার اَقْسَام (প্রকার) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে এবং فعل এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও গঠন প্রণালীও তুলে ধরা হয়েছে। এবার فعل এর কিছু আলামত বা চিহ্ন বর্ণনা করা হবে। যে চিহ্নগুলোর ব্যবহারের ফলে অথবা চিহ্নগুলো ব্যবহার যুক্ত অবস্থায় থাকায় শব্দটিকে فعل হিসেবে চেনা যাবে। নিম্নে فعل এর চিহ্নসমূহ উল্লেখ করা হলো-

১. শব্দের শুরুতে قَدْ যুক্ত হওয়া।

যেমন- قَدْ اَفْلَحَ সে সফল হয়েছে।

২. শব্দের প্রথমে س যুক্ত হওয়া।

যেমন- سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ মূর্খরা বলে।

৩. শব্দের পূর্বে سَوْفَ যুক্ত হওয়া।

যেমন- سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

৪. শব্দের শুরুতে حَرْفِ جَازِم বা জযমদাতা হরফ আসা।

যেমন- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ জযমদাতা হরফ ৫টি।

যথা- اِنْ - لَمْ - لَمَّا - لاَمُ الأَمْرِ ও لاَ النَّهِى -

৫. শব্দটি مَاضِى ও مُضَارَع এর ছীগাসমূহে রূপান্তরিত হওয়া।

যেমন- عَلِمَ - يَعْلَمُ، كَرُمَ - يَكْرُمُ -

৬. শব্দটি اَمر ও نَهِى এর ছীগাহ হওয়া।

যেমন- اِعْلَمْ - لاَتَعْلَمْ - اُكْتُبْ - لاَتَكْتُبْ، اِضْرِبْ - لاَتَضْرِبْ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৭. শব্দটির শেষে فَاعِل এর প্রকাশ্য ضَمِير যুক্ত হওয়া।

যেমন- نَصَرْتُ আমি সাহায্য করলাম।

৮. শব্দটির শেষে সাকিন বিশিষ্ট স্ত্রীলিঙ্গের تَاء যুক্ত হওয়া।

যেমন- نَصَرَتْ

৯. শব্দের শেষে নূনে তাকীদ ছাকীলা বা খাফীফা যুক্ত হওয়া।

যেমন- لَيَنْصُرَنْ - لَيَنْصُرَنَّ

১০. শব্দের শেষে وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِر এর يَاء যুক্ত হওয়া।

যেমন- تَنْصُرِيْنَ

১১. শব্দটি দ্বারা কারো সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া শুদ্ধ হওয়া যেমন- زَيْدٌ كَتَبَ যায়েদ লিখল। এখানে كَتَبَ দ্বারা সংবাদ দেয়া হয়েছে।

উপরের চিহ্নসমূহের এক বা একাধিক চিহ্ন কোন শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে আরবী ভাষায় তাকে فِعل বা ক্রিয়া হিসেবে চিনে নেয়া হবে।

www.pathagar.com

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. اِسْمُ الْفَاعِل এর গঠন প্রণালী ও রূপান্তরিত ছীগার বর্ণনা দাও।

২. اِسْمُ الْمَفْعُوْل কাকে বলে ? এর গঠন প্রণালী ও ছীগাসমূহ উল্লেখ কর।

৩. اَلْمَفْعُوْل কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. اِسْمُ ظَرْف কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? اِسْمُ الظَّرْف এর গঠন প্রণালী লিখ।

৬. اِسْمُ التَّفْضِيْل কাকে বলে ? তার গঠন প্রণালী ও ছীগাসমূহ উল্লেখ কর।

৭. اِسْمُ الْمُبَالَغَة কাকে বলে ? اِسْمُ الْمُبَالَغَة এর প্রসিদ্ধ ওযনগুলো উদাহরণসহ লিখ।

৮. اِسْمُ الْاٰلَة কাকে বলে ? ইহা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৯. اَلْفِعْلُ اللاَّزِم وَالْمُتَعَدِّى কাকে বলে ? فِعْلِ مُتَعَدِّى কত ভাগে বিভক্ত ? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

১০. عَلاَمَةُ الْفِعْل কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

১১. আরবীতে অনুবাদ কর।

সে অত্যন্ত বিনয়ী, তুমি অত্যন্ত দয়ালু, যায়িদ উপবিষ্ট, খালেদ দণ্ডায়মান, রাস্তাটি প্রশস্ত, বৃক্ষটি লম্বা, ছেলেটি কাল, মেয়েটি সুন্দর, তিনি মহাজ্ঞানী, তুমি আমার চেয়ে বুদ্ধিমান, তারা তোমাদের চেয়ে চালাক, তারা এসেছে, আমরা তাকে দেখেছি, সে খালেদকে প্রহার করেছে, তুমি ঘুমিয়েছিলে, তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হউক।

১২. বাংলায় অনুবাদ কর :

حَضَرْنَا الْمَدْرَسَةَ - هُوَ يَذْهَبُ اِلَى السُّوْقِ - اَخَذْتُ الْكِتَابَ - اَكَلُوْا الرُّزَّ - شَرِبَ الْمَاءَ - اَرْسَلَ اِلَيْهِ الرِّسَالَةَ - زَيْدٌ عَاقِلٌ - هُوَ قَبِيْحٌ - اَنْتَ جَمِيْلٌ - هُوَ عَلاَّمَةٌ - اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - اَنْتُمْ نَاجِحُوْنَ - هُوَ شَرُّ النَّارِ - هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ -

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

اَلْحَرْفُ

অব্যয় (UNCHANGEABLE, PREPOSITION, CONJUNCTION, INTERJECTION).

আরবী শব্দসমূহের তিনটি বিভাগের একটি হলো- اَلْحَرف বা অব্যয় পদ। আরবী, বাংলা এবং ইংরেজীতে যে সমস্ত অব্যয় আছে তার সবগুলোরই একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। এই حَرف গুলো اَلْحُرُوْفُ الْهِجَائِيَّة বা বর্ণনমালার اَلْحَرف নয়। এরা শব্দেরই অন্যতম প্রকার এবং এদেরও নিজ নিজ অর্থ রয়েছে। তবে এটি এমন একটি كَلِمَة যা اسم বা فعل এর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ব্যতীত নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।

অতএব, যদ্বারা কোন কিছুর নাম অথবা কোন প্রকার কর্ম সম্পাদন করা বুঝানো হয় না এবং যাতে কোন কালও পাওয়া যায় না তাকেই اَلْحَرف বলে। অথবা যা অপর কোন اسم বা فعل এর সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত কোন সুসম অর্থ বুঝায় না তাকে اَلْحَرف বলে। যেমন- مِنْ হতে, عَلٰى উপর, اِلٰى পর্যন্ত ইত্যাদি।

اَلْحَرْفُ এর কিছু ব্যবহার নিম্নে লক্ষ্য করুন-

◆ দু'টি اسم বা বিশেষ্যের মাঝে সংযোগ স্থাপন করা। যেমন- زَيْدٌ فِى الدَّار যায়েদ বাড়ীতে। فِى হরফটি না থাকলে زَيْدٌ ও اَلدَّار পৃথক পৃথক শব্দ বুঝা যেত- বাক্য তৈরী হত না।

◆ দু'টি فعل এর মাঝে সংযোগ স্থাপন করা। যেমন- اُرِيْدُ اَنْ تَضْرِبَ زَيْدًا আমি চাই যে, তুমি যায়েদকে প্রহার করবে। এখানে اَنْ অব্যয়টি اُرِيْدُ এবং تَضْرِبُ ক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছে।

◆ اسم ও فعل এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। যেমন- سَمِعْتُ بِالْاُذُنِ

www.pathagar.com

আমি কান দ্বারা শুনলাম। এখানে سَمِعْتُ একটি فعل এবং اَلاُذُنُ একটি اسم – উভয়ের মাঝে بَاء হরফ দ্বারা সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

◆ দু'টি বাক্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। যেমন–

اِنْ جَاءَنِىْ زَيْدٌ اَكْرَمْتُهُ যায়েদ যদি আমার নিকট আসে তবে আমি তার সম্মান করব। এখানে اِنْ অব্যয়টি جَاءَنِى زَيْدٌ ও اَكْرَمْتُهُ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে।

* اَقْسَامُ الْحُرُوْفِ : হরফ-এর শ্রেণী বিভাগ *

حُرُوْف প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. حُرُوْفٌ عَامِلَةٌ ২. حُرُوْفٌ غَيْرُ عَامِلَةٌ

যে সকল حَرف অন্য শব্দের পূর্বে বসে তাতে সচরাচর ব্যবহৃত اِعْرَاب এর পরিবর্তন করে অন্য اِعْرَابْ দেয় তাকে حُرُوْفُ عَامِلَة বলা হয়। যেমন– فِى الْبَيْتِ رَجُلٌ (ঘরে একজন লোক)। এই বাক্যে اَلْبَيْتِ শব্দের পূর্বে فِى আসায় তার শেষে كَسْرَة (যের) হয়েছে।

حُرُوْفُ غَيْرُ عَامِلَة - যে সকল حرف অন্য শব্দের اِعْرَاب -এর কোন পরিবর্তন করে না। যথা– جَاءَ زَيْدٌ وَبَكْرٌ - এই বাক্যে و এসে তার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটায়নি।

اَلْحُرُوْفُ الْعَامِلَةُ বা আমলকারী حَرف সমূহ ৮ প্রকার : যথা–

১. اَلْحُرُوْفُ الْجَارَّةُ বা যের প্রদানকারী حَرف সমূহ।

২. اَلْحُرُوْفُ النَّاصِبَةُ لِلْمُضَارِعِ বা مُضَارِع এর শেষ অক্ষরে نَصَب (যবর) প্রদানকারী حَرْف সমূহ।

৩. اَلْحُرُوْفُ الْجَازِمَةُ لِلْمُضَارِعِ বা مُضَارِع এর শেষ حرف-এ جَزَم প্রদানকারী حَرف সমূহ।

www.pathagar.com

৪. حُرُوْفُ الشَّرْطِ শর্তসূচক অব্যয়।

৫. اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ - فِعل এর সহিত সামঞ্জস্য বিশিষ্ট حَرف সমূহ।

৬. حُرُوْفُ النَّفِى 'না' জ্ঞাপক حَرف সমূহ।

৭. حُرُوْفُ النِّدَاءِ 'সম্বোধন' জ্ঞাপক حَرف সমূহ।

৮. حُرُوْفُ الاِسْتِثْنَاءِ 'ব্যতীত' অর্থজ্ঞাপক حَرف সমূহ।

اَلْحُرُوْفُ غَيْرُ الْعَامِلَةِ বা যে সকল অব্যয় عَمَل প্রদান করে না, তা ১০ প্রকার :

১. حُرُوْفُ الْعَطْفِ 'সংযোজক' অব্যয়।

২. حُرُوْفُ الاِسْتِفْهَامِ প্রশ্নবোধক অব্যয়।

৩. حُرُوْفُ التَّاكِيْدِ জোরসূচক বা দৃঢ়তা জ্ঞাপক অব্যয়।

৪. حُرُوْفُ التَّنْبِيْهِ সাবধান ও সতর্ককারী অব্যয়।

৫. حَرْفَا التَّفْسِيْرِ ব্যাখ্যাসূচক বা তাফসীরের হরফদ্বয়।

৬. حُرُوْفُ الْمَصْدَرِ বা مَصْدَر অর্থবোধক অব্যয়।

৭. حُرُوْفُ الرَّدْعِ ধমক বা অস্বীকারসূচক অব্যয়।

৮. حُرُوْفُ التَّوَقُّعِ আকাঙ্ক্ষা বা আশাসূচক অব্যয়।

৯. حُرُوْفُ الاِيْجَابِ সম্মতিসূচক বা স্বীকৃতি জ্ঞাপক অব্যয়।

১০. حُرُوْفُ التَّوْبِيْخِ اَوِالتَّحْضِيْضِ উৎসাহ, উত্তেজনা, বা তিরস্কারসূচক অব্যয়।

বিঃ দ্রঃ উক্ত উভয় প্রকার عَامِلَة সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ইতিপূর্বে ব্যাকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তার ব্যবহার ও প্রয়োগ বিধি উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব বিষয়গুলো জানতে সূচি থেকে খুঁজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা দেখুন।

www.pathagar.com

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী **Exercise**

১. اَلْحَرْفُ কাকে বলে ? اَلْحَرْفُ কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

২. حُرُوْفُ الْعَامِلَةِ কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা কর।

৩. حُرُوْفُ غَيْرِالْعَامِلَةِ কত প্রকার ও কি কি লিখ।

৪. বাংলায় অনুবাদ কর :

اَبُوْهُ عَالِمٌ - أُسْتَاذُنَا كَرِيْمٌ - وَقْتُ الصَّلٰوةِ قَرِيْبٌ - غُرْفَةُ الدَّرْسِ وَاسِعَةٌ - يَدُهُ طَوِيْلَةٌ - مَنْزِلُهُ بَعِيْدٌ - كِتَابُ زَيْدٍ كَبِيْرٌ - مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

৫. আরবীতে অনুবাদ কর :

দেশ প্রেম, সত্য কথা, বিশুদ্ধ পানি, রাতের অন্ধকার, জাতির পিতা, খালেদের মাতা, দিনের আলো, গরম পানি, আমার কলম।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

اَلدَّرْسُ الاَوَّلُ। প্রথম পাঠ

اَلْمُرَكَّبُ

যৌগিক শব্দ SENTENCE

স্বভাবগত কারণেই মানব মনে ভাবোদয় হয়। ভাব হতে সৃষ্টি হয় ভাষা। মানুষ মনের ভাব ভাষার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার জন্য এক বা একাধিক শব্দের সংযোগে বাক্য গঠন করে।

আরবী ব্যাকরণে ভাষার জন্য মিলিত শব্দ সমষ্টিকে প্রথমতঃ مُرَكَّب বা যৌগিক শব্দ বলা হয়।

যে শব্দ অন্য কোন শব্দের সাথে মিলিত হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করে তাকে مُرَكَّب বলে। অথবা যদি দুই বা দু'য়ের অধিক অর্থবোধক শব্দ মিলিত হয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে مُرَكَّبٌ বলে। যেমন–

رَجُلٌ عَالِمٌ

(عَبْدٌ + اللّٰه) عَبْدُ اللّٰهِ

(طُلاَّبٌ + اَلْمَدْرَسَةِ) طُلاَّبُ الْمَدْرَسَةِ

(كِتَابٌ + خَالِدٍ) كِتَابُ خَالِدٍ ইত্যাদি।

<u>مُرَكَّب দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–</u>

১. مُرَكَّب مُفِيْدٌ উপকারী যৌগিক শব্দ, একে মূলতঃ পূর্ণ অর্থবোধক যৌগিক শব্দ বলা হয়। এটি اَلْمُرَكَّبُ التَّامُّ হিসেবেও পরিচিত।

২. مُرَكَّب غَيْر مُفِيْدٌ অউপকারী বা অসমাপিকা বা অসম্পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক যৌগিক শব্দ। এটির অপর নাম اَلْمُرَكَّبُ النَّاقِص -

www.pathagar.com

◆ مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ এর সংজ্ঞা :

যে কথায় قَائِل তথা বক্তা তার কথা শেষ করলে سَامِع বা শ্রোতা কোন خَبَر বা طَلَب তথা সংবাদ বা সন্ধান উপলব্ধি করতে বা বুঝতে সক্ষম হয় তাকে مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ বলে। অথবা যে مُرَكَّب বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় এবং শ্রোতাও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে তাকে مُرَكَّب مُفِيْد বলে।

যেমন- طَارِقٌ طَالِبٌ তারেক একজন ছাত্র।

আরবী ব্যাকরণে مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ কে كَلَام বলে। কিন্তু উক্ত শব্দদ্বয়কে অর্থাৎ مُرَكَّب ও كَلَام কে আরবী বাক্যের ব্যবহার ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অপর একটি নামে ব্যবহার করা হয়েছে। অপর সে নামটি হচ্ছে "جُمْلَة" এই শব্দটিই বাংলায় "বাক্য" হিসেবে পরিচিত। বাক্য সম্পর্কীয় পরবর্তী আলোচনায় جُمْلَة (জুমলাহ) নাম ব্যবহার করা হবে।

যে শব্দ গুচ্ছ মনের ভাব বা ধারণা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তাকে جُمْلَة বা বাক্য বলে। ইংরেজীতে جُمْلَة কে Sentence বলে।

A Sentence is a group of words expressing a complete sense or meaning.

◆ مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ বা كَلَام কে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

১. اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ (সংবাদ বা বর্ণনামূলক বাক্য) :

যে বাক্যে বক্তার কথাকে সত্য বা মিথ্যা হিসেবে ধরে নেয়া যায়, তাকেই اَلْجُمْلَةُ الْخَبْرِيَّةُ বলে। যেমন- زَيْدٌ كَاتِبٌ যায়েদ লেখক। এখানে শ্রোতার সামনে উত্থাপিত বক্তার বাক্যটিতে বর্ণিত যায়েদ বাস্তবিকই লেখক হতে পারে বা নাও হতে পারে।

<u>اَلْجُمْلَةُ الْخَبْرِيَّةُ আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-</u>

(ক) اَلْجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ নামবাচক বাক্য :

কোন বাক্যের প্রথম অংশ যদি اسم বা নামবাচক বিশেষ্যের পর্যায়ভুক্ত হয়

www.pathagar.com

তবে তাকে اَلْجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ বলে। সহজ কথায় اسم বা বিশেষ্য দ্বারা যে বাক্য শুরু হয় তাকেই اَلْجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ বলে। যেমন- اَللّٰهُ وَاحِدٌ আল্লাহ্ এক।

উক্ত বাক্যে اَللّٰهُ শব্দটি مُسْنَدٌ اِلَيْهِ (উদ্দেশ্য-SUBJECT) এবং وَاحِد শব্দটি مُسْنَد (বিধেয়-PREDICATE)।

جُمْلَةُ اِسْمِيَّة এর مُسْنَد اِلَيْه কে مُبْتَدَأ এবং مُسْنَد কে خَبَر বলে। অতএব, উক্ত বাক্যে اَللّٰه শব্দটি হলো مُبْتَدَأ এবং وَاحِد শব্দটি হচ্ছে তার خَبَر -

তারকীব বা বাক্য বিশ্লেষণ করার সময় বলতে হবে اللّٰه। শব্দটি হলো مُبْتَدَأ এবং وَاحِد তার خَبَر সুতরাং مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে বাক্যটি جُمْلَةُ اِسْمِيَّة হয়েছে।

(খ) اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ ক্রিয়াবাচক বাক্য :

যদি কোন বাক্যের প্রথশ অংশ فعل বা ক্রিয়াবাচক শব্দ হয় তবে তাকে جُمْلَة فِعْلِيَّة বলে। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ যায়েদ মারল। এখানে ضَرَبَ হলো مُسْنَد এবং زَيْدٌ হচ্ছে مُسْنَد اِلَيْه -

جُمْلَة فِعْلِيَّة এর مُسْنَد اِلَيْه কে فَاعِل (ক্রিয়া) এবং مُسْنَد কে فِعْلٌ বা কর্তা বলে।

অতএব, এ বাক্যে ضَرَبَ হলো فعل এবং زَيْدٌ হচ্ছে তার فَاعِل -

সুতরাং তারকীব করার সময় বলতে হবে, ضَرَبَ হলো فِعْلٌ এবং زَيْدٌ তার فَاعِل এখন فعل ও فَاعِل মিলিত হয়ে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

২. اَلْجُمْلَةُ الاِنْشَائِيَّةُ (বর্ণনাবিহীন বাক্য) :

যে বাক্যে বক্তার কথা সত্য বা মিথ্যা বলে বর্ণনা করা যায় না; বরং তার বাক্যে আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, ইচ্ছা, আকাঙ্খা, আহ্বান, বিস্ময়, শপথ ইত্যাদি থাকে তাকে جُمْلَةُ اِنْشَائِيَّة বলে। যেমন- اُنْصُرْ তুমি সাহায্য কর, لاَتَضْرِبْ তুমি মেরো না, اِذْهَبْ তুমি যাও।

www.pathagar.com

اَلْجُمْلَةُ الانْشَائِيَّةُ এর اَقْسَامِ (প্রকার)সমূহ :

جُمْلَةُ انْشَائِيَّةُ মোট ১৩ প্রকার। যথা-

১. اَلاَمْرُ আদেশসূচক বাক্য। যেমন- اِضْرِبْ তুমি মার।

২. اَلنَّهْىُ নিষেধসূচক বাক্য। যেমন- لاَتَضْرِبْ তুমি মের না।

৩. اَلاِسْتِفْهَامُ প্রশ্নবোধক বাক্য। যেমন-

هَلْ ضَرَبَ زَيْدٌ যায়েদ কি মেরেছে?

৪. اَلتَّمَنِّى আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক বাক্য। যেমন- لَيْتَ زَيْدًا حَاضِرٌ যদি যায়েদ উপস্থিত হত! لَيْتَ اَبِى حَىٌّ হায়! আব্বা যদি জীবিত থাকতেন।

৫. اَلتَّرَجِّى আশা প্রকাশক বাক্য। যেমন- لَعَلَّ عَمْرُوا غَائِبٌ সম্ভবতঃ আমর অনুপস্থিত। لَعَلَّ خَالِدًا يَحْضُرُ আশা করা যায় খালিদ উপস্থিত হবে।

৬. اَلْعُقُوْدُ লেনদেন প্রকাশক বাক্য।

যেমন- بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ আমি ক্রয় এবং বিক্রয় করলাম।

৭. اَلنِّدَاءُ আহ্বানসূচক বাক্য। যথা- يَااَللّٰهُ হে আল্লাহ।

৮. اَلْعَرْضُ উৎসাহ প্রদায়ক বাক্য : যেমন- اَلاَتَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا তুমি আমাদের নিকট আসনা কেন, তাহলে তোমার কল্যাণ হত।

اَلاَتَجْلِسُ بِنَا فَنَتَكَلَّمَ مَعًا তুমি কি একটু বসবে না? তাহলে কথা বলতাম।

৯. اَلْقَسَمُ শপথ বাক্য। যেমন- وَاللّٰهِ لاَضْرِبَنَّ زَيْدًا আল্লাহর কসম, আমি যায়েদকে মারবই।

১০. اَلتَّعَجُّبُ আশ্চর্য ও বিস্ময় প্রকাশক বাক্য। যেমন-

مَااَحْسَنَهُ وَاَحْسِنْ بِه কত সুন্দর! কি চমৎকার।

مَا اَجْمَلَ هٰذَا الْبَيْتُ এ ঘরটা কতই না সুন্দর।

১১. اَلدُّعَاءُ মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনাসূচক বাক্য। যেমন-

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা কর।

www.pathagar.com

১২. اَلْمَدْحُ প্রশংসাসূচক বাক্য। যেমন- اَلْحَمْدُ لِلّٰه সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ যায়েদ ভাল লোক।

১৩. اَلذَّمُّ নিন্দাজ্ঞাপক বাক্য- بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ যায়েদ খারাপ লোক।

বিঃ দ্রঃ جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ তে ও جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ ও جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ উভয়টিই পাওয়া যায়। যেমন- أَاَنْتَ مَرِيْضٌ এটি হল جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এবং هَلْ ضَرَبَ زَيْدٌ হল جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ -

উল্লেখ্য, বাক্যতে مُسْنَدٌ اِلَيْه ও مُسْنَدٌ এর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, যদি مُسْنَدٌ اِلَيْه আগে আসে, তাহলে তা جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হবে।

আর যদি مُسْنَدٌ আগে আসে, তাহলে তা جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হবে।

অতএব, কোন বাক্যের প্রথমে "هَلْ" বা "أ" এ ধরনের অব্যয় থাকলে এগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। কারণ যেহেতু এগুলো مُسْنَدٌ বা مُسْنَدٌ اِلَيْه কিছুই হয় না। সুতরাং هَلْ ضَرَبَ زَيْدٌ হবে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ এবং أَاَنْتَ مَرِيْضٌ হবে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ -

তারকীব করার সময় هَلْ এবং "أ" এ সমস্ত অব্যয়কে حَرْفُ الاسْتِفْهَامِ বলা হবে। এছাড়া বাকী শব্দগুলো পূর্বে বর্ণিত নিয়মমত তারকীব করে শেষে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বা جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ বলতে হবে এবং শেষে اِنْشَائِيَّةٌ শব্দটি বাড়াতে হবে। যেমন-

هَلْ ضَرَبَ زَيْدٌ এ বলতে হবে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ এবং أَاَنْتَ مَرِيْضٌ এ বলতে হবে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ -

◆ مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٌ এর সংজ্ঞা :

যে مُرَكَّبٌ দ্বারা শ্রোতা কোন পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে না তাকে مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْد বলে। অথবা-

যে مُرَكَّبٌ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না

www.pathagar.com

এবং শ্রোতাও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে না তাকে مُرَكَّب غَيْر مُفِيد বলে। সাধারণত এ ধরনের مُرَكَّب বাক্য হতে পারে না, তবে বাক্যের অংশ হতে পারে। যেমন- اَحَدَ عَشَرَ - رَجُلٌ شَرِيْفٌ ইত্যাদি।

مُرَكَّب غَيْر مُفِيد **আবার তিন প্রকার। যথা-**

১. اَلْمُرَكَّبُ الاضَافِى সম্বন্ধবাচক যৌগিক শব্দ।

২. اَلْمُرَكَّبُ الْبَنَائِى মূল যৌগিক শব্দ।

৩. اَلْمُرَكَّبُ مَنْعُ الصَّرْف রূপান্তর অযোগ্য যৌগিক শব্দ।

১. اَلْمُرَكَّبُ الاضَافِى সম্বন্ধবাচক যৌগিক শব্দ :

مُضَاف ও مُضَاف اَلَيْه এর সংযোগে যে শব্দ সমষ্টি বা বাক্য গঠিত হয় তাকে مُرَكَّب اِضَافِى বলে। যথা- غُلَامُ زَيْدٍ যায়েদের ভৃত্য।

* একটি اسم কে অন্য একটি اسم এর সাথে সম্বন্ধ করাকে اِضَافَة বলে। যে اَسم এর সম্বন্ধ করা হয় তাকে مُضَاف বলা হয় এবং যে اِسم এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় তাকে مُضَاف اَلَيْه বলে।

এই مُضَاف ও مُضَاف اَلَيْه মিলেই مُرَكَّب اِضَافِى গঠিত হয়। উল্লেখ্য- مُضَاف اَلَيْه সর্বদা مَجْرُوْر বা যের যুক্ত হয়। তবে مُضَاف এর জন্য নির্ধারিত কোন اِعْرَاب নাই। عَامِل অনুযায়ী ইহার اِعْرَاب হবে। আর مُضَاف এ কখনও ال (আল বা আলিফ লাম) এবং تَنْوِين আসবে না।

২. اَلْمُرَكَّبُ الْبَنَائِى : মূল বা অপরিবর্তনীয় যৌগিক শব্দ :

যে বাক্যে দু'টি اِسْمْ কে একত্রিত করা হয় এবং দ্বিতীয় اسم টিতে একটি حَرَف বা অব্যয় مَحْذُوف (উহ্য) থাকে তাকে مُرَكَّب بِنَائِى বলে। যেমন اَحَدَعَشَرَ হতে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দগুলো। اَحَدَعَشَرَ মূলে ছিল اَحَدُوَّعَشَرَ উভয় সংখ্যাবাচক اسم। এর মধ্যে ব্যবহৃত যে وَاو টি ছিল তাকে حَذَف করে সংখ্যাবাচক ইস্‌মদ্বয়কে একত্রিত করে একটি اِسْمْ-এ পরিণত করা হয়েছে। তবে সংখ্যাবাচক শব্দের উভয় অংশেই فَتْحَة এর উপর مَبْنِى (মাবনী) হবে। অর্থাৎ উভয়

www.pathagar.com

ইস্‌ম-এর শেষ বর্ণটি যবর বিশিষ্ট হবে এবং তা স্থায়ী অবস্থায় থাকবে। কিন্তু اِثْنَاعَشَرَ ও اِثْنَتَا عَشَرَ ব্যতিক্রম। কারণ শব্দ দু'টির প্রথমাংশ مُعْرَب বা পরিবর্তনশীল।

৩. اَلْمُرَكَّبُ مَنْعُ الصَّرَف রূপান্তর অযোগ্য যৌগিক শব্দ :

যে مُرَكَّب এ দু'টি اسم কে একত্রিত করে একটি اسم-এ পরিণত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اسم টিতে কোন উহ্য حَرَف অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাকে اَلْمُرَكَّب مَنع الصَّرَف বলে। যথা– بَعْلَبَكٌّ একটি শহরের নাম। এ বাক্যে بَعْلٌ একটি মূর্তির নাম এবং بَكٌّ একজন বাদশাহর নাম। এ দু'টি اسم কে একত্র করে একটি اسم-এ পরিণত করা হয়েছে; কিন্তু উভয় اسْمٌ-এর মাঝে কোন গোপন হরফ নেই। অনুরূপ حَضَرَمَوْتُ এই বাক্যটি দু'টি اسم এর সমন্বয়ে গঠিত একটি সংযুক্ত اسم ইহা একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম।

اَلدَّرْسُ الثَّانِىُ দ্বিতীয় পাঠ

تَرْكِيْبُ الْجُمْلَةِ

বাক্য গঠন প্রণালী

جُمْلَة বা বাক্য গঠন করার জন্য কমপক্ষে দু'টি كَلِمَة বা শব্দের প্রয়োজন। আর সেই শব্দ দু'টিকে অধিকাংশ সময়ে لَفْظًا বা প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যায়। যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ - এই ধরনের বাক্যের একটি অংশ مُسْنَد এবং অপর অংশ مُسْنَد اِلَيْه হয়।

আবার কখনও বাক্যে ব্যবহৃত দু'টি শব্দের একটি প্রকাশ্য এবং অপরটি مَعْنَوِى (অপ্রকাশ্য বা উহ্য) হয়। যেমন– اِضْرِبْ তুমি প্রহার কর। এটি দেখতে একটি শব্দের মত হলেও মূলতঃ এটা একটা পূর্ণ বাক্য। ইহা একটি فعل বা ক্রিয়াবাচক শব্দ বা বাক্য। বাক্য এ জন্যেই যে فعل এর মাঝে فَاعِل (কর্তা) উহ্য রয়েছে।

www.pathagar.com

যে কোন جُمْلَةٌ (বাক্য) তে দুই এর অধিক كَلِمَةٌ (শব্দ) থাকতে হবে। তবে যতবেশী শব্দই হোক না কেন, তাতে কোন জটিলতা নেই। তবে শব্দ অধিক হলে مُسْنَد ও مُسْنَد اِلَيْه কে বের করা সহজতর হয় না। তাই তখন جُمْلَةٌ টিতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর কোনটি اسم, কোনটি فعل এবং কোনটি حَرف তা বের করতে হবে। এরপর কোনটি مُعْرَب, কোনটি مَبْنِى এবং কোনটি عَامِل ও কোনটি مَعْمُوْل তা নির্ধারণ করতে হবে। তাহলে এক শব্দের সাথে অন্য শব্দের সম্পর্ক কিরূপ তা জানা ও বুঝা যাবে। ফলে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের কোনটি مُسْنَد ও কোনটি مُسْنَد اِلَيْه তাও পরিষ্কারভাবে ধরা যাবে এবং جُمْلَةٌটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে জানা সম্ভবপর হবে।

আরবী ভাষায় বাক্য বা اَلْجُمْلَةُ প্রধানত পাঁচ প্রকার। যথা-

১. اَلْجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ ২. اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ ৩. اَلْجُمْلَةُ الظَّرْفِيَّةُ
৪. اَلْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ ৫. اَلْجُمْلَةُ الاسْتِفْهَامِيَّةُ - নিম্নে পর্যায়ক্রমে বাক্যগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা উত্থাপন করা হলো।

১. যে বাক্যের প্রথমে اسم থাকে তাকে جُمْلَة اسْمِيَّة বলা হয়। যথা- زَيْدٌ عَالِمٌ - এর প্রথমাংশ مُبْتَدَأ বা مُسْنَدْ اِلَيْه এবং দ্বিতীয়াংশ خَبَر বা مُسْنَد -

* جُمْلَة اسْمِيَّة -র مُبْتَدَأ সাধারণত ال দ্বারা অথবা اضَافَة বা صِفَة দ্বারা مَعْرِفَة হয়ে থাকে। যথা : اَلرَّجُلُ صَالِحٌ (লোকটি সৎ), رَجُلٌ صَالِحٌ نَائِمٌ (সৎ লোকটি নিদ্রিত), اَبُوْهُ صَالِحٌ (তার পিতা সৎ)।

خَبَر টি جُمْلَة اسْمِيَّة বা جُمْلَة فِعْلِيَّة হলে তাতে অবশ্যই একটি উহ্য বা প্রকাশ্য ضَمِيْر থাকবে যা مُبْتَدَأ-র দিকে নির্দেশ করবে।

যথা- زَيْدٌ جَاءَ - زَيْدٌ جَاءَ هُوَ (যায়িদ এসেছে), زَيْدٌ اَبُوْهُ صَالِحٌ (যায়িদের পিতা একজন সৎ লোক)।

২. যে বাক্যের প্রথমে فعل থাকে তাকে جُمْلَة فِعْلِيَّة বলে।

যথা- ذَهَبَ زَيْدٌ -

www.pathagar.com

* فعل বা ক্রিয়া এবং তার فَاعِل বা কর্তা এবং مَفْعُوْل বা কর্ম নিয়ে যে جُمْلَة বা বাক্য গঠিত হয় তাকে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ বা ক্রিয়াবাচক বাক্য বলা হয়। যেমন : حَضَرَ زَيْدٌ - যায়েদ উপস্থিত হয়েছে; ضَرَبَ زَيْدٌ خَالِدًا - যায়েদ খালেদকে প্রহার করেছে। প্রথম বাক্যে حَضَرَ ক্রিয়া বা فعل এবং زَيْدٌ তার فَاعِل বা কর্তা এবং দ্বিতীয় বাক্যে ضَرَبَ ক্রিয়া বা فعل এবং زَيْدٌ তার فَاعِل এবং خَالِدًا তার مَفْعُوْل বা কর্ম, কোন কোন সময় جُمْلَة فِعْلِيَّة-র فعل ও তার فَاعِل এবং فعل এর সাথে সম্পর্কিত কোন পদ নিয়েও جُمْلَةٌ فِعْلِيَّة গঠিত হয়। যথা- ذَهَبَ زَيْدٌ اِلَى الْبَيْتِ -যায়িদ বাড়ি গিয়েছে। এই বাক্যে ذَهَبَ ক্রিয়া এবং زَيْدٌ শব্দটি فَاعِل আর اِلَى الْبَيْتِ শব্দদ্বয় جَر ও مَجْرُوْر রূপে মিলে বাক্যাংশ হয়ে তা فعل-র সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। فعل এর فَاعِل (কর্তা) সাধারণত প্রকাশ্য থাকে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা অপ্রকাশ্য বা ضَمِيْر ও হতে পারে। যেমন جَاءَ মূলে (جَاءَ هُوَ)।

<u>جُمْلَة فِعْلِيَّة সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলোর স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক।</u>

* جُمْلَة فِعْلِيَّة তে فعل সর্বদাই فَاعِل এর পূর্বে বসে, যথা- جَاءَ زَيْدٌ; যদি কখনও فَاعِل টি فعل এর পূর্বে বসে তখন ঐ جُمْلَة কে جُمْلَة فِعْلِيَّة না বলে جُمْلَة اِسْمِيَّة এবং فَاعِل টিকে مُبْتَدَأ বলা হয়।

যথা- زَيْدٌ جَاءَ -

* جُمْلَة فِعْلِيَّة র فَاعِل এক বচনই হউক বা দ্বিবচন কিংবা বহুবচনই হউক, তৎপূর্ববর্তী فعل সর্বদাই একবচনই হবে; যথা- ذَهَبَ رَجُلٌ - ذَهَبَ رَجُلَانِ - ذَهَبَ رِجَالٌ কিন্তু যখন فعل টি مُبْتَدَأ-র পরে বসে (এবং فعل এর অন্তর্ভুক্ত ضَمِيْر টি فَاعِل এর কাজ করে), তখন فعل টিও مُبْتَدَأ-র ন্যায় একবচন, দ্বিবচন কিংবা বহুবচন হবে।

যথা- اَلْمُسْلِمُ قَامَ - اَلْمُسْلِمَانِ قَامَا - اَلْمُسْلِمُوْنَ قَامُوْا

www.pathagar.com

* যদি فَاعِل টি مُؤَنَّث حَقِيْقِى হয় তাহলে فعل সর্বদা مُؤَنَّث হবে। যথা– جَاءَت امْرَأَةٌ - কিন্তু যদি فعل ও فَاعِل-র মধ্যে অন্য কোন শব্দ বসে, তাহলে فعل টি مُذَكَّر বা مُؤَنَّث উভয়রূপেই ব্যবহৃত হতে পারে। যথা– جَاءَتِ الْيَوْمَ امْرَأَةٌ বা جَاءَ الْيَوْمَ امْرَأَةٌ একজন স্ত্রীলোক আজ এসেছিলো।

* فَاعِل যদি جَمع مُكَسَّر বা مُؤَنَّث غَيْرُ حَقِيْقِى হয়, তাহলে তার পূর্ববর্তী فعل যে কোন লিঙ্গের হতে পারবে, যথা– طَلَعَت الشَّمْسُ বা طَلَعَ الشَّمْسُ, جَاءَتِ الرِّجَالُ বা جَاءَ الرِّجَالُ কিন্তু فَاعِل টি فعل এর পূর্বে বসলে فعل সর্বদা مُؤَنَّث হবে। যথা– اَلرِّجَالُ ذَهَبَت - اَلشَّمْسُ طَلَعَت - শেষের উদাহরণের فعل টি جَمع مُذَكَّر এর صِيْغَة ও হতে পারে, যথা– اَلرِّجَالُ جَاؤُوْا -

* কর্মবাচ্য বা مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ কে فَاعِل র-فعل مَجْهُوْل বলা হয়। এই مَفْعُوْل ও সর্ববিষয়ে فِعْلِ مَعْرُوْف-র ন্যায় হয়ে থাকে।

৩. اَلْجُمْلَةُ الظَّرْفِيَّةُ আধার/সময় ও স্থানজ্ঞাপক বাক্য :

যে বাক্যের প্রথম অংশ ظَرْف ও তার فَاعِلْ মিলে গঠিত হয় তাকে جُمْلَةُ ظَرْفِيَّة বলে। যেমন– عِنْدِىْ مَالٌ আমার নিকট সম্পদ আছে। এ বাক্যে عِنْدِىْ হল ظَرْف এবং مَالٌ তার فَاعِل হয়েছে। উল্লেখ্য ইহা خَبْر مُقَدَّم ও مُبْتَدَاء مُؤَخَّر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة ও হতে পারে। যথা– فِى الدَّارِ رَجُلٌ ঘরের ভিতর একজন পুরুষ।

৪. যে বাক্যের প্রথমে حَرْف شَرط থাকে তাকে جُمْلَة شَرْطِيَّة বলা হয়। যথা– اِنْ تَذْهَبْ اَذْهَبْ

সাধারণতঃ اَلْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّة দু'টি اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ দ্বারা কিংবা একটি اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ এবং অপরটি جُمْلَةُ اِسْمِيَّة দ্বারা গঠিত হয়। প্রথম جُمْلَة-র পূর্বে সাধারণত একটি حَرْف شَرْط বসে এবং সে জন্যই একে شَرْط বলা হয় এবং দ্বিতীয় جُمْلَة টিকে এর جَزَاء বা ফল বলা হয়।

www.pathagar.com

জُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলো স্মরণ রাখা আবশ্যক।

* جُمْلَة شَرْطِيَّة-র شَرْط এবং جَزَاء উভয়টি فعْل مُضَارِع হলে, উভয় مُضَارِع এর শেষ অক্ষরে جَزَم হবে। যথা- اِنْ تَنْصُرْ اَنْصُرْ (তুমি সাহায্য করলে আমিও সাহায্য করব)।

* جُمْلَة شَرْطِيَّة তে যদি শুধু شَرْط টি مُضَارِع হয় তবে এর শেষ অক্ষরে جَزَمْ হবে। যথা- اِنْ تَجْلِسْ اَجْلَسُ (তুমি বসলে আমিও বসব)।

* جُمْلَة شَرطِيَّة-র কেবল মাত্র جَزَاء টি (শেষ অংশটি) فعْل مُضَارِع হলে তার শেষ অক্ষরে ইচ্ছাধীনভাবে جَزَم ব্যবহৃত হবে। যেমন- اِنْ تَنْصَرْتَنِىْ اَنْصُرُكَ (তুমি আমাকে সাহায্য করলে আমিও তোমাকে সাহায্য করব)।

* جُمْلَة شَرْطِيَّة-র جَزَاء টি اَلْمُضَارِعُ الْمُنْفِى بِلاَ হলে তার পূর্বে فَ বসা ইচ্ছাধীন। যথা- اِنْ تَجْلِسْ فَلاَ اَجْلِسُ তুমি বসলে আমি বসব না।

* جُمْلَة شَرْطِيَّة এর جَزَاء টি اَلْفِعْلُ الْمَاضِى হলে এবং مَاضِى-র সাথে قَد না হলে অথবা جَزَاء টি لَم যুক্ত اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع হলে তাতে কখনও ف যুক্ত হবে না, যথা- اِنْ نَصَرْتَ نَصَرْتُ তুমি সাহায্য করলে আমিও সাহায্য করব। اِنْ نَصَرْتُ لَمْ اَنْصُرْ তুমি সাহায্য করলে আমি সাহায্য করব না।

* جُمْلَة شَرْطِيَّة এর جَزَاء উল্লিখিত শব্দসমূহ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ বিশিষ্ট হলে তার পূর্বে সর্বদা ف যুক্ত হবে, যথা- اِنْ فَعَلْتَ هذَا فَانْتَ عَالِمٌ যদি তুমি এরূপ কর, তবে তুমি নিশ্চয় বিদ্বান।

৫. যে বাক্যের প্রথমে حَرْف اسْتِفْهَام থাকে তাকে جُمْلَة اِسْتِفْهَامِيَّة বলা হয়। যথা- هَلْ كَتَبْتَ তুমি কি লিখেছ?

একটি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোর কোনটিকে কি বলে তা তারকীব অর্থাৎ বাক্য বিশ্লেষণ অংশে দেখুন।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ তৃতীয় পাঠ

اَلْمُعْرَبُ وَالْمَبْنِى

পরিবর্তন ও অপরিবর্তনযোগ্য শব্দ

আরবী ব্যাকরণের নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর শেষাক্ষরে اعراب-এর পরিবর্তন হয়ে থাকে। আবার কতগুলোর শেষে কোন রদবদল হয় না। বাক্যে ব্যবহৃত عامل-এর প্রতিক্রিয়ার ফলে-ই এমনটা হয়। যেমন– جَاءَ زَيْدٌ যায়েদ এসেছে। رَأَيْتُ زَيْدًا আমি যায়েদকে দেখেছি, مَرَرْتُ بِزَيْدٍ আমি যায়েদের সাথে গিয়েছি। উক্ত বাক্যগুলোতে زَيْدٌ শব্দে কখনও পেশ, আবার কখনও যবর বা যের হয়েছে।

অন্য ক্ষেত্রে جَاءَ هٰؤُلَاءِ এরা এসেছে, رَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ আমি এদেরকে দেখেছি, وَمَرَرْتُ بِهٰؤُلَاءِ এবং আমি এদের সাথে গিয়েছি। এ তিনটি বাক্যের هٰؤُلَاءِ শব্দের শেষাক্ষরের اعراب-এর কোন রদবদল হয়নি, বরং সর্বাবস্থায় যের বহাল রয়েছে।

আরবী ব্যাকরণবিদগণ উক্ত প্রথম প্রকারের নাম দিয়েছেন اِسْمُ الْمُعْرَبِ (পরিবর্তনশীল বিশেষ্য)। আর দ্বিতীয় প্রকারের নাম দিয়েছেন اِسْمُ الْمَبْنِى বা অপরিবর্তনশীল বিশেষ্য।

◆ جَاءَ زَيْدٌ এই বাক্যে جَاءَ ক্রিয়াটি عَامِل, زَيْدٌ বিশেষ্যটি مُعْرَب, শব্দের ضَمَّةٌ বা পেশ দু'টি হলো اِعْرَابٌ বা কারক চিহ্ন এবং উক্ত زَيْدٌ শব্দের "د" হরফটি হল مَحَلُّ الاعْرَابِ বা কারক চিহ্ন ব্যবহারের স্থান। عامل এর কারণে যে শব্দের শেষাক্ষরে পরিবর্তন সাধিত হয়, সে শব্দকে مَعْمُوْل বলে। তাই مُعْرَب কে مَعْمُوْل বলা হয়।

উল্লেখ্য, مُعْرَب এর শেষ অক্ষরে যে হরকত বা اِعْرَاب এর রদবদল হয় তা কিন্তু আপনা আপনি ঘটে না; বরং তা হয় কোন عامل-এর কারণে। এই পরিবর্তন হয় মূলতঃ বাক্যে ব্যবহৃত اسم বা বিশেষ্য فعل বা ক্রিয়া

www.pathagar.com

এবং حَرَف বা অব্যয় ব্যবহৃত হওয়ার কারণে। অতএব যা مُعْرَب এর শেষে পরিবর্তন ঘটায় তাকে عَامِل বলে। এর বহুবচন عَوَامِل -

কিন্তু উক্ত عَامِل গুলো مَبْنِى তে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, তাই عَامِل আসলে مَبْنِى এর অবস্থা একই রকম থাকে।

নিম্নে আরবী ব্যাকরণে ব্যবহৃত مُعْرَب ও مَبْنِى এর সংজ্ঞা লক্ষ্য করুন :

* عَامِل এর পরিবর্তনের কারণে বাক্যে ব্যবহৃত যে সকল শব্দসমূহের শেষাক্ষরে যে اِعْرَاب বা حَرْكَة (কারক চিহ্ন) এর পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে اَلْمُعْرَب বলে। যেমন- ذَهَبَ زَيْدٌ যায়েদ গিয়েছে, رَأَيْتُ زَيْدًا আমি যায়েদকে দেখেছি। وَذَهَبْتُ بِزَيْدٍ আমি যায়েদের সাথে গিয়েছি।

উক্ত বাক্যগুলোতে عَامِل সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াটি زَيْدٌ শব্দে বিভিন্ন اِعْرَاب দিয়েছে।

* عَامِل বা কারক শক্তির ব্যবহার সত্ত্বেও যে اِسْمْ বা শব্দের اِعْرَاب সর্বাবস্থায় একই থাকে তাকে اَلْمَبْنِى বলে। যেমন-

جَاءَ هٰؤُلَاءِ - رَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ - وَمَرَرْتُ بِهٰؤُلَاءِ এই তিনটি বাক্যে عَامِل এর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু هٰؤُلَاءِ শব্দটির শেষের هَمْزَه র حَرْكَة এর কোন পরিবর্তন হয়নি। মূলতঃ عَامِل এর পরিবর্তন সত্ত্বেও যে শব্দের اِعْرَاب এর কোন পরিবর্তন হয় না সে শব্দই مَبْنِى নামে পরিচিত।

জ্ঞাতব্য :

عَامِل কখনো প্রকাশ্য এবং কখনো অপ্রকাশ্য হয়। عَامِل যদি প্রকাশ্য হয়, তবে তাকে عَامِلٌ لَفْظِىٌّ বলে। আর عَامِل যদি অপ্রকাশ্য হয়, তবে তাকে عَامِلٌ مَعْنَوِىٌّ বলে। এ عَامِلগুলো اَلْمُعْرَب এর পূর্বে বসে শেষ বর্ণে বিভিন্ন حَالَت বা অবস্থার সৃষ্টি করে। তখন এ حَالَة বা অবস্থা বুঝাতে مُعْرَب এর শেষে বিভিন্ন হরকত বা হরফ আসে। এই হরকত বা হরফকে اِعْرَاب বা কারক চিহ্ন বলে।

www.pathagar.com

◆ اِعْرَاب বা কারক চিহ্ন দু'প্রকার। যথা-

১. اَلاِعْرَابُ بِالْحَرَكَات - হরকত প্রয়োগের মাধ্যমে ই'রাব প্রদান। হরকত ৩টি যথা- ضَمَّة পেশ, فَتْحَة যবর, كَسْرَة যের।

২. اَلاِعْرَابُ بِالْحُرُوْف - হরফ প্রয়োগের মাধ্যমে ই'রাব প্রদান। হরকতের অর্থে হরফ ৩টি। যথা- يَاء - اَلِف - وَاو

উক্ত মোট ছয়টি اِعْرَاب এর যে কোন একটি المعرب শব্দের শেষে যুক্ত হলে তিনটি حَالَة বা অবস্থার সৃষ্টি হয়। যথা-

ক. حَالَةُ الرَّفْع রফা বা পেশের অবস্থা,

খ. حَالَةُ النَّصْب নসব বা যবরের অবস্থা,

গ. حَالَةُ الْجَرّ বা যের এর অবস্থা।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে উদাহরণসহ উক্ত حَالَتْ গুলোর একটি নমুনা দেয়া হল।

اِعْرَابُ পরিবর্তনের দিক	رَفْع এর অবস্থা	نَصْب এর অবস্থা	جَرّ এর অবস্থা
اِعْرَابُ بِالْحَرَكَات	جَاءَ زَيْدٌ	رَأَيْتُ زَيْدًا	مَرَرْتُ بِزَيْدٍ
اِعْرَابُ بِالْحُرُوْف	جَاءَ اَخُوْكَ	رَأَيْتُ اَخَاكَ	مَرَرْتُ بِاَخِيْكَ
اِعْرَابُ بِالْمَعْنى	جَاءَ مُوْسى	رَأَيْتُ مُوْسى	مَرَرْتُ بِمُوْسى

◆ ইতিপূর্বে পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীল বিশেষ্যের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আলোচনাটা হয়েছে বিশেষ্য ভিত্তিক। এবার আলোচনা হবে ক্রিয়াবাচক শব্দের ভিত্তিতে। অতএব ব্যবহারের দিক দিয়ে اِسم এর ন্যায় فِعل ও দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب পরিবর্তনশীল ক্রিয়া :

২. اَلْفِعْلُ الْمَبْنِى অপরিবর্তনশীলন ক্রিয়া :

www.pathagar.com

◆ اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب পরিবর্তনশীলন ক্রিয়া :

عَامِل এর পরিবর্তনের কারণে যে ক্রিয়া বাচক শব্দের اِعْرَاب পরিবর্তিত হয়ে যায় তাকে اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب বলে। যথা-

هُوَ يَنْصُرُ - لَنْ يَّنْصُرَ - لَمْ يَنْصُرْ -

উল্লেখ্য, فِعْلِ مُضَارِع এর যে সকল ছীগাহ جَمع مُؤَنَّث এর ن এবং تَاكِيْد এর ن হতে মুক্ত সেগুলো সব اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب এর পর্যায়ভুক্ত।

◆ اَلْفِعْلُ الْمَبْنِى **অপরিবর্তনশীল ক্রিয়া :**

যে فعل এর اِعْرَاب সর্বাবস্থায় একইরূপে থাকে, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَبْنى বলে। যথা- يَنْصُرْنَ - تَنْصُرْنَ - لَيَنْصُرُنَّ ইত্যাদি।

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ চতুর্থ পাঠ

اَقْسَامُ الْفِعْلُ الْمَبْنى

اَلْفِعْلُ الْمَبْنِى মোট চার প্রকার। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِى অতীতকালীন ক্রিয়া।

২. اَلاَمْرُ الْحَاضِرِ لِلْمَعْرُوْف আদেশসূচক কর্তৃবাচ্যের মধ্যম পুরুষ।

৩. اَلنَّهِىُ الْحَاضِرِ لِلْمَعْرُوْف নিষেধসূচক কর্তৃবাচ্যের মধ্যম পুরুষ।

৪. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর যে সব ছীগাহ جَمْع مُؤَنَّث এর ن এবং تَاكِيْد এর ن যুক্ত (ক্রিয়াসমূহ)।

বিঃ দ্রঃ اَلْمُعْرَب এর অপর নাম اَلاِسْمُ الْمُتَمَكِّن এবং اَلاِسْمُ الْمَبْنِى এর অপর নাম اَلاِسْمُ غَيْرِ الْمُتَمَكِّن -

◆ اَقْسَامُ الْمُعْرَب **(পরিবর্তনশীল বিশেষ্য এর প্রকারভেদ)**

আরবী ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত পরিবর্তনশীল বিশেষ্য দু'প্রকার। যথা-

www.pathagar.com

১. اَلْمُنْصَرِف পরিবর্তনীয়, রূপান্তর যোগ্য।

২. غَيْرُ الْمُنْصَرِف অপরিবর্তনীয়, রূপান্তরহীন।

◆ اَلْمُنْصَرِفُ : **পরিবর্তনীয়, রূপান্তর যোগ্য**

যে اسم এর শেষে تَنْوِيْن (তানবীন) থাকে এবং اِعْرَاب এর যাবতীয় হরকতসমূহ ব্যবহৃত হয় তাকে আল মুনছারিফ বলে। অথবা যে اَلاِسْمُ سَبَب এর মধ্যে مَنْعُ الصَّرْف এর নয়টি سَبَب হতে দু'টি مُعْرَب কিংবা দুই سَبَب এর স্থলাভিষিক্ত বা সমকক্ষ একটি سَبَب ও পাওয়া যায় না তাকে মুনছারিফ বলে। যেমন– ذَهَبَ زَيْدٌ (যায়েদ গিয়েছে)। এই বাক্যটিতে زَيْدٌ মুনছারিফ। কেননা زَيْدٌ এর মধ্যে দু'সবব বা দু'সবব এর স্থলাভিষিক্ত কোন সবব নেই।

উল্লেখ্য, مُنْصَرِف তার শেষ হরফে তানবীহসহ তিন প্রকার ইরাব গ্রহণ করে। তিন প্রকার ইরাব বলতে رَفَع - نَصَب ও جَر এ সমস্ত ই'রাবকে বুঝান হয়েছে। যেমন–

رَفَع - جَاءَ زَيْدٌ বা কর্তৃকারকের অবস্থায় পেশ।

نَصَب - رَأَيْتُ زَيْدًا বা কর্মকারকের অবস্থায় যবর।

جَر - غُلَامُ زَيْدٍ حَاضِرٌ বা সম্বন্ধ পদের অবস্থায় যের।

◆ غَيْرُ الْمُنْصَرِفُ **অপরিবর্তনীয়, রূপান্তরহীন।**

আরবী ভাষায় غَيْرُ الْمُنْصَرِفُ এর মূল পরিচয় বহনকারী ৯টি বিষয় আছে। যথা–

(১) عَدْلٌ (পরিবর্তিত শব্দ), (২) وَصْفٌ (বিশেষণ), (৩) تَانِيْثٌ (স্ত্রীলিঙ্গ), (৪) مَعْرِفَةٌ (নির্দিষ্ট), (৫) عُجْمَةٌ (অনারবী শব্দ), (৬) جَمْعٌ (বহুবচন), (৭) تَرْكِيْبٌ (যৌগিক শব্দ), (৮) وَزْنُ الْفِعل (ক্রিয়ার সাদৃশ্য), (৯) اَلِفٌ وَنُوْنٌ زَائِدَتَانِ (অতিরিক্ত আলিফ ও নূন)।

উক্ত ৯টি বিষয়কে غَيْرُ مُنْصَرِف এর سَبَبْ বা কারণ বলা হয়।

www.pathagar.com

অতএব, যদি কোন اسم বা বিশেষ্য এর মাঝে غَيْرِ مُنْصَرِف এর নয়টি سَبَب এর দু'টি অথবা দু'টির স্থলাভিষিক্ত একটি سَبَب পাওয়া যায় তাহলে সেই اسم কে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ বলা হবে। যেমন– عُصَافِيْرُ আর যদি এই সমস্ত সবব এর কোন সবব কোন ইস্‌ম-এর মধ্যে না পাওয়া যায় তবে তাকে مُنْصَرِف বলা হবে।

উল্লেখ্য, عَامِل এর পরিবর্তনের দরুন مُنْصَرِف এর শেষের اعْرَاب বা হরকত পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিন্তু غَيْرُ مُنْصَرِفٌ তার বিপরীত। অর্থাৎ মুনছারিফ এর মধ্যে তানবীন ও কাসরাহসহ সমস্ত হরকত ব্যবহৃত হয়, কিন্তু غَيْرُ مُنْصَرِف এর মধ্যে تَنْوِيْن (তানবীন) ও كَسْرَة ব্যবহৃত হয় না।

غَيْرُ مُنْصَرِف এর প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল।

১. اَلْعَدْلُ পরিবর্তিত শব্দ :

عَدَل হচ্ছে শব্দের প্রকৃতরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হওয়া। এ রূপান্তর حَقِيْقِي (প্রকাশ্য)ভাবেও হতে পারে অথবা تَقْدِيْرِي (অপ্রকাশ্য)ভাবেও হতে পারে যেমন– عَامِر হতে عُمَرُ – এই শব্দটিতে দু'টি سَبَب আছে। তা হলো (ক) শব্দটি مَعْرِفَة বা নির্দিষ্ট নামবাচক এবং (খ) শব্দটি عَدَل অর্থাৎ পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত শব্দ হয়েছে। অনুরূপভাবে ثُلُثُ হতে مَثْلَثُ, اخَر হতে اُخَرُ, اَجْمَع হতে جُمَعُ ইত্যাদি।

* عَدَل কখনো وَزْنُ فِعْلُ এর সাথে একত্রিত হয় না। এটা কেবল عَلَمِيَّه বা নামবাচক বিশেষ্য এবং وَصْفٌ এর সাথে মিলিত হয়।

২. اَلْوَصْفُ বিশেষণ বা গুণবাচক শব্দ :

وَصْفُ বা গুণবাচক শব্দসমূহ غَيْرُ مُنْصَرِفٌ এর سَبَب হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, শব্দটি মূল গঠনেই গুণের জন্য নির্ধারিত হওয়া। যেমন– مَثْلَثُ এটি ثَلَاثُ শব্দের বিশেষণ। এ শব্দের غَيْرُ مُنْصَرِف এর দু'টি سَبَب পাওয়া গেছে, তাহলো عَدَل ও وَصَف – অনুরূপভাবে اَحْمَرُ শব্দটিতে দু'টি সবব আছে, তাহলো وَصْفٌ গুণবাচক ও وَزْنُ الْفِعْلِ –

www.pathagar.com

৩. اَلتَّانِيْثُ স্ত্রীলিঙ্গ :

কোন اِسْمٌ-এ স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন থাকা। غير المنصرف টি تانيث হওয়ার জন্য শর্ত হলো নির্দিষ্ট নামবাচক হওয়া। যেমন- زينب - طلحة এখানে طَلْحَةُ শব্দটি ة দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ এবং زَيْنَبُ শব্দটি লুপ্ত স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ- এই শব্দদ্বয়ের অন্য سَبَب হলো عَلَمْ (নামবাচক)

تانيث দুই প্রকার। (ক) تانيث بالتاء, (খ) تانيث معنوى। আর تانيث-এর চিহ্ন চারটি। যথা- (১) প্রকাশ্য ة, (২) অপ্রকাশ্য ة, (৩) الف مقصورة, (৪) الف ممدودة।

حُبْلَى শব্দটি আলিফে মাকসূরা দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ এবং حَمْرَاء এ শব্দটি আলিফে মামদূদা দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ- এ ধরনের স্ত্রীলিঙ্গগুলো দু'টি সবব-এর সমান।

৪. اَلْمَعْرِفَةُ নির্দিষ্ট :

এখানে مَعْرِفَة দ্বারা عَلَمْ বা নির্দিষ্ট নাম উদ্দেশ্য। যথা- زَيْنَبُ ,فَاطِمَةُ, طَلْحَةُ ইত্যাদি। এগুলোতে দু'টি করে সবব আছে। যথা- عَلَمٌ ও تَانِيْثٌ -

৫. اَلْعُجْمَةُ অনারবী শব্দ :

আরবী ভাষায় ব্যবহৃত অনারবী শব্দকে عُجْمَة বলে। যথা- اِبْرَاهِيْمُ, اِسْمَاعِيْلُ ইত্যাদি। এদের মধ্যে দু'টি সবব আছে। যথা- عَلَمْ ও عُجْمَة -

৬. اَلْجَمْعُ বহুবচন :

এখানে جَمَع দ্বারা جَمْعَ مُنْتَهى الْجُمُوْعِ বা চূড়ান্ত বহুবচন উদ্দেশ্য। এটা ঠিক فَعَالِلُ ও فَعَالِيْلُ এর মাপে আগত جمع কে বুঝান হয়েছে। যেমন- مَسَاجِدُ এবং دَوَابٌ ও مَصَابِيْحُ এ তিনটির মাঝে একটি করে সবব আছে। আর তাহলো- جَمْعُ مُنْتَهى الْجُمُوْعِ-এইগুলো দুই সববের সমান।

৭. اَلتَّرْكِيْبُ যৌগিক শব্দ :

কোন শব্দ যখন اسناد কিংবা اضافة কিংবা কোন حَرْف এর মাধ্যম ছাড়াই مُرَكَّب বা যুক্তরূপ লাভ করে তখন তাকে تَرْكِيْب বলে।

www.pathagar.com

যেমন- بَعْلَبَكٌّ একটি শহরের নাম। مَعْدِيْكَرَبَ এক ব্যক্তির নাম। شَابَ قَرْنَاهَا এক মহিলার উপাধি, এদের মধ্যে দু'টি সবব রয়েছে।

যথা- مَعْرِفَة (عَلَمْ) ও تَرْكِيْبُ -

৮. وَزْنُ الْفِعْلُ ক্রিয়ার ওযন :

فعل থেকে স্থানান্তরিত ব্যক্তিবাচক عَلَم কিংবা مَاضِى ও مُضَارِع এর ছীগাসমূহের যে কোন একটির মাপে আগত ইস্‌মকে وَزْنُ الْفِعْلُ বলে। যেমন- اَنْصُرُ, اَحْمَدُ এই শব্দদ্বয়ের মাঝে দু'টি সবব পাওয়া যায়। যথা- وَزْنُ فِعْلُ ও عَلَم নামবাচক।

৯. اَلِفُ وَنُوْنُ زَائِدَتَانِ অতিরিক্ত আলিফ ও নূন :

যে ইস্‌ম-এর মূল অক্ষরের পর আলিফ ও নূন অতিরিক্ত থাকে, তাকে اَلِفُ وَنُوْنِ زَائِدَتَانِ বলে। যথা- عِمْرَانُ ,عُثْمَانُ ,سَكْرَانِ ইত্যাদি। এ শব্দগুলোর মধ্যে عِمْرَانِ ও عُثْمَانِ এ শব্দদ্বয়ের দু'টি করে সবব আছে। যথা- عَلَمْ এবং اَلِفْ وَنُوْنِ زَائِدَتَانِ এমনিভাবে سُكْرَانِ এর মধ্যেও দু'টি সবব আছে। তাহলো- وَصْفُ ও اَلِفْ وَنُوْن زَئِدَتَانِ।

الدَّرْسُ الْخَامِسُ পঞ্চম পাঠ

اَقْسَامُ الاِسْمُ الْمَبْنِى

অপরিবর্তনশীল বিশেষ্য এর শ্রেণী বিভাগ

আরবী ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত অপরিবর্তনশীল বিশেষ্যসমূহ মোট এগার প্রকার। তবে এগার প্রকার অপরিবর্তনশীল বিশেষ্য-এর প্রথম আট প্রকার মাব্‌নীকে اَلاِسْمُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنْ বলে।

উল্লেখ্য : مَبْنِى اَصَل এর اِسْم ঐ اَلاِسْمُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّنْ কে বলে। যা

www.pathagar.com

সাথে مُشَابِهَةَ বা সামঞ্জস্য রাখে। এ ক্ষেত্রে مَبْنِى কে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেখানো যেতে পারে। তা হলো–

(ক) اَلْمَبْنِى الاَصلى :

অর্থাৎ মাবনী আসল বা মূল মাবনী বলতে– (১) আরবী ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত حَرَف বা অব্যয়, (২) اَلْفِعْلُ الْمَاضِى বা অতীতকালীন ক্রিয়া এবং (৩) الاَمْرُ الْحَاضِر لِلْمَعْرُوف বা আদেশসূচক কর্তৃবাচ্যের মধ্যম পুরুষ এই তিন প্রকারকে اَلْمَبْنِى الاَصلى বা মূল অপরিবর্তনশীল শব্দ বলা হয়।

(খ) مُشَابَةُ الْمَبْنِى :

১. اَلاسْمُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّن এর ছীগাহগুলো এবং ২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর যাবতীয় বিষয়গুলো, পূর্বেল্লোখিত اَلْمَبْنِى الاَصلى এর সাথে مُشَابِهَةَ বা সামঞ্জস্য রাখে বিধায় এ দু'টিকে مُشَابَةُ الْمَبْنِى বলে।

* اَلاسْمُ الْمُتَمَكِّن :

اَلْمَبْنِى الاَصلى এর সাথে যে সমস্ত اسم এর কোন مُشَابِهَةَ বা সাদৃশ্য নেই তাকে اَلاسْمُ الْمُتَمَكِّن বলে। এর অপর নাম اَلاسْمُ الْمُعْرَب -

◆ اَقْسَامُ الاسْمُ الْمَبْنِى সহ اَلاسْمُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّن এর বিষয়গুলো নিম্নে বিস্তারিত পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো–

উল্লেখ্য ১ থেকে ৮ পর্যন্ত اَلْمَبْنِى গুলো اَلاسْمُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّن এর অন্তর্ভুক্ত।

১. اَلْمُضْمَرَاتُ সর্বনামসমূহ :

مُضْمَرَاتُ শব্দটি مُضْمَرٌ এর বহুবচন। مُضْمَرٌ এর অপর নাম ضَمِيْرٌ বা সর্বনাম। مُتَكَلِّم، حَاضِر ও غَائِب এর জন্য নামের পরিবর্তে যে اسم ব্যবহৃত হয় তাকে ضَمِيْر বলে। যেমন– اَنَا আমি, اَنْتَ তুমি, نَحْنُ আমরা ইত্যাদি।

বাংলায় একে বলে সর্বনাম এবং ইংরেজীতে বলে PRONOUN.

* ضَمِيْر বা সর্বনাম সম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা আরবী ব্যাকরণের اَقْسَامُ الاسم এর শ্রেণী বিভাগের পঞ্চম প্রকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

২. اَسْمَاءُ الاِشَارَاتِ ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্যসমূহ :

যে সকল اِسْمٌ দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত বা নির্দেশ করা বুঝায় তাকে اَسْمَاءُ الاِشَارَاتِ বলে। যথা- هٰذَا এটা, ইহা, ذٰلِكَ তা, উহা ইত্যাদি।

اَسْمَاءُ الاِشَارَاتِ সম্পর্কে বিস্তারিত কথা اَقْسَامُ الاِسْمِ এর শ্রেণী বিভাগের তৃতীয় প্রকারে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. اَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلاَتِ সম্বন্ধবাচক বিশেষ্যসমূহ :

যে সকল اِسْمٌ বা বিশেষ্য তার পরে বর্ণিত جُمْلَة বা বাক্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তাকে اَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلاَتِ বলে। যেমন- جَاءَ الَّذِىْ هُوَ عَالِمٌ যিনি এসেছেন তিনি আলেম। এখানে اَلَّذِىْ শব্দটি مَوْصُوْلَةٌ যা هُوَ عَالِمٌ এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করেছে।

اَقْسَامُ الاِسْمِ বা নামবাচক বিশেষ্য এর শ্রেণী বিভাগের ৪র্থ প্রকারে اَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلاَتِ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪. اَسْمَاءُ الاَفْعَالِ ক্রিয়ার অর্থসূচক বিশেষ্যসমূহ :

যে সমস্ত শব্দ اِسْمٌ হওয়া সত্ত্বেও فِعْلٌ বা ক্রিয়াবাচক শব্দের অর্থ প্রদান করে কিন্তু فِعْل এর মত রূপান্তরিত হয় না তাকে اِسْمُ الْفِعْل বা ক্রিয়ার অর্থসূচক বিশেষ্য বলে। এগুলো فِعْل এর অর্থ প্রদান করলেও যেহেতু اِسْم তাই এতে فِعْل এর কোন আলামত বা চিহ্ন পাওয়া যায় না।

اَسْمَاءُ الاَفْعَالِ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

(ক) এমন ইস্‌ম যা অতীতকালের অর্থ দেয়। যেমন- هَيْهَاتَ زَيْدٌ (যায়েদ দূর হয়েছে)। এখানে هَيْهَاتَ শব্দটি اِسْمِ فِعْل এবং তা فِعْل مَاضِى এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। فِعْلِ مَاضِى এর অর্থ প্রদানকারী ইস্‌মসমূহ নিম্নরূপ :

১. هَيْهَاتَ (দূর হয়ে গেছে)- بَعُدَ অর্থে।

www.pathagar.com

২. شَتَّانَ (দূর হয়ে গেছে)- اِفْتَرَقَ অর্থে।

৩. سَرْعَانَ (তাড়াতাড়ি করেছে)- سَرُعَ অর্থে।

৪. بَطَّانَ (দেরী করেছে)- اَبْطَاءُ অর্থে।

৫. وَشْكَانَ (নিকটবর্তী হয়েছে)- اَوْشَكَ অর্থে।

(খ) এমন ইস্‌ম যদ্দারা اَمْرُ الْحَاضِرِ এর অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন–

رُوَيْدَ زَيْدًا (যায়েদকে সুযোগ দাও) এই বাক্যে رُوَيْدَ শব্দটি اِسْمُ الْفعل যা اَمْرْ এর অর্থ দিয়েছে।

اَمْرُ الْحَاضِرِ এর অর্থ প্রদানকারী ইস্‌মসমূহ নিম্নরূপ :

১. رُوَيْدَ (সুযোগ দাও)- اَمْهِلْ অর্থে।

২. عَلَيْكَ (আবশ্যিক কর)- اَلْزِمْ অর্থে।

৩. اَمَامَكَ (এগিয়ে যাও)- تَقَدَّمْ অর্থে।

৪. صَهْ (চুপ কর)- اُسْكُتْ অর্থে।

৫. بَلْهَ (ছেড়ে দাও)- اُتْرُكْ অর্থে।

৬. حَيَّهَلْ (আস)- اَقْبِلْ অর্থে।

৭. حَتَّى (আস)- اَقْبِلْ অর্থে।

৮. هَيْتَ (ত্বরা কর)- اِسْرَعْ অর্থে।

৯. مَهْ (থাম)- كُفْ অর্থে।

১০. مَكَانَكَ (স্বস্থানে অবস্থান কর)- اُثْبُتْ অর্থে।

১১. اٰمِيْنُ (গ্রহণ কর)- تَقَبَّلْ অর্থে।

১২. اِلَيْكَ (লও, দূর হও)- خُذْ ও اَبْعِدْ অর্থে।

১৩. دُوْنَكَ (লও)- خُذْ অর্থে।

১৪. هَلُمَّ (আস)- اَقْبِلْ অর্থে।

১৫. هَيًّا (আস)- اَقْبِلْ অর্থে।

www.pathagar.com

১৬. تَعَالِ (আস)- اَقْبِلْ অর্থে।

১৭. اِيْهِ (কথা বলতে থাক)- اِمْضِ فِى حَدِيْثِكَ অর্থে।

১৮. حَذَارِ (ভয় কর)- اِحْذَرْ অর্থে।

১৯. نَزَالِ (অবতরণ কর)- اِنْزِلْ অর্থে।

(গ) এমন اِسْم যা فَعَالِ এর ওযনে اَمْر এর অর্থ দেয়। যেমন–

نَزَالِ (তুমি অবতীর্ণ হও)। এখানে نَزَالِ শব্দটি اِنْزِلْ এর অর্থ দিয়েছে। এভাবে ثُلَاثِى مُجَرَّدْ (তিন অক্ষর বিশিষ্ট একক শব্দ) এর সকল মাছদার থেকে বানানো যায়। যেমন– تَرَاكِ –

فَعَالِ এর ওযনে اَمْر এর অর্থ প্রদানকারী ইস্‌মসমূহ নিম্নরূপ :

১. حَذَارِ (ভয় কর)- اِحْذَرْ অর্থে।

২. نَزَالِ (অবতরণ কর)- اِنْزِلْ অর্থে।

৩. تَرَاكِ (ছেড়ে দাও)- اُتْرُكْ অর্থে।

এভাবে فَعَالِ এর ওযনে কিয়াস করে اِسْمُ الْفِعْلْ এর শব্দ গঠন করা যায়। উল্লেখিত বিষয়গুলোই اِسْمُ الْفِعل বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। তবে উল্লেখ্য যে,

১. فَعَالِ এর ওযনের নির্দিষ্ট মাছদারগুলোকে اِسْمِ فِعل এর সাথে مُلْحَقْ (বর্ধিত) করে মাবনী করা যাবে। যেমন– فَجَارِ এর অর্থ اَلْفُجُوْرُ দুষ্কর্মকারিণী।

২. فَعَالِ এর ওযনে যে সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের গুণ হয় সেগুলোকেও মাবনী বলা হয়। যেমন– فَسَاقِ এর অর্থ فَاسِقَةٌ –

৩. فَعَالِ এর ওযনে মহিলাদের নাম। যেমন– غَلَابِ ও قَطَامِ দু'জন স্ত্রীলোকের নাম।

এগুলো اِسْمُ الْفِعل নয়। মাবনী হওয়ার দিক থেকে মিল থাকার কারণে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. اَسْمَاءُ الاَصْوَات ধ্বনিবাচক বিশেষ্যসমূহ :

اِسْمُ صَوْتٌ এমন ইস্‌ম যদ্দারা কোন কিছুর বিশেষ ধ্বনি বা আওয়ায বুঝায়।

www.pathagar.com

* যে সকল اسم বা সর্বনাম দ্বারা মানুষ, পশু, পাখী ইত্যাদির আওয়াজ নকল করে বিভিন্ন ধ্বনি তোলা হয় তাকে اَسْمَاءُ الْاَصْوَاتِ বলে।
যথা– اُفْ (ব্যথার স্বর)।

প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কিছু শব্দ আছে যদ্বারা বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। যেমন– বাংলায় "উহ্" বললে ব্যথা বুঝায়, "বাহ্, বাহ্" বললে হর্ষ বা আনন্দ বুঝায়। কা-কা বললে কাকের ডাক বুঝায়, "ছিঃ ছিঃ" বললে ঘৃণা বুঝায় ইত্যাদি।

তেমনি আরবী ভাষায়ও ধ্বনি বাচক বিশেষ্য এর ব্যবহার রয়েছে। যাকে اِسْمِ صَوْتٌ বলে। যথা–

১. اَحْ - اُحْ - اَهْ - اُهْ - اَهٌ ব্যথা-বেদনা প্রকাশের আওয়ায।

২. اُفْ মনের কষ্ট প্রকাশের আওয়াজ বা দুঃখের ধ্বনি।

৩. بَخْ - بَخٍ - وَاهْ - وَاهٌ আনন্দ প্রকাশের আওয়ায।

৪. كَخْ - كَخٍ ছিঃ ছিঃ অর্থে বা অবাঞ্ছিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার আওয়ায।

৫. نَخْ - نَخٍ - نَخٌّ উটকে বসানোর আওয়ায।

৬. غَاقْ কাকের আওয়ায।

৬. اَسْمَاءُ الظُّرُوْفِ স্থান ও কালবাচক বিশেষ্যসমূহ :

যে সমস্ত শব্দ কোন ক্রিয়া বা কাজ সম্পাদনের স্থান বা কাল বুঝায় তাদেরকে اِسْمُ الظَّرْفِ বলে। ইহা দু'প্রকার। যথা–

(ক) ظَرْفُ الزَّمَانِ কালবাচক বিশেষ্যসমূহ (Adverbial Noun of Time) :

যে সকল ইস্ম কোন কাজ সম্পাদনের সময় বুঝায়, তাকে ظَرْفُ الزَّمَانِ বলে। নিম্নে কালবাচক বিশেষ্যগুলো উদাহরসহ উপস্থাপন করা হলো। যথা–

১. اِذْ যখন - উদাহরণ– وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) আর যখন ইব্রাহীম (আ) বলেছিলেন।

২. اِذَا যখন- এই ইস্মটি اَلْفِعْلُ الْمَاضِى এর ছীগাহর পূর্বে বসবে কিন্তু

www.pathagar.com

مُسْتَقْبَلْ বা ভবিষ্যতের অর্থ দিবে। যেমন- اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ (যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে)। جَاءَ ছীগাটি مَاضِى এর কিন্তু অর্থ দিয়েছে مُضَارِع এর।

৩. مَتَى কখন- এটা কাল ও اِسْتِفْهَامْ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَتَى تُسَافِرُ কবে বা কখন সফর করবে? এই ইস্‌মটি কখনো কাল ও শর্তের অর্থ দেয়। যেমন- مَتَى تَصُمْ اَصُمْ (তুমি যখন রোযা রাখবে, তখন আমিও রোযা রাখবো)।

৪. كَيْفَ কেমন- এটা অবস্থা জিজ্ঞাসার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- كَيْفَ اَنْتَ অর্থাৎ فِى اَىِّ حَالٍ اَنْتَ তুমি কেমন (কোন অবস্থায়) আছ?

৫. اَيَّانَ কখন- এটা কাল বা সময় সম্পর্কে প্রশ্ন বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنَ (কিয়ামত কবে হবে?)

৬. اَمْسِ গতকাল- এটা গতলকাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা- جِئْتُ مِنَ الْبَيْتِ اَمْسِ (আমি গতকাল বাড়ি হতে এসেছি)।

৭. مُذْ ও مُنْذُ হতে, যাবত- مُذْ ও مُنْذُ শব্দদ্বয় مَتَى দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَتَى مَارَأَيْتَ زَيْدًا (কখন থেকে তুমি যায়েদকে দেখছ না?) উত্তরে বলা হবে-

مَارَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ বা مَارَأَيْتُه مُذْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ

অর্থাৎ আমি তাকে জুমাবার হতে দেখছি না। এখানে না দেখার সময়টি জুমাবার হতে শুরু।

مُذْ ও مُنْذُ শব্দদ্বয় كَمْ এর জবাবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-

كَمْ مُدَّةً مَارَأَيْتَ زَيْدًا (তুমি কত সময় থেকে যায়েদকে দেখ না?)

উত্তরে বলা হবে- مَارَأَيْتُه مُنْذُ يَوْمَيْنِ (আমি দু'দিন যাবত যায়েদকে দেখি না।) এখানে না দেখার সময়টি পূর্ণ দু'দিন।

www.pathagar.com

৮. قَطُّ কখনো- এটি অতীত কালের ছীগার نَفِى কে দৃঢ় করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা- مَارَأَيْتُ زَيْدًا قَطُّ (আমি যায়েদকে কখনো দেখিনি।)

৯. عَوْضُ (কখনো)- এটা ভবিষ্যতকালের نَفِى কে দৃঢ় করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা- لاَأَضْرِبُ زَيْدًا عَوْضُ (আমি যায়েদকে কখনো প্রহার করব না।)

১০. قَبْلُ পূর্বে, بَعْدُ পরে এবং فَوْقُ উপরে, تَحْتُ নীচে।

উক্ত ইস্‌মগুলোর মধ্যে بَعْدُ ও قَبْلُ শব্দদ্বয় সর্বদা مُضَافْ হয়ে ব্যবহৃত হয়। যখন এ শব্দ দু'টি مُضَافْ হয়ে ব্যবহৃত হয় এবং مُضَاف اِلَيْه উল্লেখ না থাকে তখন তা ضَمَّه এর উপর مَبْنِى হবে। অর্থাৎ উক্ত শব্দদ্বয় এর শেষ হরফটিকে পেশ দিয়ে পড়তে হবে বা শব্দদ্বয় পেশ বিশিষ্ট হবে। যেমন-

لِلّٰهِ الاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

উক্ত নিয়মে فَوْقُ ও تَحْتُ ব্যবহৃত হবে। যেমন-

تَطِيْرُ الطَّائِرَةُ مِنْ فَوْقُ -দ্বারা فَوْقُ -

اَخَذْتُ الْقَلَمَ مِنْ تَحْتُ - দ্বারা تَحتُ -

১১. لَدى ও لَدُنْ উভয়টি عِنْدَ (নিকটে) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়ের নিকট হতে।

اَلْمَالُ لَدَيْكَ সম্পদ তোমার কাছে।

اَنَا كُنْتُ لَدى نَعِيْمٍ আমি নাঈমের নিকট ছিলাম।

اَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْ لَّدُنْ بَكْرٍ আমি বইটি বকরের নিকট থেকে নিয়েছি।

(খ) ظَرْفُ الْمَكَانِ স্থানবাচক বিশেষ্যসমূহ (**Adverbial Noun of Palace**) :

যে সকল ইস্‌ম কোন ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান বুঝায় তাকে ظَرْفُ الْمَكَانِ বলে। উক্ত অর্থে ব্যবহৃত বিশেষ্যগুলো নিম্নরূপ-

১. حَيْثُ (যেখানে)- এই اِسْمْ টি সর্বদা বাক্যের দিকে اِضَافَة হয়।

www.pathagar.com

তখন مُضَافُ اِلَيْهِ উল্লেখ থাকবে। যেমন- اِجْلِسْ حَيْثُ يَجْلِسُ زَيْدٌ - আবার কখনো مُفْرَدْ এর দিকেও اِضَافَةْ হয়। যেমন- اِجْلِسْ حَيْثُ زَيْدٍ - তুমি যায়েদের স্থলে বস।

২. شِمَالٌ উত্তর দিকে, ৩. يَمِيْنٌ ডান দিকে, ৪. خَلْفٌ পিছনে,

৫. اَمَامٌ সামনে, ৬. وَرَاءٌ পিছনে, ৭. قُدَّامٌ সামনে,

৮. اَسْفَل তলদেশ, নীচে, ৯. دُوْنَ নীচে, নিম্নে, নিকটে।

বিঃ দ্রঃ- স্থান বাচক বিশেষ্য এর দ্বিতীয় থেকে নবম পর্যন্ত উপরে বর্ণিত বিশেষ্য কখনো مَبْنِى আবার কখনো مُعْرَبٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৭. اَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য :

যে সকল ইস্‌ম দ্বারা কোন সংখ্যা, কথা বা কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় সে সকল ইস্‌মকে اَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ বলে।

اَسْمَاءِ كِنَايَةِ মোট ৫টি। যথা-

১. كَمْ (কত, কি পরিমাণ) : যেমন- كَمْ كِتَابًا عِنْدَكَ তোমার নিকট কতটি বই আছে?

২. كَذَاوَكَذَا এত, অনুরূপ, এই পরিমাণ। যেমন- عِنْدِىْ كَذَا وَكَذَا قَلَمًا আমার নিকট এত এত কলম আছে।

قُلْتَ كَذَاوَكَذَا তুমি এই এই বলেছ।

৩. كَيْتَ وَكَيْتَ এরূপ, এই রকম কথা।

যেমন- سَمِعْتُ كَيْتَ وَكَيْتَ আমি এই এই শুনেছি।

৪. ذَيْتَ وَذَيْتَ এ রকম কথা, এমন এমন।

যেমন- فَعَلْتَ ذَيْتَ وَذَيْتَ তুমি এই এই করেছ।

৫. كَأَيِّنْ কত কত। যেমন- كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি।

www.pathagar.com

كَـأَيِّنْ مِـنْ نَـبِـىٍّ اُرْسِلَ কত নবী প্রেরিত হয়েছেন। অর্থাৎ অনেক নবী প্রেরিত হয়েছেন। .

৮. اَلْمُـرَكَّبُ الْبِنَائِى Basic Compound Sentence

মূল যৌগিক শব্দ বা অপরিবর্তনীয় বাক্য :

অর্থাৎ, দু'টি اسم বা সংখ্যাবাচক বিশেষ্যকে সংযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু সংখ্যাবাচক এর দ্বিতীয় বিশেষ্যটিতে একটি অব্যয় অন্তর্ভুক্ত আছে, এমন বাক্যকে اَلْمُرَكَّبُ الْبِنَائِى বলে। যেমন- بَعْلَبَكُّ এবং اَحَدَ عَشَرَ হতে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত। প্রতিটি স্থানেই حَرْفُ عَطْفٌ (وَاو) উহ্য আছে। যেমন- اَحَدَ عَشَرَ মূলে ছিল اَحَدُ وَّعَشَرٌ। এক্ষেত্রে ওয়াওকে হযফ করে দু'টি اسم কে একত্র করা হয়েছে।

اَحَدَعَشَرَ হতে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর উভয় অংশ مَبْنِى عَلَى الْفَتْحِ হবে। অর্থাৎ উভয় অংশ যবর বিশিষ্ট হবে। তবে اِثْنَا عَشَرَ (১২) এর প্রথম অংশ مُعْرَب (পরিবর্তনশীল)। যথা-

جَاءَنِى اِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا ـ جَاءَنِى اَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا

رَأَيْتُ اِثْنَىْ عَشَرَ طَالِبًا ـ رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا

نَظَرْتُ اِلَى اِثْنَىْ عَشَرَ طَالِبًا ـ نَظَرْتُ اِلَى اَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا

৯. اَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ Interogative Pronoun

প্রশ্নবোধক বিশেষ্যসমূহ :

যে সমস্ত اِسْمٌ দ্বারা প্রশ্ন করা হয় সে সমস্ত প্রশ্নবোধক শব্দকে اَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ বলে। অথবা যে সকল اسم বা বিশেষ্য প্রশ্নের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে اَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ বা প্রশ্নবোধক বিশেষ্য বলা হয়। প্রশ্নবোধক اسم মধ্যে اَىٌّ এবং كَمْ ব্যতীত অন্য কোনটিই حَرْفِ عَامِلَةً

www.pathagar.com

নয়। كَمْ তার পরবর্তী শব্দকে نَصَبْ প্রদান করে এবং اَىٌّ তার পরবর্তী اِسم কে جَر প্রদান করে। তবে কিছু প্রশ্নবোধক বিশেষ্য, ক্রিয়ার সাথেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَاذَا, لِمَا, مَا নিম্নে উদাহরণে এর ব্যবহার লক্ষ্য করুন। তাছাড়া আরও দু'টি অব্যয় সাধারণত فِعل বা ক্রিয়ার সাথে ব্যবহার হয়। যথা- أَرَأَيْتَ তুমি কি দেখেছ? هَلْ ذَهَبَ সে কি গিয়েছে? নিম্নে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত প্রশ্নবোধক বিশেষ্যগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা করা হলো-

১. اَيْنَ কোথায়, اَيْنَ ذَهَبْتَ؟ তুমি কোথায় গিয়েছিলে? اَيْنَ تَسْكُنُ তুমি কোথায় থাক?

২. اَيَّانَ কখন, اَيَّانَ تُصَلِّ؟ তুমি কখন নামায আদায় করবে?

اَيَّانَ تُسَافِرُ তুমি কখন সফর করবে?

৩. اَنّٰى কোথায় থেকে, اَنّٰى لَكِ هٰذَا؟ এটা তোমার জন্য কোত্থেকে?

৪. اَىٌّ কোন, اَىٌّ قَلَمٍ تُرِيْدُ؟ তুমি কোন কলমটি চাও?

اَىٌّ رَجُلٍ ذَهَبَ؟ কোন লোকটি চলে গেল? اَىٌّ شَيْءٍ هٰذَا এ কি বস্তু?

৫. مَتٰى কখন, مَتٰى تَدْرُسُ؟ তুমি কখন পড়বে?

مَتٰى حَضَرْتَ তুমি কখন উপস্থিত হয়েছ?

৬. كَيْفَ কিভাবে, كَيْفَ تَمْشِىْ؟ তুমি কিভাবে হাটবে?

كَيْفَ تَذْهَبُ؟ তুমি কিভাবে যাবে? كَيْفَ حَالُكَ তুমি কেমন আছ?

৭. كَمْ কত, كَمْ طَالِبًا فِى الصَّفِّ؟ ক্লাসে কত জন ছাত্র আছে?

كَمْ يَدًا لَكَ؟ তোমার হাত কয়টি?

كَمْ اُسْتَاذًا فِى الْمَدْرَسَةِ؟ মাদ্রাসায় কতজন শিক্ষক আছেন?

www.pathagar.com

৮. مَنْ কে, مَنْ اَنْتَ؟ তুমি কে? مَنْ هُوَ الرَّجُلُ؟ ঐ লোকটি কে?

৯. مَنْ ذَا কে, مَنْ ذَا اَنْتَ؟ তুমি কে?

১০. مَا কি, مَاتَفْعَلُ؟ তুমি কি কর? مَا اِسْمُكَ তোমার নাম কি?

مَاهٰذَا الشَّيْءُ এই বস্তুটি কি?

১১. مَاذَا কি, مَاذَا تُرِيْدُ الانَ তুমি এখন কি চাও? مَاذَا تَفْعَلُ তুমি কি কর?

১২. لِمَنْ কার, لِمَنْ هٰذَا الْكِتَابُ এই পুস্তকটি কার?

১৩. لِمَا কে, لِمَا جِئْتَ তুমি কেন এসেছ?

◆◆ বিঃ দ্রঃ প্রশ্ন করার জন্য দু'টি حرف বা অব্যয়ও রয়েছে।

যথা– أَكَتَبَ زَيْدٌ؟ هَلْ كَتَبَ زَيْدٌ؟ = (যায়েদ কি লিখেছে?)

১০. اَسْمَاءُ الشُّرُوْطِ শর্তবোধক বিশেষ্য :

যে সমস্ত اِسْمٌ শর্তের অর্থ দেয় তাকে اِسْمُ الشَّرْطِ বলা হয়। অথবা ঐসব ইস্‌মকে اَسْمَاءُ الشُّرُوْطِ বলে যাদের পর এমন দু'টো فعل থাকে যে, ইহাদের দ্বিতীয়টি সংগঠিত হওয়ার জন্য প্রথমটি শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আরবী ভাষায় যেসকল ইস্‌ম শর্তের অর্থ দেয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো। শর্তগুলোকে উদাহরণসহ একটি নকশার মাধ্যমে দেখান হলো–

উল্লেখ্য– اَسْمَاءُ الشُّرُوْطِ সর্বদা দু'টি বাক্যের উপর বসে। প্রথম বাক্যটি শর্ত এবং দ্বিতীয় বাক্যটি جَزَاء (জাযা) বা জওয়াবে শর্ত হিসেবে পরিচিত।

www.pathagar.com

অর্থ مَعْنى	جَزَاء	شَرْط	مِثَالٌ	اِسْمُ شَرْط
যে চেষ্টা করে সে পায়।	وَجَدَ	جَدَّ	مَنْ جَدَّ وَجَدَ	مَنْ
তুমি যা লিখ আমি তা লিখবো।	اَكْتُبْ	تَكْتُبْ	مَاتَكْتُبْ اَكْتُبْ	مَا
তুমি যখনই আসবে তখনই তোমাকে সম্মান করব।	أُكْرِمْكَ	تَأْتِ	مَهْمَا تَأْتِ أُكْرِمْكَ	مَهْمَا
তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।	اَذْهَبْ	تَذْهَبْ	حَيْثُمَا تَذْهَبْ اَذْهَبْ	حَيْثُمَا
তুমি যখন সফর করবে আমিও তখন সফর করবো।	أُسَافِرْ	تُسَافِرْ	اِذْ مَاتُسَافِرْ أُسَافِرْ	اِذْ مَا
তুমি যখন দাঁড়াবে আমি তখন দাঁড়াব।	اَقُمْ	تَقُمْ	مَتَى تَقُمْ اَقُمْ	مَتَى
তুমি যেরূপ চেষ্টা করবে আমিও সেরূপ চেষ্টা করবো।	اَجْتَهِدْ	تَجْتَهِدْ	كَيْفَمَا تَجْتَهِدْ اَجْتَهِدْ	كَيْفَمَا
যখনই আমি কাজ করেছি আনন্দ পেয়েছি।	فَرِحْتُ	عَمِلْتُ	كُلَّمَا عَمِلْتُ فَرِحْتُ	كُلَّمَا
যখন সূর্য ডুবেছে আমি তখন ইফতার করেছি।	اَفْطَرْتُ	غَرَبَتِ الشَّمْسُ	لَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَفْطَرْتُ	لَمَّا
তুমি যেখানে নামবে আমিও সেখানে নামব।	اَنْزِلْ	تَنْزِلْ	اَيْنَمَا تَنْزِلْ اَنْزِلْ	اَيْنَمَا
তুমি যখন খাও আমিও তখন খাব।	أَكُلْ	تَأْكُلْ	اَيَّانَ تَأْكُلْ اَكُلْ	اَيَّانَ
তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাবো।	اَمْشِ	تَمْشِ	اَيْنَ تَمْشِ اَمْشِ	اَيْنَ
যে লোকটিই চেষ্টা করে সে সফল হয়।	يَنْجَحْ	يَجْتَهِدْ	اَيُّ رَجُلٍ يَجْتَهِدْ يَنْجَحْ	اَيُّ
তুমি যেখানে যাও আমিও সেখানে যাব।	اَذْهَبْ	تَذْهَبْ	اَنَّى تَذْهَبْ اَذْهَبْ	اَنَّى
যখন অধ্যয়ন করবে সফল হবে।	نَجَحْتَ	دَرَسْتَ	اِذَا دَرَسْتَ نَجَحْتَ	اِذَا

www.pathagar.com

الدَّرْسُ السَّادِسُ ষষ্ঠ পাঠ

اَنْوَاعُ الْجُمْلَةِ

বিভিন্ন প্রকারের বাক্য Kinds of Sentence

আরবী ভাষার جُمْلَةٌ বা বাক্য এর নানা রকম বিভাজন রয়েছে। এই বিভাজন কখনও উদ্দেশ্যগত আবার কখনও গঠনগত কারণে। আরবী ভাষার বাক্যগুলো কত প্রকার হতে পারে তার বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো।

◆ এক বা একাধিক শব্দের অর্থবহ সম্বন্ধকে جُمْلَةٌ বলে।

◆ উদ্দেশ্যের দিক থেকে বাক্য দু'প্রকার। যথা–

১. اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ : বর্ণনামূলক বাক্য Statement/ Assertive Sentence

যে বাক্য দ্বারা কোন কিছু সম্পর্কে বিবৃতি বা বর্ণনা প্রদান করা হয় তাকে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ বা বর্ণনামূলক বাক্য বলে। যেমন–

خَالِدٌ تَاجِرٌ খালিদ ব্যবসায়ী, اَلشَّمْسُ تَجْرِى সূর্য অস্থিতিশীল, بَنْغَلَادِيْشُ وَطَنُنَا বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি ইত্যাদি।

২. اَلْجُمْلَةُ الاِنْشَائِيَّةُ: বর্ণনাহীন বাক্য

যে বাক্য দ্বারা কোন কিছুর বর্ণনা দেয়া হয় না বরং আদেশ, নিষেধ, প্রার্থনা, উপদেশ, অনুরোধ, প্রশ্ন, আহ্বান, শপথ, লেন-দেনের উক্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা বিস্ময় প্রকাশ করা হয় তাকে جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ বলে। যথা–

صَلُّوْا নামায আদায় কর, لَاتَلْعَبُوْ তোমরা খেল না, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى হে আল্লাহ, আমায় তুমি ক্ষমা করে দাও, اَيْنَ سَعِيْدٌ সাঈদ কোথায়, ইত্যাদি।

◆ গঠনগত দিক থেকে বাক্য চারভাগে বিভক্ত : যথাক্রমে–

১. اَلْجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ নামবাচক বাক্য :

যে বাক্য مُبْتَدَأ ও خَبَرْ (উদ্দেশ্য ও বিধেয়- Subject and Predicate) দ্বারা গঠিত হয় তাকে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বলে। যেমন– خَالِدٌ طَبِيْبٌ - খালিদ একজন ডাক্তার। এখানে خَالِدٌ পদটি مُبْتَدَأ এবং طَبِيْبٌ পদটি خَبَرْ -

www.pathagar.com

২. اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ ক্রিয়াবাচক বাক্য :

যে বাক্য فعل ও فَاعِل (ক্রিয়া-VERB ও কর্তা-SUBJECT) দ্বারা গঠিত হয় তাকে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ বলে। যেমন- ذَهَبَ خَالِدٌ খালিদ গিয়েছে। এ বাক্যে ذَهَبَ হলো فعل এবং خَالِدٌ হলো তার فَاعِل কর্তা।

৩. اَلْجُمْلَةُ الظَّرْفِيَّةُ আধার/সময় ও স্থানজ্ঞাপক বাক্য :

যে বাক্যের প্রথম অংশ ظَرْف ও তার فَاعِلْ মিলে গঠিত হয় তাকে جُمْلَةٌ ظَرْفِيَّة বলে। যেমন- عِنْدِيْ مَالٌ আমার নিকট সম্পদ আছে। এ বাক্যে عِنْدِيْ হল ظَرْف এবং مَالٌ তার فَاعِل হয়েছে। উল্লেখ্য ইহা خَبْرِ مُقَدَّمٍ ও مُؤَخَّرٍ مُبْتَدَأٌ মিলে جُمْلَة اَسْمِيَّة ও হতে পারে। যথা- فِي الدَّارِ رَجُلٌ ঘরের ভিতর একজন পুরুষ।

৪. اَلْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ শর্তবোধক বা শর্তজ্ঞাপক বাক্য :

যে বাক্য شَرْط ও جَزَاء দ্বারা গঠিত হয় তাকে جُمْلَةُ الشَّرْطِيَّة বলে। যেমন- اِنْ تَدْرُسْ تَنْجَحْ লেখা পড়া করলে পাশ করবে। এ বাক্যে اِنْ تَدْرُسْ অংশটি শর্ত এবং تَنْجَحْ অংশটি جَزَاء হয়েছে। উল্লেখ্য اِنْ টি হরফে শর্ত।

বিঃ দ্রঃ উক্ত চার প্রকারের বাক্যকে اَصْلُ الْجُمْلَة বা মূল বাক্য বলে।

◆ পূর্বাপর সম্পর্ক রাখার দিক থেকে جُمْلَة মোট দশ প্রকার। যথাক্রমে-

১. اَلْجُمْلَةُ الْمُبَيِّنَةُ বর্ণনামূলক বাক্য :

যে جُمْلَةٌ পূর্বের অস্পষ্ট কথাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়, তাকে جُمْلَةٌ مُبَيِّنَة বলে। যথা-

اَرْكَانُ الاِسْلَامِ خَمْسَةٌ وَهِيَ اَلاِيْمَانُ وَالصَّلٰوةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمْضَانَ -

ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি আর তা হলো- ঈমান, নামায, যাকাত, হজ্জ ও রমযান মাসের রোযা।

www.pathagar.com

২. اَلْجُمْلَةُ الْمُؤَكِّدَةُ জোর বা দৃঢ়তামূলক বাক্য :

যে جُمْلَةٌ তার পূর্বের কথাকে জোর প্রদান করে পুনঃব্যক্ত করে তাকে اَلْجُمْلَةُ الْمُؤَكِّدَةُ বলে। যথা- هٰذَا كِتَابِىْ هٰذَا كِتَابِىْ এটা আমারই বই।

৩. اَلْجُمْلَةُ الْمُعَلِّلَةُ কারণসূচক বাক্য :

যে جُمْلَةٌ তার পূর্ব কথার কারণ বর্ণনা করে তাকে اَلْجُمْلَةُ الْمُعَلِّلَةُ বলে। যথা- اُدْرُسْ كَثِيْرًا فَاِنَّ الاِمْتِحَانَ قَرِيْبٌ তুমি বেশী বেশী পড়া লেখা কর কারণ খুব নিকটেই পরীক্ষা।

৪. اَلْجُمْلَةُ الْمُعْتَرِضَةُ আনুষঙ্গিক বাক্য :

যে جُمْلَةٌ দু'টি কথার মাঝে অবস্থিত হয়েও তার পূর্বাপরের সাথে সম্পর্ক রাখে না তাকে اَلْجُمْلَةُ الْمُعْتَرِضَةُ বলে। যথা-

قَالَ النَّبِىُّ (عليه السلام) اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ রাসূল (সা) বলেছেন দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হলো উপদেশাবলী। এ বাক্যে عَلَيْهِ السَّلَامُ অংশটি معترضة।

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ النِّيَّةُ فِى الْوُضُوْءِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ -
হযরত আবূ হানিফা (রহ) বলেছেন অযুতে নিয়ত করা শর্ত নয়।

উক্ত বাক্যে رَحِمَهُ اللّٰهُ বাক্যাংশ مُعْتَرِضَةٌ -

৫. اَلْجُمْلَةُ الْمُسْتَأْنِفَةُ উত্তর প্রদান বাক্য :

যে جُمْلَةٌ তার পূর্বের جُمْلَةٌ তে সৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর বহন করে তাকে اَلْجُمْلَةُ الْمُسْتَأْنِفَةُ বলে। যেমন-

لَاتَضْحَكْ كَثِيْرًا اِنَّ كَثْرَةَ الضِّحَكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ - অধিক হেসনা, কারণ অধিক হাসি আত্মাকে নিস্তেজ করে ফেলে।

এই বাক্যে اِنَّ كَثْرَةَ الضِّحَكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ হল مُسْتَأْنِفَةٌ -

www.pathagar.com

৬. اَلْجُمْلَةُ الاِبْتِدَائِيَّةُ প্রারম্ভিক বাক্য :

যে جُمْلَة দ্বারা কথা শুরু করা হয় তাকে اَلْجُمْلَةُ الاِبْتِدَائِيَّةُ বলে। যেমন- اَلصِّدْقُ يُنْجِى সত্য মুক্তি।

৭. اَلْجُمْلَةُ النَّتِيْجِيَّةُ পরিণতি জ্ঞাপক বাক্য :

যে جُمْلَة তার পূর্বের কথার نَتِيْجَة বা ফলাফল প্রকাশ করে তাকে اَلْجُمْلَةُ النَّتِيْجِيَّةُ বলে। যেমন-

اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٌ حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ ـ

পৃথিবী পরিবর্তনশীল, আর প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং পৃথিবী ধ্বংসশীল।

উক্ত বাক্যে فَالْعَالَمُ حَادِثٌ অংশটুকু نَتِيْجِيَّةُ হয়েছে।

৮. اَلْجُمْلَةُ الْمَعْطُوْفَةُ সংযোগমূলক বাক্য :

যে বাক্য অন্য বাক্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করে তাকে اَلْجُمْلَةُ الْعَاطِفَةُ বলে। যেমন- جَاءَنِىْ خَالِدٌ وَذَهَبَ زَيْدٌ এ বাক্যে ذَهَبَ زَيْدٌ।

* যে جُمْلَة কে তার পূর্বের কথার উপর عطف করা হয় তাকে اَلْجُمْلَةُ الْمَعْطُوْفَة বলে। যথা- تَوَضَّأَ خَالِدٌ ثُمَّ صَلَّى -

৯. اَلْجُمْلَةُ الْحَالِيَةُ অবস্থা জ্ঞাপক বাক্য :

যে جُمْلَة কোন অবস্থা বর্ণনা করে অথবা যে جُمْلَة টি حال হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে اَلْجُمْلَةُ الْحَالِيَةُ বলে। যেমন-

جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَاَبُوْهُ رَاكِبٌ এখানে اَبُوْهُ رَاكِبٌ এ বাক্যটি حَالْ হয়েছে।

১০. اَلْجُمْلَةُ الْمَقْطُوْعَةُ বিচ্ছিন্ন বাক্য :

যে কোন বিষয়ের সাথে যোগ সূত্র ছাড়াই যা সংখ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে اَلْجُمْلَةُ الْمَقْطُوْعَةُ বলে।

যেমন- اَلْبَابُ الثَّانِىْ فِى اللَّفْظِيَّةِ الْقِيَاسِيَّةِ ـ

www.pathagar.com

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. مُرَكَّب কাকে বলে ? এর অপর নাম কি ? কতভাগে বিভক্ত ? উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

২. مُرَكَّب مُفِيْد কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৩. اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّة কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৪. اَلْجُمْلَةُ الْاِنْشَائِيَّة কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৫. مُرَكَّب غَيْر مُفِيْد কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

৬. আরবী ভাষায় اَلْجُمْلَةُ কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৭. اَلاِسْمُ الْمُعْرَب وَالْمَبْنِى কাকে বলে ? উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

৮. اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب وَالْمَبْنِى কাকে বলে ? উদাহরণসহ লিখ এবং اَلْفِعْلُ الْمَبْنِى কত প্রকার ও কি কি ?

৯. اَلاِسْمُ الْمُعْرَب কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

১০. غَيْرُ مُنْصَرِف কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

১১. اَلاِسْمُ غَيْرُ الْمُتَمَكِّن কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

১২. اَسْمَاءُ الاَفْعَال কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

১৩. اَسْمَاءُ الاَصْوَات কাকে বলে ? উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

www.pathagar.com

১৪. اَسْمَاءُ الظُّرُوْف কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ বিস্তারিত লিখ।

১৫. اَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ কাকে বলে ? তা কয়টি ? উদাহরণসহ বিস্তারিত লিখ।

১৬. اَلْمُرَكَّبُ الْبِنَائِى কাকে বলে ? উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

১৭. اَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَام কাকে বলে ? ৫টি প্রশ্নবোধক বিশেষ্য উদাহরণসহ লিখ।

১৮. اَسْمَاءُ الشُّرُوْط কাকে বলে ? উদাহরণসহ ৫টি শর্তবোধক বিশেষ্য লিখ।

১৯. বাংলা অনুবাদ কর :

مَا شُغْلُكَ؟ مَتى تَذْهَبُ؟ كَيْفَ صِحَّتُكَ؟ هَلْ اَكَلْتَ؟ مَا فِىْ يَدِكَ؟ هُوَ رَجُلٌ - اَيْنَ مَنْزِلُكُمْ؟ كَمْ تِلْمِيْذًا فِىْ فَصْلِكَ؟ بَكْرٌ عَالِمٌ - اَلرَّجُلُ عَلَى الْجَبَلِ - رَجُلٌ صَالِحٌ نَائِمٌ - اَبُوْهُ صَالِحٌ - اَبُوْكَ اُسْتَاذِىْ - فِى الْغُرْفَةِ خَالِدٌ - عَلَى الْجِدَارِ دِيْكٌ - اِنْ تَذْهَبْ اَذْهَبْ - اِنْ تَخْرُجْ خَرَجْتُ - اِنْ تَدْخُلْ فَلاَ اَدْخُلْ - طَلَعَتِ الشَّمْسُ - اِقْرَأْ الْقُرْاٰنَ - جَاءَ الْوَلَدُ - قَرُبَ الْعِيْدُ - نَامَ الطِّفْلُ - حَانَ الْوَقْتُ - سَقَطَ الْكَأْسُ - زَرَعَ الْفَلاَحُ - هَرَبَ الثَّعْلَبُ -

২০. আরবীতে অনুবাদ কর :

পাখী আকাশে উড়ে, তোমাদের কথা সত্য, যায়িদ আমাদের বন্ধু, আমার ভাই একজন সৈনিক, তোমার পিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছেলেটি সৎ, লোকটি ঘরের মধ্যে, বৃক্ষের উপরে পাখী, রাস্তার উপর গাভীটি, পানির মধ্যে মাছটি, হাড়ের মধ্যে ব্যথা, ঘরের মধ্যে আলো, টেবিলের উপর পুস্তকটি, তুমি হাসলে আমি হাসবো। তুমি উপদেশ দিলে আমি শুনবো। শরীফ খাচ্ছে, তুমি খাও, যায়িদ ও বকর ঝগড়া করছে, খালেদ তার মাতা-পিতার কথা শোনে, তারা কুরআন পড়ে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

اَلدَّرْسُ الاَوَّلُ প্রথম পাঠ

اَلْعَوَامِلُ

আরবী ভাষা শুদ্ধভাবে পড়তে ও বলতে হলে আরবী ব্যাকরণ জানতে হবে। আরবী ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো اَلْعَوَامِلُ।

যে সকল শব্দ اِسْم বা فِعْل এর পূর্বে বসে ঐ اِسْم বা فِعْل এর শেষাক্ষরের اِعْرَاب (হরকত) এর পরিবর্তন ঘটায়, সে সকল শব্দের প্রত্যেকটিকে এক একটি عَامِل ও তাদের সমষ্টিকে عَوَامِل বলে। অথবা– যে শব্দের প্রভাবে مَعْمُوْل এর শেষাক্ষরে اِعْرَاب (হরকত) এর পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে عَامِل বলে। যেমন– قَامَ زَيْدٌ - যায়েদ দাঁড়াল। এ বাক্যে قَامَ ফে'লটি عَامِل; যার প্রভাবে তার ফা'য়েল زَيْدٌ- এ রফা (পেশ) হয়েছে।

لَنْ يَضْرِبَ - সে কখনো মারবে না, এ বাক্যে لَنْ টি عَامِل যা يَضْرِبُ ফে'লের শেষাক্ষরে যবর দিয়েছে। অনুরূপভাবে لَمْ يَضْرِبْ - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, عَامِل যে শব্দে اِعْرَاب প্রদান করে তাকে مَعْمُوْل এবং اِعْرَاب গ্রহণকারী বর্ণকে مَحَلُّ الاِعْرَاب বলে।

اَقْسَامُ الْعَوَامِلُ আ'মিলসমূহের প্রকারভেদ :

اَلْعَوَامِل কে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–

(১) اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّة (অপ্রকাশ্য আ'মিল)

(২) اَلْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّة (প্রকাশ্য আ'মিল)

www.pathagar.com

اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّةُ

অপ্রকাশ্য আ'মিলসমূহ

আরবী ভাষায় প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য عَامِل বা কারক শক্তি রয়েছে। প্রকাশ্য আ'মিলসমূহের ব্যাপক বিশ্লেষণ সামনে করা হবে, কিন্তু তার আগে অপ্রকাশ্য আ'মিল সম্পর্কে অবগত হওয়া বিশেষভাবে দরকার। যদিও এ বিষয়ের আলোচনা খুবই সামান্য কিন্তু গুরুত্ব অপরিসীম। এটা মূলতঃ عامل ছাড়া আরবী শব্দ বা বাক্যসমূহে কি ধরনের اِعْرَاب বা হরকতের প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে হবে তার-ই কথা সর্বাগ্রে জেনে নেয়া। এটা ঠিক اَلْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّةُ বা প্রকাশ্য আ'মিলের বিপরীত বা সাধারণ অবস্থা। সুতরাং প্রকাশ্য আ'মিল ব্যতীত সাধারণতঃ আরবী শব্দ বা বাক্যসমূহের শেষে কোন ধরনের হরকত থাকতে পারে বা প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে জেনে রাখা আবশ্যক।

* যে সকল আ'মিল বাক্যের মধ্যে অপ্রকাশ্য আ'মল করে, বাক্যে যাদের শাব্দিক কোন রূপ থাকে না, অর্থাৎ আ'মিল যদি لَفظ না হয় তবে তাকে اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّةُ বলে।

اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّةُ দু'প্রকার। যথা–

১. اِبْتِدَاء (প্রারম্ভ) : অর্থাৎ যা শুধুমাত্র اِسم-এর মধ্যে আ'মলকারী।

২. এমন অপ্রকাশ্য আ'মিল যা শুধুমাত্র اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع তে আ'মলকারী।

◆ اِبْتِدَاء (প্রারম্ভ) :

اسم এর মধ্যে যে اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّةُ টি আ'মল করে তার নাম اِبْتِدَاء -

اِسْم مُعْرَب-এ কোন اَلْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّةُ (প্রকাশ্যকারক শক্তি) না থাকায় যে শূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই শূন্য অবস্থাটিকেই اِبْتِدَاء বলে। এই اِبْتِدَاء অবস্থাটি مُبْتَدَأ ও خَبَر উভয়টিতে رَفع বা পেশ প্রদান করে। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ -

www.pathagar.com

◆ مُبْتَدَأ ও خَبَر এ উভয়টিতে اِبْتِدَاء আ'মল করে কিনা, এ ব্যাপারে আরো দু'টি মত পাওয়া যায়। যথা–

১. اِبْتِدَاء শুধু مُبْتَدَأ কে رَفع দেয়, আর مُبْتَدَأ টি তার خَبَر কে رَفع দেয়।

২. مُبْتَدَأ ও خَبَر এ দু'টির প্রত্যেকটি পরস্পর একটি অপরটিকে رَفع দেয়।

◆ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع তে আমলকারী :

اَلْعَوَامِلُ الْمَعْنَوِيَّة-এর মধ্যে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع টি যে আ'মল করে, তাহলো- اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع টিতে নসব ও জযমদাতা কোন عَامِل لَفْظِى থাকবে না। এ শূন্য অবস্থাটি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع কে رَفع দেয়। যেমন- يَضْرِبُ زَيْدٌ- এখানে يَضْرِبُ-এর পূর্বে نَصب বা جَزم দাতা কোন عَامِل না থাকায় উহাতে رَفع বা পেশ হয়েছে। যদিও رَفع দানকারী প্রকাশ্য কোন عَامِل নেই।

اَلْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّة প্রকাশ্য আ'মিলসমূহ

যে عَامِل বাক্যে প্রকাশ্য দেখা যায় তাকে, اَلْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّة বা প্রকাশ্য আ'মিল বলে। যেমন– جَاءَ بَكْرٌ - বকর এসেছে, এ বাক্যে "جَاءَ" প্রকাশ্য আ'মিল। এটির কারণে بَكَر এর শেষাক্ষরে রফা (পেশ) হয়েছে। নিম্নে اَلْعَوَامِلُ اللَّفْظِيَّة কে বিভিন্ন উপায়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

জ্ঞাতব্য বিষয় :

◆ عَامِل : যে শব্দের কারণে তার পরের শব্দের শেষে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে عَامِل বলে। যেমন–

جَاءَ زَيْدٌ যায়েদ এসেছে

رَأَيْتُ زَيْدًا আমি যায়েদকে দেখেছি

وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ আমি যায়েদের সাথে গিয়েছি।

উক্ত বাক্যগুলোতে جَاءَ - رَأَيْتُ এবং مَرَرْتُ এই শব্দগুলো عَامِل বা কারক শক্তি। এগুলো তার পরের শব্দের শেষে ভিন্ন ভিন্ন اِعْرَاب প্রদান করেছে।

www.pathagar.com

◆ مُعْرَب : عَامِل বা কারক শক্তির পরিবর্তনের কারণে যে শব্দের اعْرَاب এর পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে مُعْرَب বলে। مُعْرَب কে مَعْمُوْل ও বলা হয়। পূর্বের উদহারণসমূহে زَيْدٌ শব্দটি مُعْرَب -

مُعْرَب টি ইস্‌ম হলে তাকে اَلاسْمُ الْمُعْرَب বলে। পদ চিহ্নের অবস্থার দিক থেকে اِسْم مُتَمَكِّن বা اَلاسْمُ الْمُعْرَب সর্বমোট ১৬ প্রকার।

◆ اعْرَاب : مُعْرَب শব্দের শেষে ব্যবহৃত চিহ্নসমূহকে اِعْرَاب বলে।

عَلاَمَةُ الاعْرَاب : اعْرَاب কে প্রকাশ করার জন্য যে সকল চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সে সকল চিহ্নকে عَلاَمَةُ الاعْرَاب বলা হয়।

◆ مُفْرَد : একক শব্দসমূহ যা অন্য শব্দের সাথে যুক্ত নয় এবং যে সকল শব্দ وَاحِد বা একবচনের জন্য গঠিত তাই مُفْرَد বা একক অর্থবোধক শব্দ।

◆ مُنْصَرِف : مُنْصَرِف বলতে বুঝায় যা غَيْرِ مُنْصَرِف নয়।

◆ صَحِيْحٌ : صَحِيْحٌ বলতে বুঝায়, যার শেষ বর্ণে কোন حَرْف عِلَّة অর্থাৎ يَاء- اَلِف - وَاو নেই।

◆ جَارِى مَجْرٰى الصَّحِيْحِ :

جَارِى مَجْرٰى الصَّحِيْحِ বলতে বুঝায় যার শেষ অক্ষরটি يَاء বা وَاو হবে এবং তার পূর্বাক্ষর সাকিন হবে। অর্থাৎ শেষ অক্ষরটি حَرْف عِلَّة বিশিষ্ট হলেও ওযন ও উচ্চারণগত দিক দিয়ে صَحِيْحٌ এর মত হবে। যেমন- هٰذَا ظَبْىٌ -

◆ جَمع مُكَسَّر বলতে এমন সব বহুবচনের শব্দকে বুঝায়, যার একবচনের ভিত্তি ভেঙ্গে বহুবচন করা হয়।

◆ اعْرَاب বিভিন্ন حَرَكَة ও حَرف দ্বারা প্রকাশিত হয়।

◆ اعْرَابُ بِالْحَرَكَاتِ তিনটি। যথা- ضَمَّة পেশ, فَتْحَة যবর ও كَسْرَة যের।

◆ اعْرَابُ بِالْحُرُوْفِ তিনটি। যথা- يَاء - اَلِف - وَاو -

www.pathagar.com

◆ اِسْمِ مُعْرَب এর اِعْرَاب তিন প্রকার। যথা- رَفَع - نَصَب - جَر-

◆ اِسم مُعْرَب এর عَامِل তিন প্রকার। যথা- رَافِع - نَاصِب - جَار-

◆ اِسم مُعْرَب ও তিন প্রকার। যথা- مَرْفُوْعٌ - مَنْصُوْبٌ - مَجْرُوْرٌ

◆ اِسْمِ مُعْرَب এর اِعْرَاب বা চিহ্ন মোট ছয়টি। যথা-

১. ضَمَّة, ২. فَتْحَة, ৩. كَسْرَة. ৪. وَاو, ৫. اَلِف , ৬. يَاء -

◆ رَفع পেশ বা পেশের অবস্থাকে কখনও ضَمَّة কখনও وَاو আবার কখনও اَلِف দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

◆ نَصب কে কখনও فَتْحَة এবং কখনও كَسْرَة, কখনও الف। এবং কখনও يَاء দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

◆ جَرٌ কে কখনও كَسْرَة কখনও فَتْحَة এবং কখনও يَاء দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

اَلدَّرْسُ الثَّانِيُ দ্বিতীয় পাঠ

وُجُوْهُ الاِعْرَابُ فِي الاِسْمِ

বিশেষ্য পদের ইরাব বা পদচিহ্ন

আরবী ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি চিহ্নের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী ভাষার ইতিহাস থেকে জানা যায়- আগেকার যুগে বা ইসলাম পূর্ব যুগে এ ভাষাতে কোন প্রকার ধ্বনি চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। কিন্তু ধ্বনি চিহ্ন এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সম্পর্কে জানা থাকা বিশেষ করে অনারবী ভাষা-ভাষীদের জন্য অপরিহার্য। বাংলা ভাষাতে অনেকগুলো স্বর বা ধ্বনি চিহ্ন রয়েছে। যেমন- আকার=া, একার=ে, ইকার=ি ইত্যাদি। এগুলোকে স্বরচিহ্ন, ধ্বনি চিহ্ন বা কার বলা হয়। এই চিহ্ন ছাড়া বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে লিখিত রূপ দেয়া বা লিখিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে কিছু শব্দ আছে যেগুলোতে উক্ত ধ্বনি চিহ্নের ব্যবহার দরকার হয় না।

www.pathagar.com

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উক্ত ধ্বনি চিহ্নের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। তেমনি আরবী ভাষাতেও কিছু ধ্বনি চিহ্ন রয়েছে। তবে আরবী ভাষার ধ্বনি চিহ্ন আরবদের নিকট খুব বেশী গুরুত্বের দাবীদার নয়। যতটা না অনারবীদের নিকট গুরুতপূর্ণ। কারণ ধ্বনি চিহ্ন ছাড়াই এ ভাষার যাবতীয় শব্দাবলী লিখনি ভাষায় প্রকাশ করা যায় এবং পড়াও যায়। আরবী ব্যাকরণ ও আরবী ভাষার শব্দসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলে শব্দ বা বাক্যের ভুল ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকা যায়। এ পর্যায়ে আরবী ভাষার শব্দসমূহের اِعْرَاب বা حَرَكَة এর ব্যবহার বা প্রয়োগের নিয়ম বর্ণনা করা হলো-

اِعْرَابُ فِى الاِسْمِ الْمُعْرَب

পরিবর্তনশীল বিশেষ্য-এর হরকত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, اعراب (পদ চিহ্ন) গ্রহণকারী বিশেষ্য অর্থাৎ اِسْمِ مُعْرَب বা اِسْمِ مُتَمَكِّن মোট ১৬ প্রকার। এই ১৬ প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. اَلْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ الصَّحِيْحُ :

অর্থাৎ একটি এমন ইস্‌ম হবে যা একবচন বা একক শব্দ বিশিষ্ট, غَيْرُ مُنْصَرِفُ এর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং শব্দে صَحِيْحُ রূপ থাকতে হবে। এ ধরনের ইস্‌মে যে اِعْرَاب হবে তাহলো- رَفْع (কর্তৃকারক) এর حَالَة বা অবস্থায় শব্দের لَامْ كَلْمَة তে ضَمَّة (পেশ) এবং نَصْب (কর্মকারক) এর حَالَة বা অবস্থায় لَامْ كَلْمَة তে فَتْحة (যবর) এবং حَالَة جَرٌّ (সম্বন্ধ পদে) كَسْرَة বা যের হবে। যেমন নিম্নে بَكْرٌ শব্দের ব্যবহার দেখুন-

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
جَاءَ بَكْرٌ	رَأَيْتُ بَكْرًا	مَرَرْتُ بِبَكْرٍ
বকর এসেছে	আমি বকরকে দেখেছি	আমি বকরের সাথে গিয়েছি।

www.pathagar.com

◆ لَامْ كَلِمَةٍ বলা হয় যে কোন মূল শব্দের তৃতীয় বর্ণকে।

◆ عَيْنْ كَلِمَةٍ বলা হয় যে কোন মূল শব্দের দ্বিতীয় বর্ণকে।

◆ فَاءْ كَلِمَةٍ বলা হয় যে কোন মূল শব্দের প্রথম বর্ণকে।

২. اَلْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ الْجَارِى مَجْرَى الصَّحِيْحِ :

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শব্দটি একবচন বা একক হবে, غَيْرُ مُنْصَرِفُ এর বিপরীত হবে এবং শেষ অক্ষরটি وَاو বা يَاء বিশিষ্ট হবে। এ ধরনের শব্দ সহীহ-এর অন্তর্ভুক্ত। এতে উল্লেখিত مُفْرَدْ مُنْصَرِفُ صَحِيْحُ এর মতই اِعْرَاب হবে। যেমন নিম্নে ظَبْىٌ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করুন–

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
هٰذَا ظَبْىٌ ইহা একটি হরিণ	رَأَيْتُ ظَبْيًا আমি একটি হরিণ দেখেছি	نَظَرْتُ اِلَى ظَبْيٍ আমি একটি হরিণের দিকে তাকিয়েছি

৩. اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ الْمُنْصَرِفُ :

অর্থাৎ এটা এমন শব্দ যা অনিয়মিত রূপান্তর যোগ্য বহুবচন বিশিষ্ট হবে। এটার اِعْرَاب হবে ঠিক مُفْرَدْ مُنْصَرِف صَحِيْحُ এর অনুরূপ। যেমন– رِجَالٌ শব্দের ব্যবহার–

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
جَاءَنِى رِجَالٌ অমার নিকট বহু লোক এসেছে	رَأَيْتُ رِجَالاً আমি লোকদেরকে দেখেছি	وَمَرَرْتُ بِرِجَالٍ আমি বহু লোকের সাথে গিয়েছি।

www.pathagar.com

৪. اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ **নিয়মিত বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ :**

অর্থাৎ এমন বহুবচন বিশিষ্ট স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ যার শেষে ات যুক্ত হয়েছে। এ প্রকার ইস্‌ম-এর اِعْرَاب হলো- رَفْع-এর অবস্থায় ضَمَّة এবং نَصْب ও جَرٌّ এর অবস্থায় كَسْرَة বা যের হবে। এটাতে কখনও فَتْحَة আসে না, তাই نَصْب এর সময়ও كَسْرَة হয়। যেমন- مُسْلِمَاتٌ শব্দের ব্যবহার-

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
هُنَّ مُسْلِمَاتٌ তারা মুসলিম মহিলা	رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ আমি মুসলিম মহিলাদেরকে দেখেছি	مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ আমি মুসলিম মহিলাদের সাথে গিয়েছি

জ্ঞাতব্য : একবচনের ওযন ঠিক রেখে ইস্‌ম-এর শেষে ت যুক্ত করলে যে বহুবচন হয় তাকে جَمع مُؤَنَّث سَالِم বলে। যেমন- مُسْلِمَةٌ থেকে مُسْلِمَاتٌ -

৫. غَيْرُ الْمُنْصَرِفُ **রূপান্তরহীন ইসিম :**

অর্থাৎ যে اسم এর মধ্যে غَيْرُ الْمُنْصَرِفُ এর নয়টি سَبَب এর যে কোন দু'টি বা দু'টি سَبَب এর ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সবব পাওয়া যায় তাকে غَيْرُ الْمُنْصَرِفُ বলে। যেমন- عُمَرُ শব্দের ব্যবহার এ প্রকার ইস্‌মে রফা এর অবস্থায় পেশ এবং حَالَتِ نَصْبِى ও جَرِّى তে যবর হবে। এটাতে কখনও كَسْرَة আসে না, তাই جَرِّى তেও فَتْحَة হয়। যেমন-

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
جَاءَ عُمَرُ ওমর এসেছে	رَأَيْتُ عُمَرَ আমি ওমরকে দেখেছি	مَرَرْتُ بِعُمَرَ আমি ওমরের সঙ্গে গিয়েছি

www.pathagar.com

৬. الموحدة الْمُضَافَةُ اِلى غَيْرِ يَاءِ المتكلم/اَسْمَاءُ السِّتَّةِ الْمُكَبَّرَةُ : অর্থাৎ ছয়টি اسم যাতে কোন تَصْغِيْر হয় নাই। যথা- (১) اَبٌ পিতা, (২) اَخٌ ভাই, (৩) حَمٌ দেবর, (৪) هَنٌ লজ্জার স্থান, (৫) فَمٌ মুখ এবং (৬) ذُو মালিক। এই ছয়টি ইস্‌মকে اَسْمَاء سِتَّة مُكَبَّرَة বলে।

এরা যখন يَاء الْمُتَكَلِّم ব্যতীত অন্য কোন اِسْمُ الظَّاهِر বা ضَمِيْر এর দিকে مُضَاف হয় তখন এদের اِعْرَاب হবে رَفْع-এর অবস্থায় وَاو - نَصْب-এর অবস্থায় اَلِف এবং جَرٌّ এর অবস্থায় يَاء । যথা-

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
جَاءَ اَبُوْكَ তোমার পিতা এসেছেন	رَاَيْتُ اَبَاكَ আমি তোমার পিতাকে দেখেছি	مَرَرْتُ بِاَبِيْكَ আমি তোমার পিতার সাথে গিয়েছি

উল্লেখ্য : مُفْرَد مُنْصَرِف-এ সাধারণতঃ اِعْرَابُ بِالْحَرَكَةِ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু اَسْمَاء سِتَّة مُكَبَّرَة এই ছয়টি ইস্‌ম مُفْرَد مُنْصَرِف হওয়া সত্ত্বেও এদের জন্য اِعْرَابُ بِالْحُرُوْف ব্যবহার করা হয়েছে। তাও আবার সর্বাবস্থায় নয়, বরং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

সাধারণতঃ তিনটি শর্তে اَسْمَاءُ سِتَّة এর জন্য উক্ত اِعْرَاب ব্যবহৃত হয়। যথা- (১) ইস্‌মগুলো وَاحد হতে হবে, দ্বিচন বা বহুবচন হতে পারবে না। (২) ইস্‌মগুলো مُكَبَّرْ হতে হবে, مُصَغَّرْ হতে পারবে না। (৩) يَائے مُتَكَلِّم ব্যতীত অন্য কোন اِسْمِ ظَاهِر বা ضَمِيْر এর দিকে مُضَاف হতে হবে।

উল্লেখিত শর্তগুলোর কোন একটি সংগঠিত না হলে উক্ত اِعْرَاب প্রয়োগ করা যাবে না। এই ইস্‌মগুলো اِعْرَاب দেওয়ার নিয়মানুযায়ী ১৬ ভাগে

www.pathagar.com

বিভক্ত। উহারা اسْمُ الْمُعْرَب এর যে ভাগে পড়বে, সেই ভাগের اعْرَاب-ই ইহাদের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

৭. اَلتَّثْنِيَة (দ্বিবচন) : অর্থাৎ যে কোন ইস্‌ম-এর দ্বিবচন। এমন শব্দে حَالَة رَفْع তে একটি "ا" আলিফ এবং তার পূর্বাক্ষরে فَتحة এবং শেষে যের বিশিষ্ট নূন, حَالَة نَصْب ও جَرّ তে ইয়া সাকিন ও তার পূর্বাক্ষরে যবর ও শেষে যের বিশিষ্ট نُوْن হবে। যথা–

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
جَاءَ رَجُلَانِ দু'জন লোক এসেছে	رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ আমি দু'জন লোক দেখেছি	مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ আমি দু'জন লোকের সাথে গিয়েছি

* দ্বিবচনকে অন্য ইস্‌ম-এর দিকে اِضَافَة করলে শেষের নূন পড়ে যাবে।

৮. **كِلَا ও كِلْتَا এই দু'টি শব্দের অর্থ "উভয়ই"**। অর্থাৎ শব্দ দু'টির যে কোন একটি যখন কোন যমীর বা সর্বনামের প্রতি مُضَاف হয় তখন এদের মধ্যে تَثْنِيَة (দ্বিবচনের) ন্যায় اِعْرَاب বা কারক চিহ্নের ব্যবহার হবে। যেমন নিম্নে লক্ষ্য করুন–

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
جَاءَ كِلَا هُمَا جَاءَ كِلْتَا هُمَا তারা উভয়ই এসেছে	رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا رَأَيْتُ كِلْتَيْهِمَا আমি তাদের উভয়কে দেখেছি	مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا مَرَرْتُ بِكِلْتَيْهِمَا আমি তাদের উভয়ের সাথে গিয়েছি

৯. اِثْنَانِ ও اِثْنَتَانِ **(দুই)** : এই দু'টি ইস্‌ম-এর মধ্যেও দ্বিবচনের ন্যায়

www.pathagar.com

رَفْعٍ এর অবস্থায় اَلِفْ দ্বারা এবং نَصْبٍ ও جَرٍّ এর অবস্থায় ইয়া সাকিন ও তার পূর্বাক্ষরে যবর হবে। যথা–

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
جَاءَ اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ দু'জন এসেছে	رَأَيْتُ اثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ আমি দু'জনকে দেখেছি	مَرَرْتُ بِاثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ আমি দু'জনের সাথে গিয়েছি

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত তিন প্রকার দ্বিবচনের মধ্যে প্রথমটিতে وَاحِد এর শেষে اَلِفْ বা يَاء বাড়ানো হয়েছে, তাই দ্বিবচনের অর্থ বুঝাচ্ছে। এটা শব্দ ও অর্থ উভয় হিসেবে দ্বিবচন বুঝাচ্ছে বলে এটাকে اَلْمُثَنَّى الْحَقِيْقِى বলে। كِلاَ ও كِلْتَا শব্দ হিসেবে দ্বিবচন না হলেও অর্থ হিসেবে تَثْنِيَة (দ্বিবচন), তাই এ দু'টিকে اَلْمُثَنَّى الْمَعْنَوِى বলে এবং اِثْنَان ও اِثْنَتَان সংখ্যাবাচক সংখ্যার দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে বুঝায়। تَثْنِيَة বানানোর নিয়মে এ শব্দ দু'টি বানানো হয়নি, কিন্তু দেখতে تَثْنِيَة বুঝা যায়। তাই এ দু'টিকে اَلْمُثَنَّى الصُّوْرِى বলে।

১০. اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ (নিয়মিত বহুবচন পুংলিঙ্গ) :

অর্থাৎ যে সব ইস্‌মের একবচনের ওযন ঠিক রেখে শেষে ين বা ون যুক্ত করে বহুবচন করা হয়, সেগুলোকে جَمع مُذَكَّر سَالِم বলা হয়। যেমন– مُسْلِم হতে مُسْلِمُوْنَ – এ ধরনের শব্দের حَالَت رَفْعِى তে وَاو এর পূর্বে পেশ এবং حَالَت نَصْبِى ও جَرِّى তে ইয়া সাকিন ও তার পূর্বে যের এবং শেষে একটি যবর বিশিষ্ট نُوْن হবে। যেমন–

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
جَاءَ مُسْلِمُوْنَ মুসলমানগণ এসেছে	رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ আমি মুসলমানদের দেখেছি	مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ আমি মুসলমানদের সাথে গিয়েছি

www.pathagar.com

১১. أُولُو এটা অর্থ হিসেবে ذُو (অধিকারী, মালিক) এর বহুবচন। যেমন–

ذُو مَالٍ একজন সম্পদশালী এবং أُولُو مَالٍ অর্থ সম্পদশালীগণ। এটার اِعْرَاب হবে جَمع مُذَكَّر سَالِم এর অনুরূপ। যেমন উদাহরণে লক্ষ্য করুন।

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
هُوَ أُولُو مَالٍ তিনি একজন সম্পদশালী লোক	رَأَيْتُ أُولِي مَالٍ আমি সম্পদশালী লোকটিকে দেখেছি	مَرَرْتُ بِأُولِي مَالٍ আমি সম্পদশালী লোকের সাথে গিয়েছি

১২. عِشْرُوْنَ বিশ হতে تِسْعُوْنَ নব্বই পর্যন্ত আরবী অংকের দশক সংখ্যাগুলোর মধ্যেও جَمع مُذَكَّر سَالِم এর ন্যায় اِعْرَاب বা কারক চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমন–

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
جَاءَ عِشْرُوْنَ رَجُلاً বিশজন পুরুষ এসেছে	رَأَيْتُ عِشْرِيْنَ رَجُلاً আমি বিশজন পুরুষকে দেখেছি	مَرَرْتُ بِعِشْرِيْنَ رَجُلاً আমি বিশজন পুরুষের সাথে গিয়েছি

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত ইসমে মু'রাব এর ১০, ১১ এবং ১২ এই তিন প্রকারের মধ্যে প্রথমটিতে وَاو বা يَاء বাড়ানো হয়েছে। তাই বহুবচনের অর্থ বুঝাচ্ছে, এটা শব্দ ও অর্থ উভয় হিসেবে جَمع বুঝাচ্ছে বলে এটাকে اَلْجَمْعُ الْحَقِيْقِى বলে। أُولُو শব্দটি শব্দ হিসেবে جَمع না হলেও অর্থ হিসেবে جَمع বুঝায়। তাই এটাকে اَلْجَمْعُ الْمَعْنَوِى বলে এবং عِشْرُوْنَ হতে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত দশক সংখ্যাগুলো প্রকৃত جَمع নয়। কেননা,

www.pathagar.com

وَاحِد হতে جَمع বানানোর নিয়ম অনুসারে এগুলোকে جَمع বানানো হয়নি। কিন্তু এগুলোকে দেখতে جَمع বুঝা যায়, তাই এগুলোকে اَلْجَمْعُ الصُّوْرِى বলে।

১৩. اَلاِسْمُ الْمَقْصُوْرُ :

যে সমস্ত ইস্ম-এর শেষে اَلِف مَقْصُوْرَة (হ্রস্ব আলিফ) থাকে তাকে اِسْم مَقْصُوْر বলা হয়। এই ইস্মে মাকসূর-এর اِعْرَاب সর্বাবস্থায়ই উহ্য থাকবে। একে প্রকাশ্য اِعْرَاب দেয়া সম্ভবপর নয়। তাই অপ্রকাশ্য اِعْرَاب-ই ব্যবহার করতে হবে। ফলে এ প্রকারের ইস্মে اِعْرَاب দেয়ার পূর্বে ও পরে সর্বদা একই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাই বলে এগুলো مَبْنِى নয়। যেমন–

حَالَةُ الرَّفْعِ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الْجَرِّ
جَاءَ مُوسى মূসা এসেছে	رَأَيْتُ مُوسى আমি মূসাকে দেখেছি	مَرَرْتُ بِمُوسى আমি মূসার সাথে গিয়েছি

১৪. اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ ব্যতীত অন্য যে কোন ইস্ম যখন তা يَائے مُتَكَلِّم এর দিকে مُضَاف হয় অর্থাৎ يَائے مُتَكَلِّم টি তার مُضَافُ اِلَيْه হয়। যেমন- غُلاَمِى এটির اِعْرَاب - اِسْم مَقْصُوْر এর অনুরূপ হবে এবং সর্বাবস্থায়ই উহার اِعْرَاب উহ্য থাকবে।

১৫. اِسْمُ الْمَنْقُوْصُ :

অর্থাৎ যে সমস্ত ইস্ম-এর শেষ অক্ষরে ى হয় এবং এর পূর্বাক্ষরে كَسْرَة হয়, সেগুলোকে اَلاِسْمُ الْمَنْقُوْصُ বলে। এর اِعْرَاب হলো حَالَتِ رَفْعِى তে উহ্য পেশ, حَالَتِ نَصْبِى তে প্রকাশ্য যবর ও حَالَتِ جَرِّى

www.pathagar.com

وَمَرَرْتُ بِالْقَاضِى - رَأَيْتُ الْقَاضِىَ - جَاءَ الْقَاضِى তে উহ্য যের। যেমন- এটার اِعْرَاب সর্বাবস্থায় একই হবে।

১৬. اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ যখন এটা يَائے مُتَكَلِّم এর প্রতি مُضَاف হয় তখন حَالَة رَفْع তে একটি وَاو উহ্য থাকে এবং حَالَة نَصْب ও جَرّ তে يَاسَاكِنْ এবং তার পূর্বে كَسْرَة দ্বারা সম্পাদিত হবে। যথা-

حَالَةُ الْجَرِّ	حَالَةُ النَّصْبِ	حَالَةُ الرَّفْعِ
مَرَرْتُ بِمُسْلِمِىَّ আমাদের মুসলমানদের সাথে চললাম	رَأَيْتُ مُسْلِمِىَّ আমরা মুসলমানদের দেখলাম	هٰؤُلَاءِ مُسْلِمِىَّ ওরা আমাদের মুসলমান

বি ঃ দ্রঃ مُسْلِمِىَّ মূলে مُسْلِمُوْنَ ىَ ছিল। এই শব্দটিকে যখন يَائے مُتَكَلِّم অর্থাৎ উত্তম পুরুষের يَاء এর প্রতি اِضَافَة বা সম্বন্ধ করা হয়, তখন বিধি অনুযায়ী ইযাফতের সময় تَثْنِيَة ও جَمع এর نون লুপ্ত হয়ে যায়। এখন অবশিষ্ট থাকে مُسْلِمُوْىَ - এক্ষেত্রে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম হল, যদি কোন স্থানে দু'টি حَرْف عِلَّة একত্রিত হয় এবং একটি হরকত বিশিষ্ট ও অন্যটি সাকিন হয় তখন সাকিন حَرْف عِلَّة টি হরকত বিশিষ্ট حَرْف عِلَّة এ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই কায়দা অনুযায়ী مُسْلِمُوْىَ এর وَاو টি يَاء হয়ে গেল, ফলে প্রথম يَاء দ্বিতীয় يَاء তে اِدْغَام হয়ে যায়। ফলে مُسْلِمُىَّ হল। এখন ى এর সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখার জন্য মীম এর পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করা হল। এভাবে مُسْلِمِىَّ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. عَامِل কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি উদাহরণসহ লিখ।

২. عَامِل مَعْنَوِى কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৩. اِسْم مُعْرَب এর اِعْرَاب কত প্রকার ও কি কি তা লিখ।

৪. اَسْمَاءُ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةِ এর اِعْرَاب লিখ এবং غَيْر مُنْصَرِف কাকে বলে তা কয়টি ও কি কি উল্লেখ কর।

৫. اِسْمُ الْمَقْصُوْر ও اِسْمُ الْمَنْقُوْص কাকে বলে? তাদের اِعْرَاب লিখ।

৬. اِعْرَاب অনুযায়ী টীকা লিখ।

أُولُو - مُسْلِمِيَّ - اَلتَّثْنِيَةِ - كِلاَ، كِلْتَا - عُمَرُ - اَلْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ الصَّحِيْحُ - اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ - اَسْمَاءُ السِّتَّةِ الْمُكَبَّرَةُ - اِسْمُ الْمَقْصُوْرِ - اِسْمُ الْمَنْقُوْصِ -

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ তৃতীয় পাঠ

اَلْمَرْفُوْعَاتُ

রফা বা পেশ বিশিষ্ট ইস্ম-এর বর্ণনা

ইস্ম বা নামবাচক বিশেষ্য যেমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, তেমনি ইসিম-এ ব্যবহৃত اِعْرَاب ও নানা ভাগে বিভক্ত। ইতিপূর্বে اِسْمِ مُتَمَكِّن বা مُعْرَب তথা পরিবর্তনশীল বিশেষ্যতে ব্যবহৃত اِعْرَاب এর ১৬টি প্রকার উল্লেখিত হয়েছে। যা মূলতঃ عَامِل বা কারক শক্তির কারণে। এ পর্যায়ে ইস্ম-এর শেষ হরফে রফা বা পেশ প্রাপ্ত হওয়ার কারক শক্তির কথা বলা হবে যা সাধারণতঃ مُبْتَدَأ ও خَبَر এবং হরফ বা অব্যয় পদের কারণে হয়ে থাকে।

◆ আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় رَفَع বা পেশ প্রাপ্ত اِسْم গুলোই اَلْمَرْفُوْعَات নামে পরিচিত।

اَقْسَامُ الْمَرْفُوْعَات : মারফু'আতের শ্রেণী বিভাগ

বাক্যে ব্যবহৃত رَفَع বা পেশ প্রাপ্ত اِسْم মোট ১২ প্রকার। যা নিম্নরূপ :

১. فَاعِل কর্তা।

২. نَائِبُ الْفَاعِل কর্তার স্থলাভিষিক্ত কর্ম।

৩-৪. اَلْمُبْتَدَأُ وَالْخَبْرُ উদ্দেশ্য ও বিধেয় : Subject and Predicate

৫. خَبَرُ اِنَّ وَاَخْوَاتُهَا (হরূফে মুশাব্বাহ্ বিল ফেলের খবর) :

৬. اِسْمُ كَانَ وَاَخْوَاتِهَا (সকল ফেলে نَاقِص এর ইস্ম)। اَلْاَفْعَالُ النَّاقِصَة অসমাপিকা বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়াপদ বিশেষ্য :

৭. اِسْمُ مَا وَلَا بِمَعْنَى لَيْسَ বা مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ (না-বোধক مَا ও لَا-এর ইস্ম)

৮. خَبَرُ لَا النَّافِيَة لِلْجِنْسِ (لَا-এ নাফী জিনসের খবর)

www.pathagar.com

৯. اسْمُ اَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ অদূরবর্তী বা নিকটবর্তী ক্রিয়ার বিশেষ্য :

১০. اَفْعَالُ الرِّجَاءِ আশা বা আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপক ক্রিয়া :

১১. اَفْعَالُ الشُّرُوْعِ আরম্ভ বা শুরু অর্থজ্ঞাপক ক্রিয়া :

১২. مُنَادٰى مُفْرَد مَعْرِفَة আহ্বানকৃত নির্দিষ্ট একক শব্দ :

নিম্নের উক্ত প্রকারগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো–

১. فَاعِل কর্তা । যেমন– قَامَ زَيْدٌ - دَخَلَ خَالِدٌ - ذَهَبَ زَيْدٌ ইত্যাদি।

فَاعِل এর অর্থ কর্তা– যার থেকে ক্রিয়া প্রকাশ পায় বা যিনি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, চাই সে ভাষাভাষী প্রাণী হোক কিংবা অন্য কোন জীব বা জড় হোক। নিম্নে فَاعِل এর আরও কিছু সংজ্ঞা লক্ষ্য করুন–

◆ যেসব ইস্‌ম এর পূর্বে একটি فِعْل কিংবা شِبْه فِعْل থাকে এবং তাকে اسم টির সাথে এতদ্বার্থে اِسْنَاد বা সম্বন্ধ করা হয় যে, فِعْل কিংবা شِبْه فِعْل টি তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, তার উপর তারা পতিত হয়নি, সেসব ইস্‌মকে فَاعِل বলে। যেমন ضَرَبَ زَيْدٌ যায়েদ প্রহার করেছে।

◆ فَاعِل এমন একটি ইস্‌ম যার পূর্বে একটি فِعْل (ক্রিয়া) বা صِفَة গুণবাচক বিশেষ্য থাকবে। যাকে ঐ ইস্‌মের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত করা হবে এ অর্থে যে, ইস্‌মটি দ্বারাই فِعْل বা صِفَة টি প্রতিষ্ঠিত হবে।

◆ فَاعِل এমন ইস্‌মকে বলে, যার পূর্বে একটি فِعْل থাকে এবং فِعْل টি এ ইস্‌ম দ্বারা সংঘটিত হওয়া হিসেবে ইস্‌মটি مُسْنَد اِلَيْه এবং فِعْل টি তার مُسْنَد হয়।

যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ এখানে زَيْدٌ শব্দটি فَاعِل যেহেতু فَاعِل হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি বিষয়ই এখানে পাওয়া গেছে– (১) زَيْدٌ শব্দটি اسم – (২) এটার পূর্বে ضَرَبَ একটি فِعْل এসেছে, (৩) فِعْل টি اسم দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। ফলে اسم টি مُسْنَد اِلَيْه এবং فِعْل তার مُسْنَد হয়েছে।

www.pathagar.com

সহজ কথায়, যার দ্বারা فِعل সম্পন্ন হয় তাকে فَاعِل বলে, তবে এক্ষেত্রে তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা–

১. বাক্যে فَاعِل এর স্থান فِعل এর পরে হবে।

২. فِعل টি تَام বা পূর্ণ হবে (نَاقِص হবে না)।

৩. فِعل টি مَعْرُوْف হবে مَجْهُوْل হবে না।

জ্ঞাতব্য :

** প্রত্যেক فِعل এর জন্য فَاعِل থাকা আবশ্যক। যেমন– ذَهَبَ زَيْدٌ -

** فِعل টি مُتَعَدِّى হলে مَفْعُوْل بِه থাকা প্রয়োজন।

যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا -

** যাকে কোন কাজ করার আদেশ বা নিষেধ করা হয় তাকেও فَاعِل বলে। যথা– اِقْرَأْ তুমি পড়।

لَاتَلْعَبْ তুমি খেল না।

** فَاعِل সব সময় فِعل কর্তৃক رَفع প্রাপ্ত হয়।

اَقْسَامُ الْفَاعِلُ

فَاعِل-এর শ্রেণী বিভাগ

فَاعِل প্রধানতঃ তিন প্রকার। যথা–

১. اِسْمُ الظَّاهِر প্রকাশ্য اِسم; যেমন- ذَهَبَ زَيْدٌ এখানে زَيْدٌ শব্দটি فَاعِل এবং তা প্রকাশ্য اِسم হয়েছে।

২. ضَمِيْر بَارِز প্রকাশ্য সর্বনাম; অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে فَاعِل যদি প্রকাশ্য اِسْمْ না হয়ে ضَمِيْر হয়। যেমন- ضَرَبْتُ আমি প্রহার করেছি। এখানে تُ টি প্রকাশ্য যমীর এবং তা فَاعِل হয়েছে।

www.pathagar.com

৩. ضَمِيْرِ مُسْتَتَر উহ্য বা গোপন সর্বনাম :

অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে فَاعِل যদি উহ্য সর্বনাম হয় তবে তাকে ضَمِيْرُ مُسْتَتَر বলা হয়। যেমন ضَرَبَ সে প্রহার করল। এখানে ضَرَبَ এর মধ্যে هُوَ (فَاعِل) সর্বনামটি উহ্য রয়েছে।

أُسْلُوْبُ اِسْتِعْمَالُ الْفَاعِل مَعَ الْفِعْلُ

فِعْل এর সাথে فَاعِل এর ব্যবহার বিধি :

১. যদি فَاعِل (কর্তা) প্রকাশ্য اِسْم হয়, তখন فِعْل কে সর্বদা একবচনই নিতে হবে, فَاعِل একবচন বা দ্বিবচন বা বহুবচন যাই হোক না কেন। যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ - ضَرَبَ زَيْدَانِ - ضَرَبَ زَيْدُوْنَ

২. যদি فَاعِل টি ضَمِيْر এর হয় তাহলে فِعْل টি যমীর অনুসারে تَثْنِيَة - وَاحِد বা جَمع হবে। যথা–

اَلْمُسَافِرُ وَصَلَ

اَلْمُسَافِرَانِ وَصَلاَ

اَلْمُسَافِرُوْنَ وَصَلُوْا

৩. فَاعِل যদি مُؤَنَّث حَقِيْقِى হয়, চাই উহা প্রকাশ্য হোক বা যমীর হোক সর্বাবস্থায় فِعْل টি مُؤَنَّث হওয়া وَاجِب – যেমন– قَامَتْ هِنْدٌ হিন্দা দাঁড়ালো, ذَهَبَتْ فَاطِمَةُ ফাতিমা গেলো, قَالَتْ عَائِشَةُ আয়িশা বললো।

৪. فَاعِل যদি مُؤَنَّث غَيْرِ حَقِيْقِى হয়ে اِسْمِ ظَاهِر হয়, তাহলে فِعْل টি مُذَكَّر বা مُؤَنَّث উভয়ই হতে পারে। যেমন–

طَلَعَتِ الشَّمْسُ বা طَلَعَ الشَّمْسُ –

৫. فَاعِل যদি مُؤَنَّث حَقِيْقِى হয় এবং فِعْل ও فَاعِل এর মাঝে অন্য কোন শব্দ না থাকে, তবে فِعْل কে مُؤَنَّث নেয়া ওয়াজিব। যথা– ذَهَبَتْ عَائِشَةُ আয়িশা গেল।

www.pathagar.com

৬. فَاعِل যদি مُؤَنَّث এর যমীর হয়, তাহলেও فعل কে مُؤَنَّث নেয়া ওয়াজিব। যথা– فَاطِمَةُ ذَهَبَتْ ـ اَلشَّمْسُ طَلَعَتْ

৭. তিন স্থানে فعل কে مُؤَنَّث ও مُذَكَّر উভয়ই ব্যবহার করা বৈধ। যথা–

(ক) فَاعِل যদি مُؤَنَّث حَقِيْقِى হয় এবং فِعل ও فَاعِل এর মাঝে অন্য কোন শব্দ থাকে। যথা–

سَافِرَتِ الْيَوْمَ عَائِشَةُ/سَافِرَ الْيَوْمَ عَائِشَةُ

(খ) فَاعِل যদি مُؤَنَّث غَيْرِحَقِيْقِى হয়। যথা–

طَلَعَتِ الشَّمْسُ/طَلَعَ الشَّمْسُ

(গ) فَاعِل যদি مُكَسَّر হয়। যথা– قَالَتِ الرِّجَالُ/قَالَ الرِّجَالُ

২. نَائِبُ الْفَاعِل কর্তার স্থলাভিষিক্ত কর্ম।

نَائِبُ الْفَاعِل ঐ মাফউলকে বলা হয় যার فَاعِل কে বিলুপ্ত করে মাফউলকে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

তবে শর্ত হলো نَائِبُ الْفَاعِل এর فعل টি مَجْهُوْل এর ছীগা হতে হবে। যেমন– ضُرِبَ زَيْدٌ যায়েদকে প্রহার করা হয়েছে। এই বাক্যে زَيْدٌ এর প্রহারকারী তথা فَاعِل কে বিলুপ্ত করে زَيْدٌ মাফউলকে তদস্থলে স্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, فَاعِل কে হযফ করে মাফউলকে ফায়েলের স্থলে ব্যবহার করার অনেক কারণ আছে। যেমন–

ক. বাক্য সংকোচন উদ্দেশ্যে। যেমন–

- ضُرِبَ عَمْرٌ থেকে ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا

খ. ফায়েল পরিচিত হলে। যেমন–

- خُلِقَ النَّاسُ থেকে خَلَقَ اللّٰهُ النَّاسَ

গ. নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে। যেমন– সম্পদ চুরি করেছে কে, তা জানা নেই। তখন বলা হয়– سُرِقَ مَالِى -

www.pathagar.com

ঘ. ফায়েলের ভয়ে। যেমন- قُتِلَ زَيْدٌ -

ঙ. ফায়েলের হিফাযতের জন্য। যেমন- قُتِلَ زَيْدٌ -

বিঃ দ্রঃ نَائِبُ الْفَاعِل টি فِعْل مَجْهُوْل কর্তৃক رَفع গ্রহণ করে। যেমন- فُتِحَ الْبَابُ থেকে فَتَحَ حَمِيْدُ الْبَابَ -

ضُرِبَتْ فَاطِمَةُ থেকে ضَرَبَ خَالِدٌ فَاطِمَةَ ইত্যাদি।

* نَائِب فَاعِل টিতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে فَاعِل এর সকল বিধান প্রযোজ্য।

৩-৪. اَلْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ উদ্দেশ্য ও বিধেয় : Subject and Predicate

مُبْتَدَأٌ অর্থ- শুরু, উদ্বোধনী, আরম্ভ, সূচনা, উদ্দেশ্য।

خَبَر অর্থ- খবর, সংবাদ, তথ্য, ঘটনা, বার্তা, বিধেয়, NEWS.

◆ مُبْتَدَأٌ : এমন একটি ইস্‌ম যা প্রকাশ্য আ'মেল বা কারক শক্তি থেকে মুক্ত এবং যার সম্পর্কে কোন খবর দেয়া হয়। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান)। এখানে زَيْدٌ শব্দটি مُبْتَدَأٌ (উদ্দেশ্য) যা প্রকাশ্য عَامِل থেকে মুক্ত এবং زَيْدٌ সম্পর্কে দণ্ডায়মান হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে।

◆ خَبَر : ইহা এমন একটি ইস্‌ম যা مُبْتَدَأٌ এর ন্যায় প্রকাশ্য عَامِل বা কারক শক্তি থেকে মুক্ত এবং যদ্বারা مُبْتَدَأٌ কোন খবর দেয়া হয়। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান)। এখানে قَائِمٌ শব্দটি খবর (বিধেয়) যা প্রকাশ্য আ'মেল থেকে মুক্ত এবং قَائِمٌ দ্বারা زَيْدٌ সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে।

خَبَر ও مُبْتَدَأٌ এর আরও কিছু মিলিত সংজ্ঞা নিম্নে দেয়া হল-

◆ اَلْعَامِلُ اللَّفْظِى বা প্রকাশ্য عامل থেকে মুক্ত اسم দ্বয় مُبْتَدَأٌ ও خَبَر নামে অভিহিত। তন্মধ্যে একটি مُسْنَد اِلَيْه বা উদ্দেশ্য হয় এবং তাকে مُبْتَدَأٌ বলে। আর অপরটি مُسْنَد বা বিধেয় হয় তাকে خَبَر বলে।

◆ رَفع প্রাপ্ত যে ইস্‌মটি اَلْعَامِلُ اللَّفْظِى হতে মুক্ত এবং اِسْنَاد বা দুই কিংবা ততোধিক শব্দের মাঝে সম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব

www.pathagar.com

প্রকাশের জন্য আসে তাকে مُبْتَدَأٌ বলে এবং مُبْتَدَأٌ এর অর্থকে পূর্ণতা দানের জন্য তৎপ্রতি যে সম্বন্ধযুক্ত হয় তাকে خَبَر বলে।

◆ **مُبْتَدَأٌ এর প্রকারভেদ :**

مُبْتَدَأٌ সাধারণতঃ দু'প্রকার। যথা–

১. اِسْمِ ظَاهِر (প্রকাশ্য বিশেষ্য) যথা– مَحْمُوْدٌ طَبِيْبٌ

২. ضَمِيْر (সর্বনাম বিশিষ্ট) যথা– اَنْتَ طَالِبٌ

◆ **خَبَر এর প্রকারভেদ**

خَبَر সাধারণতঃ তিন প্রকার। যথা–

১. جُمْلَة বা বাক্য হওয়া। যথা– خَالِدٌ دَخَلَ

২. اِسْمِ جَامِد হওয়া। যথা– هٰذَا قَلَمٌ

৩. اِسْمِ مُشْتَق হওয়া। যথা– مَحْمُوْدٌ جَالِسٌ -

[مُشْتَق বলতে اِسْمُ الْفَاعِل ـ صِفَةُ الْمُشَبَّهَة ـ اِسْمُ الْمُبَالَغَة ـ اِسْمُ الْمَفْعُوْل ইত্যাদি বুঝান হয়।]

خَبَر টি যদি اِسْمِ مُشْتَق হয় তাহলে তা وَاحِد - تَثْنِيَة - جَمْع - مُذَكَّر ও مُؤَنَّث এর ক্ষেত্রে مُبْتَدَأٌ এর অনুকরণ করে। যথা–

اَلْمُدَرِّسُ جَالِسٌ – اَلْمُدَرِّسَةُ جَالِسَةٌ

اَلْمُدَرِّسَانِ جَالِسَانِ – اَلْمُدَرِّسَتَانِ جَالِسَتَانِ

اَلْمُدَرِّسُوْنَ جَالِسُوْنَ – اَلْمُدَرِّسَاتُ جَالِسَاتٌ

উল্লেখ্য : مُبْتَدَأٌ টি সাধারণতঃ مَعْرِفَة (নির্দিষ্ট) হয় এবং خَبَر টি সাধারণত نَكِرَة (অনির্দিষ্ট) হয়।

* مُبْتَدَأٌ টি সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমে আসে এবং خَبَر টি বাক্যের শেষে আসে।

৫. خَبَرُ اِنَّ وَاَخْوَاتُهَا (হরূফে মুশাব্বাহ বিল ফেলের খবর) :

اِنَّ ও তার সমগোত্রীয় শব্দসমূহ :

www.pathagar.com

اِنَّ সহ তার সমগোত্রীয় শব্দ হচ্ছে মোট ছয়টি। যথা- (১) اِنَّ (ইন্না), (২) اَنَّ (আন্না), (৩) كَاَنَّ (কাআন্না), (৪) لَيْتَ (লাইতা), (৫) لكِنَّ (লাকিন্না), (৬) لَعَلَّ (লা'আল্লা)।

উক্ত حَرف গুলো جُمْلَةْ اسْمِيَّةْ বা মুবতাদা ও খবরের পূর্বে বসে মুবতাদাকে نَصب এবং خَبر কে رَفع প্রদান করে। তখন مُبْتَدَأ কে এ হরফগুলোর اسم এবং خَبر কে এ حَرف গুলোর خَبر বলা হয়।

◆ **উক্ত ৬টি حَرْفِ مُشَبَّهَةٌ بِالفِعْلِ এর অর্থ ও ব্যবহার :**

(১, ২) اِنَّ ও اَنَّ ব্যবহৃত হয় কথার মজবুতি ও দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য। যেমন-

(১) اِنَّ = اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(২) اَنَّ = اَعْرِفُ اَنَّ خَالِدًا طَبِيْبٌ আমি জানি নিশ্চয়ই খালিদ একজন ডাক্তার।

بَلَغَنِى اَنَّكَ جَاهِلٌ আমার নিকট একথা পৌঁছেছে যে, তুমি মূর্খ।

* اِنَّ বাক্যের প্রথমে আসে এবং اَنَّ বাক্যের মাঝের দিকে আসে।

(৩) كَاَنَّ (যেন) : এটি আসে তার ইস্‌মটিকে خَبر এর সাথে তুলনা করার জন্য। যেমন- كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ যায়েদ যেন সিংহ।

(৪) لكِنَّ (কিন্তু) : এটি ব্যবহার হয় তার পূর্বের কথাতে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলে তা দূর করার জন্য। যথা- بَكْرٌ نَائِمٌ لكِنَّ خَالِدًا مُسْتَيْقِظٌ বকর ঘুমন্ত কিন্তু খালিদ জাগ্রত। جَاءَ زَيْدٌ لكِنَّ بَكْرًا غَائِبٌ যায়েদ এসেছে কিন্তু বকর অনুপস্থিত।

(৫) لَيْتَ আসে تَمَنّى বা অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার অর্থে।

যেমন- لَيْتَ اَبِى حَىٌّ হায়! আমার আব্বা যদি জীবিত থাকতেন।

لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ যৌবন যদি ফিরে আসতো।

(৬) لَعَلَّ এটি আসে تَرَجِّى বা আশা করা যায় অর্থে যথা- لَعَلَّ

www.pathagar.com

السُّلْطَانَ يُكْرِمُنِىْ। আশা করি বাদশা আমাকে সমাদর করবেন। অথবা সম্ভাব্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ক্ষেত্রে।

যেমন– لَعَلَّ نَعِيْمًا مَرِيْضٌ সম্ভবতঃ নাঈম অসুস্থ।

لَعَلَّ مَحْمُوْدًا حَاضِرٌ - সম্ভবতঃ মাহমুদ উপস্থিত।

বিঃ দ্রঃ مُبْتَدَأٌ ও خَبَر এর নিয়মাবলী اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ -এর اِسم ও خَبَر এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

◆ مُبْتَدَأٌ যেমন ضَمِيْر ও اِسْمُ الظَّاهِر হয় حُرُوْف مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ এর اِسم ও ضَمِيْر ও اِسْم ظَاهِرْ হয়।

◆ مُبْتَدَأٌ এর خَبَر যেমন– جُمْلَة ـ اِسْم مُشْتَق এবং اِسْم جَامِد হয় اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَة بِالفِعْلِ এর خَبَر ও اِسْم مُشْتَق এবং اِسْم جَامِد হয়।

◆ خَبَر মুশতাক হলে যেমন– مُبْتَدَأ এর অনুকরণ করে তেমনি حُرُوْف مُشَبَّهَة بِالْفِعْلْ এর خَبَر ও مُشْتَق হলে اِسم এর অনুসরণ করে। যথা–

- اِسْمُ ظَاهِرْ টি اِسم = اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ

- ضَمِيْر টি اِسم = اِنَّكَ عَالِمٌ

- اِسْم جَامِد টি اِسم = اِنَّ هٰذَا قَلَمٌ

- اِسْم مُشْتَق টি اِسم = اِنَّ الْمُدَرِّسَ جَالِسٌ

اِنَّ الْمُدَرِّسَيْنِ جَالِسَانِ

اِنَّ الْمُدَرِّسِيْنَ جَالِسُوْنَ

اِنَّ الْمُدَرِّسَةَ جَالِسَةٌ

اِنَّ الْمُدَرِّسَتَيْنِ جَالِسَتَانِ

اِنَّ الْمُدَرِّسَاتِ جَالِسَاتٌ

উল্লেখ্য– كَانَّ এর খবরটি যদি اِسْم جَامِد হয় তবে মুবতাদাকে খবর এর সাথে তথা– مُسْنَد কে مُسْنَد اِلَيْه এর সাথে তুলনা করার জন্য

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়। যেমন- كَانَ زَيْدًا اَسَدٌ - আর খবরটি اسْمِ مُشْتَق হলে সন্দেহের অর্থ হবে। যেমন- كَانَّ زَيْدًا مَرِيْضٌ মনে হয় যায়েদ রুগ্ন।

৬. اسْمُ كَانَ وَاَخْوَاتِهَا। اسْمِ كَانَ (সকল فِعْلِ نَاقِص এর ইস্‌ম)।

اَلاَفْعَالُ النَّاقِصَةُ। অসমাপিকা বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়াপদ বিশেষ্য :

সাধারণতঃ সকল فعل-ই مُسْنَد হয়। কিন্তু কতগুলো فعل মুসনাদ হয় না। কারণ তাতে অসম্পূর্ণতা আছে। আর সে জন্য এ ধরনের فعل কে اَلاَفْعَالُ النَّاقِصَةُ বলে। এগুলোর পরে যে ইস্‌মটি فَاعِل হত, এখন তাকে এগুলোর ইস্‌ম বলা হবে এবং এটিই হবে مُسْنَد اِلَيْه এবং এই ইস্‌ম-এর পর আরও একটি ইস্‌মকে আনা হবে। তাকে এগুলোর খবর বলা হবে এবং সেটা হবে مُسْنَد - কেননা مُسْنَد اِلَيْه ও مُسْنَد একত্রিত না হলে جُمْلَةٌ পূর্ণ হয় না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই ইস্‌ম ও খবরটি একত্রে একটি جُمْلَة اسْمِيَّة ছিল। তাই বলা হয়, এ فعل গুলো جُمْلَة اسْمِيَّة এর পূর্বে আসে ও مُبْتَدَأ কে رَفع দেয় এবং خَبَر কে نَصَب দেয়। এ ধরনের فعل ১৩টি। নিম্নে اَلاَفْعَالُ النَّاقِصَةُ এর فعل গুলো তুলে ধরা হলো-

১. كَانَ : এটি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(ক) كَانَ এর খবরটি তার ইস্‌মের জন্য অস্থায়ী বা স্থায়ী অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- অস্থায়ী অর্থে- كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا যায়েদ দণ্ডায়মান ছিল।

স্থায়ী অর্থে- كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আল্লাহ মহাজ্ঞানী মহাকৌশলী।

(খ) كان টি صَارَ বা হয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহার হয়।

যেমন- كَانَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا

অর্থাৎ- صَارَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا গরীব লোকটি ধনী হয়ে গেছে।

(গ) كَانَ تَامَّة : كَانَ تَامَّة বলতে ঐ كَانَ কে বুঝায় যা ثَبَتَ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে كَانَ এর অর্থ শুধু فَاعِل দ্বারাই পূর্ণ হয়। যেমন-

www.pathagar.com

كَانَ خَالِدٌ অর্থাৎ ثَبَتَ خَالِدٌ খালেদ প্রতিষ্ঠিত হলো– এক্ষেত্রে كَانَ টি مُسْنَدٌ - كَانَ مَطَرٌ বৃষ্টি হয়েছে।

(ঘ) كَانَ زَائِدَة : كَانَ زَائِدَة বলতে ঐ كَانَ কে বুঝায় যা বিলুপ্তির ফলে বাক্যে অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। যেমন– إِنَّ مِنْ أَفْضَلِهِمْ كَانَ خَالِدٌ - নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে খালিদ উত্তম।

উল্লেখ্য, অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত كَانَ পরবর্তী ইস্‌মের মধ্যে কোন আমল করে না।

* كَانَ সাধারণতঃ ছিল, হয়, হন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. صَارَ (হল) : এটি দু'রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা)–

(ক) صَارَ টি انْتِقَال বা পরিবর্তন হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোন একটি ইস্‌মের প্রকৃত অবস্থা থেকে অন্য একটি প্রকৃত অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া বুঝায়। যেমন– صَارَ الطِّيْنُ خَزَفًا মাটি পাত্রে পরিণত হলো।

অথবা ইস্‌মের এক গুণ থেকে অপর গুণে পরিবর্তিত হওয়া।

যেমন– صَارَ الْفَقِيْرُ غَنِيًّا গরীব লোকটি ধনী হয়ে গেল।

(খ) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া বুঝায়। এক্ষেত্রে صَارَ টি إِلَى হরফে জারের মাধ্যমে সকর্মক হয়ে থাকে।

যেমন– صَارَ بَكْرٌ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ -

বকর এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে।

৩. أَصْبَحَ, ৪. أَمْسَى, ৫. أَضْحَى এর ব্যবহার :

এই তিনটি الْأَفْعَالُ النَّاقِصَة তিনটি করে অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

(ক) সংশ্লিষ্ট সময়ের সাথে বাক্যের বিষয়বস্তুকে মিলিতকরণ অর্থে। যেমন–

* أَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا - যায়েদ প্রাতঃকালে ধনী হয়েছে।

* أَمْسَى زَيْدٌ قَائِمًا - যায়েদ সন্ধ্যায় দণ্ডায়মান হয়েছে।

* أَضْحَى زَيْدٌ فَقِيْرًا - যায়েদ পূর্বাহ্নে গরীব হয়েছে।

www.pathagar.com

(খ) صَارَ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

* أَصْبَحَ الْجَوُّ حَارًا - আবহাওয়া গরম হয়ে গেছে।

* أَمْسَى الْجَوُّ حَارًا - আবহাওয়া গরম হয়ে গেছে।

* أَضْحَى الْمُظْلِمُ مُنِيْرًا - অন্ধকার আলোকিত হয়ে গেছে।

(গ) কোন কোন সময় এ فِعْل তিনটি تَامَّةٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

* أَصْبَحَ خَالِدٌ - খালেদ প্রাতঃকালে উপনীত হলো।

* أَمْسَى عَمْرٌ - আমর সন্ধ্যায় উপনীত হলো।

* اضْحَى بَكْرٌ - বকর পূর্বাহ্নে উপনীত হলো।

৬. ظَلَّ, ৭. بَاتَ এর ব্যবহার :

ظَلَّ ও بَاتَ ফে'লদ্বয় সময়ের সাথে বাক্যের বিষয়বস্তুকে একত্রিকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

* ظَلَّ خَالِدٌ كَاتِبًا - খালেদ দিনে লেখক হলো।

* بَاتَ خَالِدٌ نَائِمًا - খালেদ রাতে নিদ্রিত হলো।

প্রকাশ থাকে যে, ظَلَّ ও بَاتَ ফেলদ্বয় কখনো صَارَ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন–

* ظَلَّ الأُسْتَاذُ مَحْبُوْبًا শিক্ষকটি প্রিয় হয়ে গেছে।

* ظَلَّ الصَّبِيُّ بَالِغًا - বালকটি প্রাপ্ত বয়স্ক হলো।

* بَاتَ الْمَطَرُ كَثِيْرًا - বৃষ্টি অধিক হয়ে গেছে।

* بَاتَ الشَّبَابُ شَيْخًا যুবকটি বৃদ্ধ হলো।

৮. مَازَالَ, ৯. مَابَرِحَ, ১০. مَاانْفَكَ, ১১. مَافَتِى -

এ চারটি ইস্‌মের জন্য তার খবর পূর্ব হতে সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে অব্যাহত থাকার অর্থ দেয় এবং এগুলো দীর্ঘ সময় থেকে কোন কাজ চলতে থাকা বুঝানোর জন্য। যেমন–

* مَازَالَ خَالِدٌ عَالِمًا - খালেদ সর্বদাই জ্ঞানী।

www.pathagar.com

مَازَالَ الطِّفْلُ بَاكِيًا - শিশুটি সর্বদাই ক্রন্দনরত।

* مَابَرِحَ خَالِدٌ صَائِمًا - খালেদ সর্বদাই রোযাদার।

مَابَرِحَ الرَّجُلُ مُنْتَظِرًا - লোকটি অপেক্ষমান।

* مَاانْفَكَ بَكْرٌ عَاقِلاً - বকর সর্বদাই বিবেকবান।

مَاانْفَكَ الْبَيْتُ مُظْلِمًا - ঘরটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার।

* مَافَتِئَ خَالِدٌ غَنِيًّا - খালেদ সর্বদাই ধনী।

مَافَتِئَ الطَّالِبُ قَائِمًا - ছাত্রটি অনেকক্ষণ থেকে দণ্ডায়মান।

১২. مَادَامَ এটি ইস্‌মকে তার খবরের জন্য কোন এক সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। আর এটির পূর্বে একটি جُمْلَة اسْمِيَّة বা فِعْلِيَّة হওয়া আবশ্যক। যেমন– جَلَسْتُ مَادَامَ زَيْدٌ جَالِسًا - যায়েদ যতক্ষণ বসে ছিল আমিও ততক্ষণ বসে ছিলাম।

مَادَامَ الأُسْتَاذُ حَيًّا اَنَا اَخْدِمُهُ - যতদিন ওস্তাদ বেঁচে থাকবেন ততদিন আমি তার খেদমত করব।

১৩. لَيْسَ নেই অর্থে। যেমন–

لَيْسَ الطَّالِبُ حَاضِرًا - ছাত্রটি উপস্থিত নেই।

বিঃ দ্রঃ ৮, ৯, ১০ ও ১১ সংখ্যায় উল্লেখিত اَلاَفْعَالُ النَّاقِصَة এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও চারটি اَلاَفْعَالُ النَّاقِصَة উল্লেখ করা হলো। যা নিম্নরূপ–

* عَادَ প্রত্যাবর্তন করল- عَادَ خَالِدٌ يَوْمًا - খালেদ আজ প্রত্যাবর্তন করল।

* اضَ ফিরল- اضَ زَيْدٌ بَعْدَ مَسَاء - যায়েদ সন্ধ্যার পর ফিরল।

* غَدَا সকালে করল- غَدَا يَشْغَلُ هُوَ সে সকালে কাজ করল।

* رَاحَ সন্ধ্যায় ফিরল- رَاحَ زَيْدٌ بَعْدَ الْمَسَاء - যায়েদ সন্ধ্যার পর ফিরল।

তারকীব করার সময় বলতে হবে- كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا এই বাক্যে كَانَ শব্দটি فِعْل نَاقِص - زَيْدٌ তার اِسم এবং قَائِمٌ তার خَبر - كَانَ তার

www.pathagar.com

فِعْل نَاقِص টি اسم ও خَبَر সহ جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে। যেহেতু مُسْنَد হয় না, তাই তারকীব করার সময় তা আগের মতই جُمْلَة اِسْمِيَّة হবে।

৭. مَاوَلاَ اَلْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ বা اِسْمُ مَاوَلاَ بِمَعْنى لَيْسَ (না-বোধক مَا ও لاَ-এর ইস্‌ম)

যে مَا ও لاَ হরফদ্বয় لَيْسَ -এর ন্যায় আ'মল করে তাকে مَاوَلاَ اَلْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ বলে। এই হরফদ্বয়ের যে কোন একটি جُمْلَة اِسْمِيَّة এর পূর্বে এসে مُبْتَدَأ কে رَفْع এবং خَبَر কে نَصَب দেয়। তখন مُبْتَدَأ কে এগুলোর ইস্‌ম এবং খবরকে এগুলোর خَبَر বলা হয়। যেমন– مَاخَالِدٌ تَاجِرًا (খালিদ ব্যবসায়ী নয়)। لاَطَالِبٌ مَوْجُوْدًا ছাত্র উপস্থিত নেই।

তারকীব করার সময় বলতে হবে- مَا হল اَلْمُشَبَّهَة بِلَيْسَ خَالِدٌ - তার ইস্‌ম এবং تَاجِرًا তার خَبَر - مَا তার اسم ও خَبَر সহ جُمْلَة اِسْمِيَّة হল। যেহেতু مَا ও لاَ এ দু'টির কোনটিই مُسْنَد বা مُسْنَدْ اِلَيْه হয় না, তাই তারকীবের সময় এগুলো আগের মত جُمْلَة اِسْمِيَّة-ই হবে।

◆ مَا ও لاَ এর পার্থক্য :

مَا হরফটি نَكِرَة ও مَعْرِفَة উভয়ের উপরেই আসে। যেমন– مَازَيْدٌ قَائِمًا যায়েদ দণ্ডায়মান নয়। مَارَجُلٌ مُنْطَلِقًا কোন পুরুষ যাত্রা করেনি। لاَ সর্বদাই نَكِرَه এর উপর ব্যবহৃত হয়। যেমন– لاَرَجُل اَفْضَلَ مِنْكَ কোন পুরুষই তোমার থেকে উত্তম নয়।

لَيْسَ উক্ত হরফদ্বয়ের ন্যায়-ই আ'মল করে এবং এ দু'টির অর্থই প্রকাশ করে।

৮. خَبَرُ لاَ النَّافِيَة لِلْجِنْس (لاَ-এ নাফী জিনসের খবর)

لاَ এমন একটি حَرْفُ النَّفِى যা একটি جِنْس অর্থাৎ জাতি বিদ্যমান না থাকা বুঝায়। অথবা যে لاَ দ্বারা তার পরবর্তী ইস্‌মের সমষ্টিগত অনুপস্থিত থাকা বুঝায় অথবা যে لاَ দ্বারা جِنْس এর অধীনস্থ সকল اَفْرَاد কে নাফী

www.pathagar.com

করা হয় সে لَا কে لَا الَّتِى لِنَفْىِ الْجِنْسِ বলা হয়। যেমন- لَارَجُلَ فِى الْبَيْتِ এখানে رَجُلٌ বা পুরুষ জাতি বলতে যাদের বুঝায় তারা কেউই ঘরে নেই বলা হয়েছে।

* لَا টি اِنَّ এর অনুরূপ আ'মল করে। এটা جُمْلَة اِسْمِيَّة এর পূর্বে এসে مُبْتَدَأ কে نَصب (যবর) এবং خَبر কে পেশ দেয়। এটার مُبْتَدَأ বা اسم বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হয়। তবে এটার خَبر সর্বদাই مَرْفُوْع হয়। অর্থাৎ لَا তার খবরকে رَفع দেয়।

উল্লেখ্য, لَا এর বিভিন্ন অবস্থা এবং অবস্থাসমূহের বিভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতি রয়েছে- যা নিম্নরূপ :

১. لَا এর اسم যদি مُضَاف হয় তাহলে اسم টি نَصب বা যবর বিশিষ্ট হবে। যেমন- لَاغُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِى الدَّارِ - ঘরে লোকটির কোন চতুর গোলাম নেই।

২. لَا এর ইস্‌মটি যদি نَكِرَة হয় এবং مُضَاف না হয় তাহলে ইসিমটি সর্বদা যবর বিশিষ্ট হবে। যথা- لَارَجُلَ فِى الدَّارِ - ঘরে কোন লোক নেই। لَاطَالِبَ حَاضِرٌ - কোন ছাত্র উপস্থিত নেই।

৩. لَا এর اسم যদি مَعْرِفَة হয়, তখন আরো একটি مَعْرِفَة আনতে হয় এবং উভয় مَعْرِفَة এর পূর্বে لَا আসে এ অবস্থায় لَا কোন আ'মল করবে না। তাই এ দু'টি مَعْرِفه - مُبْتَدَاء হিসেবে مَرْفُوْع হয়। যথা- لَاعَلِىٌّ عِنْدَ اَنَا وَلَامَحْمُوْدٌ আমার নিকট আলী ও মাহমুদ কেউ নেই। لَازَيْدٌ عِنْدِىْ وَلَاعَمْرٌو আমার নিকট যায়েদও নাই আমরও নাই।

৪. لَا এর ইস্‌ম যদি একবচন نَكِرَه হয় তবে অপর একটি نَكِرَه এর সাথে لَا কে পুনঃ উল্লেখ করে পাঁচভাবে পড়া যায়। যথা-

(ক) لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

(খ) لَاحَوْلٌ وَلَاقُوَّةٌ اِلاَّ بِاللهِ

www.pathagar.com

(গ) لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

(ঘ) لَاحَوْلٌ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

(ঙ) لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةٌ اِلاَّ بِاللهِ

৯. اِسْمُ اَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ অদূরবর্তী বা নিকটবর্তী ক্রিয়ার বিশেষ্য :

যে সমস্ত ক্রিয়া خَبَر কে فَاعِل বা কর্তার নিকটবর্তী করে দেয়ার জন্য গঠিত হয়েছে তাকে اَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ বলে। যেমন–

كَادَ خَالِدٌ يَخْرُجُ খালিদ বের হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে।

◆ اَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ গুলো جُمْلَةِ اِسْمِيَّةِ এর পূর্বে বসে اِسْم কে পেশ দেয় এবং খবরকে যবর দেয়। তবে শর্ত হলো اَفْعَال مُقَارَبَةِ এর خَبَر টি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর صِيغَةِ হতে হবে, চাই اَنْ এর সাথে হোক বা اَنْ ব্যতীত হোক। যথা– اَنْ সহ عَسى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ অথবা اَنْ ব্যতীত। যেমন– عَسى زَيْدٌ يَخْرُجُ -

কখনো اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع টি جُمْلَةِ হওয়ার পর فِعْلُ الْمُقَارَبَةِ এর فَاعِل হয়, তখন খবর এর দরকার হয় না। এই অবস্থা عَسى তেই শুধু হয়ে থাকে। যেমন– عَسى اَنْ يَّخْرُجَ زَيْدٌ এখানে اَنْ يَّخْرُجَ এ শব্দটি عَسى এর فَاعِل হয়েছে।

আরবী ভাষায় اَفْعَال مُقَارَبَةِ সংখ্যা মোট ৪টি। যথা–

১. كَادَ এটি খুব নিকটতম সময় বুঝাতে। যেমন–

كَادَ زَيْدٌ يَخْرُجُ/كَادَ زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ = অল্প সময়ের মধ্যেই যায়েদ বের হবে।

২. كَرُبَ অচিরেই বা নিঃসন্দেহে অর্থে। যথা–

كَرُبَ خَالِدٌ اَنْ يَّخْرُجَ অচিরেই খালিদ বের হবে।

كَرُبَ خَالِدٌ لِيَخْرُجَ নিঃসন্দেহে খালিদ বের হবে।

www.pathagar.com

৩. عَسى আশা করা যায় বা সম্ভবতঃ অর্থে। যথা–

عَسى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ আশা করা যায় যায়েদ বের হবে।

عَسى زَيْدٌ اَنْ يَّقُوْمَ সম্ভবতঃ যায়েদ দাঁড়াবে।

৪. اَوْشَكَ সম্ভবতঃ বা নিঃসন্দেহে অর্থে। যথা–

اَوْشَكَ زَيْدٌ اَنْ يَّطْعَمَ সম্ভবতঃ যায়েদ খাওয়ার কাছাকাছি হয়েছে।

اَوْشَكَ زَيْدٌ لِيُسَافِرَ নিঃসন্দেহে যায়েদ ভ্রমণ করবে।

১০. اَفْعَالُ الرَّجَاءِ আশা বা আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপক ক্রিয়া :

عَسى - حَرى ও اِخْلَوْلَقَ এই তিনটি শব্দ আশা করা যায় অর্থে। যথা–

১. عَسى = عَسى الْوَلَدُ اَنْ يَتَكَلَّمَ আশা করা যায় ছেলেটি কথা বলবে।

২. حَرى = حَرى رَجُلٌ اَنْ يُّسْلِمَ আশা করা যায় লোকটি মুসলিম হবে।

৩. اِخْلَوْلَقَ = اِخْلَوْلَقَ زَيْدٌ اَنْ يَّدْخُلَ আশা করা যায় যে, যায়েদ প্রবেশ করবে।

১১. اَفْعَالُ الشُّرُوْعِ আরম্ভ বা শুরু অর্থজ্ঞাপক ক্রিয়া :

اَفْعَالُ الشُّرُوْعِ যথা– شَرَعَ - اَخَذَ - اَقْبَلَ - اَنْشَأَ - طَفِقَ - قَامَ - بَدَأَ এগুলো কোন কাজ শুরু করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

اَخَذَ الْخَطِيْبُ يَخْطُبُ বক্তা বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছে।

بَدَأَ الْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ কুরআন অবতরণ হওয়া শুরু করেছে।

◆ اَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ - اَفْعَالُ الرَّجَاءِ - اَفْعَالُ الشُّرُوْعِ এগুলো জুমলা ইসমিয়ার পূর্বে বসে مُبْتَدَأ কে رَفَع এবং খবরকে نَصَب দেয়। তখন মুবতাদাকে উহাদের اسم বলে।

উল্লেখ্য, اَفْعَالُ الشُّرُوْعِ এর খবর সব সময় فِعْلُ الْمُضَارِعِ হয়। সুতরাং اَفْعَالُ الشُّرُوْعِ এর পর যদি فِعْلُ الْمُضَارِعِ না আসে তাহলে

www.pathagar.com

اَفْعَالُ الشُّرُوْعِ গুলো আরম্ভ করার অর্থ প্রদান করবে না বরং এরা নিজস্ব অর্থে ব্যবহৃত হবে। যথা– اَخَذَ অর্থ হবে নেয়া বা গ্রহণ করা।

১২. مُنَادى مُفْرَد مَعْرِفَة আহ্বানকৃত নির্দিষ্ট একক শব্দ :

مُنَادى বা আহ্বানকৃত শব্দটি যদি مُفْرَد مَعْرِفَة হয় তাহলে مُنَادى টি সর্বদা পেশ বিশিষ্ট হবে। যথা– يَازَيْدُ -

حَرْف نِدَا বা مُنَادى সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বিশেষ্য এর শ্রেণী বিভাগের مَعْرِفَة অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. اَلْمَرْفُوْعَاتُ কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি লিখ।

২. نَائِبُ الْفَاعِلِ কাকে বলে ? এর শর্ত ও ব্যবহারের কারণগুলো লিখ।

৩. مُبْتَدَأ ও خَبَر কাকে বলে ? কোনটি কত প্রকার উদাহরণসহ লিখ।

৪. اِسْمُ الاَفْعَالُ النَّاقِصَة কাকে বলে, তা কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৫. اِسْمُ اَفْعَال الْمُقَارَبَةُ কাকে বলে, তা কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৬. اِعْرَاب অনুযায়ী টিকা লিখ :

ক. اَفْعَالُ الرَّجَاءِ .খ خَبَرُ لاَ النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ

গ. خَبَرُ اِنَّ وَاَخْوَاتِهَا .ঘ اِسْمُ مَا وَلاَ بِمَعْنَى لَيْسَ

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ চতুর্থ পাঠ

اَلْمَنْصُوْبَاتُ

নসব বা যবর বিশিষ্ট ইস্মসমূহ

নসবদাতা আ'মেলসমূহের কারণে যে সকল ইস্ম নসব পায় তাদেরকে اَلْمَنْصُوْبَاتُ বলা হয়।

اَقْسَامُ الْمَنْصُوْبَاتِ মানসূবাতের প্রকারভেদ :

مَنْصُوْبَات মোট ১৩ প্রকার, নিম্নে উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো–

১. اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ যেমন– ضَرَبْتُ ضَرْبًا এখানে ضَرْبًا মাফউলে মুত্লাক। অনুরূপ– نَصَرْتُ نَصْرًا ,قَعَدْتُ جُلُوْسًا ,بَكِيَ الطِّفْلُ بُكَاءً, ইত্যাদি।

২. اَلْمَفْعُوْلُ بِه যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا এখানে زَيْدًا মাফউলে বিহি। অনুরূপ– اِشْتَرى خَالِدٌ كِتَابًا ,مَدَحَ مَحْمُوْدٌ نَعِيْمًا ইত্যাদি।

৩. اَلْمَفْعُول فِيه যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا اَمَامُ الدَّارِ এখানে اَمَامَ الدَّارِ মাফউলে ফীহি। অনুরূপ– اَنَا اُسَافِرُ غَدًا ,جَلَسَ نَعِيْمٌ اَمَامَ الْمَسْجِدِ ইত্যাদি।

৪. اَلْمَفْعُوْلُ لَه যেমন– ضَرَبْتُ تَادِيْبًا এখানে تَادِيْبًا মাফউলে লাহু, অনুরূপ– بَكَيْتُ خَوفًا - قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُنْبًا ইত্যাদি।

৫. اَلْمَفْعُوْلُ مَعَه যেমন– جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ এখানে وَالْجُبَّاتِ মাফউলে মায়াহু। অনুরূপ– جَلَسْتُ وَزَيْدًا ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ উক্ত পাঁচ প্রকার মাফউল সম্পর্কে اَقْسَامُ الْمَفْعُوْلُ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. اَلْحَالُ যেমন– جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا এখানে رَاكِبًا **হাল হয়েছে।**

اَلْحَالُ অবস্থা : حَال এমন ইস্মকে বলে, যা فِعل সংঘটিত হওয়ার

www.pathagar.com

সময় فَاعِل এর অবস্থা বর্ণনা করে। যেমন- جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا যায়েদ সওয়ার হয়ে এসেছে। অথবা مَفْعُوْل এর অবস্থা বর্ণনা করে। যেমন- ضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُوْدًا আমি যায়েদকে বেঁধে মেরেছি। অথবা একই সাথে فَاعِل ও مَفْعُوْل এর অবস্থা বর্ণনা করা হয়। যেমন- لَقِيْتُ زَيْدًا رَاكِبَيْنِ আমি যায়েদের সাথে সাক্ষাত করেছি এ অবস্থায় যে, উভয়েই আরোহী ছিলাম। এখানে رَاكِبَيْنِ ফায়েল ও মাফউলের অবস্থা বর্ণনা করছে।

◆ فَاعِل বা مَفْعُوْل যারই অবস্থা বর্ণনা করা হয়, তাকে ذُو الْحَال (যুলহাল) বলে।

ذُو الْحَال আগে এবং حَال পরে আসে। حَال সর্বদা نَكِرَة হয় এবং ذُو الْحَال সাধারণতঃ مَعْرِفَة হয়। কখনো কখনো ذُوالْحَال টি نكرة হয়, তখন حال টি আগে আসে। যেমন- جَاءَنِى رَاكِبًا رَجُلٌ - حَال কখনো جُمْلَة خَبْرِيَّة হয়। যেমন- جَاءَنِى زَيْدٌ وَهُوَ رَاكِبٌ এখানে هُوَ رَاكِبٌ বাক্যটি حَال হওয়ার কারণে উহাকে جُمْلَة حَالِيَة বলা হবে। جُمْلَة حَالِيَة তে একটি ضَمِيْر থাকবে যা ذُوالْحَال কে বুঝাবে। এ উদাহরণে هُوَ শব্দটি زَيْدٌ কে বুঝাচ্ছে। حَال সবসময় বচন এবং লিঙ্গ হিসেবে ذُوالْحَال এর অনুকরণ করে।

৭. اَلتَّمْيِيْزُ সন্দেহ নিবারক : যেমন- عِنْدِى عِشْرُوْنَ كِتَابًا এখানে كِتَابًا শব্দটি তামীয।

تَمْيِيْز একটি অনির্দিষ্ট اِسْم جَامِد যা خَبَرএর মধ্যে কোন সন্দেহ থাকলে তা দূর করে প্রকৃত ভাব অথবা مُبْتَدَا এর সঙ্গে خَبَرْ এর সম্বন্ধের কারণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে। যথা- طَابَ الْوَرْدُ لَوْنًا গোলাপটি রঙ্গের দিক দিয়া সুন্দর হয়েছে।

www.pathagar.com

اَلتَّمْيِيْزُ : যে ইস্‌ম তার পূর্ববর্তী শব্দ বা বাক্যে সৃষ্ট অস্পষ্টতা দূর করে তাকে তামীয বলে। যেমন-

* সংখ্যায় عِنْدِىْ اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا আমার নিকট ১১টি দিরহাম আছে। এখানে বাক্যের শেষে উল্লেখিত دِرْهَمًا শব্দটি اَحَدَ عَشَرَ সংখ্যা হতে অস্পষ্টতা দূর করেছে।

* পরিমাণে- لَهُ قَفِيْزٌ بُرًّا তার এক কাফীয গম আছে।

* ওযনে- لَهُ مَنْوَانِ عَسَلاً তার দু' সের মধু আছে।

* দৈর্ঘ্য পরিমাপ- عِنْدِىْ ذِرَاعَانِ قُطْنًا আমার নিকট দু'গজ সূতা আছে।

اِشْتَرَيْتُ ذِرَاعَيْنِ ثَوْبًا আমি দু'গজ কাপড় কিনেছি।

বিঃ দ্রঃ যার اِبْهَام বা অস্পষ্টতাকে দূর করা হয় তাকে مُمَيَّزٌ বলে। تَمْيِيْز সবসময় نَكِرَة হয়।

৮. اَلْمُسْتَثْنٰى : যেমন- جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدًا (যায়েদ ব্যতীত আমার নিকট দলের সকলেই এসেছে) এখানে زَيْدًا শব্দটি মুস্‌তাস্‌না হয়েছে।

<u>اَلْمُسْتَثْنٰى :</u> مُسْتَثْنٰى শব্দের অর্থ পৃথক করা, বের করা, বাদ দেয়া। পরিভাষায়, যে শব্দকে তার পূর্ব বর্ণিত نِسْبَة বা حُكْم থেকে اِسْتِثْنَاء এর শব্দাবলীর মাধ্যমে বাদ দেয়া হয় তাকে مُسْتَثْنٰى বলা হয়। যেমন- جَاءَ الطُّلاَّبُ اِلاَّ زَيْدًا (যায়েদ ছাড়া সকল ছাত্র এসেছে)। এখানে زَيْدًا শব্দটি مُسْتَثْنٰى এবং اَلطُّلاَّبُ শব্দটি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ - সুতরাং مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হতে যার মাধ্যমে مُسْتَثْنٰى কে পৃথক করা হয় তাকেই اِسْتِثْنَاءُ বলে। اِلاَّ এবং এ জাতীয় শব্দগুলো اِسْتِثْنَاء বুঝাতে ব্যবহৃত হয়, তাই এগুলোকে حَرْفُ الاِسْتِثْنَاء বলে। اِلاَّ ব্যতীত অন্যগুলোকে সংক্ষেপে اَخَوَاتُ اِلاَّ বলে।

www.pathagar.com

اَقْسَامُ الْمُسْتَثْنٰى : মুস্‌তাসনা-এর প্রকারভেদ

مُسْتَثْنٰى তিন প্রকার। যথা–

১. مُسْتَثْنٰى مُتَّصِل : এটা এমন মুস্‌তাস্‌না যা مُسْتَثْنٰى مِنْه এর جِنْس (জাতি) ভুক্ত হয়ে থাকে। যথা– جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ خَالِدًا এখানে قَوْمٌ ও خَالِدٌ উভয়ই একই جِنْس (জাতি) ভুক্ত।

২. مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِع : এটা এমন মুসতাস্‌না যা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এর جِنْس (জাতি) ভুক্ত হয় না। যথা– وَصَلَ الْمُسَافِرُوْنَ اِلاَّ حَقَائِبَهُم (মুসাফিররা পৌছে গেছেন কিন্তু তাদের ব্যাগসমূহ বাদে) এখানে حَقَائِب ও اَلْمُسَافِرُوْنَ একই جِنْس (জাতি) ভুক্ত নয়।

৩. مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغ : এটা এমন مُسْتَثْنٰى যার مُسْتَثْنٰى مِنْهُ উল্লেখ থাকে না। যথা– مَاجَاءَ اِلاَّ زَيْدًا (যায়েদ ব্যতীত কেউ আসেনি। এ বাক্যে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ টি উল্লেখ নেই। আসলে বাক্যটি হবে এরূপ। مَاجَاءَ اَحَدٌ اِلاَّ زَيْدًا -

◆ اَقْسَامُ اِعْرَابِ الْمُسْتَثْنٰى মুস্‌তাসনার পদচিহ্নের শ্রেণী বিভাগ :

مُسْتَثْنٰى এর اِعْرَابْ চার প্রকার। যথা–

১. مَنْصُوْب তথা যবর বিশিষ্ট হবে : مُسْتَثْنٰى টি যবর বিশিষ্ট হয় এ রকম স্থান চারটি। যথা–

(ক) مُسْتَثْنٰى টি যদি كَلاَم مُوْجَب (যে বাক্যে نَفِى - نَهِى - اِسْتِفْهَام ইত্যাদি না থাকে তাকে كَلاَم مُوْجَب বলে) হয় এবং اِسْتِثْنَاء শব্দটি اِلاَّ হয় তাহলে مُسْتَثْنٰى টি নসব যুক্ত হবে।

যথা– جَاءَ الطُّلاَّبُ اِلاَّ زَيْدًا -

(খ) مُسْتَثْنٰى টি যদি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এর আগে বসে।

www.pathagar.com

যথা- مَاجَاءَ اِلاَّ زَيْدًا اَحَدٌ আমার নিকট যায়েদ ছাড়া আর কেউ আসেনি।

(গ) مُسْتَثْنٰى টি যদি خَلاَ - عَدَا -مَاخَلاَ - مَاعَدَا - لَيْسَ - لاَيَكُوْنَ ইত্যাদি শব্দের পরে আসে। যথা- جَاءَنِى الْقَوْمُ خَلاَ زَيْدًا -

(ঘ) مُسْتَثْنٰى টি যদি مُنْقَطِع হয়।

যেমন- جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ حِمَارًا -

২. مَنْصُوْب বা بَدَل হিসেবে : مُسْتَثْنٰى টি যদি اِلاَّ এর পরে আসে এবং كَلاَم টি যদি غَيْر مُوْجِب (نَفِى - اِسْتِفْهَام ইত্যাদি যুক্ত বাক্য) হয় তাহলে مُسْتَثْنٰى টি মানসূব হবে। অথবা পূর্ববর্তী শব্দ হতে بَدَل হিসেবে পূর্বের اِعْرَاب গ্রহণ করবে। যথা-

مَاجَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدٌ বা مَاجَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدًا -

৩. عَامِل অনুযায়ী اِعْرَاب : যদি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ উল্লেখ না থাকে এবং اِسْتِثْنَاءُ এর শব্দটি اِلاَّ হয় তাহলে مُسْتَثْنٰى টি পূর্বের عَامِل অনুসারে কখনও رَفَع কখনও نَصَب এবং কখনও جَر গ্রহণ করে এবং اِلاَّ এর عَمَل রহিত হয়ে যায়।

যথা- مَامَرَرْتُ اِلاَّ بِزَيْدٍ ,مَارَأَيْتُ اِلاَّ زَيْدًا ,مَاجَاءَنِى اِلاَّ زَيْدٌ -

৪. যের বিশিষ্ট হওয়া :

مُسْتَثْنٰى টি যদি حَاشَا ,سِوَى - غَيْر ইত্যাদি শব্দের পরে আসে তাহলে তা مَجْرُوْر হবে। যথা- جَاءَنِى الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ -

জ্ঞাতব্য : غَيْرُ শব্দটি মূলতঃ صِفَت বা বিশেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কোন কোন সময় এটা اِسْتِثْنَاء এর জন্যও ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ اِلاَّ শব্দটি اِسْتِثْنَاء এর জন্য; কিন্তু কখনো صِفَة এর জন্যও ব্যবহৃত হয়। যথা- আল্লাহর বাণী, لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

www.pathagar.com

এখানে اِلاَّ اللّٰهُ অর্থ غَيْرُ اللّٰهِ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ)। অনুরূপ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এর অর্থ لَااِلٰهَ غَيْرُ اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।

৯. اَلاَفْعَالُ النَّاقِصَةُ **এর খবর**। যথা– كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا, উল্লেখ্য اَلاَفْعَالُ النَّاقِصَةُ এর বিশদ বর্ণনা বিশেষ্য এর مَرْفُوْعَات অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. اَلاَحْرُفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ **এর ইস্‌ম**। যথা– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ - [বিশদ বিবরণ مَرْفُوْعَاب দ্রষ্টব্য]

১১. لاَ الَّتِى لِنَفْىِ الْجِنْسِ **এর ইস্‌ম**। যথা– لاَرَجُلَ حَاضِرٌ - لاَطَالِبَ غَائِبٌ কোন ছাত্র অনুপস্থিত নেই। [বিশদ বিবরণ مَرْفُوْعَات দ্রষ্টব্য]

১২. مَاوَلاَ بِمَعْنٰى لَيْسَ **এর খবর**। যথা– مَازَيْدٌ حَاضِرًا - لاَزَيْدٌ حَاضِرًا [বিশদ বিবরণ مَرْفُوْعَات দ্রষ্টব্য]।

১৩. حُرُوْفُ النِّدَاءِ : مُنَادٰى مُضَاف **হলে**। যথা– يَاعَبْدَ اللّٰهِ অথবা مُنَادٰى مُشَابَة لِلْمُضَاف হলে। যথা– يَاقَارِئًا قُرْاٰنًا - অথবা مُنَادٰى نَكِرَه غَيْرُ مُعَيَّنَه হলে। যথা– يَارَجُلاً خُذْ بِيَدِى - [বিশদ বিবরণ مَرْفُوْعَات দ্রষ্টব্য]।

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. اَلْمَنْصُوْبَاتُ কাকে বলে, তা কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখ।

২. اَلْمُسْتَثْنٰى কাকে বলে, তা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৩. اِعْرَاب অনুযায়ী টীকা লিখ :

ক. حَال খ. تَمْيِيْزُ গ. مُسْتَثْنٰى

www.pathagar.com

الدَّرْسُ الْخَامِسُ পঞ্চম পাঠ

حُرُوْفُ النَّاصِبَةُ لِلاِسْمِ

ইস্‌মকে যবর প্রদানকারী হরফসমূহ

যে সমস্ত হরফ বা অব্যয় পদগুলো ইস্‌ম-এর পূর্বে বসে উহার শেষাক্ষরে নসব প্রদান করে সেসব হরফগুলোকে حُرُوْفُ النَّاصِبَةُ لِلاِسْمِ বলে।

সংখ্যা : اسم কে যবর প্রদানকারী হরফ মোট ৭টি।

নিম্নে উদাহরণসহ বর্ণনা করা হলো–

১. وَاو : যেমন– اِسْتَوِى الْمَاءُ وَالْخَشْبَةَ পানি কাঠ খণ্ডের সমান হয়েছে।

২. اِلاَّ : যেমন– جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدًا যায়েদ ব্যতীত সম্প্রদায় আমার নিকট এসেছে।

৩. يَا : যেমন– يَاعَبْدَ اللّٰهِ হে আল্লাহর দাস।

৪. اَيَا : যেমন– اَيَا غُلاَمَ زَيْدٍ হে যায়েদের গোলাম।

৫. هَيَا : যেমন– هَيَاشَرِيْفَ الْقَوْمِ হে সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

৬. اَىْ : যেমন– اَىْ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।

৭. أ : যেমন– أَعَبْدَ اللّٰهِ হে আল্লাহর বান্দা।

الدَّرْسُ السَّادِسُ ষষ্ঠ পাঠ

اَلْمَجْرُوْرَاتُ

জার (যের) বিশিষ্ট ইস্‌মসমূহ

◆ যের প্রদানকারী عَامِل সমূহের কারণে বাক্যে ব্যবহৃত যে সকল ইস্‌ম-এর শেষ হরফটি যের প্রাপ্ত হয় তাদেরকে اَلْمَجْرُوْرَاتُ বলে।

اَقْسَامُ الْمَجْرُوْرَاتِ : মাজরূরাত (যেরপ্রাপ্ত ইস্‌মসমূহ) এর শ্রেণী বিভাগ :

মাজরূরাত মোট ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা–

www.pathagar.com

১. বাক্যটি مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه হওয়া। এ অবস্থায় مُضَاف اِلَيْه টি যের যুক্ত হবে। যথা- غُلَامُ زَيْدٍ যায়েদের গোলাম هٰذَا كِتَابُ خَالِدٍ ইহা খালেদের কিতাব।

২. আরবী সংখ্যার তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর مَعْدُوْد টি এবং একশ বা হাজার এর مَعْدُوْد টি যের যুক্ত হবে। যথা-

* حَضَرَ ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ তিন জন ছাত্র উপস্থিত।

* سَافَرَ مِائَةُ طَالِبٍ একশ জন ছাত্র ভ্রমণ করছে।

৩. اَلْفَاظُ الاِسْتِثْنَاء অর্থাৎ اِسْتِثْنٰى এর শব্দসমূহ থেকে - غَيْرَ ও سِوَى ও حَاشَ এর পর উল্লেখিত বিশেষ্যটি যের যুক্ত হবে।

যেমন- حَضَرَ الطُّلَّابُ غَيْرَ زَيْدٍ

উল্লেখ্য حُرُوْفُ الاِسْتِثْنَاء মোট ১১টি। যথা-

১. اِلاَّ, ২. غَيْرَ, ৩. سِوى, ৪. سَوَاء, ৫. حَاشَا, ৬. خَلاَ

৭. عَدَا, ৮. مَاخَلاَ, ৯. مَاعَدَا, ১০. لَيْسَ, ১১. لَايَكُوْنَ -

৪. كَمِ الْخَبْرِيَّة এর পর বর্ণিত تَمْيِيْز টি যের যুক্ত হবে।

যথা- كَمْ طُلَّابٍ فِى الْمَدْرَسَةِ

৫. لَامُ الاِسْتِغَاثَة এর পর উল্লেখিত مُنَادى টি যের যুক্ত হবে। যথা- يَالَزَيْدٍ -

৬. حَرْف جَار এর পরে বর্ণিত বিশেষ্যটি مَجْرُوْر বিশিষ্ট হবে। যথা- كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ -

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। অতএব সূচিতে দেখুন।

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. حُرُوْفُ النَّاصِبَةُ لِلاسْمِ কাকে বলে, তা কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখ।

২. اَلْمَجْرُوْرَات কাকে বলে, এর সংখ্যা কয়টি ও কি কি? লিখ।

www.pathagar.com

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ সপ্তম পাঠ

اَلاَسْمَاءُ الْعَامِلَةُ

আ'মলকারী ইস্‌মসমূহের বর্ণনা

যে সকল اسم বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে অপর কোন اسم বা فعل এর মধ্যে আ'মল করে তাদেরকে- اَلاَسْمَاءُ الْعَامِلَةُ বলে।

اَقْسَامُ الاَسْمَاءِ الْعَامِلَةِ : আ'মলকারী ইস্‌মসমূহের প্রকারভেদ :

اَلاَسْمَاءُ الْعَامِلَةُ মোট ১১ প্রকার। যথা–

১. اَسْمَاءُ الشُّرُوطِ : শর্তবোধক বিশেষ্যসমূহ।

২. اَسْمَاءُ الاَفْعَالِ بِمَعْنَى الْمَاضِى :

অতীত কালের অর্থদানকারী ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য :

৩. اَسْمَاءُ الاَفْعَالِ بِمَعْنَى الاَمْرِلِلْحَاضِرِ :

আদেশসূচক মধ্যম পুরুষের অর্থ দানকারী ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য :

৪. اِسْمُ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى الْحَالِ اَوِالْمُسْتَقْبِلِ :

বর্তমান বা ভবিষ্যতের অর্থ দানকারী কর্তৃকারক বিশেষ্য :

৫. اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ بِمَعْنَى الْحَالِ اَوِالْمُسْتَقْبَلِ :

বর্তমান বা ভবিষ্যতের অর্থ দানকারী কর্মকারক বিশেষ্য :

৬. اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য :

৭. اِسْمُ التَّفْضِيْلُ - তুলনামূলক বা আধিক্যবাচক বিশেষ্য :

৮. اَلْمَصْدَرُ ক্রিয়ার উৎপত্তি স্থান বা ক্রিয়ামূল (Root of Verbs) :

৯. اَلاِسْمُ الْمُضَافُ সম্বন্ধ পদ :

১০. اَلاِسْمُ التَّامُّ পরিপূরক বা পূর্ণাঙ্গ বিশেষ্য :

১১. اَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্যসমূহ :

নিম্নে উক্ত বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো–

www.pathagar.com

১. أَسْمَاءُ الشُّرُوط : **শর্তবোধক বিশেষ্যসমূহ।** শর্তবোধক বিশেষ্যসমূহ আবার ৯টি। যথা– ১. مَنْ, ২. مَا, ৩. مَهْمَا, ৪. حَيْثُمَا, ৫. اِذْمَا, ৬. مَتَى, ৭. اَيْنَ, ৮. اَىُّ, ৯. اَنَّى।

এ ইস্‌মগুলো اِنْ الشَّرْطِيَّةُ এর মত দু'টি বাক্যের শুরুতে আসে, তন্মধ্যে প্রথমটিকে شَرْط ও দ্বিতীয়টিকে جَزَاء বলে। شَرْط ও جَزَاء উভয়টি فِعْل مُضَارِع হতে পারে। আবার উভয়টি فِعْل مَاضِى ও হতে পারে। আবার এ দু'টির কোন একটি فِعْل مَاضِى ও অপরটি فِعْل مُضَارِع হতে পারে। তবে সব অবস্থাতেই এগুলো ভবিষ্যতকালের অর্থ দিবে।

যদি শর্ত ও جَزَاء উভয়টি فِعْل مُضَارِع হয়, অথবা শুধু شَرْط টি فِعْل مُضَارِع হয়, তাহলে এ ইস্‌মগুলো অবশ্যই فِعْل مُضَارِع তে جَزَم দেবে। যেমন– مَنْ تَنْصُرْ اَنْصُرْ তুমি যাকে সাহায্য করবে আমিও তাকে সাহায্য করব।

আর যদি শুধু جَزَاء টি فِعْل مُضَارِع হয়, তাহলে فِعْل مُضَارِع টিতে جَزَم হওয়া বা না হওয়া উভয়টাই জায়েয। সকল দিক থেকেই এ اِسم গুলো اِنْ-এর মত, তাই এগুলোকে بِمَعْنَى اِنْ الشَّرْطِيَّةُ বলা হয়।

উল্লেখিত شَرْط এর আরও বিস্তারিত বর্ণনা উদাহরণসহ اَقْسَامُ الاِسْم الْمَبْنِى তে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. أَسْمَاءُ الاَفْعَال بِمَعْنَى الْمَاضِى :

অতীত কালের অর্থদানকারী ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য :

যে সকল اِسم বা বিশেষ্য فِعل বা ক্রিয়ার অর্থ প্রদান করে তাদেরক أَسْمَاءُ الاَفْعَال বলে।

أَسْمَاءُ الاَفْعَال দু'প্রকার। যথা–

(ক) فِعْل مَاضِى এর অর্থ দানকারী।

(খ) فِعْل اَمْرُ এর অর্থ দানকারী।

www.pathagar.com

◆ فِعْل مَاضِى এর অর্থ দানকারী اِسْم ৫টি। যথা-

১. هَيْهَاتَ দূর হলো, ২. شَتَّانَ বিচ্ছিন্ন হলো,

৩. سَرْعَانَ তাড়াতাড়ি করেছে, ৪. شَكَّانَ নিকটবর্তী হয়েছে।

৫. بَطْآنَ দেরি করেছে।

এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলো اِسْم এর পূর্বে বসে اِسْم টিকে رَفْع (পেশ) দেয়। কারণ এর পরবর্তী اِسْم টি فَاعِلْ এ পরিণত হয়। যেমন- هَيْهَاتَ يَوْمُ الْعِيْدِ এ বাক্যে يَوْمُ শব্দটি هَيْهَاتَ এর فَاعِل হওয়ার কারণে পেশ বিশিষ্ট হয়েছে।

فِعْل مَاضِى এর অর্থ দানকারী ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এর বিস্তারিত বর্ণনা اَقْسَامُ الاِسْمِ الْمَبْنِى তে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারকীব করার সময় বলতে হবে هَيْهَاتَ শব্দটি فِعل এবং يَوْمُ الْعِيْدِ তার فَاعِل, فِعل এবং فَاعِل একত্রিত হয়ে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

৩. اَسْمَاءُ الاَفْعَال بِمَعْنَى الاَمْرِ لِلْحَاضِرِ :

আদেশসূচক মধ্যম পুরুষের অর্থ দানকারী ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য :

আদেশসূচক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলো اِسْم এর পূর্বে বসে ইস্‌মটিকে نَصب (যবর) দিবে। কারণ এর পরবর্তী ইস্‌মটি مَفْعُوْل-এ পরিণত হয়। যেমন- بَلْهَ زَيْدًا, এ বাক্যে زَيْدًا শব্দটি بَلْهَ এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে যবর বিশিষ্ট হয়েছে।

তারকীব করার সময় বলতে হবে, بَلْهَ শব্দটি شِبْه فِعل, এতে اَنْتَ একটি ضَمِير গোপন আছে। যা فَاعِل এবং زَيْدًا তার مَفْعُوْل- এখন شِبْه فِعل তার فَاعِلْ এবং مَفْعُوْل সহ جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

فِعْل اَمر এর অর্থ দানকারী ইস্‌মসমূহ اَقْسَامُ الاِسْمِ الْمَبْنِى এবং اَسْمَاءُ الاَفْعَال তে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪. اِسْمُ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى الْحَالِ اَوِالْمُسْتَقْبَلِ :

বর্তমান বা ভবিষ্যতের অর্থ দানকারী কর্তৃকারক বিশেষ্য :

اِسْمُ الْفَاعِلِ যখন حَال বা اِسْتِقْبَالٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তা فِعْل مَعْرُوف এর ন্যায় আমল করে। অর্থাৎ فَاعِل কে رَفع (পেশ) প্রদান করবে এবং مَفْعُوْل কে نَصب (যবর) দিবে। আর فِعل টি যদি لاَزِم (অকর্মক) হয় তবে শুধু فَاعِل কে رَفع প্রদান করবে, তবে শর্ত হলো اِسْمُ الْفَاعِل এর পূর্বে নিম্নোক্ত যে কোন একটি শব্দ থাকতে হবে। যেমন-

১. পূর্ববর্তী শব্দটি হয়তো مُبْتَدَأ হবে। তখন اِسْمُ الْفَاعِل টি তার خَبر হবে। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ (যায়েদের পিতা দাঁড়ালো) এখানে قَائِمٌ শব্দটি فِعْل لاَزِم -

زَيْدٌ ضَارِبٌ اَبُوْهُ بَكْرًا (যায়েদের পিতা বকরকে প্রহারকারী।)

২. পূর্ববর্তী শব্দটি مَوْصُوْف (বিশেষণের বিশেষ্য) হবে। যথা-

مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِب اَبُوْهُ بَكْرًا (আমি এমন লোকের পাশ দিয়ে গিয়েছি যার পিতা বকরের প্রহারকারী) এখানে رَجُلٍ শব্দটি مَوْصُوْف ও ضَارِبٌ তার صِفَة হয়েছে।

৩. পূর্ববর্তী শব্দটি مَوْصُوْل (সম্বন্ধপদ) হবে। যথা-

جَاءَنِى الضَّارِبُ اَبُوْهُ عَمْرًا (যার পিতা আমরের প্রহারকারী সে আমার নিকট এসেছে)। এখানে اَلضَّارِبُ শব্দটিতে اِسْم ال টি مَوْصُوْل, কেননা اِسْم فَاعِل এর পূর্বে اَل হয়েছে এবং ضَارِبٌ তার صِلَة হয়েছে।

৪. পূর্ববর্তী শব্দটি ذُوالْحَال হবে। যথা-

جَاءَنِى زَيْدٌ رَاكِبًا غُلاَمُه فَرَسًا (যায়েদ আমার নিকট এসেছে এ অবস্থায় যে, তার গোলাম তখন ঘোড়ায় সওয়ার)। এখানে زَيْدٌ শব্দটি ذُوالْحَال এবং رَاكِبًا তার حَال হয়েছে।

www.pathagar.com

৫. পূর্ববর্তী শব্দটি প্রশ্নবোধক হামযা হবে। যথা–

أَقَائِمٌ زَيْدٌ (যায়েদ কি দাঁড়ান?) এখানে (هَمْزَه) টি حَرْفِ اِسْتِفْهَام -

৬. পূর্ববর্তী শব্দটি حَرْفِ نَفِى (না-বোধক হরফ) হবে। যথা–

مَاقَائِمٌ زَيْدٌ (যায়েদ দাঁড়ানো নয়)। এখানে مَا টি حَرْفِ نَفِى -

৫. اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ بِمَعْنَى الْحَالِ اَوِالْمُسْتَقْبَلِ :

বর্তমান বা ভবিষ্যতের অর্থ দানকারী কর্মকারক বিশেষ্য :

اِسْمُ الْمَفْعُوْل যখন حَال বা اِسْتِقْبَال এর অর্থ প্রদান করে, তখন اِسْمُ الْمَفْعُوْل তার মূল فِعْل مَجْهُوْل এর ন্যায় আমল করে। অর্থাৎ তার فَاعِل এর পরিবর্তে مَفْعُوْل بِه কে مُسْنَد اِلَيْه হিসেবে رَفَع দেয়। এছাড়া অন্য কোন اِسم থাকলে সেগুলোকে نَصب দেয়।

যেহেতু এটা فِعْل مَجْهُوْل হতে নির্গত হয়, আর فِعْل مَجْهُوْل নির্গত হয় فِعْل مُتَعَدِّى হতে, তাই فِعْل مُتَعَدِّى যেমন চার প্রকার فِعْل ও اِسْم مَفْعُوْل ও তেমনি চার প্রকার। এ প্রকারগুলো হতে مَجْهُوْل নির্গত হয় চার প্রকারে। اِسْمُ الْفَاعِل এর ন্যায় اِسْمُ الْمَفْعُوْل সর্বদা তার পূর্বে উল্লিখিত مُبْتَدَأ অথবা مَوْصُوْفٌ অথবা مَوْصُوْلٌ অথবা ذُوالْحَال অথবা اَلْهَمْزَةُ الاِسْتِفْهَامِيَّة অথবা مَاالنَّافِيَة এর উপর নির্ভরশীল হবে। যথা–

ক. এক কর্ম বিশিষ্ট فِعْل مُتَعَدِّى হতে গঠিত اِسْم مَفْعُوْل যেমন– زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ اَبُوْهُ (যায়েদের পিতা প্রহৃত)।

খ. দুই কর্মবিশিষ্ট فِعْل مُتَعَدِّى হতে اِسْم مَفْعُوْل যার একটি কর্ম উল্লেখ করা বা সংক্ষেপ করা বৈধ। যেমন- عَمرٌو مُعْطًى غُلَامُه دِرْهَمًا-

গ. দুই কর্ম বিশিষ্ট فِعْل مُتَعَدِّى হতে গঠিত اِسْم مَفْعُوْل যার উভয় কর্মই উল্লেখ করতে হবে। যেমন– بَكْرٌ مَعْلُوْمٌ اِبْنُه فَاضِلاً (বকরের ছেলে সম্পর্কে জানা যায় যে, সে জ্ঞানী)।

ঘ. তিন مَفْعُوْل বিশিষ্ট فِعْل مُتَعَدِّى হতে গঠিত اِسْم مَفْعُوْل যেমন–

www.pathagar.com

خَالِدًا مُخْبَرٌ اِبْنُه عَمْرًا فَاضِلاً খালেদের ছেলেকে জানানো হচ্ছে যে, আমর একজন জ্ঞানী।

৬. اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য :

اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ এমন একটি বিশেষণ যা فعل হতে উৎপন্ন হয় এবং যা দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর স্বাভাবিক বা স্থায়ী গুণ বুঝায়। যথা– جَمِيْلٌ সুন্দর। অথবা– যে সকল اسم مُشْتَق এর মধ্যে مَصْدَر এর অর্থটি স্থায়ীভাবে পাওয়া যায়, তাকে اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ বলে। অথবা আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুসারে فَاعِل এর অবস্থা প্রকাশার্থে فعْل لاَزِم (অকর্মক ক্রিয়া) হতে গঠিত শব্দরূপই صِفَة হিসেবে পরিচিতি। اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ। এক ধরনের রূপান্তরিত ছীগা বা শব্দরূপ। যেমন- حَسَنٌ সুন্দর كَرِيْمٌ ভদ্র صَعْبٌ কঠিন। এ সমস্ত শব্দ عَدَد বা বচন এবং جنس বা লিঙ্গের দিক থেকে اسْم فَاعِل এর সাথে সাদৃশ্য রাখে বিধায় একে اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

= তিনটি নিয়মের ভিত্তিতে اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ এর صِيْغَة গঠিত হয়। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর বর্ণনা প্রদত্ত হলো।

১. ثُلاَثِى থেকে اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ এর গঠন :

তিন বর্ণ বিশিষ্ট فعل যদি রং, দোষ, গুণ অথবা আকার আকৃতির অর্থ প্রকাশ করে তখন اَفْعَلُ ওযনে اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ এর ছীগা গঠিত হয় যেমন- اَسْوَدُ কালো, اَبْلَغُ উজ্জ্বল, اَحْسَنُ অতি উত্তম ইত্যাদি।

২. ثُلاَثِى থেকে ভিন্নার্থে اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ এর গঠন :

তিন বর্ণ বিশিষ্ট فعل যদি রং, দোষ, গুণ বা আকার আকৃতির অর্থ জ্ঞাপক না হয়ে ভিন্ন কোন অর্থ প্রকাশ করে তখন اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ এর صِيْغَة বিভিন্ন ওযনে গঠিত হয়। যেমন- سَيِّدٌ নেতা, شُجَاعٌ বীর, قَبِيْحٌ মন্দ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৩. غَيْرِ ثُلاثِى থেকে اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ এর গঠন :

صِيغَةٌ এর اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ থেকে فعل তিনের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট কিয়াসের ভিত্তিতে اِسْمِ فَاعِل এর ওযনে গঠিত হয়। যেমন مُعْتَدِلٌ শব্দটি اعْتِدَال থেকে, اِطْمِيْنَان থেকে مُطْمَئِنٌّ- اَمْتَنِعُ থেকে مُمْتَنِعٌ ইত্যাদি।

اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ টি যে فعل হতে গঠিত হবে, সেই فعل এর মতই আমল করবে। অর্থাৎ এটি তার فَاعِلَ কে رَفع দেয়। যেমন– زَيْدٌ حَسَنٌ غُلامُه এখানে حَسَنٌ বা يَحْسُنُ যে আমল করে حَسَنٌও সেই আমল করে।

উল্লেখ্য, اِسْمُ الْفَاعِل এর ক্ষেত্রে যেরূপ শর্তারোপ করা হয়েছিল اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ। এর ক্ষেত্রেও সেরূপ শর্ত প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ। সর্বদা তার পূর্বে উল্লিখিত مُبْتَدَأ, অথবা مَوْصُوْف অথবা مَوْصُوْل অথবা ذُوالْحَال অথবা اَلْهَمْزَةُ الاِسْتِفْهَامِيَّةُ অথবা مَاالنَّافِيَّة এর উপর নির্ভরশীল হবে।

صِفَةٌ اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ ও اِسْمُ الْفَاعِل এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, الْمُشَبَّهَةُ। দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর স্থায়ী গুণ বুঝায়। যথা– رَجُلٌ شَرِيْفٌ ভদ্রলোক এবং اِسْمِ فَاعِل দ্বারা অস্থায়ী বা সাময়িক গুণ প্রকাশ পায়। যেমন– رَجُلٌ نَائِمٌ (ঘুমন্ত লোক)।

৭. اِسْمُ التَّفْضِيْلُ - তুলনামূলক বা আধিক্যবাচক বিশেষ্য :

বিশেষ কোন গুণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কিছুকে তার প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য اسم এর যে صِيْغَة বা শব্দরূপ ব্যবহার করা হয় তাকে اِسْمُ التَّفْضِيْلُ বলা হয়। অথবা اِسْمُ التَّفْضِيْلُ। এমন একটি বিশেষণ, যা দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনায় একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝায়। যথা– زَيْدٌ اَجْمَلُ مِنْ بَكْرٍ

www.pathagar.com

اِسْمُ التَّفْضِيْلُ ও اِسْمُ الْمُبَالَغَةُ এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, اَلتَّفْضِيْلُ দ্বারা অন্যের তুলনায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুর গুণের প্রাধান্য বুঝায়, যথা– زَيْدٌ اَكْبَرُ مِنْ بَكْرٍ যায়িদ বকর অপেক্ষা বড়, কিন্তু اِسْمُ الْمُبَالَغَةُ দ্বারা তুলনা বুঝায় না, শুধু গুণের আধিক্য বুঝায়। যথা– زَيْدٌ عَلاَّمَةٌ যায়িদ অত্যধিক জ্ঞানী।

خَالِدٌ اَعْلَمُ مِنْ بَكْرٍ খালিদ বকর অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।

اَنْصَرُ অধিক সাহায্যকারী একজন পুরুষ, ইত্যাদি।

এটি তার فَاعِل কে رَفع দেয়। অবশ্য অধিকাংশ সময় তার فَاعِل টি ضَمِيْر হয়, যা اِسْمُ التَّفْضِيْلُ-এ গোপন থাকে।

◆ ব্যবহার পদ্ধতি : اِسْمُ التَّفْضِيْلُ এর ব্যবহার পদ্ধতি ৩টি। যথা–

১. تَفْضِيْلُ النَّفْس :

কারো সাথে তুলনা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শ্রেষ্ঠ করে দেখানো উদ্দেশ্য হলে اِسْمُ التَّفْضِيْلُ এর সাথে ال (আলিফ-লাম) যোগে যে تَفْضِيل গঠিত হয় তাকে تَفْضِيْلُ النَّفْس বলে। অথবা যে اِسم দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সাধারণ গুণ বুঝায়, কোন তুলনা বুঝায় না, তাকে تَفْضِيْلُ النَّفْسِ বলে।

যেমন– زَيْدٌ اَلاَفْضَلُ (যায়েদ অতি উত্তম লোক)। ইংরেজীতে একে Possetive Degree বলে।

২. تَفْضِيْلُ الْبَعْض :

অপেক্ষাকৃত উত্তম বা অধম বুঝাতে اِسْم تَفْضِيْل এর সাথে مِن যোগ করে যে تَفْضِيْل গঠন করা হয় তাকে تَفْضِيْلُ الْبَعْض বলে। অথবা যে اِسم একই প্রকারের দুটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা দ্বারা একটি হতে অপরটির গুণের উৎকর্ষ বুঝা যায়, তাকে تَبْضِيْلُ الْبَعْضُ বলে। যেমন– زَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍ। اَلذَّهَبُ اَثْقَلُ مِنَ الْفِضَّةِ স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষা ভারী।

www.pathagar.com

(যায়েদ আমর অপেক্ষা ভালো) زَيْدٌ شَرِيْفٌ (যায়েদ ভদ্র)। ইংরেজীতে একে Comperative Degree বলে।

تَبْضِيْلُ الْبَعْض সকল প্রকার লিঙ্গ ও বচনের জন্য اَفْعَلُ ওযনে গঠিত হয়। যথা- اَكْبَرُ -زَيْدٌ এবং এর পরে সর্বদা مِنْ বসে থাকে। যথা- زَيْنَبُ اَجْمَلُ مِنْ زُبَيْدَةَ ,যায়িদ বকর হতে ভদ্র اَشْرَفُ مِنْ بَكْرٍ যয়নব যুবায়দা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী, اَلرِّجَالُ اَكْثَرُ مِنَ النِّسَاءِ পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা সংখ্যায় অধিকার।

৩. تَفْضِيْلُ الْكُلِّ :

এক জাতীয় অনেক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একজনের দোষ বা গুণ সর্বাধিক প্রকাশ করতে اِسْمِ تَفْضِيْل কে اِضَافَة সহকারে যে تَفْضِيْل গঠন করা হয় তাকে تَفْضِيْلُ الْكُلِّ বলে। যেমন- زَيْدٌ اَفْضَلُ الْقَوْمِ (যায়েদ দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি)। ইংরেজী ব্যাকরণে একে Superlative Degree বলে।

تَبْضِيْلُ الْكُلِّ পুংলিঙ্গের জন্যে اَفْعَلُ-র ওযনে এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য فُعْلٰى-র ওযনে গঠিত হয়। যথা- اَسْهَلُ - اَعْظَمُ - كُبْرٰى - عُظْمٰى এ ধরনের শব্দের পূর্বে হয়তো ال বসবে নতুবা যে বস্তু বা ব্যক্তির সহিত গুণের তুলনা করে পার্থক্য করা হয়, তার সাথে مُضَاف হবে। যথা- اَلْحَرْبُ اَعْظَمُ الْمُصَائِبُ যুদ্ধ সকল বিপদ হতে বড় বিপদ, زَيْدُنِ الاَفْضَلُ যায়িদ সর্বাপেক্ষা উত্তম, مَرْيَمُ الْبِنْتُ الْكُبْرٰى মরিয়ম সর্বজ্যেষ্ঠ কন্যা। উল্লেখ্য, فُعْلٰى ওযনটি একমাত্র تَفْضِيْلُ الْكُلِّ এর জন্যই ব্যবহৃত হয় এবং এতে সর্বদাই ال কিংবা مُضَاف হবে। যথা- هِنْدُ فُضْلَى النِّسَاءِ হিন্দ সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন স্ত্রীলোক।

কখনও কখনও তুলনা বুঝাবার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দের مَصْدَرْ পদ حَالَة مَفْعُوْلِى তে এনে তৎপূর্বে اَفْعَلُ ওযনের উৎকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠত্ব, আধিক্য, সৌন্দর্য, শক্তি, দুর্বলতা ইত্যাদি অর্থবোধক শব্দ আনয়ন করত اِسْمِ

www.pathagar.com

هٰذَا اَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ ذٰلِكَ –এর অর্থ প্রকাশ করা হয়, যথা– تَفْضِيْل এটি তা অপেক্ষা অধিক শুভ্র।

تَبْضِيْلُ الْبَعْضِ শব্দদ্বয় اَفْعَلُ ওযনে না হলেও তারা شَرٌّ ও خَيْرٌ রূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন– اَلْقَبْرُ خَيْرٌ مِنَ الْقَصْرِ সমাধিস্থান وَالْكُلُّ রাজপ্রাসাদ হতে উত্তম, زَيْدٌ خَيْرُ النَّاسِ যায়িদ সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক, زَيْدٌ شَرٌّ مِّنْ بَكْرٍ যায়িদ বকর অপেক্ষা মন্দ, زَيْدٌ شَرُّ النَّاسِ যায়িদ সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক।

৮. اَلْمَصْدَر ক্রিয়ার উৎপত্তি স্থান বা ক্রিয়ামূল (Root of Verbs) :

مَصْدَرٌ এমন একটি ইস্‌ম যদ্বারা কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায়, কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। আর তা থেকে فعل নির্গত হয়। যেমন– اَلضَّرْبُ (প্রহার করা)। এখানে প্রহার করা কাজটি বুঝিয়েছে, কিন্তু কোন্ কালে করেছে তা বুঝায়নি। এভাবে اَلنَّصْرُ সাহায্য করা, اَلْكِتَابَةُ লিখা, اَلاِكْرَامُ সম্মান করা, ইত্যাদি।

مَصْدَر এর আমল :

মাছদারটি যদি مَفْعُوْل مُطْلَق না হয় তবে তা স্বীয় فعل এর ন্যায় আমল করবে। অর্থাৎ لاَزِم (অকর্মক) হলে فَاعِل কে رَفْع দেবে। যেমন– اَعْجَبَنِىْ قِيَامُ زَيْدٍ (যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়া আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে)। আর مُتَعَدِّى (সকর্মক) হলে مَفْعُوْل কে نَصب (যবর) দিবে। যেমন– اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًوا (যায়েদের আমরকে প্রহার করা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে)। আর مَصْدَر এর فَاعِل ও مَفْعُوْل কে মাছদারের পূর্বে আনা বৈধ নয়। সুতরাং اَعْجَبَنِىْ زَيْدٌ ضَرْبَ عَمْرًوا এবং اَعْجَبَنِىْ عَمْرًوا ضَرْبُ زَيْدٍ বলা যাবে না। তবে مَصْدَر কে فَاعِل এর দিকে اِضَافَت করা বৈধ। যেমন– كَرِهْتُ ضَرْبَ زَيْدٍ عَمْرًوا (যায়েদের আমরকে প্রহার করা আমি ঘৃণা করি) এবং مَفْعُوْل بِه এর দিকে اِضَافَت করা বৈধ। যেমন– كَرِهْتُ ضَرْبَ عَمْرٍو -

www.pathagar.com

আর যদি মাছদারটি مَفْعُوْل مُطْلَقْ হয় তবে তা পূর্ববর্তী فِعل এর مَعْمُوْل হবে। যেমন- ضَرَبْتُ ضَرْبًا عَمْرًوا এখানে। عَمْرًوا শব্দটি ضَرَبْتُ - فِعْل দ্বারা যবর প্রাপ্ত হয়েছে।

"أَعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًوا" এই বাক্যটির তারকীব করার সময় বলতে হবে- ضَرْبُ - مَصْدَر টি مُضَاف ও شبه فعل তার فَاعِل ও مَفْعُول শব্দটি أَعْجَبَ - فَاعِل এর أَعْجَبَ হয়ে شبه جُمْلَة সহ فَاعِل ,فِعل - مَفْعُوْل بِه টি يَاء مُتَكَلِّم ,نُوْنُ الوِقَايَة টি ن ,فِعل ও তার مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

* اَلْمَصْدَر : যে اسم দ্বারা নির্দিষ্ট কোন কাল ছাড়া শুধু কোন কিছু করা বা হওয়া বুঝায় তাকে مَصْدَر বলে।

যথা- اَلْغُسْلُ গোসল করা, اَلدُّخُوْلُ প্রবেশ করা

اَلْبُعْدُ দূরবর্তী হওয়া, اَلْقُرْبُ নিকটবর্তী হওয়া।

* নিম্নে আরও কিছু مَصْدَر এর কথা বর্ণনা করা হলো।

■ اِسْمُ الْمَصْدَر : যে শব্দের দ্বারা مَصْدَر এর অর্থ বুঝায় তাকে اِسْمُ الْمَصْدَر বলে।

■ مَصْدَر مِيْمِى : فِعل এর সাথে مِيْم হরফ অতিরিক্ত যোগ করে যে مَصْدَر গঠন করা হয় তাকে مَصْدَر مِيْمِى বলে।

= মূল তিন হরফ বিশিষ্ট শব্দ হতে مَفْعَلُ এর ওযনে مَصْدَر مِيْمِى গঠন করা হয়। যথা-مَنْظَرُ-مَضْرَبُ - وَمَرْضى-

= مِثَال صَحِيْح مُضَارِع এর মধ্যে مِيْمِى তখনই হবে যখন উহা হতে মুক্ত হবে। এ অবস্থায় فَاء كَلِمَة তে উহা লুপ্ত থাকবে এবং مَفْعَلُ এর ওযনে হবে। যথা- وَعَدَ يَعِدُ، مَوْقَعُ হতে وَقَعَ-يَقَعُ- হতে مَوْعِدُ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

= مُضَارِع এর হরফকে পেশযুক্ত مِيْم এর সাথে পরিবর্তনের মাধ্যমে مَصْدَر مِيْمِى এর ওযনে مُضَارِع مَجْهُول হতে غَيْر ثُلَاثِى গঠিত হয়। যথা كَرِيْمٌ হতে مُكْرَم এবং يَنْحَدِرُ হতে مُنْحَدَرٌ, يَزْدَحِمُ হতে مُزْدَحَمٌ ইত্যাদি।

৯. اَلاِسْمُ الْمُضَافُ সম্বন্ধ পদ :

যে ইস্‌ম অন্য কোন ইস্‌ম-এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয় তাকে مُضَاف বলে। আর যে ইস্‌ম-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তাকে مُضَاف اِلَيْه বলে।

যথা- كِتَابُ زَيْدٍ যায়েদের বই।

مُضَاف এর আমল হল এটি مُضَاف اِلَيْه এর অন্তে যের দেয়। এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা عَلَامَاتُ الاِسْمِ -এ দেখুন।

১০. اَلاِسْمُ التَّام পরিপূরক বা পূর্ণাঙ্গ বিশেষ্য :

مُضَاف এর বিপরীত ইস্‌মকে اَلاِسْمُ التَّام বলে। অর্থাৎ مُضَاف তার পরবর্তী مُضَاف اِلَيْه এর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, কিন্তু اَلاِسْمُ التَّام কোন ইস্‌ম-এর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে না। তাই এটাতে مُضَاف এর বিপরীত তানবীন এবং تَثْنِيَة ও جَمع এর نُوْن ইত্যাদি পাওয়া যাবে। এগুলোকে اَلاِسْمُ التَّام এর আলামত বা চিহ্ন বলে।

অথবা যে اسم তানবীন অথবা উহ্য تَنْوِيْن অথবা দ্বি-বচনের ن অথবা বহুবচন বা বহুবচন সদৃশ ن অথবা اِضَافَة দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, তাকে اَلاِسْمُ التَّام বলে।

اَلاِسْمُ التَّام এর আমল :

اَلاِسْمُ التَّام তার পরের تَمْيِيْز কে نَصب দেয়। যেমন-

** اسم এর পরিপূর্ণতা তানবীন দ্বারা হবে। যথা- مَافِى السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا (আকাশে এক বিঘত পরিমাণ মেঘও নেই)।

www.pathagar.com

এখানে رَاحَةً শব্দটি اَلاِسْمُ التَّام, এতে تَنْوِيْن হয়েছে এবং এটা سَحَابًا শব্দটিকে نَصَب দিয়েছে।

** উহ্য তানবীন দ্বারা اسم পরিপূর্ণ হবে। যথা- عِنْدِي اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا - আমার নিকট এগারটি দিরহাম আছে।

এ বাক্যে اَحَدَ عَشَرَ শব্দটিতে প্রকাশ্য তানবীন হওয়া সম্ভব নয়।

তাই উহ্য তানবীন বুঝে নিতে হবে। اَحَدَ عَشَرَ তার পরবর্তী শব্দ دِرْهَمًا কে تَمْيِيْز হিসেবে نَصَب দিয়েছে।

** تَثْنِيَة এর ن দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। যথা- عِنْدِي قَفِيْزَان بُرًّا আমার নিকট দু'কাফিয গম আছে। এ বাক্যে قَفِيْزَان শব্দটিতে দ্বিবচনের ن এসে اسم টিকে পরিপূর্ণ করেছে এবং بُرًّا শব্দটি تَمْيِيْز হিসেবে نَصَب বিশিষ্ট হয়েছে।

** جَمع এর نُون দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। যথা- هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً (আমরা কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সংবাদ দেবো না) এখানে اَخْسَرِيْنَ শব্দটিতে جَمع এর نُون হয়েছে। اَعْمَالاً শব্দটি تَمْيِيْز হিসেবে যবর বিশিষ্ট।

** جَمع এর ن সদৃশ দ্বারা ইস্‌মটি পরিপূর্ণ হবে।

যথা- عِنْدِي عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا - আমার নিকট বিশ দিরহাম আছে।

এখানে عِشْرُوْنَ শব্দটিতে جَمع এর نُوْن এর মত نُوْن রয়েছে। عِشْرُوْنَ হতে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত সমস্ত দশক এই উদাহরণের অন্তর্ভুক্ত।

** اضَافَت দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। যথা- عِنْدِي مِلْؤُهٗ عَسَلاً - আমার নিকট এটা ভরা মধু আছে। এই বাক্যে مِلْؤُ শব্দটি "ہٗ" সর্বনামের প্রতি مُضَاف হয়ে مُرَكَّب اضَافِى হয়েছে। অতঃপর اسْم تَام হয়েছে। কেননা, এখন আর এটা পরবর্তী কোন শব্দের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকছে না।

১১. اَسْمَاءُ الْكِنَايَات ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্যসমূহ :

যে সকল اسم দ্বারা কোন বিশেষ সংখ্যা বা বিশেষ বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করার পরও শ্রোতাগণ তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে না, সেগুলোকে اَسْمَاءُ الْكِنَايَات বলে।

www.pathagar.com

اَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ এর আমল :

كَم ,كَذَا ,كَيْتَ ,ذَيْتَ ,كَاَيِّنْ হলো اَسْمَاءُ الْكِنَايَاتِ -

এগুলোর মধ্যে কেবল দু'টি ইস্‌ম আমল করে থাকে। তাহলো- كَمْ ও كَذَا।
নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. كَم দু'প্রকার। যথা- (ক) كَم الاِسْتِفْهَامِيَّةُ (প্রশ্নবোধক كَم)
(খ) كَم الخَبْرِيَّةُ (বর্ণনামূলক كَمْ)।

* كَم الاِسْتِفْهَامِيَّةُ তার تَمْيِيْز কে نَصب দেয়। যেমন-

كَم رَجُلاً عِنْدَكَ তোমার নিকট কতজন লোক আছে?

كَم دِرْهَمًا عِنْدَكَ তোমার নিকট কত দিরহাম আছে?

* كَم الخَبْرِيَّةُ তার তামীযকে যের দেয়, তখন كَم হয় مُضَاف এবং তার তামীযটি হয় مُضَاف اِلَيه যেমন-

كَم مَالٍ اَنْفَقْتُ আমি কত সম্পদ ব্যয় করলাম।

كَم دَارٍ بَنَيْتُ আমি কত বাড়ি বানালাম।

কখনো كَم الخَبْرِيَّةُ এর পরে مِن আসে, তখন مِن-ই তার পরবর্তী تَمْيِيْز টিকে যের দেয়। যেমন- كَم مِنْ مَلَكٍ فِى السَّموَاتِ (আকাশে কত ফেরেশতা আছে)।

* كَذَا কেবল خَبر বুঝায়। এটা তার পরবর্তী تَمْيِيْز টিকে نَصب দেয়। যথা- عِنْدِى كَذَا دِرْهَمًا (আমার নিকট এত দিরহাম আছে)।

www.pathagar.com

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. اَسْمَاءُ الْعَامِلَةُ কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

২. اَلاَسْمَاءُ الشُّرُوطِ কয়টি ও কি কি ? এদের আ'মল উল্লেখ কর।

৩. اَسْمَاءُ الاَفْعَال بِمَعْنَى الْمَاضِى কাকে বলে ? اَسْمَاءُ الاَفْعَال কত প্রকার ? فِعْلِ مَاضِى এর অর্থ দানকারী اِسم কয়টি ও কি কি ? অর্থসহ লিখ।

৪. اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ কাকে বলে ? اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ নামকরণ কেন, লিখ।

৫. কয়টি নিয়মের ভিত্তিতে اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ এর صِيْغَة গঠিত হয় এবং তা কি কি উদাহরণসহ লিখ এবং اِسْمُ الْفَاعِل ও اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ। এর মধ্যে পার্থক কি ?

৬. اِسْمُ التَّفْضِيْل কাকে বলে ? উদাহরণসহ এর ব্যবহার পদ্ধতিসমূহ লিখ।

৭. مَصْدَر، مَصْدَر مِيْمِى ও اِسْم مَصْدَر কাকে বলে ? مَصْدَرِ مِيْمِى এর গঠন প্রণালীগুলো লিখ।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

اِعْرَابُ الاَفْعَال

ক্রিয়ার পদচিহ্ন

ইতিপূর্বে আরবী শব্দ বা বাক্যের শেষান্তে কোন اِعْرَاب বা হরকত হয় বা হবে সে সম্পর্কে বিশেষ করে اِسم এর যাবতীয় নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে فِعل বা ক্রিয়াবাচক শব্দের اِعْرَاب সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তবে পূর্বে বিভিন্ন বাক্যে اِسم এর সাথে সাথে فِعل বা ক্রিয়াবাচক শব্দের اِعْرَاب ও উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালভাবে জানা থাকলে فِعل এর اِعْرَاب সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে খুবই সহজ হবে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে فِعل সম্পর্কে যে বর্ণনা করা হয়েছে তা সাধারণত যামানা বা কাল অনুযায়ী করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে অতীতকাল পরে বর্তমান বা ভবিষ্যতকালকে কেন্দ্র করে ক্রিয়াবাচক শব্দের কথা বলা হয়েছে। فِعل এর আ'মল বিষয়ক আলোচনাতেও পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অবলম্বন করা হবে।

আ'মলের দিক দিয়ে فِعل দু'প্রকার। যথা–

১. اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ কর্তৃবাচক ক্রিয়া : Active Voice

যে فِعل এর فَاعِل বা কর্তা জানা থাকে তাকে اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْف বলে। যথা– نَصَرَ زَيْدٌ যায়েদ সাহায্য করছে।

২. اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ কর্মবাচক ক্রিয়া : Passive Voice

যে فِعْل এর فَاعِل বা কর্তা জানা থাকে না বা উল্লেখ থাকে না তাকে اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْل বলে। যথা– نُصِرَ زَيْدٌ যায়েদকে সাহায্য করা হয়েছে। এখানে কর্তা অজ্ঞাত।

www.pathagar.com

اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ আবার দু'প্রকার। যথা–

১. اَلْفِعْلُ الأَزِمُ অকর্মক ক্রিয়া-Intransitive Verb.

যদি শুধু فعل এবং فَاعِل দ্বারাই বক্তব্য পূর্ণ হয়, مَفْعُوْل বা কর্মের প্রয়োজন হয় না তাকে اَلْفِعْلُ اللاَّزِم বলে। যথা– قَامَ زَيْدٌ যায়েদ দাঁড়ানো।

২. اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّى সকর্মক ক্রিয়া-Transitive Verb.

যদি فعل এবং فَاعِل দ্বারা বক্তব্য পূর্ণ না হয় বরং مَفْعُوْل এর প্রয়োজন হয় তাকে اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّى বলে।

যথা– نَصَرَ زَيْدٌ خَالِدًا যায়েদ খালেদকে সাহায্য করেছে।

◆ اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوفُ এর আমল :

فِعْل مَعْرُوف টি لاَزِم বা مُتَعَدِّى যাই হোক না কেন فَاعِل বা কর্তাকে পেশ দেয়। যথা– قَامَ زَيْدٌ (لاَزِمْ) যায়েদ দাঁড়ালো। ضَرَبَ عَمْرٌو (مُتَعَدِّى) আমর মারল। আর নিম্নলিখিত ছয় প্রকার اِسم কে نَصَب (যবর) দেয়। যথা–

(ক) اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ যথা– ضَرَبَ زَيْدٌ ضَرْبًا যায়েদ খুব মেরেছে।

(খ) اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ যথা– جَلَسْتُ فَوْقَكَ আমি তোমার উপর বসেছি।

(গ) اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ যথা– جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّةَ শীত বস্ত্রসহ এসেছে।

(ঘ) اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ যথা– ضَرَبْتُهُ تَأدِيْبًا তাকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য মেরেছি।

(ঙ) اَلْحَالُ যথা– جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا যায়েদ বাহনে চড়ে এসেছে।

(চ) اَلتَّمْيِيْزُ যথা– طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا যায়েদ মনে মনে খুশী হয়েছে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, فِعْل مُتَعَدِّى (সকর্মক ক্রিয়া) তার مَفْعُوْل بِه কে যবর দেয়। যথা– ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا যায়েদ আমরকে মেরেছে। اَلْفِعْلُ الْلاَزِم (অকর্মক ক্রিয়া)-এর اَلْمَفْعُوْل بِه হয় না।

www.pathagar.com

◆ اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ এর আ'মল

اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْل কর্মবাচ্য ক্রিয়া فَاعِل (কর্তা)-এর পরিবর্তে مَفْعُوْل بِه প্রকৃত কর্মপদকে পেশ দেয় এবং অন্যান্য مفعول বা কর্মপদকে যবর দেয়। যথা- ضُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَمَامَ الاَمِيْرِ ضَرْبًا شَدِيْدًا فِى دَارِه تَادِيْبًا وَالْخَشْبَةَ ـ

বিঃ দ্রঃ فعل, فَاعِل, مَفْعُوْل সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা فِعل পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

◆ اَلْفِعْلُ الْمَبْنِى وَالْمُعْرَب **পরিবর্তন ও অপরিবর্তনশীল ক্রিয়া :**

* اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب পরিবর্তনশীল ক্রিয়া :

বিভিন্ন عَامِل এর ফলে যে فِعل এর শেষে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে اَلْفِعْلُ اَلْمُعْرَب বলে।

যথা- هُوَ يَذْهَبُ ـ هُوَ لَنْ يَذْهَبَ ـ هُوَ لَمْ يَذْهَبْ

* اَلْفِعْلُ الْمَبْنِى অপরিবর্তনশীল ক্রিয়া :

عَامِل এর পরিবর্তন সত্ত্বেও যে فِعل এর শেষে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَبْنِى বলে।

যথা- هُنَّ يَلْعَبْنَ ـ هُنَّ لَنْ يَلْعَبْنَ ـ هُنَّ لَمْ يَلْعَبْنَ

◆ আরবী ভাষায় اَلْفِعْلُ الْمَبْنِى সমূহ নিম্নরূপ –

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِى অতীতকালীন ক্রিয়া :

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর جَمع مُؤَنَّث غَائِب ও جَمع مُؤَنَّث حَاضِر এর ছীগা।

৩. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর সাথে যখন نُونُ التَّاكِيْدُ যুক্ত হয়।

৪. فِعْلُ الاَمْرُ لِلْحَاضِرُ الْمَعْرُوْف এর ছীগাসমূহ।

◆ اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب সমূহ :

اَلْفِعْلُ الْمَبْنِى তে উল্লেখিত مُضَارِع এর দু'টি ছীগা ছাড়া বাকী ১২টি ছীগা مُعْرَب -

www.pathagar.com

◆ اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب এর اِعْرَاب তিন প্রকার। যথা-

رَفَع - نَصَب ও جَزَم এবং এর عَامِل তিন প্রকার।

যথা- رَافِع - نَاصِب ও جَازِم -

اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب ও তিন প্রকার। যথা- مَرْفُوْعٌ - مَنْصُوْبٌ - مَجْزُوْمٌ

فِعْل مُعْرَب	اِعْرَاب	عَامِل
مَرْفُوْعٌ	رَفَع	رَافِع
مَنْصُوْبٌ	نَصَب	نَاصِب
مَجْزُوْمٌ	جَزَم	جَازِم

◆ اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب এর চিহ্নসমূহ-

১. ضَمَّة, ২. فَتْحَة, ৩. سُكُوْن, ৪. حَرْفُ الْعِلَّة কে حَذف করে,

৫. نُونُ الاِعْرَاب কে বহাল রেখে, ৬. نُونُ الاِعْرَاب কে حَذف করে।

*** رَفَع কে প্রকাশ করার চিহ্নসমূহ :**

কখনও ضَمَّة দ্বারা

কখনও نُونُ الاِعْرَاب কে বহাল রেখে।

*** نَصَب কে প্রকাশ করার চিহ্নসমূহ :**

কখনও فَتْحَة দ্বারা

কখনও نُونُ الاِعْرَاب কে حَذف করে।

*** جَزَم কে প্রকাশ করার চিহ্নসমূহ :**

কখনও سُكُون দ্বারা

কখনও حَرْف عِلَّة কে حَذف করে,

কখনও نُونُ الاِعْرَاب কে حَذف করে।

www.pathagar.com

◆ اِعْرَاب চিহ্ন গ্রহণের দিক থেকে اَلْفِعْلُ الْمُعْرَب এর প্রকারভেদ :

১. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর শেষ অক্ষর حَرْفِ صَحِيْحٌ বিশিষ্ট হলে :

رَفَع এর অবস্থায় ضَمَّة যথা- هُوَ يَذْهَبُ

نَصَب এর অবস্থায় فَتْحَة যথা- هُوَ لَنْ يَذْهَبَ

جَزَم এর অবস্থায় كَسْرَة যথা- هُوَ لَمْ يَذْهَبْ

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর শেষ অক্ষর وَاو বা يَاء বিশিষ্ট হলে :

رَفَع এর অবস্থায় গোপনীয় ضَمَّة যথা- هُوَ يَدْعُو/يَرْمِي

نَصَب এর অবস্থায় প্রকাশ্য فَتْحَة যথা- هُوَ لَنْ يَدْعُوَ/لَنْ يَرْمِيَ

جَزَم এর অবস্থায় حَرْفُ الْعِلَّة কে বিলুপ্ত করে।

যথা- هُوَ لَمْ يَدْعُ/يَمْ يَرْمِ

৩. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর শেষের অক্ষর اَلِف বিশিষ্ট হলে :

رَفَع এর অবস্থায় গোপনীয় ضَمَّة যথা- هُوَ يَخْشَى

نَصَب এর অবস্থায় গোপনীয় فَتْحَة যথা- هُوَ لَنْ يَخْشَى

جَزَم এর অবস্থায় حَرْفُ الْعِلَّة কে বিলুপ্ত করে। যথা- هُوَ لَمْ يَخْشَ

৪. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع টি نُوْنُ الاِعْرَاب বিশিষ্ট হলে :

رَفَع এর অবস্থায় نُوْنُ الاِعْرَاب কে বহাল রেখে। যথা- هُمْ يَذْهَبُوْنَ

نَصَب এর অবস্থায় نُوْنُ الاِعْرَاب কে বিলুপ্ত করে। যথা- هُمْ لَنْ يَذْهَبُوْا

جَزَم এর অবস্থায় نُوْنُ الاِعْرَاب কে বিলুপ্ত করে। যথা- هُمْ لَمْ يَذْهَبُوْا

◆ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর عَامِل তিন প্রকার। যথা- رَافِع - نَاصِب ও جَازِم- নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো ঃ

www.pathagar.com

اَلْعَامِلُ الرَّافِعِ : পেশ দানকারী আ'মেল

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ যখন عَامِلِ نَاصِبِ ও جَازِمِ থেকে মুক্ত হয় তখন فِعل مُضَارِعِ এর পূর্বে অপ্রকাশ্য একটি اَلْعَامِلُ الرَّافِعِ মেনে নেয়া হয়। যথা- هُوَ يَنَامُ

اَلْعَامِلُ النَّاصِبِ : যবর প্রদানকারী আ'মেল

যে সকল হরফ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ এর পূর্বে বসে তার শেষাক্ষরে নসব (যবর) প্রদান করে সে সকল হরফকে اَلاَحْرُفُ النَّاصِبَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ বা اَلْعَامِلُ النَّاصِبِ বলে।

اَلْعَامِلُ النَّاصِبِ বা যবর প্রদানকারী عَامِل ৪টি। যথা-

১. اَنْ : ২. لَنْ, ৩. كَى, ৪. اِذَنْ এই চারটি عَامِل কে اَلنَّوَاصِبُ الاَصْلِيَّةِ বলে। এগুলোর অর্থ ও ব্যবহার নিম্নে দেয়া হল-

১. اَنْ এ হরফটি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ কে مَصْدَر-এ পরিণত করে দেয়, তাই একে اَن مَصْدَرِيَة বলা হয়। যথা- هُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَاكُلَ অর্থাৎ هُوَ يُرِيْدُ الاَكْلُ সে খেতে চায়।

উল্লেখ্য اَنْ অব্যয়টি اَلْفِعْلُ الْمَاضِى এর পূর্বে বসে ভবিষ্যতকালের অর্থ দেয়। যথা- اَسْلَمْتُ اَنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ আমি বেহেস্তে প্রবেশ করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি।

* اَنْ সাতটি স্থানে বা ৭টি অব্যয়ের পরে উহ্য বা গোপন থেকে فِعْلِ مُضَارِعِ এর ছীগা বা শব্দকে نَصَبْ (যবর) প্রদান করে।

আলোচ্য ৭টি অব্যয় হলো যথাক্রমে- (ক) لاَمِ كَى, (খ) لاَمُ الْجُحُوْدِ (গ) حَتّى (ঘ) ثُمَّ (ঙ) فَاء (চ) وَاو (ছ) اَو এই ৭টিকে اَلنَّوَاصِبُ الفَرْعِيَّةِ বলে। এগুলোর ব্যবহার নিম্নরূপ :

(ক) لاَمِ كَى বা কারণ বর্ণনাকারী ل এর পরে। যেমন-

جِئْتُ اِلَيْكَ لاَتَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ আমি আপনার নিকট এসেছি আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য। قَامَ زَيْدٌ لِيَذْهَبَ যায়েদ চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

(খ) حَتّٰى এর পরে। যথা- مَرَرْتُ حَتّٰى (أَنْ) اَدْخُلَ الْبِلَادَ - আমি শহরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত চলতে ছিলাম। اَنْتَظِرُ لَكَ حَتّٰى تَاتِىَ

(গ) لَامُ الْجُحُوْد : لَام যে আসে তাকে لَامُ الْجُحُوْد এর পর যে لَام আসে তাকে يَكُوْنُ বা كَانَ যুক্ত نَفِى বলে। (نَفِى কে তাকীদের জন্য আসে বিধায় এ لام কে لَامُ الْجُحُوْد বলে।)

সুতরাং তাকীদযুক্ত ل এর পরে। যথা- مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ আল্লাহ তাদের অত্যাচারকারী নন। مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

(ঘ) ثُمَّ : ثُمَّ এর সাহায্যে যখন اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع কে কোন اِسْم صَرِيْح (اِسْم مُشْتَق নয়) এর উপর عَطْفٌ করা হয়। যথা-

قِتَالُكَ مَعَ الْعَدُوِّ ثُمَّ تَنْتَصِرَ فَخْرٌ عَظِيْمٌ لَكَ - তোমার দুশমনের সাথে লড়াই অতঃপর তোমার বিজয় লাভ তোমার জন্য বড় গৌরব।

(ঙ) اَلْفَاء : এ টি যখন حَرف - اِسْتِفْهَامُ - نَهِى - اَمَر - نَفِي - عَرضٌ ও تَمَنّى এর পরে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর পূর্বে আসে তখন فَاءَ এর পর اَنْ গোপন থেকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع কে نَصب প্রদান করে। যেমন-

نَفِى = (না বোধক অব্যয়) এর জবাবে। مَاتُكَذِّبُنَا فَنُكْرِمَكَ তুমি আমাদের মিথ্যা বল না। তাহলে আমরা তোমাকে সম্মান করব।

نَهِى = নিষেধ এর জবাবে- لَاتَضْحَكْ كَثِيْرًا فَيَمُوْتَ قَلْبُكَ বেশী হেসো না তাহলে তোমার অন্তর মরে যাবে।

اَمَرْ = আদেশ এর জবাবে- اَسْلِمْ وَتَسْلِمَ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তবে নিরাপদ থাকবে।

اُدْرُسْ فَتَنْجَحَ (فَاِنْ تَنْجَحَ) তুমি পড়া লেখা কর তাহলে পাশ করবে।

اِسْتِفْهَامْ = প্রশ্নবোধক এর জবাবে- هَلْ عِنْدَكَ مَاءٌ فَاَشْرَبَهُ -

তোমার নিকট কি পানি আছে যে আমি তা পান করব?

فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَا আমাদের জন্য কি কোন সুপারিশকারী আছে? তাহলে তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে।

www.pathagar.com

تَمَنِّى = আকাংখা এর জবাবে = لَيْتَ مَالاً فَأُنفِقَهُ আমার যদি সম্পদ থাকত তবে দান করতাম।

يَالَيْتَنِى كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيْمًا হায়! যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম তাহলে বড় কামিয়াবী অর্জন করতাম।

عَرَض = অনুরোধ এর জবাবে = اَلاَتَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا তুমি আমার নিকট আসনি কেন, তাহলে তোমার ভাল হত।

(চ) وَاو : হরফটি যখন اَمَر, نَفِى, نَهِى, اِسْتِفْهَام, ও تَمَنِّى ও عَرَض এর পর فِعْل مُضَارِع এর পূর্বে আসে তখন اَنْ গোপন থেকে فِعْل مُضَارِع কে نَصَب প্রদান করে। এই وَاو কে وَاوُ الصَّرْفُ বা وَاوُ الْمَعِيَّة বলে। এগুলোর উদাহরণ, যথা–

اَمْرٌ = এর জবাবে– اَسْلِمْ وَتَسْلَمَ ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাবে।

نهى = এর জবাবে– لاَتَعْصِ وَتُعَذَّبَ অন্যায় কর না, শাস্তি পাবে।

نَفِى = এর জবাবে– مَاتَزُوْرُنَا وَنُكْرِمَكَ তুমি আমাদের সাথে সাক্ষাত কর না কেন, আমরা তোমাকে সমাদর করতাম।

مَاتَجْتَهِدُ وَتَفُوْزَ فِى الاِمْتِحَانِ তুমি চেষ্টা করবে না, তাহলে পরীক্ষায় পাশ করবে।

اِسْتِفْهَام = এর জবাবে– هَلْ تَظْلِمُنِى وَاُنْصِفَكَ তুমি কি আমায় অত্যাচার করবে? তাহলে আমি তোমার প্রতি ন্যায় বিচার করব।

تَمَنِّى = এর জবাবে– لَيْتَ لِى قَلَمًا وَاُهْدِيَكَ আমার যদি একটি কলম থাকত, তবে তোমাকে উপহার দিতাম।

عَرَض = এর জবাবে– اَلاَتَذْهَبُ الْمَسْجِدَ وَتُصَلِّىَ মসজিদে যাও, নামায পড়তে পারবে।

<u>২. لَنْ :</u> এ হরফটি ভবিষ্যতকালে কোন কাজ সংগঠিত না হওয়ার ব্যাপারে তাকীদ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন–

لَنْ تَرَانِى তুমি কখনও আমাকে দেখতে পাবে না।

www.pathagar.com

لَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ যায়েদ কখনও বের হবে না। هُوَ لَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ সে কখনও নামায ছাড়বে না।

৩. كَيْ : এ হরফটি পূর্বের فِعْل এর কারণ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা– جِئْتُ اِلَى الْمَدْرَسَةِ كَيْ اَتَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ মাদ্রাসায় এসেছি কুরআন শিক্ষা করার জন্য।

اَسْلَمْتُ كَيْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ আমি বেহেস্তে যাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি।

৪. اِذَنْ : এ অব্যয়টি كَيْ এর অনুরূপ আমল করে। যথা–

اَنَا اَدْرُسُ جَيِّدًا اِذَنْ اَنْجَحَ আমি পরীক্ষায় সফল হব এ জন্যে ভালভাবে পড়া লেখা করেছি।

اَلْعَامِلُ الْجَازِمِ : জযম প্রদানকারী আ'মেল

جَازِم বা জযম দানকারী অব্যয় দু'প্রকার। যথা–

ক. একটি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع কে جَزَم দানকারী।

খ. দু'টি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع কে جَزَم দানকারী।

◆ **একটি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع কে جَزَم দানকারী হরফ চারটি। যথা–**

১. لَمْ : এ হরফটি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর পূর্বে এসে اَلْمَاضِى الْمَنْفِى এর অর্থে রূপান্তরিত করে যেমন– لَمْ يَضْرِبْ অর্থাৎ مَاضَرَبَ সে প্রহার করেনি। لَمْ يَأْكُلْ خَالِدٌ খালিদ খায়নি।

২. لَمَّا : এ অব্যয়টি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর পূর্বে এসে তাকে لَمْ এর ন্যায় اَلْمَاضِى الْمَنْفِى এর অর্থে রূপান্তরিত করে। তবে এর দ্বারা نَفِى টি অতীতকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। যথা–

ذَهَبَ خَالِدٌ اِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمَّا يَرْجَعْ খালিদ মসজিদে গিয়েছে এখনও ফিরেনি।

www.pathagar.com

৩. لَامُ الْأَمْرِ : এ لَام টি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ এর পূর্বে এসে আদেশসূচক অর্থ প্রদান করে। যথা- لِيَدْرُسْ كُلُّ طَالِبٍ প্রত্যেক ছাত্রকে পড়া উচিত/দরকার। لِيَنْصُرْ তার সাহায্য করা উচিত। لِيَقُمْ زَيْدٌ -

৪. لَا النَّاهِيَةُ : নিষেধসূচক لَا, যথা- لَاتَلْعَبْ كَثِيْرًا অধিক খেলো না। لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا - কোন চিন্তা কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। لَايَنْصُرْ সে যেন সাহায্য না করে।

◆ দু'টি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ কে جَزَم দানকারী অব্যয়সমূহ :

১. اِنْ (যদি) : এটি اِنِ الشَّرْطِيَّةُ বা শর্তবোধক - اِنْ - এটি দু'টি বাক্যের শুরুতে যুক্ত হয়। প্রথম বাক্যটি সবসময় فِعْلِيَّةٌ হবে এবং দ্বিতীয় বাক্যটি কখনো اِسْمِيَّةٌ আবার কখনো فِعْلِيَّةٌ হয়ে থাকে। এর প্রথমটিকে شَرْط এবং দ্বিতীয়টিকে جَزَاء বলে।

যেমন- اِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ যদি তুমি প্রহার কর, আমিও প্রহার করব। اِنْ تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ যদি তুমি চেষ্টা কর তাহলে পাশ করবে। اِنْ تَقُمْ اَقُمْ যদি তুমি দাঁড়াও আমিও দাঁড়াব।

২. اِذْمَا যখন : اِذْمَا تَتَعَلَّمْ تَتَقَدَّمْ যখন তুমি শিক্ষা অর্জন করবে তখন উন্নতি লাভ করবে। اِذْمَاتَفْعَلْ اَفْعَلْ তুমি যা করবে আমিও তা করব। اِذْمَا تَضْرِبْ اَضْرِبْ তুমি মারলে আমিও মারব।

৩. مَنْ যে : مَنْ يَدْرُسْ يَنْجَحْ যে পড়বে সে পাশ করবে।

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُجْزَبِهِ যে অন্যায় বা গুনাহর কাজ করবে তাকে তার ফল ভোগ করতে হবে।

৪. مَا যা : وَمَاتَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ তোমরা যে সকল ভাল কাজ কর, আল্লাহ তার সবই অবগত আছেন।

مَاتَاْكُلْ اٰكُلْ তুমি যা খাবে আমিও তা খাব।

مَاتَشْتَرِ اَشْتَرِ তুমি যা কিনবে আমিও তা কিনব।

www.pathagar.com

৫. مَهْمَا (যখন) : مَهْمَا تَذْهَبْ اَذْهَبْ তুমি যখন যাবে আমিও তখন যাব।

৬. اَىٌّ যে : اَىُّ طَالِبٍ يَجْتَهِدْ يَنْجَحْ যে ছাত্র চেষ্টা করে সে পাশ করে।

৭. كَيْفَمَا যেভাবে : كَيْفَمَا تَجْلِسْ اَجْلِسْ যেভাবে তুমি বসবে আমিও সেভাবে বসব।

৮. اَنّى যেখানে : اَنّى تَذْهَبْ اذْهَبْ যেখানে তুমি যাবে, সেখানে আমিও যাব।

اَنّى تَكُنْ اَكُنْ তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেখানে থাকব।

৯. حَيْثُمَا যেখানে : حَيْثُمَا تَقْعُدْ اَقْعُدْ তুমি যেখানে বসবে আমিও সেখানে বসব।

১০. اَيْنَ যেখানে : اَيْنَ تُسَافِرْ اُسَافِرْ তুমি যেখানে ভ্রমণ করবে আমিও সেখানে ভ্রমণ করব।

১১. اَيْنَمَا যেখানে : اَيْنَمَا تَنَمْ اَنَمْ যেখানে তুমি ঘুমাবে আমিও সেখানে ঘুমাব। اَيْنَمَا تَمْشِ اَمْشِ তুমি যেখানে চলবে আমিও সেখানে চলব। اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ -

১২. اَيَّانَ যখন : اَيَّانَ تَأْكُلْ اَكُلْ যখন তুমি খাবে আমিও তখন খাব।

১৩. مَتى যখন : مَتى تُسَافِرْ اُسَافِرْ যখন তুমি ভ্রমণ করবে আমিও তখন ভ্রমণ করব।

বিঃ দ্রঃ إِنْ কে حَرْفِ شَرْط বলে। বাকীগুলোকে اِسْمِ شَرْطٌ বলে। এ শব্দগুলোর পরে প্রথম فِعل টিকে شَرْط এবং দ্বিতীয় فِعل টিকে جَزَاء বলে। شَرْط ও جَزَاء মিলে جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ গঠিত হয়।

www.pathagar.com

◆ ইতিমধ্যে شَرْط ও جَزَاء এর কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে যে সমস্ত স্থানে جَزَاءُ الشَّرْط এর উপর فَاء আসে, বা কখন فَاء নেয়া ওয়াজিব তা বর্ণিত হলো–

১. جَزَاء টি جُمْلَة اِسْمِيَّة হলে। যথা–

◆ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه عَشَرُ اَمْثَالِهَا

◆ مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

২. جَزَاء টি যদি فِعْلُ الْاَمَر হয়। যথা–

◆ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ

৩. جَزَاء টি যদি فعل نَهِى হয়। যথা–

◆ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ۔

৪. جَزَاء এর পূর্বে যদি لَنْ যুক্ত হয়। যথা–

◆ اِنْ عَصَيْتَ اَمْرِىْ فَلَنْ تَنَالَ مُحَبَّتِىْ ۔

◆ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الاِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۔

৫. جَزَاء যদি سَوْفَ মুক্ত مُضَارِع হয়। যেমন–

◆ مَنْ ظَلَمَ النَّاسَ فَسَوْفَ يَنْدَمُ ۔

◆ اِنْ جَاءَ زَيْدٌ فَسَوْفَ أُكَلِّمُ ۔

৬. جَزَاء যদি س যুক্ত হয়। যেমন–

◆ مَنْ يَجْتَهِدَ فِى صِغَرِهِ فَسَيَسْتَرِح فِى كِبَرِهِ ۔

◆ اِنْ جَاءَ زَيْدٌ فَسَأُكَلِّمه ۔

www.pathagar.com

৭. جَزَاء এর পূর্বে قَدْ যুক্ত হলে। যথা–

◆ اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَه مِنْ قَبْلُ ـ

৮. فِعل টি جَامِد হলে–

◆ مَنْ اَفْشى سِرَّ الصَّدِيْقِ فَلَيْسَ بِاَمِيْنٍ ـ

৯. جَزَاء যদি ما যুক্ত اَلْمُضَارِعُ الْمُنْفِى হয়। যেমন–

◆ اِنْ جَاءَ زَيْدٌ فَمَا اَضْرِبُهُ ـ

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. আ'মলের দিক দিয়ে فِعل কত প্রকার ও কি কি ? اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْف কত প্রকার ? উদাহরণসহ লিখ।

২. اَلْعَامِلُ النَّاصِب কাকে বলে ? তা কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

৩. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع কত প্রকার ও কি কি ? একটি اَلْعَامِلُ الْجَازِم কে جَزَم দানকারী হরফ কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৪. দুটি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع কে جَزَم দানকারী অব্যয়সমূহ অর্থ ও উদাহরণসহ লিখ।

৫. اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْف কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْف এর আমল লিখ।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

اَلْحُرُوْفُ غَيْرُ الْعَامِلَةِ
আ'মলবিহীন অব্যয়সমূহ

আরবী ভাষায় এমন বহু সংখ্যক হরফ বা অব্যয় পদ রয়েছে যেগুলো عامل বা কারক শক্তি নয়। এ সমস্ত আ'মলবিহীন অব্যয়গুলো আরবী বাক্যে ব্যাপক ব্যবহার হয় ঠিকই কিন্তু কোন বাক্যে বা শব্দের কোন اعْرَاب। বা হরকতের পরিবর্তন ঘটায় না। তবে এগুলো আরবী বাক্য বা শব্দের অর্থগত দিকের কিছু রদবদল করে থাকে এরা মোট ১৮ প্রকার। আ'মলবিহীন অব্যয়গুলোর বর্ণনা নিম্নে বিস্তারিত আকারে তুলে ধরা হলো–

১. اَلْحُرُوْفُ التَّنْبِيْهُ (সতর্কীকরণ অব্যয়সমূহ) :

যে সকল হরফ দ্বারা سَامِع শ্রোতা অথবা مُخَاطَب বা সম্বোধিত ব্যক্তিকে সাবধান বা সতর্ক করা হয়, তাদেরকে حُرُوْفُ التَّنْبِيْهُ বলে। পরবর্তী কথার প্রতি শ্রোতার মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তাকে সতর্ক করার জন্য সাধারণত এ ধরনের শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ধরনের হরফ তিনটি। নিম্নে উদাহরণসহ হরফগুলোর ব্যবহার দেয়া হলো–

১. اَلَا (সাবধান) : যথা– اَلَااِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ - সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। اَلَااِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءِ খবরদার! তারাই হল নির্বোধ।

২. اَمَا (হুঁশিয়ার)। যথা– اَمَا لَا تَضْرِبْ হুঁশিয়ার! মের না।

اَمَا إِنَّ الرَّئِيْسَ قَدْ وَصَلَ فِيْنَا হুঁশিয়ার নিশ্চয় রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের মাঝে পৌছেছেন।

৩. هَا (খবরদার)! যথা– هَا بَكْرٌ نَائِمٌ খবরদার! বকর নিদ্রিত।

www.pathagar.com

২. اَلْحُرُوْفُ الاِيْجَابِيَّةُ (উত্তরদানের বা হ্যাঁ-বোধক অব্যয়সমূহ) :

যে সকল حَرْف দ্বারা প্রশ্নকর্তার উত্তরে সম্মতি প্রদান বুঝায় তাদেরকে اَلْحُرُوْفُ الاِيْجَابِيَّةُ বলে। এ ধরনের হরফ সাতটি। যথা–

১. نَعَمْ (হাঁ) : সাধারণত হাঁ-বোধক প্রশ্নের উত্তর যদি হাঁ হয় তখন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে উক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যথা– যেমন কেউ জিজ্ঞেস করল, هَلْ صَلّٰى زَيْدٌ؟ যায়েদ কি নামায পড়েছে? উত্তরে বলা হবে نَعَمْ হাঁ। هَلْ ذَهَبَ زَيْدٌ؟ উত্তর نَعَمْ হাঁ গিয়েছে।

২. بَلٰى (হাঁ) : না-বোধক প্রশ্নের উত্তরে যদি হাঁ হয় তখন بَلٰى ব্যবহার করা হয়। যথা– আল্লাহর বাণী– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - আমি কি তোমাদের প্রভু নই? এর উত্তরে বলা হয়েছে– بَلٰى হাঁ, নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রভু।

اَمَا ذَهَبَ زَيْدٌ؟ যায়েদ কি যায়নি? بَلٰى হাঁ গিয়েছে।

৩. لَا (না) : কোন প্রশ্নের উত্তর যদি "না" হয় তখন لَا ব্যবহার করা হয়। যথা– هَلْ ذَهَبَ زَيْدٌ؟ যায়েদ কি গিয়েছে? لَا না যায়নি।

اَمَا ذَهَبَ زَيْدٌ؟ যায়েদ কি যায়নি? لَا না, যায়নি।

৪. اِىْ (হাঁ) : কোন প্রশ্নের পরে اِثْبَات বা হাঁ-বাচক জবাবের জন্য اِىْ ব্যবহৃত হয়। এর জন্য শপথ আবশ্যক। যেমন কেউ প্রশ্ন করলে– هَلْ هٰذَا اَبُوْكَ ইনি কি তোমার পিতা? উত্তরে বলতে হবে اِىْ وَاللّٰهِ হাঁ, আল্লাহর কসম।

৫. اَجَلْ (হাঁ) : কোন বাক্যের সর্মথনে এ শব্দটি ব্যবহার হয়।

যথা– اَحَضَرَ زَيْدٌ যায়েদ কি উপস্থিত হয়েছে? উত্তরে বলা হবে اَجَلْ- হাঁ।

৬. جَيْرِ ঠিক আছে : এ শব্দটি কোন বাক্যের সম্মতি হিসেবে ব্যবহার হয়। যথা– هَلْ اَوْدَعُ - আমি কি বিদায় নিতে পারি? উত্তরে বলা হবে جَيْرِ ঠিক আছে।

৭. اِنَّ (নিশ্চয়ই) : ইহাও কোন বাক্যের সমর্থনে প্রয়োগ হয়। যেমন– ছাত্র শিক্ষকের নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বলল– هَلِ الاِجَازَةُ لِلدُّخُوْلِ -

www.pathagar.com

আসতে পারি কি বা প্রবেশের অনুমতি আছে কি? উত্তরে শিক্ষক বললেন إِنَّ। - নিশ্চয়ই, প্রবেশ করতে পার বা আসতে পার।

৩. اَلْحُرُوْفُ التَّفْسِيْرِيَّةُ (ব্যাখ্যাদানের অব্যয়সমূহ) :

যে সকল হরফ দ্বারা কোন বাক্যের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা হয় তাদেরকে اَلْحُرُوْفُ التَّفْسِيْرِيَّةُ বলে। হরফে তাফসীর সংখ্যা দু'টি। যথা–

১. اَىْ (অর্থাৎ) : قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ اَىِ الْقُرْاٰنَ আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি অর্থাৎ কুরআন।

২. اَنْ (যে) : فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنْ اِصْنَعِ الْفُلْكَ আমি তার প্রতি অহী প্রেরণ করলাম যে, তুমি নৌকা তৈরী কর।

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّاِبْرَاهِيْمُ (আমি তাঁকে ডাকলাম যে, হে ইব্‌রাহীম!)

৪. اَلْحُرُوْفُ الْمَصْدَرِيَّةُ (ক্রিয়ামূলবোধক অব্যয়সমূহ) :

যে সকল হরফ কোন فعل বা ক্রিয়ার পূর্বে বসে উক্ত فِعْلٌ কে مَصْدَر এর অর্থে রূপান্তরিত করে, তাদেরকে اَلْحُرُوْفُ الْمَصْدَرِيَّةُ বলে।

হরফে মাছদার তিনটি। যথা–

১. اَنْ : এটা فعل এর পূর্বে বসে। যথা– اَمَرَنِى اَبِى اَنْ اَقْرَاَ আমার পিতা আমাকে পড়তে আদেশ করেছেন। اُرِيْدُ اَنْ اَدْرُسَ আমি পড়তে চাই।

২. اَنَّ : এটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পূর্বে বসে তাকে مَصْدَر এর অর্থে রূপান্তরিত করে। যথা– عَلِمْتُ اَنَّكَ قَائِمٌ অর্থাৎ عَلِمْتُ قِيَامَكَ আমি জানি যে, তুমি দাঁড়ানো।

৩. مَا : এটাও فعل এর পূর্বে আসে। যথা– মহান আল্লাহর বাণী– وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ - যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। اَنَا اَدْخُلُ بَعْدَ مَاتَدْخُلُ - তুমি প্রবেশ করার পর আমি প্রবেশ করব।

www.pathagar.com

৫. اَلْحُرُوْفُ التَّحْضِيْضِيَّةُ (উৎসাহ বা প্রেরণাদায়ক অব্যয়সমূহ) :

যে সকল হরফ দ্বারা مُخَاطَبْ বা সম্বোধিত ব্যক্তিকে তিরস্কার, উৎসাহ বা প্রেরণা দান করা বুঝায়, তাদেরক اَلْحُرُوْفُ التَّحْضِيْضِيَّةُ বলে। উৎসাহবোধক হরফ মোট ৪টি। যথা–

১. اَلاَّ, ২. هَلاَّ, ৩. لَوْلاَ, ৪. لَوْمَا -

এ হরফগুলো যদি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ এর পূর্বে আসে, তাহলে উৎসাহ দান করার অর্থ দেয়। আর যদি اَلْفِعْلُ الْمَاضِى এর পূর্বে আসে, তাহলে তিরস্কার অর্থ দেবে। যথা–

১. اَلاَّ : اَلاَّ تُسَافِرْ مَعِى - তুমি কি আমার সাথে সফর করবে না?

اَلاَّ تُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ - তুমি কি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে না?

২. هَلاَّ : هَلاَّ تَذْهَبُ اِلَى الْبَيْتِ - তুমি কি বাড়ী যাবে না?

هَلاَّ ضَرَبْتَ زَيْدًا - তুমি যায়েদকে কেন মারনি?

৩. لَوْلاَ : لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ - তোমরা কি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না?

৪. لَوْمَا : لَوْمَا تَأْتِيْنِى بِالْكِتَابِ - তুমি কি আমার নিকট কিতাব নিয়ে আসবে না?

৬. حَرْفُ التَّوَقُّعِ (আশাব্যঞ্জক অব্যয়) :

যে হরফ দ্বারা কোন আশা-ভরসা বা বিশ্বাস প্রদান বুঝায়, তাকে حَرْفُ التَّوَقُّعِ বলে। حَرْفُ التَّوَقُّعِ একটি। তাহলো– قَدْ -

تَوَقُّعِ - অর্থ অপেক্ষা করা, কেউ কোন সংবাদের অপেক্ষায় থাকলে, তখন ঐ সংবাদ বলার সময় قَدْ ব্যবহার করা হয়। قَدْ শব্দটি مَاضِى এর পূর্বে বসলে তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. আশা পূর্ণ হওয়া বুঝায়। যথা– قَدْ رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ - সে ভ্রমণ হতে প্রত্যাবর্তন করেছে।

www.pathagar.com

২. تَحْقِيْق বা নিশ্চয়তা বুঝায়। যেমন– قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - নিশ্চয়ই মুমিনগণ কামিয়াব হয়ে গিয়েছে।

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوة - নিশ্চয়ই নামায আরম্ভ হয়ে গেছে।

قَدْ قَامَ زَيْدٌ - নিশ্চয়ই যায়েদ দাঁড়িয়েছে।

৩. اَلْمَاضِى الْقَرِيْب : অর্থাৎ অতীতকে বর্তমানের নিকটবর্তী করে দেয়। যথা– قَدْ جَاءَ زَيْدٌ - যায়েদ এসেছে, قَدْ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرُوا - যায়েদ আমরকে এই মাত্র প্রহার করেছে।

* قَدْ অব্যয়টি اَلْمُضَارِع পদের পূর্বে বসলে تَقْلِيْل স্বল্পতা বুঝায়। যথা– اِنَّ الْعَاقِلُ قَدْ يَكْذِبُ বুদ্ধিমান লোকেরা কদাচ মিথ্যা বলে থাকে। اَلْكَذُوْبَ قَدْ يَصْدُقُ - মিথ্যাবাদীরা কমই সত্য কথা বলে। قَدْ يَنْجَحُ اَلْكَسْلَانُ। অলস কখনও কখনও পাশ করে। তবে মাঝে মাঝে مُضَارِعْ এর পূর্বে আসলেও নিশ্চয়তা প্রদান করে। যথা– اَللّٰهُ قَدْ يَعْلَمُ আল্লাহ নিশ্চয়ই জানেন।

৭. اَلْحُرُوْفُ الاِسْتِفْهَامِيَّةُ (প্রশ্নবোধক অব্যয়সমূহ) :

যে সকল অব্যয় দ্বারা কোন প্রশ্ন করা হয় তাদেরকে اَلْحُرُوْفُ الاِسْتِفْهَامِيَّةُ বলে। প্রশ্নবোধক অব্যয় তিনটি। যথা–

১. مَا (কি) : مَااسْمُكَ তোমার নাম কি?

২. "اَ" হামযা : যথা– اَجَاءَ زَيْدٌ - যায়েদ কি এসেছে?

৩. هَلْ (কি) : هَلْ هُوَ جَاءَ - সে কি এসেছে? ইত্যাদি।

* বিস্তারিত বর্ণনা اَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ-এ লক্ষ্য করুন।

৮. حَرْفُ الرَّدْعِ (ধমক দেয়ার অব্যয়) :

ধমকের হরফ একটি। তা হচ্ছে– كَلاَّ -

পূর্বের কথা বা কাজ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ধমক হিসেবে كَلاَّ শব্দটি

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়। যেমন- كَلَّا لَاتُطِعْهُ কখনও না, তুমি তার আনুগত্য করবে না।

كَلَّا কখনও اَمْر এর জবাবে আসে। যথা- কেউ বলে, اِضْرِبْ زَيْدًا - যায়েদকে প্রহার কর। তখন জবাবে বলা হল كَلَّا - অর্থাৎ لَااَفْعَلُ هٰذَا قَطُّ اَبَدًا - আমি এরূপ কখনও করতে পারি না।

كَلَّا কখনও কখনও حَقًّا (ইয়াকীন) অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

যেমন- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُ কখনও না, তুমি অদূর ভবিষ্যতেই জানতে পারবে।

৯. اَلتَّنْوِيْنُ (তানবীন) :

দুই যের, দুই পেশ ও দুই যবর উচ্চারণের সময় যে সাকিন নূনের সৃষ্টি হয় তাকে তানবীন বলে। তানবীন পাঁচ প্রকার। যথা-

১. اَلتَّمَكُّن : تَنْوِيْنُ اِسْمِ مُتَمَكِّن এর শেষে যে তানবীন হয় তাকে تَنْوِيْن تَمَكُّن বলে। অথবা যদ্দারা বুঝা যায় যে, ইস্‌মটি মুন্‌সারিফ। যেমন- زَيْدٌ ,رَجُلٌ ইত্যাদি।

২. اَلتَّنْكِيْرُ : تَنْوِيْنُ যদ্দারা বুঝা যায় যে, ইস্‌মটি نَكِرَة অথবা اِسْم نَكِرَة এর শেষে যে তানবীন হয় তাকে تَنْوِيْن تَنْكِيْرُ বলে। যথা- صَهٍ অর্থাৎ اُسْكُتْ سُكُوْتًا مَافِى وَقْت مَّا যে কোন সময় চুপ থাকো। আর যদি صَهْ শব্দটি তানবীন ছাড়া আসে, তখন এর অর্থ হয় :

اُسْكُتِ السُّكُوْتَ الاٰنَ এখন চুপ কর।

৩. اَلْعِوَضُ : تَنْوِيْنُ مُضَاف اِلَيْه এর পরিবর্তে যে তানবীন ব্যবহৃত হয় তাকে تَنْوِيْنُ الْعِوَض বলে। যেমন- يَوْمَئِذ যা মূলতঃ ছিল- يَوْمَا اِذْ كَانَ كَذَا, পরে كَانَ كَذَا এর পরিবর্তে اِذٌ এর শেষে تَنْوِيْن এসেছে। অনুরূপ - حِيْنَئِذ আসলে ছিল- حِيْنَ اِذْ كَانَ كَاذَ এখানেও ذ এ যে তানবীন كَانَ كَذَا মুযাফ ইলাইহির পরিবর্তে এসেছে।

৪. اَلْمُقَابَلَة : تَنْوِيْنُ جَمع مُؤَنَّث سَالِم এর শেষে যে তানবীন ব্যবহৃত হয় তাকে تَنْوِيْنُ الْمُقَابَلَة বলে। যথা- رَأَيْتُ - هُنَّ مُسْلِمَاتٌ مُسْلِمَاتٍ এখানে উক্ত তানবীন جَمع এর ن এর মুকাবিলায় এসেছে।

www.pathagar.com

৫. تَنْوِيْنُ التَّرَنُّم : কবিতার শেষে ছন্দের মিলের জন্য যে তানবীন আসে। তাকে تَنْوِيْن تَرَنُّم বলে। যেমন–

اَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ + وَقُوْلِى اَنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابَنْ

হে আযেল! নিন্দা-ভর্ৎসনা কম কর, যদি আমি ঠিক করি, তবে তুমি বলো ঠিক করেছ। এখানে اَلْعِتَابَن ইস্‌মটি اَل যুক্ত, তথাপি তার শেষে তানবীনের উচ্চারণ এসেছে। اَصَابَنْ একটি فعل তথাপি তার শেষে তানবীনের উচ্চারণ এসেছে। এটাই تَنْوِيْن تَرَنُّم -

১০. حُرُوْفُ التَّاكِيْد : যে সমস্ত হরফ নিশ্চয়তা প্রদান করে তাদেরকে حُرُوْفُ التَّاكِيْد বলে। নিশ্চয়তা প্রদান করে এমন অব্যয় দু'টি। যথা–

১. لاَمُ التَّاكِيْد (দৃঢ়তা জ্ঞাপক لاَم) - যেমন- وَاللّٰهِ لَاُسَافِرَنَّ اِلٰى مَكَّةَ
আল্লাহর শপথ নিশ্চয় নিশ্চয় আমি মক্কা সফর করব।

২. اَلنُّوْنُ التَّاكِيْد (দৃঢ়তা জ্ঞাপক نُوْن) - এটি আবার দু'প্রকার। যথা–

ক. اَلنُّوْنُ الثَّقِيْلَة অর্থাৎ যা সর্বদা তাশদীদযুক্ত থাকে।

যেমন– لَيَضْرِبَنَّ - اِضْرِبَنَّ -

اَلنُّوْنُ الثَّقِيْلَة এর পূর্বে যদি اَلِف না থাকে তবে তা যবর বিশিষ্ট হবে। যথা– لَيَضْرِبَنَّ - اِضْرِبَنَّ -

আর যদি اَلنُّوْنُ الثَّقِيْلَة এর পূর্বে اَلِف থাকে তবে তা যের বিশিষ্ট হবে। যেমন– لَيَضْرِبَانِّ - اِضْرِبَانِّ -

খ. اَلنُّوْنُ الْخَفِيْفَة যা সর্বদা সাকিন অবস্থায় থাকে।

যেমন– لَيَضْرِبَنْ - اِضْرِبَنْ -

১১. حَرْفَا الشَّرْط (**শর্তবোধক অব্যয়দ্বয়**) :

যে সকল হরফ কোন শর্তারোপ বা সংক্ষিপ্ত বাক্যকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয় তাদেরকে حَرْفَا الشَّرْط বলে। শর্তবোধক অব্যয় ২টি। যথা–

www.pathagar.com

ক. لَو (যদি) : যেমন- وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ - আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত দিতেন।

لَوْ جَاءَ زَيْدٌ لَاَكْرَمْتُهُ - যদি যায়েদ আসত, তাহলে আমি তাকে সম্মান করতাম।

খ. اَمَّا (বর্ণনার জন্য) : যেমন- اَلنَّاسُ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ -

اَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ وَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فِى النَّارِ - মানুষ মাত্রই দুর্ভাগা ও সৌভাগ্যবান; কিন্তু যারা ভাগ্যবান হয় তারা হবে জান্নাতী, আর যারা দুর্ভাগা হয় তারা হবে জাহান্নামী।

শর্তের জন্য যেমন- فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ -

১২. حَرْفُ لَوْلَا : অর্থাৎ لَوْلَا অব্যয় :

لَوْلَا (যদি না) অব্যয়টি - প্রথমটির উপস্থিতির কারণে দ্বিতীয়টির অনুপস্থিতি বুঝানোর জন্য আসে। যথা- لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ - যদি না আলী থাকত, ওমর নিশ্চয়ই ধ্বংস হত।

১৩. اَللَّامُ الْمَفْتُوْحَةُ - যবরযুক্ত لَام :

এটা কথার মাঝে মজবুতি ও দৃঢ়তা প্রকাশ করার জন্য ইস্‌ম-এর পূর্বে ব্যবহার করা হয়। যথা- لَزَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو - নিশ্চয় যায়েদ আমর হতে উত্তম।

১৪. مَابِمَعْنَى مَادَامَ - যতক্ষণ :

مَادَامَ অর্থ বিশিষ্ট "مَا" যেমন- اَقُوْمُ مَاجَلَسَ الاَمِيْرُ - আমীর যতক্ষণ বসে থাকবেন, আমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব।

اَقُوْمُ مَادَامَ الاُسْتَاذُ حَاضِرًا - শিক্ষক যতক্ষণ উপস্থিত থাকবেন, আমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব।

১৫. اَلْحُرُوْفُ الْعَاطِفَةُ (সংযোজনকারী অব্যয়সমূহ) :

যে সমস্ত অব্যয় দ্বারা দু'টি শব্দ বা বাক্যকে একই বিধানের অধীনে, অথবা দু'টি বাক্যকে সংযুক্ত করা হয় সেগুলোকে হরূফে আত্‌ফ বলা হয়।

www.pathagar.com

* দু'টি শব্দ বা বাক্যকে হরফে আত্ফ দ্বারা সংযুক্ত করার নাম عَطْفٌ (আত্ফ)।

* হরফে আত্ফ এর পূর্বের শব্দ বা বাক্যকে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ এবং পরের শব্দ বা বাক্যকে مَعْطُوْف বলে।

সংখ্যা : হরফে আত্ফ মোট ১০টি– যথাক্রমে–

১. وَاو (এবং, ও) : যথা– جَاءَ زَيْدٌ وَخَالِدٌ যায়েদ ও খালেদ এসেছে।

২. فَاء (এবং, তৎপর, তারপর) : যথা– جَاءَ زَيْدٌ فَبَكْرٌ যায়েদ তারপর বকর এসেছে।

৩. ثُمَّ (অতঃপর)। যথা– ذَهَبَ زَيْدٌ ثُمَّ خَالِدٌ যায়েদ অতঃপর খালেদ গিয়েছে।

৪. حَتّٰى (পর্যন্ত, সহ) : যথা– مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الاَنْبِيَاءُ মানুষ মরণশীল, এমনকি নবীগণ পর্যন্ত।

৫. اِمَّا (হয়তো বা) : যথা– هٰذَا اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ ইহা হয়তো গাছ না হয় পাথর। اَلْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ وَاِمَّا فَرْدٌ সংখ্যা হয় জোড় না হয় বিজোড় হবে।

৬. اَو (অথবা, বা, কিংবা) : যথা– هٰذَا زَيْدٌ اَوْ خَالِدٌ এ হলো যায়েদ অথবা খালেদ।

৭. اَمْ (বা, অথবা) : هٰذَا اِنْسَانٌ اَمْ حَيْوَانٌ ইনি মানুষ অথবা পশু।

৮. لَا (না) : যথা– جَاءَ زَيْدٌ لَاخَالِدٌ যায়েদ এসেছে খালিদ নয়।

৯. بَلْ (বরং) : যথা– مَاجَاءَ زَيْدٌ بَلْ خَالِدٌ যায়েদ আসেনি বরং খালিদ এসেছে।

১০. لٰكِنْ (কিন্তু) : যথা– زَيْدٌ حَاضِرٌ لٰكِنْ بَكْرٌ غَائِبٌ যায়েদ উপস্থিত কিন্তু বকর অনুপস্থিত।

১৬. اَلْحُرُوْفُ الزَّائِدَةُ (অতিরিক্ত অব্যয়সমূহ) :

যে সমস্ত অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাক্যের অর্থে তার কোন প্রভাব থাকে না বরং বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধন বা অন্য কোন কারণে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাদেরকে حُرُوْفُ الزِّيَادَةِ বলে।

www.pathagar.com

সংখ্যা : অতিরিক্ত অব্যয় সংখ্যা মোট ৮টি। যথাক্রমে–

১. اِنْ : এটা না-বোধক مَا ও মাছদারী مَا এবং لَمَّا এর সাথে অতিরিক্ত হয়। যথা–

مَا ـ مَااِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ

مَا ـ اِنْتَظَرْ مَااِنْ يَجْلِسُ الاَمِيْرُ ـ

لَمَّا ـ لَمَّا اِنْ جَلَسْتُ ـ

২. اَنْ : এটা لَمَّا এর পরে এবং কসম ও لَوْ এর মধ্যখানে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যথা–

যখন সুসংবাদদাতা আসল– لَمَّا ـ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ

قَسَمْ وَلَوْ ـ وَاللّٰهِ اِنْ لَوْ قُمْتَ قُمْتُ ـ

আল্লাহর কসম! যদি তুমি দাঁড়াতে আমি দাঁড়াতাম।

৩. مَا : এটা اِذَا - مَتى - اَىُّ - اَنّى -

اَيْنَ ও اِنْ এরপর অতিরিক্ত হয়। যদি এগুলো শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যথা– اِذَا ـ اِذَا مَاصُمْتَ صُمْتُ

مَتى ـ مَتى ما تَخْرُجْ اَخْرُجْ

اَىُّ ـ اَيَّامَ تَضْرِبْ اَضْرِبْ

اَنّى ـ اَنّى مَاتَجْلِسْ اَجْلِسْ

اَيْنَ ـ اَيْنَمَا تَجْلِسْ اَجْلِسْ

اِنْ ـ اِمَّا تَرِيَنَّ ـ

এভাবে কোন কোন হরফে যেরের পরও مَا অতিরিক্ত হয়। যথা–

بَ ـ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ ـ

عَنْ ـ عَمَّا قَلِيْلٌ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِيْنَ

www.pathagar.com

مِنْ - مِمَّا خَطِيْئَاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا

كَ - زَيْدٌ صَدِيْقِى كَمَا اَنَّ عَمْرًا اَخِىْ

৪. لَا : (ক) لَا টি نَفِى এর পরে وَاو এর সাথে অতিরিক্ত হয়। যেমন- مَاجَاءَنِى زَيْدٌ وَلَاعَمْرٌو আমার নিকট যায়েদ আসেনি, আর না আমর।

(খ) اَنْ মাছদারীয়ার পরে অতিরিক্ত হয়। যেমন- مَامَنَعَكَ اَنْ لاَّ تَسْجُدَ কে তোমাকে সিজদা করতে বাধা দিয়েছে।

(গ) কসমের পূর্বে অতিরিক্ত হয়। যেমন- لَااُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই নগরীর কসম।

৫. بَاء, ৬. مِنْ, ৭. ل, ৮. كَاف এ চারটির আলোচনা হরফে যেরের মাঝে দেখুন।

১৭. حُرُوْفُ الاِسْتِقْبَال (ভবিষ্যতের অর্থ দানকারী অব্যয়) :

ভবিষ্যতের অর্থ দানকারী অব্যয় ২টি। যথা- سَوْفَ ও س -

س : এ হরফটি اَلْمُضَارِع এর পূর্বে এসে اَلْمُضَارِع কে নিকটবর্তী مُسْتَقْبَل এর অর্থে রূপান্তরিত করে দেয়। যথা- سَاَذْهَبُ اِلَى دَاكَا আমি অনতিবিলম্বে ঢাকা যাব।

سَوْفَ : এ হরফটি اَلْمُضَارِع এর পূর্বে এসে اَلْمُضَارِع কে অদূরবর্তী مُسْتَقْبَلْ এর অর্থে রূপান্তরিত করে দেয়। যথা- سَوْفَ اَذْهَبُ اِلَى دَاكَا অদূর ভবিষ্যতে আমি ঢাকা যাব।

১৮. حَرْفُ التَّعْرِيْفُ : ال। অব্যয়টি কোন ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কিছুকে নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যথা- اَخَذْتُ الْكِتَابَ আমি বইটি নিয়েছি।

উক্ত অব্যয়টি একটি জাতির সব একককে নির্দিষ্ট বুঝানোর জন্য আসে। যেমন- اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ - সব মানুষ ক্ষতির মাঝে আছেন।

তাছাড়া জাতিকে নির্দিষ্ট করে বুঝানোর জন্য।

যথা- اَلْبَقَرُ حَيْوَانٌ مُفِيْدٌ গরু উপকারী জন্তু।

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ

অত্র ব্যাকরণ গ্রন্থের বিভিন্নস্থানে لاَ (লাম আলিফ যবর লা) এর নানা রকম ব্যবহার, অবস্থান ও প্রয়োগবিধি দৃষ্টিগোচর হবে। মূলতঃ لاَ সংশ্লিষ্ট আলোচনার সর্বস্তরেই তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তবে لاَ সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম বিষয় সকলেরই অবগতি বিশেষ প্রয়োজন। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে উক্ত অব্যয়টির ব্যাপক সমাহার ঘটেছে। এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি ও মনোযোগ এই যে, لاَ কে যদি এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘস্বরে বা টেনে পড়া না হয় তবে তা না বোধক অর্থের পরিবর্তে দৃঢ়তাসূচক ইতিবাচক অর্থ প্রদান করবে। উদাহরণস্বরূপ দোয়া কুনূতের দৃষ্টান্ত যেমন– ওয়ানাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা। অর্থাৎ আল্লাহ আমরা তোমার শুকিরয়া আদায় করি এবং আমরা তোমার কুফরী করি না। উক্ত বাক্যাংশের লা অব্যয়কে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়ায় উক্ত অর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে টেনে না পড়লে অর্থ হবে "আল্লাহ" আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করি এবং অবশ্য তেমাার কুফরীও করি" আর এই কুফরীর পরিণাম বা শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সুতরাং ধারণাটা বিশেস গুরুত্বপূর্ণ বটে। حُرُوْفُ غَيْرِ الْعَامِلَةِ তে ব্যবহৃত لاَمُ التَّاكِيْدِ এবং لاَمُ الْمَفْتُوْحَةُ এর দৃষ্টান্ত দেখুন।

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. اَلْحُرُوْفُ غَيْرُ الْعَامِلَةِ কাকে বলে ? এরা কত প্রকার ? যে কোন একটির বর্ণনা দাও।

২. حُرُوْفُ التَّنْبِيَةِ কাকে বলে ? তা কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

www.pathagar.com

৩. اَلْحُرُوْفُ الإِيْجَابِيَّةُ কাকে বলে ? এর হরফ সংখ্যা কয়টি ? উদাহরণসহ লিখ।

৪. اَلْحُرُوْفُ الاِسْتِفْهَامِيَّةُ এবং حَرْفَا التَّفْسِيْرِ কাকে বলে ? এদের হরফ সংখ্যা কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৫. اَلْحُرُوْفُ الْمَصْدَرِيَّةُ কাকে বলে ? তা কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৬. حَرْفُ الرَّدْعِ এবং حُرُوْفُ التَّحْضِيْضِ কাকে বলে ? উহারা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৭. حَرْفُ التَّوَقُّعِ কাকে বলে ? তার ব্যবহার লিখ।

৮. تَنْوِيْن কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৯. حَرْفَ الشَّرْطِ ও حُرُوْفُ التَّاكِيْدِ কাকে বলে ? উহারা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

১০. مَابِمَعْنَى مَادَامَ এবং اَللاَّمُ الْمَفْتُوْحَةُ, حَرْفُ لَوْلاَ কাকে বলে ? উদাহরণসহ লিখ।

১১. اَلْحُرُوْفُ الْعَاطِفَةُ কাকে বলে ? এর সংখ্যা কয়টি ? উদাহরণসহ লিখ।

১২. اَلْحُرُوْفُ الزَّائِدَةُ কাকে বলে ? তা কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ উত্তর দাও।

১৩. حَرْفُ التَّعْرِيْفُ এবং حُرُوْفُ الاِسْتِقْبَالِ কাকে বলে ? তা কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ উত্তর লিখ।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

اَلتَّوَابِعُ

অনুগামী পদ (FOLLOWING)

আরবী ব্যাকরণে اعْرَاب। সংক্রান্ত আলোচনা ব্যাপক আকারে আলোচিত হয়েছে। আসলে اعْرَاب। বা حَرْكَة সংক্রান্ত আলোচনা-ই ব্যাকরণের সর্বাধিক মূল্যবান আলোচ্য বিষয়। মূলতঃ اعْرَاب। সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করেই আরবী ব্যাকরণের উৎপত্তি। যেহেতু اعْرَاب। এর ভুল প্রয়োগ এবং আরবী শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে اعْرَاب। এর ব্যবহার যথাযথভাবে না করলে আরবী শব্দ বা বাক্যের অর্থের পরিবর্তন ঘটে যায়। তাই এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। ইতিপূর্বে عَامِل এর কারণে اعْرَاب। এর ব্যবহার দেখান হয়েছে। এবার عَامِل ব্যতিরেকে সাধারণত শব্দ বা বাক্যের শেষে যে হরকত হয় তারই কিছু আলোচনা করা হলো–

◆ تَوَابِعُ শব্দটি تَابِعُ এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ অনুসারী বা অনুগামী। পরিভাষায় যে সকল اسم। এর কোন عَامِل না থাকায় তার পূর্ববর্তী اعْرَاب। এর অনুগামী হয়ে তদানুসারে اعْرَاب। গ্রহণ করে, তাকে تَوَابِعُ বলে। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে যে, কতগুলো اسم। এরূপ আছে যে, যাদের বাহ্যিক কোন عَامِل নাই কিন্তু প্রকারান্তরে উহারা কোন না কোন عَامِل এর অনুগামী হয়ে اعْرَاب। গ্রহণ করে। এই জাতীয় مَعْمُوْل কেই تَوَابِعُ বলা হয়। যে অনুগামী হয় তাকে বলা হয় تَابِع অনুগামী এবং যার অনুগামী হয় তাকে مَتْبُوع বলে। এই تَابِع এর اعْرَاب। বা কারক চিহ্ন সর্বদাই مَتْبُوع এর اعْرَاب। অনুযায়ী হবে। যেমন– جَاءَنِى رَجُلٌ عَالِمٌ (আমার নিকট বিদ্বান ব্যক্তি এসেছে) এখানে رَجُلٌ পদটি مَتْبُوع (অনুসৃত) এবং عَالِمٌ পদটি تَابِع (অনুগামী) হয়েছে। رَجُلٌ ফায়েল হওয়ার কারণে مَرْفُوع এবং عَالِمٌ সেই একই কারণে مَرْفُوع (পেশ বিশিষ্ট) হয়েছে।

www.pathagar.com

* تَابِع অনুগামী, যে শব্দটি অনুসরণ করে।

* مَتْبُوع অনুসৃত, যার অনুসরণ করা হয়েছে।

আরও দু'টি উদাহরণ লক্ষ্য করুন–

رَأَيْتُ رَجُلاً عَالِمًا - এখানে رَجُلاً পদটি مَتبُوع এবং عَالِمًا পদটি تَابِع - رَجُلاً পদটি مَفْعُول হওয়ার কারণে مَنْصُوب এবং عَالِمًا পদটিও সেই একই কারণে مَنْصُوب হয়েছে।

نَظَرْتُ إِلى رَجُلٍ عَالِمٍ - এখানে رَجُلٍ পদটি مَتبُوع এবং عَالِمٍ পদটি تَابِع হয়েছে। رَجُلٍ পদটি হরফে জারের কারণে مَجْرُوْر এবং একই কারণে عَالِمٍ পদটিও مَجْرُوْر হয়েছে।

تَوَابِعُ : اَقْسَامُ التَّوَابِعِ এর শ্রেণী বিভাগ

تَابِع মোট পাঁচ প্রকার। যথা–

১. اَلصِّفَةُ বিশেষণ,

২. اَلتَّاكِيْدُ - জোর বা দৃঢ় করা,

৩. اَلْبَدَلُ - পরিবর্তন বা স্থলবর্তী,

৪. اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ সংযোজক অব্যয়,

৫. عَطْفُ الْبَيَانِ ব্যাখ্যা বা বিবরণমূলক সংযোজক পদ।

নিম্নে উক্ত تَابِع গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হলো।

* ১. اَلصِّفَةُ বিশেষণ : যেমন– جَاءَنِى رَجُلٌ عَالِمٌ

صِفَةٌ সম্পর্কীয় বিশদ বিবরণ عَلَامَاتُ الاِسْمِ দ্রষ্টব্য।

* ২. اَلتَّاكِيْدُ জোর দেয়া বা দৃঢ় করা :

কোন একটি শব্দকে দু'বার উল্লেখ করে অর্থাৎ একটি تَابِع বা অনুগামী শব্দ যা দ্বারা مَتْبُوع এর অবস্থা এমনভাবে ব্যক্ত করা হয় যে, এরপর مَتبُوع সম্পর্কে শ্রোতার আর কোন সন্দেহ থাকে না তাকে تَاكِيد বলে।

www.pathagar.com

অথবা যে تَابِع তার مَتْبُوْع এর প্রতি আরোপিত বিষয়কে দৃঢ় করে, অথবা যে تَابِع তার مَتْبُوْع এর সকল فَرْد কে আওতাভুক্ত করে তাকে تَاكِيْد বলে।

যেমন- جَاءَنِى زَيْدٌ زَيْدٌ (যায়েদই আমার নিকট এসেছে)।

এখানে زَيْدٌ পদটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল تَاكِيْد আর প্রথমটি হল مُؤَكَّد -

جَاءَنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ (সম্প্রদায়ের সব লোকই আমার নিকট এসেছে)। এখানে كُلُّهُمْ পদটি اَلْقَوْمُ এর সকল فَرْد কে শামিল করেছে, তাই كُلُّهُمْ পদটি تَاكِيْد এবং اَلْقَوْمُ পদটি مُؤَكَّد হয়েছে।

اَقْسَامُ التَّاكِيْدُ - تَاكِيْد - এর প্রকারভেদ

اَلتَّاكِيْد দু'প্রকার। যথা-

১. اَلتَّاكِيْدُ اللَّفْظِى শব্দগত দৃঢ়তা :

২. اَلتَّاكِيْدُ الْمَعْنوِى অর্থগত দৃঢ়তা :

◆ اَلتَّاكِيْدُ اللَّفْظِى শব্দগত তাকীদ :

প্রথম শব্দের হুবহু দ্বিরুক্তিকরণ, অথবা তার সমার্থক শব্দের দ্বিতীয়বার উল্লেখকরণকে اَلتَّاكِيْدُ اللَّفْظِى বলে। যথা-

* جَاءَ جَاءَ زَيْدٌ এটি প্রথম শব্দে দ্বিরুক্তিকরণের উদাহরণ।

* قُمْتَ اَنْتَ সমার্থক শব্দের উল্লেখকরণের উদাহরণ।

উল্লেখ্য যে, এ প্রকার তাকীদ اِسْم - فِعْل, حَرْف, جُمْلَة ও ضَمِيْر ইত্যাদিতে হয়ে থাকে।

◆ اَلتَّاكِيْدُ الْمَعْنوِى : অর্থগত তাকীদ :

ভিন্ন বা নির্দিষ্ট কিছু শব্দের মাধ্যমে যে তাকীদ করা হয় তাকে اَلتَّاكِيْدُ الْمَعْنوِى বলা হয়। যেমন- جَاءَ الاَمِيْرُ نَفْسُهُ -

www.pathagar.com

اَلتَّاكِيْدُ الْمَعْنَوِى এর শব্দাবলী : আরবী ভাষায় اَلتَّاكِيْدُ الْمَعْنَوِى এর ১১টি শব্দ রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

১. نَفْسٌ নিজেই, ২. عَيْنٌ স্বয়ং– উক্ত نَفْسٌ ও عَيْنٌ শব্দদ্বয়ের تَاكِيْد করার সময় مُؤَكَّدٌ অনুসারে তাদের সাথে একটি ضَمِيْر যুক্ত করতে হয় উক্ত শব্দদ্বয় ছীগাহ ও যমীরের রূপভেদে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন–

جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُه - যায়েদ নিজেই এসেছে।

جَاءَ زَيْدٌ عَيْنُه - যায়েদ স্বয়ং এসেছে।

অনুরূপ– جَاءَ الزَّيْدَانِ اَنْفُسُهُمَا বা جَاءَ الزَّيْدَانِ اَعْيُنُهُمَا– (যায়েদরা দু'জন নিজেরাই এসেছে)।

جَاءَ الزَّيْدَانِ اَنْفُسُهُمْ বা جَاءَ الزَّيْدَانِ اَعْيُنُهُمْ (যায়েদরা নিজেরাই এসেছে)।

৩. كِلاَ, ৪ كِلْتَا উভয়ই।

كِلاَ ও كِلْتَا শুধুমাত্র تَثْنِيَة (দ্বিবচন) এর জন্য নির্দিষ্ট। এর মধ্যে كِلاَ পুংলিঙ্গের জন্য এবং كِلْتَا স্ত্রীলিঙ্গের জন্যে। যেমন–

جَاءَنِى الزَّيْدَانِ كِلاَهُمَا উভয় যায়েদই আমার নিকট এসেছে।

جَاءَنِى الْهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا উভয় হিন্দাই আমার নিকট এসেছে।

৫. كُلٌّ, ৬. جَمِيْعٌ, ৭. عَامَّةٌ সকলই।

এই শব্দত্রয়ের শেষে مُؤَكَّد অনুযায়ী যমীর যুক্ত করে অথবা সরাসরি مُؤَكَّد এর প্রতি اضَافَة করে তাকীদ করা যায়।

যেমন– * كُلٌّ = جَاءَ الطُّلاَّبُ كُلُّهُمْ

অর্থ– সকল ছাত্রই এসেছে।

www.pathagar.com

* جَاءَ الطُّلَّابُ جَمِيْعُهُمْ = جَمِيْعٌ *

অর্থ– সকল ছাত্রই এসেছে।

* جَاءَ الطُّلَّابُ عَامَّتُهُمْ = عَامَّةٌ *

অর্থ– সকল ছাত্রই এসেছে।

৮. أَجْمَعُ সকলই। এই শব্দটি مُؤَكَّد এর ضَمِير এর প্রতি مُضَاف অথবা বহুবচনের রূপ أَجْمَعُونَ বা جَمْعٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে تَاكِيد এর অর্থ দেয়। যথা– جَاءَ الطُّلَّابُ أَجْمَعُونَ – جَاءَ الطُّلَّابُ أَجْمَعُهُمْ
সকল ছাত্র এক সাথেই এসেছে।

৯. أَكْتَعُ, ১০. أَبْتَعُ, ১১. أَبْصَعُ।

উক্ত তিনটি শব্দ أَجْمَعُ এর تَابِع বা অনুগামী। তাই أَجْمَعُ ছাড়া এগুলো ব্যবহৃত হয় না। এগুলো সর্বদা أَجْمَعُ এর পরে ব্যবহৃত হয়। পুংলিঙ্গ এর বেলায় শব্দগুলো أَكْتَعُوْنَ, أَبْتَعُوْنَ ও أَبْصَعُوْنَ হয়। আর স্ত্রীলিঙ্গ হলে كُتَعُ – بُتَعُ ও بُصَعُ ব্যবহৃত হয়। যথা–

পুংলিঙ্গ– جَاءَنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ أَكْتَعُونَ أَبْتَعُوْنَ أَبْصَعُوْنَ

স্ত্রীলিঙ্গ– قَامَتِ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ جُمَعُ كُتَعُ بُتَعُ بُصَعُ -

* ৩. اَلْبَدَلُ স্থলবর্তী।

কোন একটি জিনিসকে বুঝানোর জন্য বাক্যের মাঝে যদি এমন দু'টো শব্দ উল্লেখ করা হয় যাদের দ্বিতীয়টি হল উদ্দেশ্য, প্রথমটি মূল উদ্দেশ্য নয় বরং ভূমিকা বা প্রাসঙ্গিক। বাক্যের উক্ত মূল উদ্দেশ্য বা দ্বিতীয়টিকে بَدَل এবং প্রথমটিকে مُبْدَلُ مِنْهُ বলে। যেমন– جَاءَنِى أَخُوكَ زَيْدٌ আমার কাছে তোমার ভাই যায়েদ এসেছে।

এই উদাহরণে মূল উদ্দেশ্য زَيْدٌ কেননা أَخُوكَ বললে তোমার ভাই যায়েদ ছাড়া বকর বা খালিদও হতে পারে। এছাড়া এখানে جَاءَ এর সাথে যেমন– أَخُوكَ এর সম্বন্ধ করা হয়েছে তেমনি زَيْدٌ এর সাথেও সম্বন্ধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

اَقْسَامُ الْبَدَلُ - بَدَلٌ এর প্রকারভেদ

بَدَلٌ মোট চার প্রকার। যথা–

১. بَدَلُ الْكُلِّ পূর্ণ স্থলবর্তী।

بَدَلٌ টি যদি مُبْدَلٌ مِنْهُ এর সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে بَدَلُ الْكُلِّ বলে। যথা– قَالَ الاِمَامُ اَحْمَدُ - এই বাক্যে اِمَامُ শব্দটি مُبْدَلٌ مِنْهُ আর اَحْمَدْ হলো بَدَلٌ - এখানে اِمَامُ দ্বারা যে ব্যক্তি উদ্দেশ্য اَحْمَدْ দ্বারাও সেই ব্যক্তি উদ্দেশ্য।

২. بَدَلُ الْبَعْضِ আংশিক স্থলবর্তী :

যে بَدَل তার مُبْدَلٌ مِنْهُ এর অংশ বিশেষকে বুঝায়, তাকে بَدَلُ الْبَعْضِ বলে। যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا رَأسَه আমি যায়েদের মাথায় আঘাত করেছি। বাক্যে رَأسُه শব্দটি زَيْدٌ এর بَدَل - কিন্তু رَأسٌ দ্বারা পূর্ণ যায়েদকে বুঝায়নি; বরং তার একটি অঙ্গ বুঝানো হচ্ছে।

অনুরূপ– اَكَلْتُ الْخُبْزَ نِصْفَه আমি রুটিটির অর্ধেক খেয়েছি।

৩. بَدَلُ الاِشْتِمَالِ : সংশ্লিষ্টের স্থলবর্তী :

যে বদল তার مُبْدَلٌ مِنْهُ এর না সম্পূর্ণ অর্থ বুঝায়, আর না অংশ বুঝায়। বরং مُبْدَلٌ مِنْهُ এর সাথে সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্ক যুক্ত বস্তুকে বুঝায় তাকে بَدَلُ الاِشْتِمَالِ বলে। যেমন– سُرِقَ زَيْدٌ ثَوْبُه যায়েদের কাপড় চুরি করা হয়েছে।

৪. بَدَلُ الْغَلَط ভ্রমের স্থলবর্তী :

ভুলক্রমে কোন কিছু বলার পর সংশোধন করার জন্য যে بَدَل ব্যবহার করা হয় তাকে بَدَلُ الْغَلَط বলে। যথা–

جَاءَنِى زَيْدٌ جَعْفَرٌ (আমার নিকট যায়েদ এসেছে, না জাফর।) এখানে

www.pathagar.com

প্রথমে ভুলে زَيْدٌ বলা হয়েছে, পরে শুদ্ধ করে বলা হয়েছে জাফর جَعْفَرٌ অতএব এখানে جَعْفَرٌ শব্দটি بَدَلُ الْغَلَط -

অনুরূপ- صَلَّيْتُ الظُّهْرَ الْعَصْرَ ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ – مُبْدَلُ مِنْهُ যদি নির্দিষ্ট এবং بَدَل যদি অনির্দিষ্ট হয় তাহলে بَدَل এর সাথে একটি সিফাত উল্লেখ করতে হয়। যেমন- আল্লাহ বলেন, بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ - এখানে প্রথম اَلنَّاصِيَةِ নির্দিষ্ট এবং পরের نَاصِيَةٍ অনির্দিষ্ট। তাই তার একটি সিফাত كَاذِبَةٍ নেয়া হয়েছে। بَدَل ও مُبْدَلُ مِنْهُ উভয়ের اِعْرَاب এক হবে।

*** ৪. اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْف হরফ দ্বারা সংযুক্তকরণ :**

দু'টি শব্দ বা বাক্যকে যে সমস্ত অব্যয় বা হরফ দ্বারা সংযোজন করা হয় তাদেরকে اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْف বলা হয়। Conjunction word.

حُرُوْفُ الْعَطْفُ এর পূর্বের শব্দ বা বাক্যটিকে مَعْطُوْفُ عَلَيْهِ এবং পরবর্তী শব্দ বা বাক্যকে مَعْطُوْف বলা হয়।

যথা- جَاءَنِى زَيْدٌ وَخَالِدٌ আমার নিকট যায়েদ ও খালিদ এসেছে।

এ বাক্যে زَيْدٌ শব্দটি مَعْطُوْف عَلَيْهِ - وَاو টি حَرْفِ عَطْفُ এবং خَالِدٌ শব্দটি مَعْطُوْف -

আরবী ভাষায় দু'টি শব্দ বা বাক্যকে عَطف বা সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে দশটি অব্যয় বা হরফের ব্যবহার করা হয়। নিম্নে উদাহরণসহ عَطْف حُرُوْف এর বর্ণনা দেয়া হল। যথা-

১. وَاو - এটি ও, এবং অর্থে।

যথা- جَاءَ خَالِدٌ وَبَكْرٌ - খালিদ ও বকর এসেছে।

www.pathagar.com

২. فَاء (অতঃপর), (সময়ের ব্যবধান ছাড়া)।

যথা– خَرَجَ خَالِدٌ فَبَكْرٌ - খালিদ অতঃপর বকর বেরিয়ে গেছে।

৩. ثُمَّ অতঃপর, (সময়ের ব্যবধানে)।

যথা– نَامَ خَالِدٌ ثُمَّ زَيْدٌ - খালিদ অতঃপর যায়েদ ঘুমিয়েছে।

৪. حَتّٰى সহ অর্থে।

যথা– اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسَهَا - আমি মাছটি মাথাসহ খেয়েছি।

৫. اَو অথবা অর্থে।

اِشْرَبِ الْمَاءَ اَوِاللَّبَنَ - পানি অথবা দুধ পান কর।

৬. اِمَّا না হয় অর্থে।

যথা– اِشْتَرٰى خَالِدٌ اِمَّا كِتَابًا وَاِمَّا قَلَمًا - খালিদ হয়ত বই কিনেছে না হয় কলম কিনেছে (এখানে ২য় اِمَّا টি حرف عطف)।

৭. بَلْ বরং অর্থে।

যথা– اُولٰئِكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ - তারা চতুষ্পদ জন্তু; বরং তার চেয়ে নিকৃষ্ট।

مَاخَالِدٌ تَاجِرًا بَلْ مُدَرِّسًا - খালিদ ব্যবসায়ী নয় বরং শিক্ষক।

৮. اَمْ নতুবা অর্থে।

যথা– اَنْتَ زَيْدٌ اَمْ بَكْرٌ - তুমি যায়েদ না বকর?

৯. لٰكِنْ কিন্তু অর্থে।

যথা– زَيْدٌ حَاضِرٌ لٰكِنْ بَكْرٌ غَائِبٌ - যায়েদ উপস্থিত, কিন্তু বকর অনুপস্থিত।

১০. لَا না, নয় অর্থে।

যথা– خَرَجَ نَعِيْمٌ لَا خَالِدٌ - নাঈম বেরিয়ে গেছে, খালিদ নয়।

حَضَرَ بَكْرٌ لَا زَيْدٌ - বকর উপস্থিত হয়েছে, যায়েদ নয়।

www.pathagar.com

*** ৫. عَطْفُ الْبَيَانِ বিবরণমূলক সম্বন্ধ পদ :**

কোন একটি জিনিসকে বুঝানোর জন্য যদি এমন দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়, যাদের দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক পরিচিত, তাহলে দ্বিতীয়টিকে عَطْفُ الْبَيَانِ বলে। عَطْفُ الْبَيَانِ কে بَدَلُ الْكُلِّ ও বলা যেতে পারে। যথা- تَلَوْتُ كِتَابَ اللّٰهِ الْقُرْاٰنَ - আমি কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত করেছি।

عَطْفُ الْبَيَانِ এর মাঝে مَوْصُوْف ও صِفَة এর ন্যায় সব বিষয়ে মিল থাকবে।

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. اَلتَّوَابِعُ কাকে বলে ? উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

২. اَلتَّوَابِعُ কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৩. اَلتَّاكِيد কাকে বলে ? তা কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৪. اَلتَّاكِيْدُ الْمَعْنَوِى কাকে বলে ? এর শব্দ সংখ্যা কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৫. اَلْبَدَلُ কাকে বলে ? কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

৬. اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْف কাকে বলে ? عَطْفُ الْحُرُوْفُ কয়টি ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখ।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

تَرْكِيْبُ الْجُمْلَةُ

আরবী বাক্য বিশ্লেষণ

আরবী বাক্য বিশ্লেষণ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এটি একটি জটিল বিষয়। আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলেই একটি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর তারকীব (বিশ্লেষণ) করা সম্ভব।

বিঃ দ্রঃ পঞ্চম অধ্যায়ে اَلتَّرْكِيْبُ الْجُمْلَةُ বা বাক্য গঠন প্রণালী ও বিশ্লেষণের বিস্তারিত নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে।

تَرْكِيْبُ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل এর مَصْدَر - অর্থ মিলানো, সংযোজিত করা। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ ও পদকে বিন্যস্ত করে স্বীয় নামে চিহ্নিত করে এক অংশের সাথে অন্য অংশের সম্পর্ক বা যুক্ত করার প্রক্রিয়াকে تَرْكِيْب বলে।

মূলতঃ কোন শব্দ বা বাক্যের বিশ্লেষণ করাকে আরবীতে تَرْكِيْب বলে।

تَرْكِيْب দু'প্রকার, যথা : ১. اَلتَّرْكِيْبُ الصَّرْفِيُّ শব্দগত বিশ্লেষণ এবং ২. اَلتَّرْكِيْبُ النَّحْوِيُّ বাক্যগত বিশ্লেষণ।

* عِلْمُ الصَّرْف - (শব্দ ও পদ প্রকরণ) এর নিয়মাবলী অনুসারে বাক্যের অন্তর্গত শব্দসমূহের যে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে اَلتَّرْكِيْبُ الصَّرْفِيُّ বা শব্দ ও পদ পরিচয় বলা হয়। এ বিষয়ে অবগতি ও পারদর্শিতার জন্য 'মীযান ও মুনশাঈব' নামক গ্রন্থটি অধ্যয়ন বা অত্র ব্যাকরণে فِعْل ও مُنْشَعِب পর্ব বা অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো জানা আবশ্যক।

عِلْمُ الصَّرْف এর নিয়মাবলী হুবহু তাহকীক (تَحْقِيق) এর সাথে সম্পর্কিত। তাই تَرْكِيْبُ الصَّرْف এর জন্য অত্র ব্যাকরণ গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় বা শব্দ বিশ্লেষণ পর্ব দেখুন।

www.pathagar.com

* عِلْمُ النَّحْوِ (শব্দ ও বাক্য বিন্যাস) এর নিয়মাবলী প্রয়োগ দ্বারা বাক্যের যে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে تَرْكِيْبُ النَّحْوِ বা বাক্যে পদ বিন্যাস বলা হয়।

বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। তবে এর জন্য বিশেষ কোন ধরা বাধা পদ্ধতি নেই। মূলতঃ আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কীয় দক্ষতাই বাক্য-বিশ্লেষণের একমাত্র বিকল্প পদ্ধতি। নিম্নে বেশ কিছু বাক্যের তারকীব করা হলো– যা থেকে আরবী বাক্যের তারকীব সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করা যাবে।

অত্র গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত اَلتَّرْكِيْبُ الْجُمْلَةُ এর ধারাবাহিক বর্ণনা অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে বাক্য গঠনের উদাহরণগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

اَلْجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ সংশ্লিষ্ট বাক্য গঠন

১. اَللّٰهُ وَاحِدٌ

আল্লাহ এক।

তারকীব : اَللّٰهُ শব্দটি مُبْتَدَأ এবং وَاحِد তার خَبَر এখন مُبْتَدَأ তার خَبَر সহ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হল। অনুরূপ : اَللّٰهُ رَازِقٌ এই বাক্যে اَللّٰهُ শব্দটি مُبْتَدَأ এবং رَازِقٌ শব্দটি خَبَرْ- উভয় মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গঠিত হলো। আবার مُبْتَدَأ বা خَبَر টি مُرَكَّب হতে পারে। যেমন- غُلَامُ زَيْدٍ قَائِمٌ এখানে غُلَامُ শব্দটি مُضَاف ও زَيْدٌ তার مُضَاف اِلَيْهِ এখন مُضَاف তার مُضَاف اِلَيْهِ সহ مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে مُبْتَدَأ এবং قَائِمٌ তার خَبَر - এবার مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে হল جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ তেমনিভাবে شَرِيْفٌ حَبِيْبُنَا এখানে شَرِيْفٌ শব্দটি مُبْتَدَأ এবং حَبِيْبٌ শব্দটি مُضَافْ- نَا তার مُضَاف اِلَيْهِ - مُضَاف টি তার مُضَاف اِلَيْهِ সহ مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে خَبَر এখন مُبْتَدَأ তার خَبَرْ সহ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হল।

উল্লেখ্য, جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ সাধারণত مُبْتَدَأ ও خَبَر দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

২. كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا

যায়েদ দাঁড়িয়ে ছিল।

তারকীব : كَانَ শব্দটি فِعْل نَاقِص - زَيْدٌ তার اِسم এবং قَائِمًا তার خَبَر - اسم টি তার خَبَر সহ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে। অবশ্য বাক্যের প্রথম শব্দটি فعل হওয়ার কারণে কেউ কেউ এটাকে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ বলার পক্ষপাতি। كَانُوا مُدْبِرِيْنَ এখানে كَانُوا শব্দটি فِعْل نَاقِص এবং هُمْ সর্বনাম যা كَانُوا তে বিদ্যমান এবং তা كَانُوا এর اِسمْ আর مُدْبِرِيْنَ তার خَبَرْ তেমনিভাবে لَسْتُ غَافِلاً এখানে اَنَا যমীর যা لَسْتُ তে বিদ্যমান তা لَسْتُ এর اِسم -

ما ও لا যেহেতু لَيْسَ এর ন্যায় আমল করে, তাই এ দু'টির তারকীব ও لَيْسَ এর তারকীবের ন্যায় হবে। যেমন- مَازَيْدٌ قَائِمًا - এখানে مَا টি مُشَبَّهَ بِلَيْسَ - زَيْدٌ তার اِسم এবং قَائِمًا তার خَبَر; اِسم টি তার خَبَر সহ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হল।

৩. اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ

নিশ্চয়ই যায়েদ দণ্ডায়মান।

তারকীব : اِنَّ অব্যয়টি حَرْف مُشَبَّهَ بِالْفِعْلِ, زَيْدًا তার اسم এবং قَائِمٌ তার খবর। এখন اسم টি তার خَبَر সহ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

এ নিয়মে كَأَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ - لَيْتَ زَيْدًا حَاضِرٌ এ ধরনের বাক্যগুলোর তারকীব করতে হবে।

৪. زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوهُ

যায়েদের পিতা দাঁড়ানো।

তারকীব : قَائِمٌ হল شبه فعل এবং اَبُوهُ তার فَاعل; شبه فعل তার فاعل সহ شبه جُمْلَة হওয়ার পর خَبَر হয়েছে এবং زَيْدٌ তার مُبْتَدَأ। এখন مُبْتَدَأ তার خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হল।

www.pathagar.com

৫. زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُه

যায়েদ এর গোলাম প্রহৃত।

তারকীব : زَيْدٌ শব্দটি مُبْتَدَأ ,مَضْرُوْبٌ শব্দটি شبه الفعل এবং غُلَامُه তার نَائِبُ الفَاعِل ;نَائِبُ الفعل তার شِبْه فعل সহ شبه الجُمْلَةُ হয়ে খবর। এখন مُبْتَدَأ ও خَبر মিলে جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ হল।

৬. مُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا

মুহাম্মদ (সা) আমাদের নবী।

তারকীব : مُحَمَّدٌ পদটি مُبْتَدَأ এবং نَبِيٌّ শব্দটি مُضَاف ;نَا তার مُضَاف اِلَيْه ,مُضَاف তার مُضَاف اِلَيْه সহ مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে خَبر; এখন مُبْتَدَأ ও خَبر মিলে جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ হল।

৭. هُوَ اللّٰهُ اَحَد

তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।

তারকীব : هُوَ শব্দটি مُبْتَدَأ ,اَللّٰه শব্দটি مُبْتَدَأ এবং اَحَد শব্দটি خَبر এবার مُبْتَدَأ ও خَبر মিলে خَبر হয়েছে। এখন مُبْتَدَأ ও خَبر মিলে جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

৮. شَرِيْفٌ حَبِيْبُنَا

শরীফ আমাদের বন্ধু।

তারকীব : شَرِيْفٌ শব্দটি مُبْتَدَأ ,حَبِيْبٌ পদটি مُضَاف এবং نَا তার مُضَاف اِلَيْه - এখন مُضَاف টি তার مُضَاف اِلَيْه সহ مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে خَبر; مُبْتَدَأ ও خَبر মিলে جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ হল।

৯. لَارَيْبَ فِيْه

এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

তারকীব : لَا টি لِنَفِى الْجِنْس ;رَيْبَ হলো لَا এর اسم ;فِى হরফটি مُتَعَلِّق মিলে مَجْرُوْر ও جَار এখন। مَجْرُوْر যমীরটি ه ,حَرْف جَار হয়েছে ثَابِت উহ্য شِبْه الفعل এর সাথে। شِبْه الفعل তার মিলে شِبْه الجُمْلة হয়ে لَا এর خَبَر হয়েছে। এখন لَا তার اِسم ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

১০. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِيْنَ

তারা (শীঘ্রই) ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

তারকীব : فَاء শব্দটি حَرْف تَفْصِيْل ,أَصْبَحُوا শব্দটি اَلْفِعْلُ النَّاقِص এবং তার মধ্যকার أَنْتُمْ যমীরটি اِسْم أَصْبَحْ ,خَاسِرِيْنَ শব্দটি خَبَر أَصْبَحْ। এখন أَصْبَحُوا শব্দটি তার اِسم ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

১১. لَا رَجُلَ فِى الدَّارِ

ঘরে কোন লোক নেই।

তারকীব : لَا অব্যয়টি হলো- نَفِى الْجِنْس, رَجُلِ হলো اِسم - فِى টি حَرْف جَار, اَلدَّارِ শব্দটি مَجْرُوْر; উভয় মিলিত হয়ে উহ্য ثَابِت شِبْهُ الْفعل এর সাথে مُتَعَلِّق হয়ে خَبَر হলো। এখন لَا তার اِسم ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো।

১২. اِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِى

নিশ্চয় সত্যই মুক্তি।

তারকীব : اِنَّ অব্যয়টি حَرْف مُشَبَّهَ بِالْفِعْل ,اَلصِّدْقَ পদটি اِسم يُنْجِى- শব্দটি فعل এবং তার فَاعِل, এখন فعل ও فَاعِل একত্রিত হয়ে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো। اِنَّ তার اِسم ও خَبَر কে নিয়ে বাক্যটি خَبَر হলো।

www.pathagar.com

১৩. هُوَ حَسْبِى

তারকীব : هُوَ পদটি ضَمِيْر مُبْتَدَأ, حَسْب শব্দটি مُضَاف এবং يَاء الْمُتَكَلِّم টি مُضَاف اِلَيْه মিলে خَبَر - مُضَاف - مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف এখন مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো।

১৪. هُوَ الْمُسْتَعَانُ

তারকীব : هُوَ যমীরটি مُبْتَدَأ, اَلْمُسْتَعَانُ শব্দটি خَبَرْ; এখন مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলিত হয়ে جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো।

১৫. اَنْتَ مُكَرَّمُنَا

তারকীব : اَنْتَ যমীরটি مُبْتَدَأ, مُكَرَّمُ পদটি مُضَاف এবং نَا যমীরটি مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف মিলে خَبَر - এখন مُبْتَدَأ ও مُضَاف - مُضَاف اِلَيْه خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো।

১৬. اَلْقُرْاٰنُ كِتَابُ اللّٰهِ

কুরআন আল্লাহর কিতাব।

তারকীব : اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি مُبْتَدَأ, كِتَابُ শব্দটি مضاف এবং اَللّٰه শব্দটি مُضَاف اليه - مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে خَبَر হয়েছে। সুতরাং مُبْتَدَأ ও خَبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

১৭. اِقَامَةِ الدِّيْنِ فَرِيْضَةٌ

দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ফরয।

তারকীব : اِقَامَة শব্দটি مُضَاف, اَلدِّيْنِ শব্দটি مُضَاف اليه - উভয় মিলে مُبْتَدَأ - فَرِيْضَةٌ শব্দটি خَبَر - সুতরাং مُبْتَدَأ ও خَبر মিলে جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

১৮. مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ صَادِقٌ

মুহাম্মদ (সা) একজন সত্যনবী।

www.pathagar.com

তারকীব : مُحَمَّدٌ শব্দটি مُبْتَدَأٌ, رَسُوْلٌ শব্দটি مَوْصُوْف এবং صَادِقٌ তার صِفَة; উভয় মিলে خَبَر - এখন مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

১৯. اَلصَّلٰوةُ الْمَكْتُوْبَةُ خَمْسَةٌ

ফরয নামায পাঁচটি।

তারকীব : اَلصَّلٰوةُ শব্দটি مَوْصُوْف, اَلْمَكْتُوْبَةُ শব্দটি صِفَة; উভয় মিলে مُبْتَدَأ - خَمْسَةٌ পদটি خَبَر; সুতরাং مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

২০. اَلنَّبِيُّ اٰمِرٌ بِالْمَعْرُوْفِ

নবী সৎকাজের আদেশদাতা।

তারকীব : اَلنَّبِيُّ শব্দটি مُبْتَدَأ, اٰمِرٌ পদটি شِبْه الْفِعْل - بَاء অব্যয়টি حَرْف جَار, اَلْمَعْرُوْفِ পদটি مَجْرُوْر; جَار ও مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّق - شِبْه فِعْل ও مُتَعَلِّق মিলে خَبَر - এখন مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

২১. اَلْخَلِيْفَةُ مُعَاوِيَةُ (رض) سِيَاسِيٌّ كَبِيْرٌ

খলীফা মুয়াবিয়া (রা) একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ।

তারকীব : اَلْخَلِيْفَةُ শব্দটি مُبْدَلٌ مِنْهُ - مُعَاوِيَة (رض) শব্দটি بَدَلٌ - مُبْدَل مِنْهُ ও بَدَل মিলে مُبْتَدَأ - سِيَاسِيٌّ শব্দটি مَوْصُوْف এবং كَبِيْرٌ তার صِفَة - এখন مَوْصُوْف ও صِفَة মিলে خَبَر - সুতরাং مُبْتَدَأ ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গঠন হয়েছে।

২২. اَللّٰهُ خَالِقُ الْعَالَمِ

আল্লাহ সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা।

www.pathagar.com

তারকীব : اَللّٰهُ শব্দটি مُبْتَدَأٌ, خَالِقُ পদটি مُضَاف এবং اَلْعَالَمِ পদটি مُضَاف اِلَيْهِ; مُضَاف اِلَيْهِ উভয় মিলে خَبَر - এখন مُبْتَدَأٌ ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো।

২৩. اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ

সাবধান! নিশ্চয় তারাই হল নির্বোধ।

তারকীব : اَلاَ অব্যয়টি حَرْف تَنْبِيْه, اِنَّ এটি حَرْفُ مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ - هُمْ যমীরটি اِنَّ এর اِسْمٌ, দ্বিতীয় هُمْ টি مُبْتَدَأٌ এবং اَلسُّفَهَاءُ পদটি خَبَر - এখন مُبْتَدَأٌ ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে اِنَّ এর خَبَر হয়েছে। অতঃপর اِنَّ এর اِسْم ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গঠন হলো।

২৪. فَهُمْ لاَيَرْجِعُوْنَ

তারা আর কখনো ফিরে আসবে না।

তারকীব : فَاء অব্যয়টি حَرْفُ عَطْفٍ, هُمْ যমীরটি مُبْتَدَأٌ, لاَيَرْجِعُوْنَ হল فِعل ও فَاعِل, আর فِعل ও فَاعِل মিলে এখানে خَبَر হল। এখন مُبْتَدَأٌ ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

২৫. اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তারকীব : اِنَّ অব্যয়টি حَرْفُ مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ, اَللّٰهَ শব্দটি اِنَّ এর اسم - عَلٰى এটি حَرْف جَارٌ, كُلِّ শব্দটি مُضَاف এবং شَيْءٌ শব্দটি مُضَاف اِلَيْهِ; مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْهِ মিলে مَجْرُوْر হলো।

এখন جَار ও مَجْرُوْر মিলে পরবর্তী قَدِيْرٌ (شِبْه فِعْل) এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। এখন قَدِيْر পদটি তার مُتَعَلِّق এর সাথে মিলে اِنَّ এর خَبَر হল। অতঃপর اِنَّ তার اِسْم ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হল।

www.pathagar.com

২৬. وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

আর তোমরা দেখতে পাবে।

তারকীব : وَاو বর্ণটি حَرْفُ عَطْفٍ, اَنْتُمْ পদটি مُبْتَدَاْ এবং تَنْظُرُوْنَ পদটি فِعْلْ তন্মধ্যে اَنْتُمْ উহ্য যমীরটি তার فَاعِل (কর্তা), এখন فعل ও فَاعِل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে خَبَر হল। এবার مُبْتَدَاْ ও خَبَر মিলে হল جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ -

২৭. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়।

তারকীব : اِنَّ অব্যয়টি حَرْف مُشَبَّهَ بِالْفِعْلِ, كَا টি مُؤَكَّد এবং اَنْتَ হচ্ছে তার تَاكِيد। এখন তা'কীদ ও মুয়াক্কাদ মিলে اِنَّ এর اِسْم, আর اَلْعَزِيْزُ হচ্ছে প্রথম خَبَر এবং اَلْحَكِيْم হচ্ছে দ্বিতীয় خَبَر - এবার اِنَّ এর اسم এবং দুই خَبَر মিলে جُمْعَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হল।

২৮. وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

তারকীব : وَاو অব্যয়টি حَرْف عَطْف, اَللّٰهُ শব্দটি مُبْتَدَاْ আর سَمِيْعٌ পদটি خَبَر اَوَّل এবং عَلِيْمٌ পদটি خَبْر ثَانِي এখন مُبْتَدَاْ ও উভয় خَبَرْ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

২৯. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

তাদের জন্য ভালো হত।

তারকীব : لَ অব্যয়টি حَرْف تَاكِيْد, كَانَ শব্দটি فِعْل نَاقِص এবং এর মধ্যকার هُوَ যমীরটি তার اِسْم, আর خَيْرًا পদটি شِبْهِ الْفِعْلِ; لَ টি

www.pathagar.com

مَجْرُوْر ও جَار এবং هُم যমীরটি - مَجْرُوْر এখন حَرْف جَار মিলে خَبَر এর كَانَ فِعْل نَاقِص হয়ে مُتَعَلِّق এর সাথে شِبْه الفعل হয়েছে। এভাবে كَانَ তার اسم ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

৩০. اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

নিশ্চয়ই আমাদের সকলকে তার দিকে ফিরে যেতে হবে।

তারকীব : اِنَّ অব্যয়টি حَرْف مُشَبَّهَ بِالْفِعْلِ, نَا অব্যয়টি اِسْمِ اِنَّ, اِلى টি حَرْف جَار এবং ه সর্বনামটি مَجْرُوْر; এখন جَار ও مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে। আর رَاجِعُوْنَ পদটি شِبْه فِعْل এবার مُتَعَلِّق ও فعل মিলে خَبَرِ اِنَّ হল। এভাবে اِسْمِ اِنَّ ও خَبَرِ اِنَّ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হল।

৩১. وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ انْتِقَامٌ

আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী।

তারকীব : وَاو অব্যয়টি حَرْف عَطْف, اَللّٰهُ শব্দটি مُبْتَدَأ - عَزِيْزٌ পদটি خَبَرِ اَوَّلْ-

ذُو শব্দটি مُضَاف এবং انْتِقَام টি مُضَاف اِلَيْه এখন مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে خَبَر ثَانِى - অতএব مُبْتَدَأ ও উভয় خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হল।

৩২. اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তারকীব : اِنَّ অব্যয়টি حَرْفِ مُشَبَّهَ بِالْفِعْلِ, كَ তার اسم; على টি حَرْف جَار -

كُلِّ পদটি مُضَاف এবং شَيْءٍ পদটি مُضَاف اِلَيْه এখন مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে مَجْرُوْر -

www.pathagar.com

مُتَعَلِّق এর সাথে شبه فعل মিলে পরবর্তী مَجْرُوْر ও جَار হয়েছে। এবার قَدِيْر পদটি তার مُتَعَلِّق মিলে اِنَّ এর خَبَرْ হয়েছে। অতঃপর اِنَّ তার اِسمْ ও خَبَرْ মিলে বাক্যটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّة হল।

৩৩. اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

তারকীব : اِنَّ - حَرْف مُشَبَّهَ بِالْفِعْلِ, كَ টি اِنَّ اِسْم, اَنْتَ পদটি مُبْتَدَأ, اَلسَّمِيْعُ শব্দটি خَبْر اَوَّلْ এবং اَلْعَلِيْمُ خَبْرِ ثَانِى - উভয় খَبر মিলে مُبْتَدَأ ও خَبْرِ হয়ে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এখন اِنَّ خَبْرِ হয়েছে। এভাবে اِنَّ ও اِسْمِ اِنَّ খَبْرِ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হল।

৩৪. لاَغُلاَمَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ

ব্যক্তির দাস চালাক নয়।

তারকীব : لاَ হল نَفِى الْجِنْس, غُلاَمَ হল مُضَاف এবং رَجُل হল مُضَاف اِلَيْه; مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে اِسم لاَ বা مُبْتَدَأ এবং ظَرِيْفٌ তার خَبر এখন اِسم টি তার সহ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ, আবার لاَكَلاَمَ فِى كَمَالِكَ এ বাক্যটিতে لاَ টি نَفِى جِنْس, كَلاَمَ হল اسم এবং এর মধ্যে خَبر উহ্য রয়েছে। এটিকে ثَابِتٌ বা مَوْجُوْدٌ ধরা হবে। فِى كَمَالِكَ - فِى অব্যয়টি حَرْفِ جَار এবং كَمَالِكَ পদটি مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে এটি مَجْرُوْر, এখন جَار ও مَجْرُوْر মিলে مَوْجُوْدٌ এর সাথে مُتَعَلِّق হয়ে خَبر, এখন اِسم ও خَبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হল।

৩৫. فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ تَشْرِيعَاتٌ حَكِيْمَةٌ وَتَوْجِيْهَاتٌ رَبَّانِيَّةٌ سَامِيَةٌ

পবিত্র কুরআনে অনেক হিকমতপূর্ণ বিধি-বিধান ও আল্লাহর মূল্যবান নির্দেশাবলী রয়েছে।

www.pathagar.com

তারকীব : فِى অব্যয়টি حَرْفِ جَار এবং اَلْقُرَان পদটি مَوْصُوْف পরবর্তী اَلْكَرِيْم তার صِفَة ও مَوصُوف - صِفَة মিলে حَرْف جَار এর مَجْرُور হয়েছে। جَار ও مَجْرُوْر মিলে شِبْه الفعل ثَابِتٌ এর সাথে مُتَعَلِّق হয়ে خَبْر مُقَدَّم হয়েছে। تَشْرِيْعَاتٌ এখানে مَوصُوف এবং حَكِيْمَةٌ উহার صِفَة হয়ে مَعْطُوفٌ عَلَيْه হয়েছে। وَاو টি حَرْف عَطْف, تَوْجِيْهَات পদটি مَوْصُوْف এবং رَبَّانِيَّةٌ তার প্রথম صِفَة এবং سَامِيَةٌ তার দ্বিতীয় صِفَة ও مَوصُوف - صِفَة মিলে مَعْطُوْف হয়েছে। مَعْطُوف ও مَعْطُوْف عَلَيْه মিলিত হয়ে مُبْتَدَأ হয়েছে। এখন مُبْتَدَأ ও جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ মিলে خَبْر مُقَدَّم হল।

৩৬. هُوَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا

তিনি (আল্লাহ) আমাদের প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও আহার্যদাতা।

তারকীব : هُوَ শব্দটি مُبْتَدَأ এবং رَب শব্দটি مُضَاف আর نَا টি তার مُضَاف اِلَيه এখানে مُضَاف ও اِلَيْه মিলে مُضَاف مَعْطُوْف عَلَيْه, وَاو অব্যয়টি আতফের জন্য, خَالِقٌ পদটি مُضَاف এবং نَا তার مُضَاف اِلَيْه হয়ে প্রথম مَعْطُوْف হয়ে পুনরায় مَعْطُوْف عَلَيْه হয়েছে। وَاو টি আতফের জন্য, رَازِقٌ শব্দটি مُضَاف এবং نَا তার مُضَاف اِلَيْه হয়ে দ্বিতীয় مَعْطُوْف হয়ে পুনরায় مَعْطُوْف عَلَيْه হয়েছে। এখন উভয় مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه মিলে খবর হয়েছে। এবার مُبْتَدَأ ও خَبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো।

৩৭. فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ ايَاتٌ كَثِيْرَةٌ

পবিত্র কুরআনে অনেক অনেক নিদর্শন রয়েছে।

তারকীব : فِى অব্যয়টি حَرْف جَار, الْقُرانُ পদটি مَوْصُوْف এবং الْكَرِيْمُ তার صِفَة, এবার مَوْصُوْف ও صِفَة মিলে مَجْرُور হলো।

www.pathagar.com

خَبر হয়েছে। شبه الفعل ও متعلّق মিলে ثَابِتَةٌ হয়ে مَجْرُور ও তার حرف جار এর সাথে متعلّق হয়ে شبه جُمْلَة হয়েছে। ايَاتٌ এখানে مَوْصُوف এবং كَثِيرَةٌ তার صفة, مُقَدَّم হয়েছে। এখন مُبْتَدَأ مُؤَخَّر মিলে صفة ও তার مَوْصُوف মিলে مُبْتَدَأ مُؤَخَّر ও خَبر مُقَدَّم মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো।

৩৮. هُوَ شَرَفُ النَّاسِ وَذِكْرُهُمْ

কুরআন শরীফ মানুষের মর্যাদা ও সুখ্যাতির একমাত্র উপায়।

তারকীব : هُوَ শব্দটি مُبْتَدَأ, شَرَفُ পদটি مُضَاف ও اَلنَّاسُ তার مُضَاف الَيْه মিলে مَعْطُوْفُ عَلَيْه - مُضَاف الَيْه হয়েছে। وَاو অব্যয়টি حَرْف عَطْفُ এবং ذِكْرُ শব্দটি مُضَاف ও هُمْ তার مُضَاف الَيْه মিলে مَعْطُوف হলো। এবার مَعْطُوْف عليه ও مَعْطُوْف মিলে خَبر হয়েছে। শেষে مُبتدأ ও خَبر মিলে হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ -

৩৯. كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী এবং বিচক্ষণ।

তারকীব : كَانَ পদটি فعل نَاقِص, اَللّٰهُ শব্দটি তার اِسم - عَلِيْمًا প্রথম খَبر এবং حَكِيْمًا দ্বিতীয় خَبر - এখন كَانَ তার اِسم এবং উভয় খবর একত্রে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

৪০. لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ

যদি যৌবন ফিরে আসতো!

তারকীব : لَيْتَ শব্দটি حَرْف مُشَبَّهَ بِالْفِعْل এবং اَلشَّبَابَ তার اسم; يَعُوْدُ শব্দটি فعل, উহার মধ্যকার যমীর هُوَ টি فَاعِل। فعل ও فَاعِل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে لَيْتَ এর خَبر। এখন اِسم টি তার খবরসহ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

www.pathagar.com

৪১. لَعَلَّ الاَمِيْرَ يُعَظِّمُنِىْ

সম্ভবতঃ আমীর (নেতা) সাহেব আমাকে সম্মান করবেন।

তারকীব : لَعَلَّ শব্দটি حَرْفُ مُشَبَّهَ بِالْفِعْلِ ,اَلاَمِيْرَ শব্দটি لَعَلَّ এর فَاعِل শব্দটি فِعل এবং এর মধ্যকার ضَمِيْر هُوَ টি উহ্য يُعَظِّمُ - اِسم خَبَر এর لَعَلَّ হয়ে يَاء الْمُتَكَلِّم টি ى এবং نُوْنُ الْوِقَايَةُ টি ن - হল। لَعَلَّ তার اِسم ও خَبر এর সাথে একত্রিত হয়ে جُمْلَةُ اِسْمِيَّةُ হলো।

اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ সংশ্লিষ্ট বাক্য গঠন

১. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

তারকীব : উল্লেখিত বাক্যে بَ হরফটি হরফে যার (حَرْف جَار), اسم শব্দটি مُضَاف এবং اَللّٰه শব্দটি مَوصُوْف -

اَلرَّحْمٰنِ শব্দটি প্রথম صفَة এবং اَلرَّحِيْم শব্দটি দ্বিতীয় صفَة - এখন مَوْصُوْف এর সাথে উভয় صفَة মিলিত হয়ে اَللّٰه–اسم এর مُضَاف اِلَيْه হয়েছে।

مَجْرُوْر ও جَار মিলে مَجْرُوْر হল। এবার مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে اَبْتَدِئُ উহ্য فِعل এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে।

اَبْتَدِئُ ফে'লের মধ্যে উহ্য যমীর اَنَا তার فَاعِل (কর্তা) :

সুতরাং উহ্য فِعل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةُ فِعْلِيَّةُ হয়েছে।

২. ضَرَبَ زَيْدٌ

যায়েদ প্রহার করেছে।

তারকীব : ضَرَبَ শব্দটি فِعل এবং زَيْدٌ তার فَاعِل (কর্তা)। فِعل তার فَاعِل সহ جُمْلَةُ فِعْلِيَّةُ, যদি এরপর عَمْرُوا বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে তাকে مَفْعُوْل বলা হবে এবং তারকীবে فِعل - فَاعِل ও مَفْعُوْل মিলে جُمْلَةُ فِعْلِيَّةُ হবে।

www.pathagar.com

তেমিনভাবে عَمْرُوا এর স্থলে বা পরে যদি ضَرْبًا বাড়ানো হয়, তাহলে তা مَفْعُوْل مُطْلَق হবে। তখন তারকীব করার সময় বলতে হবে فعل ও فاعل এর সাথে مَفْعُوْل مُطْلَق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হল। তেমনিভাবে مَفْعُوْل فِيْه ,مَفْعُوْل مَعَهُ ,مَفْعُوْل لَهُ এগুলোও উক্ত নিয়মের আওতাভুক্ত। আর যদি ضُرِبَ زَيْدٌ টি হয় جُمْلَة তাহলে ضُرِبَ কে فِعْل مَجْهُوْل ও زَيْدٌ কে তার نَائِب فَاعِل বলা হবে। فِعْل مَجْهُوْل তার نَائِب فَاعِل সহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হবে।

বিঃ দ্রঃ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ এর তারকীব সাধারণত فعل ও فاعل দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। যেমন- جَاءَ زَيْدٌ এখানে جَاءَ শব্দটি فعل এবং زَيْدٌ তার فَاعِل সহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ - যদি এ স্থানে جَاءَنِى টি তার فعل - فاعل হয়, তাহলে বলতে হবে, نٹি نُونُ الْوِقَايَة যা فعل এবং পরবর্তী يَاء الْمُتَكَلِّم। এর মাঝে আসে, কিন্তু তারকীবে উল্লেখযোগ্য কিছু হয় না। এটার পর يَاء الْمُتَكَلِّم টি مَفْعُوْل بِه - এটা فعل ও فَاعِل এর সাথে মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হবে।

৩. عَسى زَيْدٌ يَخْرُجُ

আশা করা যায় যে, যায়েদ বের হবে।

তারকীব : عَسى পদটি فِعْلُ الْمُقَارِبَة ,زَيْدٌ তার اِسم এবং يَخْرُجُ শব্দটি فعل তাতে উহ্য هُوَ সর্বনামটি তার فَاعِل - فعل তার فَاعِل সহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ- হয়ে خَبَر - এখন اِسم ও خَبَر মিলে হল جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ-

অধিকাংশ সময় خَبَر এর শুরুতে اَنْ আসে। যেমন-

عَسى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ - তখন বলতে হবে যে يَخْرُجَ তার فَاعِل সহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে اَنْ দ্বারা مَصْدَر হওয়ার পর خَبَر হয়েছে। আর কোন جُمْلَةٌ যদি অপর কোন جُمْلَةٌ এর অংশ হয়, তখন তাতে কোন اِعْرَاب দেখান সম্ভব হয় না। এখানেও তাই يَخْرُجُ বাক্যটিতে عَسى যে তাকে خَبَر হিসেবে نَصب দেয়, তা প্রকাশ করা যাবে না। কখনো عَسى তার

www.pathagar.com

يَخْرُجَ তখন عَسى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ যেমন- যায়। যেমন- فَاعِل সহ পূর্ণ হয়ে যায়। যেমন- عَسى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ তখন يَخْرُجَ জুমলাহ শব্দটি فعل এবং زَيْدٌ তার فَاعِل হবে। فعل টি তার فَاعِل সহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হওয়ার পর اَنْ দ্বারা তা مَصْدَر হয়েছে এবং عَسى - فعل এর فَاعِل হয়েছে। এখন فِعل ও فَاعِل একত্রিত হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ পূর্ণ হল।

৪. جَاءَنِى رَجُلٌ عَالِمٌ

আমার নিকট একজন জ্ঞানী লোক এসেছে।

তারকীব : উক্ত বাক্যে رَجُلٌ শব্দটি مَوْصُوْف এবং عَالِمٌ শব্দটি তার صِفَة; مَوْصُوْف তার صِفَة সহ جَاءَ - فعل টির فَاعِل - ن টি এখন مَفْعُوْل بِه এবং ى টি الوقاية এখন فعل ও فَاعِل এবং مفعول بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হল।

৫. جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا

যায়েদ আরোহী অবস্থায় এসেছে।

তারকীব : زَيْدٌ শব্দটি ذُوالْحَال এবং رَاكِبًا তার حَال; ذُوالْحَال তার حَال সহ جَاءَ - فعل টির فَاعِل হয়েছে। এখন فِعل ও فَاعِل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হল।

৬. وَقَضى رَبُّكَ

আপনার প্রতিপালক আদেশ করছেন।

তারকীব : وَاو টি حَرْفُ الْعَطْفِ - قَضى পদটি فعل, رَبُّ শব্দটি مُضَاف এবং كَ টি مُضَافٌ اِلَيْه, مُضَاف তার مُضَاف اِلَيْه এর সাথে মিলিত হয়ে قَضى ফে'লের فَاعِل (কর্তা)। এখন فِعل ও فَاعِل মিলিত হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হল।

৭. ضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُوْدًا

আমি যায়েদকে প্রহার করার মত প্রহার করেছি।

তারকীব : ضَرَبَ শব্দটি فِعل এবং تُ (ضَمِيْرِ اَنَا) টি তার فَاعِل;

www.pathagar.com

ذُوالْحَال শব্দটি زَيْدًا শব্দটি حَال এখন ذُوالْحَال এবং مَشْدُوْدًا মিলে وَحَال -এবার فِعل, فَاعِل, مَفْعُوْلِ بِه মিলে جُملةٌ فِعْلِيَّةٌ হল।

বিঃ দ্রঃ مَفْعُوْلِ مَعَهُ এর স্থানে مَفْعُوْلِ لَهُ বা مَفْعُول مُطْلَق অথবা مَفْعُوْل فِيْه হলে একইভাবে তারকীব করে সংশ্লিষ্ট নাম ব্যবহার করতে হবে।

৮. لاَتَضْرِبْنِى

তুমি আমাকে মের না।

তারকীব : لاَتَضْرِبْ শব্দটি فعل এবং এতে গোপন اَنْتَ তার فَاعِل; ن টি نُونُ الوِقَايَة এবং يَاء الْمُتَكَلِّم টি হলো مَفْعُوْلِ بِه - এখন فِعل - فَاعِل ও مَفْعُوْلِ بِه মিলে হলো- جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ -

৯. اُقْتُلُوا يُوْسُفَ

তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর।

তারকীব : اُقْتُلُوا শব্দটি فِعل এবং তার মধ্যকার اَنْتُمْ সর্বনামটি তার فَاعِل; يُوْسُفَ শব্দটি مَفْعُوْل - এখন فِعل - فَاعِل ও مَفْعُوْل মিলে হল جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ -

اَلْقُرْاٰنُ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, نَزَلَ শব্দটি فِعل, اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি فَاعِل -এখন فِعْل ও فَاعِل মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة গঠিত হলো।

১০. جَاءَنِىْ غُلَامُ زَيْدٍ

আমার নিকট যায়েদের গোলাম এসেছে।

তারকীব : جَاءَ শব্দটি فِعلْ, ن টি نُوْن وقَايَة এবং ي টি مَفْعُوْلِ بِه - غُلَامُ শব্দটি مُضَاف এবং زَيْد পদটি مُضَاف اِلَيْه, এ পদদ্বয় একত্রে فَاعِل হলো। এখন فِعل, فَاعِل ও مَفْعُوْلِ بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

www.pathagar.com

১১. اَتَيْتُ عِنْدَكَ

আমি তোমার নিকট আসছি।

তারকীব : اَتـى শব্দটি فـعل এবং تُ (ضَمِيْر اَنَا) টি তার فَاعِل - ظَرْف পদটি مُضَاف এবং كَ টি مُضَاف اِلَيْه - এ পদদ্বয় একত্রে عِنْدَ (مفعول فيه) হল। এখন فعل + فَاعِل ও ظَرْف মিলিত হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ।

১২. مِنْ اَيْنَ جِئْتَ

তুমি কোথা হতে আসলে?

তারকীব : مِنْ পদটি حَرْف جَار, اَيْنَ তার مَجْرُوْر - جَار ও مَجْرُوْر মিলে হলো مُتَعَلِّق مُقَدَّم - جِئْتَ শব্দটি فِعل এবং তার মধ্যকার تَ অর্থাৎ ضَمِيْر اَنْتَ পদটি তার فَاعِل - এখন فِعل, فَاعِل ও مُتَعَلِّق مُقَدَّم মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

১৩. قَالَ اللّٰهُ تَعَالى

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন।

তারকীব : قَالَ শব্দটি فِعل, اَللّٰهُ শব্দটি ذُو الْحَال, تَعَالى পদটি فِعل এবং তার মধ্যকার هُوَ যমীরটি তার فَاعِل - এ পর্যায়ে فِعل ও فَاعِل একত্রিত হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে حَال হয়েছে। এখন حَال ও ذُوالْحَال মিলে فَاعِل হয়েছে। অবশেষে فِعل তার فَاعِل এর সাথে মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হলো।

১৪. تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ

আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি।

তারকীব : تَوَكَّلْتُ শব্দটি فِعل এবং তার মধ্যকার উহ্য যমীর (ضَمِيْر اَنَا) টি তার فَاعِل - عَلى পদটি حَرْف جَار এবং اَللّٰه তার مَجْرُوْر, উভয় মিলে مُتَعَلِّق - এখন جَار, ও مُتَعَلِّق মিলিত হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হলো।

www.pathagar.com

১৫. عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا

তোমার উচিত আমাদের উপর নির্ভর করা।

তারকীব : عَلى অব্যয়টি حَرْفِ جَار ,كَ টি ضَمِيْر مَجْرُوْر - উভয়ে একত্রে مُتَعَلِّق مُقَدَّم হলো। تَوَكَّل শব্দটি فعل এবং نَا যমীরটি তার فَاعِل - এখন فعل ,فَاعِل ও مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হলো।

১৬. قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ

তারকীব : قُوْمُوْا শব্দটি فعل, এর মধ্যকার اَنْتُمْ যমীরটি তার فَاعِل - لاَم অব্যয়টি حَرْفِ جَار ,سَيِّد শব্দটি مُضَاف ,كُمْ পদটি ضَمِيْر জার - مَجْرُوْر মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف - مُضَاف اِلَيْه ও مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّق - এখন فعل ,فَاعِل ও مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হলো।

১৭. اُفَوِّضُ اَمْرِى اِلَى اللّٰهِ

তারকীব : اُفَوِّضُ শব্দটি فعل, এর মধ্যকার اَنَا (ضَمِيْر مُتَكَلِّمْ) টি তার فَاعِل - اَمْر পদটি مُضَاف এবং ى যমীরটি مُضَاف اِلَيْه - مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে مَفْعُوْل بِه - اِلى অব্যয়টি حَرْف جَار এবং اَللّٰه তার مَجْرُوْر - جَار ও مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّق - এখন فعل, فَاعِل, مَفْعُوْل بِه এবং مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হলো।

১৮. لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

তারকীব : لِيُطَهِّرَ শব্দটি فعل, এর মধ্যকার هُوَ যমীরটি তার فَاعِل, كُمْ যমীরটি مَفْعُوْل بِه ,تَطْهِيْرًا পদটি مَصْدَر হয়ে مَفْعُوْل مُطْلَق - এখন فعل ,فَاعِل ,مَفْعُوْل بِه ও مَفْعُوْل مُطْلَق একত্র হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

www.pathagar.com

১৯. يَسْكُنُ مُصْطَفى فِى الْمَدِيْنَةِ

মুস্তাফা শহরে বাস করে।

তারকীব : يَسْكُنُ শব্দটি فِعْل, مُصْطَفى তার فَاعِل এবং فِى অব্যয়টি حَرْف جَار, اَلْمَدِيْنَةِ পদটি مَجْرُوْر; উভয় মিলে فِعْل এর সাথে مُتَعَلِّق - এখন فِعْل - فَاعِل ও مُتَعَلِّق মিলে হলো جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ -

২০. اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ

আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

তারকীব : اَنْزَلَ শব্দটি فِعْل, اَللّٰهُ তার فَاعِل এবং اَلْقُرْاٰنَ পদটি مَفْعُوْل بِه - এখন فعل - فَاعِل ও مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

২১. قَرَأْتُ الْكِتَابُ قَرَائَةً

আমি বইটি পড়ার মত পড়েছি।

তারকীব : قَرَأْتُ শব্দটি فعل এবং তার মধ্যকার اَنَا উহ্য যমীরটি তার فَاعِل, اَلْكِتَابُ শব্দটি مَفْعُوْل بِه এবং قَرَائَةً পদটি مَفْعُوْل مُطْلَق - এখন فِعْل, فَاعِل, مَفْعُوْل بِه এবং مَفْعُوْل مُطْلَق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হলো।

২২. قَامَ مَحْمُوْدُ اَمَامَ الْمَسْجِدِ

মাহমুদ মসজিদের সামনে দাড়িয়ে আছে।

তারকীব : قَامَ শব্দটি فِعْل, مَحْمُوْدُ তার فَاعِلْ - اَمَامَ শব্দটি مُضَافْ, اَلْمَسْجِدِ শব্দটি مُضَاف اِلَيْه; উভয় মিলে مَفْعُوْل فِيْه হয়েছে। সুতরাং فِعْل, فَاعِل ও مَفْعُوْل فِيْه; মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

www.pathagar.com

২৩. يَرْزُقُ اللّٰهُ حَامِدًا مَالاً

আল্লাহ হামেদকে সম্পদ দান করবেন।

তারকীব : يَرْزُقُ শব্দটি فِعْل, اَللّٰه শব্দটি তার فَاعِل, حَامِدًا এবং مَالاً শব্দদ্বয় প্রথম ও দ্বিতীয় مَفْعُوْل بِه - এখন فِعْل, فَاعِل ও مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হলো।

২৪. نَزَلَ الْقُرْاٰنُ هِدَايَةً

কুরআন পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

তারকীব : نَزَلَ শব্দটি فِعْل - اَلْقُرْاٰنُ তার فَاعِلْ আর هِدَايَةً শব্দটি مَفْعُوْل لَهُ - সুতরাং এখন فِعل, فَاعِل ও مَفْعُوْلِ لَهُ মিলে جُلْمَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

২৫. حَفِظَ اَحْمَدُ الْقُرْاٰنَ حِفْظًا

আহমদ কুরআনকে হিফয করার মত হিফয করেছে।

তারকীব : حَفِظَ শব্দটি فِعْل এবং اَحْمَدُ তার فَاعِل - اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি مَفْعُوْل بِه আর حِفْظًا শব্দটি مَفعُوْل مُطْلَق - এখন فِعْل , فَاعِل ও উভয় مَفْعُوْل মিলে جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

২৬. اُرْسِلَ مُحَمَّدًا اِلَى النَّاسِ

মুহাম্মদ (সা)-কে মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।

তারকীব : اُرْسِلَ পদটি فِعْل مَجْهُوْل - مُحَمَّدًا শব্দটি نَائِب فَاعِل আর اِلَى النَّاسِ বাক্যাংশটি جَار مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّق হয়েছে। সুতরাং فِعْل - نَائِب الْفَاعِل ও مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

২৭. خَرَجَ بَشِيْرٌ مَسْرُوْرًا

বশির আনন্দিত অবস্থায় বেরিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

তারকীব : خَرَجَ শব্দটি فِعْلِ, بَشِيْرُ শব্দটি ذُوالْحَال এবং مَسْرُوْرًا শব্দটি حَال; উভয় মিলে فَاعِل - এখন فِعْل, فَاعِل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

২৮. اَرْسَلَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا دَاعِيًا

আল্লাহ মুহাম্মদ (সা)-কে দায়ী করে পাঠিয়েছে।

তারকীব : اَرْسَلَ শব্দটি فِعْل, اَللّٰه তার فَاعِل আর مُحَمَّدًا শব্দটি ذُو مَفْعُوْلِ بِهٖ এবং دَاعِيًا পদটি حَال - ذُوالْحَال ও حَال মিলে الْحَالِ হয়েছে। এখন فِعْل, فَاعِل ও مفعُوْلِ بِهٖ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

২৯. لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى

তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হবে না এমতাবস্থায় যে, তোমরা মাতাল।

তারকীব : لاَ تَقْرَبُوْا শব্দটি فِعْل তার মধ্যস্থিত اَنْتُمْ যমীরটি فَاعِل ও اَلصَّلٰوة শব্দ مفعول بِهٖ, وَاو পদটি وَاو حَالِيَة আর اَنْتُمْ - ذُو الْحَال টি مُبْتَدَاْ এবং سُكَارٰى শব্দটি خَبَر - مُبْتَدَاْ ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ হয়ে حَال হয়েছে। فِعْل - فَاعِل ও مَفْعُوْل بِهٖ এবং حَال মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

৩০. كَانَ زَيْدٌ فَقِيْرًا

যায়েদ অভাবগ্রস্ত ছিল।

তারকীব : كَانَ পদটি فِعْل نَاقِص, زَيْدٌ শব্দটি اسم كَانَ আর فَقِيْرًا শব্দটি خَبَرِ كَانَ - এখন فِعْل نَاقِص তার اِسم ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

৩১. كَادَ الْمَرِيْضُ يَمُوْتَ

রোগী মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়েছে।

www.pathagar.com

তারকীব : كَادَ শব্দটি فِعْلُ الْمُقَارِبَة পদটি اَلْمَرِيْضُ ,فَعِلُ اسْمِ كَادَ - আর يَمُوْتَ শব্দটি فِعْل ও فَاعِل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়ে خَبْرِ - সুতরাং كَادَ - فِعْلُ الْمُقَارِبَة তার اِسم ও خَبر মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠন হয়েছে।

৩২. بَدَأَ اللاَّعِبُ يَلْعَبَ

খেলোয়াড় খেলা আরম্ভ করেছে।

তারকীব : بَدَأَ শব্দটি فِعْلُ الشُّرُوْعِ - اَللاَّعِبُ শব্দটি তার اِسم - আর يَلْعَبَ শব্দটিতে فِعْل ও فَاعِل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে তার خَبر - সুতরাং فِعْلُ الشُّرُوْعِ তার اِسم ও خَبر মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

৩৩. اِشْتَرى خَالِدُ عِشْرِيْنَ كِتَابًا

খালিদ বিশটি বই কিনেছে।

তারকীব : اشْتَرى শব্দটি فِعْل, خَالِدُ শব্দটি فَاعِل আর عِشْرِيْنَ শব্দটি مُمَيِّز এবং كِتَابًا শব্দটি تَمْيِيْز - مُمَيِّز ও تَمْيِيْز মিলে مَفْعُوْل بِه হয়েছে। সুতরাং فِعل - فَاعِلْ ও مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠন হয়েছে।

৩৪. اَكْرَمَ الْخَلِيْفَةَ الْمَامُوْنُ الْعُلَمَاءَ

খলীফা মামুন জ্ঞানীদের সম্মান করতেন।

তারকীব : اَكْرَمَ শব্দটি فِعْل, اَلْخَلِيْفَةَ শব্দটি مُبَدَل مِنْهُ আর اَلْمَامُوْنُ শব্দটি بَدَلُ - مُبَدَل مِنْه ও بَدَل মিলে فَاعِل হয়েছে। اَلْعُلَمَاءَ শব্দটি مَفْعُوْل بِه - সুতরাং فِعْل, فَاعِل ও مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠিত হয়েছে।

www.pathagar.com

৩৫. سَفَرَ الاَصْدِقَاءُ اِلاَّ صَدِيْقًا

বন্ধুরা সফর করেছে কিন্তু একজন বন্ধু ব্যতীত।

তারকীব : سَفَرَ শব্দটি فِعْل ,اَلاَصْدِقَاءُ শব্দটি مُسْتَثْنى مِنْهُ - اِلاَّ অব্যয়টি حَرْفُ الاِسْتِثْنَاء আর صَدِيْقًا হলো مُسْتَثْنى - مُسْتَثْنى مِنْهُ ও فِعْل ও فَاعِل - সুতরাং فَاعِل মিলে مُسْتَثْنى মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠন হয়েছে।

৩৬. طَلَعَ الشَّمْسُ فِى الْمَشْرِقِ

সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়েছে।

তারকীব : طَلَعَ শব্দটি فِعل ,اَلشَّمْسُ পদটি فَاعِل ,فِى অব্যয়টি حَرْف جَار এবং اَلْمَشْرِق তার مَجْرُوْر - جَار ও مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّق - এখন فِعْل , فَاعِل ও مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হলো।

৩৭. اِنْ تَنْصُرْنِى اَنْصُرْكَ

যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর তবে আমিও তোমাকে সাহায্য করবো।

তারকীব : اِنْ অব্যয়টি حَرْفُ الشَّرْط ,تَنْصُرْ শব্দটি فِعل এবং তার মধ্যকার اَنْتَ উহ্য যমীরটি তার فَاعِل ,ن টি نُوْنُ الوِقَايَة ,يَاء টি اَلْمُتَكَلِّم مَفْعُوْل بِه - এখন فِعل ,فَاعِل ও مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে شَرْط -

اَنْصُرُ শব্দটি فِعل এবং এর মধ্যকার اَنَا উহ্য যমীরটি তার فَاعِل এবং كَ যমীরটি مَفْعُوْل بِه - এখন فِعلْ ,فَاعِلْ ও مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে جَزَاء হয়েছে। এখন شَرْط ও جَزَاء মিলে جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ হলো।

৩৮. اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল।

www.pathagar.com

তারকীব : اَشْهَدُ শব্দটি فعل, এর মধ্যকার উহ্য যমীর اَنَا টি তার فَاعِل, اَنَّ টি حَرْف مُشَبَّهَ بِالْفِعْلِ শব্দটি مُحَمَّدً, اِسم, رَسُوْلُ শব্দ مُضَاف - مُضَاف اَلَيْه ও مُضَاف اَلَيْه শব্দ اَللّٰه এবং مُضَاف মিলে اَنَّ - خَبَر, اِسم ও خَبَر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে اَشْهَدُ ফে'লের مَفْعُوْل بِه হলো। এখন فعل, فَاعِل ও مَفْعُوْل بِه মিলিত হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হলো।

৩৯. اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুখাপেক্ষীহীন, প্রশংসিত।

তারকীব : اِعْلَمُوْا পদটি فعل এবং উহার মধ্যকার اَنْتُمْ অব্যয়টি فَاعِل আর اِنَّ হল حَرْف مُشَبَّهَ بِالْفِعْلِ এবং اَللّٰه শব্দটি হল اِسْم اِنَّ এরপর غَنِيٌّ এবং حَمِيْدٌ পদ দু'টি اِنَّ এর خَبْر এখন اِسْم اِنَّ এবং خَبْر اِنَّ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে اِعْلَمُوْا ফে'লের مَفْعُوْل হয়েছে। এভাবে فعل তার فَاعِل ও مَفْعُوْل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

৪০. اَعْجَبَنِى ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرُوا

যায়েদের আমরকে মার দেয়া আমাকে আশ্চর্য করেছে।

তারকীব : اَعْجَبَ শব্দটি فعل, نى টি; مَفْعُوْل, ضَرْبُ - مَصْدَر টি عَمْرُوا, فَاعِل ও مُضَاف اَلَيْه তার زَيْدُ; شبه الفعل ও مُضَاف তার شبه مفعول به ও فَاعِل তার شبه الفعل, مَفْعُوْل بِه সহ হয়ে اَعْجَبَ - فعل টির فَاعِل - এখন فعل ও فَاعِل এবং جُمْلَة مَفْعُوْل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হল।

৪১. زَانَهُ بِاَنْجُمٍ : كَالدُّرَرِ الْمُنْتَشِرَةِ

আর তিনি তাকে (রাত্রিকে) ছড়ান মণি-মুক্তার ন্যায় তারকারাজীর দ্বারা সাজিয়েছেন।

www.pathagar.com

তারকীব : زَانَ শব্দটি فِعل উহ্য هُوَ ضَمِيْر তার فَاعِل এবং ضَمِيْرِهٗ উক্ত فِعل টির مَفْعُوْل হয়েছে। بَا একটি حَرْف جَار এবং اَنْجُم তার মিলে فِعل টির সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। جَار - مَجْرُوْر ও مَجْرُوْر আবার ك একটি حَرْف جَار এবং اَلدُّرَر শব্দটি مَوْصُوْف ও صِفَة হয়েছে। صِفَة ও তার مَوْصُوْف মিলে ك পদটি তার اَلْمُنْتَشِرَة হরফে জারটির مَجْرُوْر হয়েছে। جَار ও مَجْرُوْر মিলে উক্ত فِعل টির সাথে দ্বিতীয় مُتَعَلِّق হয়েছে। فِعل তার فَاعِل ও مَفْعُوْل এবং উভয় মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ مُتَعَلِّق হলো।

৪২. قَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَيْنَا حُقُوْقًا ثَلَاثَةً

মহান আল্লাহ্ আমাদের উপর তিনটি অধিকার অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন।

তারকীব : قَدْ اَوْجَبَ শব্দটি فِعل এবং اَللّٰه তার فَاعِل - عَلٰى অব্যয়টি حَرْف جَار এবং نَا তার مَجْرُوْر, جَار ও مَجْرُوْر মিলে হলো مُتَعَلِّق, حُقُوْقًا শব্দটি مَوْصُوْف এবং ثَلَاثَةً উহার صِفَة এখন مَوْصُوْف ও صِفَة মিলে উক্ত فِعل এর مَفعول হয়েছে। এবার فِعل তার فَاعِل, مَفعول ও مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

৪৩. يَحُثُّ اللّٰهُ بِهَا عِبَادَهٗ عَلٰى اَدَاءِ الصَّلٰوةِ

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাগণকে নামায আদায় করার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন।

তারকীব : يَحُثُّ একটি فِعل এবং اَللّٰه শব্দটি তার فَاعِل - পরবর্তী بِهَا حَرْف جَار ও مَجْرُوْر মিলে فِعل টির সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। عِبَادُ শব্দটি مُضَاف এবং ه টি مُضَافُ اِلَيْه এবার مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে مَفعُول بِه হয়েছে। عَلٰى একটি حَرْف جَار এবং اداء শব্দটি حرف। مَجْرُوْر হয়েছে। الصَّلٰوة তার مُضَاف اِلَيْه হয়ে مَجْرُوْر হয়েছে। مُضَاف ও

www.pathagar.com

ফِعل টির সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। এখন ফِعل مَجرور ও جار মিলে উক্ত
তার فاعِل এবং مَفْعُوْل ও উভয় مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

৪৪. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم)

হযরত জিবরাঈল (আ) সুস্পষ্ট ভাষায় মুহাম্মদ (সা)-এর অন্তরে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

তারকীব : نَزَلَ শব্দটি فِعل এবং ب টি حَرْفِ جَار পরবর্তী "ه" তার مُتَعَلِّق মিলে فِعل টির সাথে مَجْرُوْر ও حَرْفِ جَار ,مَجْرُوْر হয়েছে। اَلرُّوْحُ শব্দটি مَوْصُوف এবং الاَمِيْن তার صِفَة, مَوْصُوْف ও قَلْبُ মিলে نَزَلَ এর فَاعِل হয়েছে। عَلٰى টি حَرْفِ جَار এবং صفة শব্দটি مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه এবার مُحَمَّد তার مُضاف ও اِلَيْه মিলে مَجْرُوْر তার ও حَرْف جَار - عَلٰى ,مَجْرُوْر মিলে উক্ত فِعل টির সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। এখন فِعل তার فَاعِل ও উভয় مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হলো।

৪৫. جَاءَ الرَّجُلُ الَّذِىْ سَرَقَ قَلَمِى

সেই লোকটি এসেছে, যে আমার কলম চুরি করেছিলো।

তারকীব : جَاءَ শব্দটি فِعل ,اَلرَّجُلُ শব্দটি مَوْصُوْف, اَلَّذِى শব্দটি فَاعِل টি هُوَ উহার মধ্যকার যমীর فِعْل; সব্দটি سَرَقَ ,اِسْمِ مَوْصُوْل - قَلَمِى পদটি مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে مَفْعُول بِه হয়েছে। এখন দ্বিতীয় فِعل, فَاعِل ও مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে صِلَه হয়েছে। اَلرَّجُلُ - مَوْصُوْف ও صِلَة মিলে صِفَة হয়েছে مَوْصُوْل এর। এখন مَوْصُوْف ও صِفَة মিলে جَاءَ এর فَاعِل হয়েছে। এখন فِعل ও فَاعِل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

www.pathagar.com

৪৬. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

আপনি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন (সঠিক পথ দেখিয়ে দিন)।

তারকীব : اِهْدِ পদটি فِعل এবং এর মধ্যকার উহ্য اَنْتَ ضَمِيْر তার فَاعِل - نَا টি ১ম مَفْعُوْل ;اَلصِّرَاطَ হলো مَوْصُوْف এবং اَلْمُسْتَقِيْمَ হল তার صِفَة এখন مَوْصُوْف ও صِفَة মিলে হলো ২য় مَفْعُوْل। এবার فِعل - فَاعِل উভয় مَفْعُوْل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

৪৭. نَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ

আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করি এবং আমরা তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ নয়।

তারকীব : نَشْكُرُ পদটি فِعل এবং এর মধ্যকার نَحْنُ ضَمِيْر তার فَاعِل; كَ টি مَفْعُول এখন فِعل - فَاعِل ও مَفْعُول মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে مَعْطُوْف عَلَيْهِ হল।

وَاو অব্যয়টি حَرْف عَطْفٌ ;لاَنَكْفُرُ পদটি فِعل এবং তার মধ্যকার نَحْنُ ضَمِيْر শব্দটি فَاعِل এবং كَ টি مَفْعُوْل ;এখন فِعل - فَاعِل ও مَفْعُوْل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে مَعْطُوْف - এবার مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه মিলে হল جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ -

৪৮. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

আপনি কৃতজ্ঞতার (প্রশংসার) সাথে আপনার রবের তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

তারকীব : فَاء টি حَرْفُ التَّفْصِيْلَ ;سَبِّحْ শব্দটি فِعل এবং এর মধ্যকার اَنْتَ যমীরটি তার فَاعِل : بَا টি حَرْفُ الْجَار ,حَمْدُ শব্দটি مُضَاف এবং رَبِّكَ পদদ্বয় مُرَكَّب اِضَافِى হয়ে مُضَاف اِلَيْه ;مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে হল مَجْرُوْر ,এখন جَار ও مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّق سَبِّحْ এর সাথে। এবার فِعل - فَاعِل ও مُتَعَلِّق মিলে হল جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ -

www.pathagar.com

৪৯. سِرْتُ مِنَ الْهِنْدِ اِلى مَكَّةَ

আমি হিন্দুস্তান থেকে মক্কায় ভ্রমণ করেছি।

তারকীব : سِرْتُ শব্দটি فِعل এবং এর মধ্যকার تُ (ضَمِيْر اَنَا) টি তার فَاعِل - مِن পদটি حَرْف جَار ,اَلهِنْدِ শব্দটি مَجْرُوْر - جَار ও مَكَّةَ এবং حَرْف جَار পদটি اِلى - مُتَعَلِّق اَوَّل মিলিত হয়ে مَجْرُوْر শব্দটি - مُتَعَلِّق ثَانِى মিলিত হয়ে مَجْرُور ও جَار - مَجْرُوْر - এখন فِعل, فَاعِل এবং উভয় مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হল।

৫০. وَاللّٰهِ لأُصَلِّيْنَ صَلوةَ الْمَغْرِبِ خَلْفَكَ

আল্লাহর শপথ! আমি মাগরিবের নামায তোমার পিছনে পড়বই।

তারকীব : وَاو পদটি حَرْف جَار, اَللّٰه তার مَجْرُوْر, উভয় মিলিত হয়ে উহ্য اُقْسِم এর সাথে مُتَعَلِّق - উহ্য اُقْسِم পদটি এবং তার মধ্যকার ضَمِيْر اَنَا টি তার فَاعِل - এখন فِعل, فَاعِل ও مُتَعَلِّقْ একত্রে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে قَسم (শপথ) হল। لأُصَلِّيْنَ শব্দটি فِعل এবং এর মধ্যকার ضَمِيْر اَنَا পদটি তার فَاعِل, صَلوة শব্দটি مُضَاف এবং اَلْمَغْرِب টি مُضَاف اِلَيْه - مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে হলো مُضَاف, مُضَاف اِلَيْه ও مَفْعُوْل بِه - خَلْفَ টি مُضَاف এবং كَ টি مُضَاف اِلَيْه ও فَاعِل فِعل তার مُضَاف اِلَيْه মিলে হলো مَفْعُوْل فِيْه - এখন فِعل তার مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে جَوَابُ الْقَسم বা قَسم এর জওয়াব, উল্লেখিত قَسم ও جَوَابُ الْقَسم মিলিত হয়ে جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হলো।

৫১. عَسى اَنْ تَجِيْئَ عِنْدِىْ

আশা করছি তুমি আমার নিকট আসবে।

তারকীব : عَسى পদটি فِعْلُ الْمُقَارِبَة টি, اَنْ - اَنْ مَصْدَرِيَّةٌ تَجِيْئُ শব্দটি فِعِلْ এবং তার মধ্যকার اَنْتَ পদটি فَاعِل - عِنْدَ টি

www.pathagar.com

مُضَاف ও مُضَاف - مُضَاف اِلَيْه টা يَاء الْمُتَكَلِّمْ এবং مُضَاف اِلَيْه মিলে ظَرْف (অধিকরণ) হলো। فِعل তার فَاعِل পদদ্বয় এর সাথে মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে عَسى এর فَاعِل হলো। এখন فِعل ও فَاعِل একত্রিত হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

অন্যান্য বাক্যসমূহের تَرْكِيْب (বাক্য বিশ্লেষণ)

১. اِضْرِبْ

তুমি প্রহার কর।

তারকীব : اِضْرِبْ শব্দটি فِعل এবং এর মধ্যকার উহ্য اَنْتَ যমীরটি তার فَاعِل - এখন فِعل তার فَاعِل সহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে اِنْشَائِيَّة হয়েছে। তেমনিভাবে لَاتَشْتِمْنِى এটিতে لَاتَشْتِمْ শব্দটি فِعل এবং এর মধ্যকার উহ্য اَنْتَ তার فَاعِل, نون টা نُوْنُ الْوِقَايَة, ى যমীরটি مَفْعُوْل এটাও جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে اِنْشَائِيَّة - আবার هَلْ اَنْتَ مَرِيْضٌ এ বাক্যটিতে هَل শব্দটি حَرْف اِسْتِفْهَام এবং اَنْتَ হল مُبْتَدَأ এবং مَرِيْضٌ তার خَبَر এখন مُبْتَدَأ তার খবরসহ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে।

২. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

তারকীব : اِنْ অব্যয়টি حَرْف شَرْط, كُنْتُمْ পদটি فِعْل نَاقِص, যার মধ্যে اَنْتُمْ উহ্য অব্যয়টি উহার اسم, আর صَادِقِيْنَ শব্দটি তার خَبر, এখন فِعْل نَاقِص তার اسم ও خَبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে شَرْط হয়েছে। আর এর جَزَاء হচ্ছে هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ এবার شَرْط ও جَزَاء মিলে جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ হয়েছে।

www.pathagar.com

৩. أُقسِمُ بِاللّٰهِ

আমি আল্লাহর শপথ করছি।

তারকীব : এখানে أُقْسِمُ শব্দটি فِعل এবং তাতে উহ্য اَنَا তার فَاعِل (কর্তা)। بِ টি حَرْف جَار এবং اَللّٰه শব্দটি তার مَجْرُوْر - এখন جَار ও مَجْرُوْر মিলে হল أُقْسِمُ - مُتَعَلِّق এর সাথে। এভাবে فَاعِل - فِعل ও مُتَعَلِّق মিলে হল جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

৪. اِنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ

তুমি মারলে আমিও মারব।

তারকীব : اِنْ অব্যয়টি حَرْف شَرْط, تَضْرِبْ পদটি فِعل তাতে اَنْتَ উহ্যা রয়েছে, যা فَاعِل; فِعل তার فَاعِل সহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে شَرْط, তেমনিভাবে اَضْرِبْ তার فَاعِل -اَنَا সহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে جَزَاء, এখন شَرْط ও جَزَاء মিলে جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ হল।

৫. أُنْظُرْ إِلى تِلْكَ الشَّجَرَةِ ذَاتِ الغُصُوْنِ النَّضِرَةَ

তুমি এ সুশোভিত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষটির প্রতি লক্ষ্য কর।

তারকীব : أُنْظُرْ শব্দটি فِعل উহাতে উহ্য ضَمِيْر اَنْتَ তার فَاعِل এবং إِلى حَرْف جَار, পরবর্তী تِلْكَ শব্দটি اِسْمُ الاِشَارَة একটি এবং الشَّجَرَةُ শব্দটি مَوْصُوْف এবং পরবর্তী ذَاتَ غُصُوْنٌ প্রথম صِفَة এবং اَلنَّضِرَةَ দ্বিতীয় صِفَه হয়েছে। এবার উভয় صِفَة ও তার مَوْصُوْف মিলে اِسْمُ الاِشَارَة এর مُشَارُ اِلَيْه হয়েছে। اِسْمُ الاِشَارَه ও তার مُشَارُ اِلَيْه মিলে مَجْرُور ও حَرْفِ جَار - مَجْرُور মিলে فِعل টির সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। এখন فِعل ও فَاعِل এবং উহার مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে।

www.pathagar.com

৬. اُقْسِمُ وَاللّٰهِ

আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি।

তারকীব : اُقْسِمُ শব্দটি فعل এবং তাতে গোপন اَنَا তার فَاعِل, وَاو অব্যয়টি حَرْف جَار এবং اَللّٰه শব্দটি তার مَجْرُوْر - নিয়ম হল, حرف جَار তার مَجْرُوْر সহ কোন فعل বা কোন আ'মলকারী اسم এর সাথে مُتَعَلِّق বা সম্পর্কিত হয়। তাই এখানেও وَاللّٰه সম্পর্কিত হবে اُقْسِمُ এই فعل টির সাথে। এখন اُقْسِمُ তার فَاعِل এবং مُتَعَلِّق সহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়ে جَوَابِ قَسَم হয়েছে। এক্ষেত্রে قَسَم এবং قَسَم কে একত্র করার কোনই প্রয়োজন নেই।

৭. تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا

তোমরা ফারায়েয শিক্ষা কর এবং তা শিক্ষা দাও (অন্যদেরকে)।

তারকীব : تَعَلَّمُوْا শব্দটি فعل এবং উহার মধ্যকার اَنْتُمْ যমীরটি তার فَاعِل; اَلْفَرَائِض পদটি مَفْعُوْل بِه এখন فعل, فَاعِل ও مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে مَعْطُوْف عَلَيْه হয়েছে। وَاو টি حَرْفُ الْعَطْفُ; عَلِّمُوْا পদটিতে فعل, فَاعِل একত্রিত হয়েছে এবং هَا যমীরটির مَفْعُوْل بِه, এবার فعل, فَاعِل ও مَفْعُوْل بِه মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে مَعْطُوْف হয়েছে। এখন مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف মিলে جُمْلَه اِنْشَائِيَّة হল।

৮. وَاِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ

যদি তোমরা অনুগ্রহ কর তবে তা হবে তোমাদের নিজেদের জন্যই।

তারকীব : وَاِنْ পদটি حَرْف شَرْط; اَحْسَنْتُمْ শব্দটি فعل এবং তার মধ্যকার اَنْتُمْ যমীরটি فَاعِل; فعل ও فَاعِل মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে شَرْط -

www.pathagar.com

لاَم এবং فَاعِل যমীরটি اَنْتُمْ এবং এর মধ্যকার فِعل শব্দটি اَحْسَنْتُمْ টি جَار حَرْف ,اَنْفُسِ শব্দটি مُضَاف ,كُمْ যমীরটি اِلَيْهِ مُضَاف। এর اَحْسَنْتُمْ হয়েছে مُتَعَلِّق মিলে اِلَيْه مُضَاف ও مُضَاف এখন সাথে, এখন فِعل - فَاعِل ও مُتَعَلِّقٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে جَزَاء : এবার شَرْط ও جَزَاء মিলে جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ হলো।

৯. اِسْتَقْرَضْتُ مِنْكَ اَلْفَ دِيْنَارٍ

আমি তোমার নিকট এক হাজার দিনার কর্য চেয়েছি।

তারকীব : اِسْتَقْرَضْتُ শব্দটি فِعل এবং এর মধ্যকার اَنَا যমীরটি তার فَاعِل - مِنْ টি جَار حَرْف এবং ك টি তার مَجْرُوْر - উভয় মিলে مُتَعَلِّق হলো। اَلْفَ পদটি عدد/مُمَيز এবং دِيْنَارِ শব্দটি تَميِيز/معدود - উভয় মিলিত হয়ে مَفْعُوْلِ بِه হলো। فِعل তার فَاعِل, مُتَعَلِّق ও مَفْعُوْلِ بِه মিলিত হয়ে বাক্যটি جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হলো।

১০. لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।

তারকীব : لاَ تَقْنَطُوْا শব্দটি فِعل, এর মধ্যকার اَنْتُمْ উহ্য যমীরটি তার فَاعِل - مِنْ টি جَار حَرْف ,رَحْمَة শব্দটি مُضَاف এবং اَللّٰه হলো مُضَاف اِلَيْه ,مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْهِ মিলিত হয়ে مَجْرُوْر - جَار ও مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّق - এখন فِعل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق একত্র হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হলো।

www.pathagar.com

১১. اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

তোমরা নামায এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য চাও।

তারকীব : اِسْتَعِيْنُوْا শব্দটি فِعْل এর মধ্যকার اَنْتُمْ উহ্য যমীরটি তার فَاعِل - ب অব্যয়টি حَرْف جَار, اَلصَّبْرُ শব্দটি مَعْطُوْف عَلَيْه, وَاو টি حَرْفُ عَطْفٍ এবং اَلصَّلٰوة শব্দটি مَعْطُوْف - مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف মিলে مَجْرُوْر ও جَار - مَجْرُوْر মিলিত হয়ে فِعْل এর সাথে مُتَعَلِّق হলো। এখন فِعْل তার فَاعِل ও مُتَعَلِّق একত্রিত হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে।

১২. اِذَا جَاءَكَ الْاَمِيْرُ فَعَظِّمْهُ

যখন নেতা আসবেন তখন তাকে সম্মান করবে।

তারকীব : اِذَا পদটি ظرف الزمان متضمن بمعنى الشرط, جَاءَ শব্দটি فِعْل, كَ যমীরটি مَفْعُوْل بِه - اَلْاَمِيْرُ হলো فَاعِل - فِعْل, فَاعِل ও مَفْعُوْل بِه একত্রে شَرْط হলো। ف অব্যয়টি حَرْف جَزَاء - عَظِّم শব্দটি فِعْل এবং তার মধ্যকার اَنْتَ উহ্য যমীরটি তার فَاعِل - هُ টি مَفْعُوْل بِه - এখন فِعْل - فَاعِل, مَفْعُوْل بِه মিলে جزاء এখন شَرْط ও جزاء মিলে جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ হলো।

১৩. كُنْ فِى الدُّنْيَا قَانِعًا

তারকীব : كُنْ শব্দটি فِعْل نَاقِص - এর মধ্যকার اَنْتَ উহ্য যমীরটি اِسْم - فِى অব্যয়টি حَرْف جَار - اَلدُّنْيَا পদটি مَجْرُوْر; উভয় মিলিত হয়ে كُنْ فِعْل نَاقِص এর সাথে مُتَعَلِّق হলো। قَانِعًا শব্দটি خَبَر, এখন فِعْل نَاقِص তার اِسْم, مُتَعَلِّق এবং خَبَر এর সাথে একত্র হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হলো।

www.pathagar.com

১৪. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

তারকীব : اِنَّ অব্যয়টি حَرْف مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ এবং نَا টি اِسْمِ ضَمِيْر, فَتَحْ পদটি فِعْل এবং نَا তার فَاعِل - ل টি حَرْف جَار, ك টি مَجْرُوْر - جَار ও مَجْرُوْر মিলে فِعْل এর সাথে مُتَعَلِّق হলো। فَتْحًا শব্দটি مَوْصُوْف এবং مُبِيْنًا টি صِفَة; উভয় মিলে مَفْعُوْل مُطْلَق হলো। এখন فِعل, فَاعِل, مُتَعَلِّق এবং مَفْعُوْل مُطْلَق একত্রিত হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে خَبَر হলো এখন اِنَّ তার اِسْم ও خَبَر সহ جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

১৫. عِنْدَهُ دِرْهَمٌ وَّ دِيْنَارٌ

তার নিকট দিরহাম ও দিনার আছে।

তারকীব : عِنْدَ শব্দটি مُضَاف, هُ টি مُضَاف اِلَيْه; উভয় মিলে ظَرْف - دِرْهَمٌ শব্দটি مَعْطُوْف عَلَيْه, وَاو টি حَرْفُ عَطْفٌ, دِيْنَارٌ শব্দটি مَعْطُوْف - مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف মিলে فَاعِلُ الظَّرْف এখন ظَرْف এবং فَاعِلُ الظَّرْف মিলে হলো-جُمْلَةٌ ظَرْفِيَّةٌ -

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

اَلْمُنْشَعِبُ

শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট

মুনশাঈব শব্দের শাব্দিক অর্থ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। এ পর্ব মূলতঃ আরবী ব্যাকরণের ছরফ বা শব্দ রূপান্তর প্রক্রিয়ার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্যাকরণের ছরফ অংশের যাবতীয় শাখা-প্রশাখাকে এ অংশে একত্রিত করা হয়েছে।

আরবী ব্যাকরণের মুনশাঈব অংশটি অত্যন্ত সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো–

প্রকাশ থাকে যে اَلافْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ বা রূপান্তরশীল ক্রিয়াসমূহ এবং اَلاسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ বা এ'রাব ও তানবীন গ্রহণকারী ইস্‌মসমূহ তাদের মূল বর্ণের ব্যবহার হিসেবে প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. اَلثُّلاَثِىُّ বা মূল তিন বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ। যথা- ضَرَبَ – نَصَرَ – فَعَلَ

২. اَلرُّبَاعِىُّ বা মূল চার বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ। যথা- عَرْقَبَ – بَعْثَرَ – فَعْلَلَ

উল্লেখ্য, মূল তিন বর্ণ ও চার বর্ণ বিশিষ্ট শব্দগুলো - اَلْفِعْلُ الْمَاضِى এর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

প্রত্যেক প্রকার আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

اَلثُّلاَثِىُّ	اَلرُّبَاعِىُّ
১. اَلثُّلاَثِى الْمُجَرَّدُ ২. اَلثُّلاَثِى الْمَزِيْدُ فِيْهِ	১. اَلرُّبَاعِى الْمُجَرَّدُ ২. اَلرُّبَاعِى الْمَزِيْدُ فِيْهِ

■ اَلثُّلاَثِىُّ الْمُجَرَّدُ ঃ যে শব্দের তিনটি হরফই মূল হরফ হবে এবং যার মাঝে কোন অতিরিক্ত অক্ষর নেই, তাকে اَلثُّلاَثِى الْمُجَرَّدُ বলে, যেমন- دَخَلَ – فَتَحَ – كَسَرَ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

■ اَلثُّلَاثِى الْمَزِيد فِيه : মূল তিন অক্ষর বিশিষ্ট যে শব্দের সাথে অতিরিক্ত এক বা একাধিক অক্ষর যুক্ত হয় তাকে اَلثُّلَاثِى الْمَزِيد فِيه বলে।

যথা- اِنْكَسَرَ - اِسْتَنْصَرَ - اِنْفَطَرَ

■ اَلرُّبَاعِى الْمُجَرَّد : যে শব্দের চারটি হরফই মূল হরফ এবং যার মাঝে অন্য কোন অতিরিক্ত হরফ নেই তাকে اَلرُّبَاعِى الْمُجَرَّد বলা হয়।

যেমন- عَرْقَبَ - بَعْثَرَ - دَحْرَجَ ইত্যাদি।

■ اَلرُّبَاعِى الْمَزِيد فِيه : মূল চার হরফ বিশিষ্ট যে শব্দের সাথে এক বা একাধিক অতিরিক্ত হরফ যুক্ত হয় তাকে اَلرُّبَاعِى الْمَزِيد فِيه বলে।

যেমন - تَسَرْبَلَ - تَدَحْرَجَ ইত্যাদি।

اَلْاَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَة

রূপান্তরশীল ক্রিয়াসমূহ

আরবী ব্যাকরণের মুন্‌শাঈব পর্বের মূল আলোচনা اَلْاَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَة বা রূপান্তরশীল ক্রিয়াসমূহকে কেন্দ্র করে। মূলতঃ আরবী ভাষার فعل সমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. اَلْاَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَة রূপান্তরশীল ক্রিয়া : যে সকল فِعْل বিভিন্নভাবে تَصْرِيف বা রূপান্তরিত হয় তাদেরকে اَلْاَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَة বলে।

যথা – اِضْرِبْ - يَضْرِبُ - ضَرَبَ –

২. اَلْاَفْعَال غَيْر الْمُتَصَرِّفَة রূপান্তরহীন ক্রিয়া : যে সকল فِعْل রূপান্তরিত হয় না তাদেরকে اَلْاَفْعَال غَيْر الْمُتَصَرِّفَة বলে। যথা– بِئْسَ - نِعْمَ ইত্যাদি। اَلْاَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَة -কে মোট ৪৩টি ওযনে ভাগ করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকটি ভাগ এক একটি بَاب নামে পরিচিত। আরবী অভিধানে بَابٌ শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ দুটি অর্থ হলো- "অধ্যায়" এবং "দরজা"।

www.pathagar.com

সাধারণতঃ একটি অধ্যায়ে একই বিষয়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নানা রকম আলোচনা থাকে। এ হিসেবে اَلْاَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ এর ৪৩টি ওযনের প্রতিটি বিভাগ এক একটি অধ্যায়ের ভূমিকা রাখে। বিষয়টা কিছুটা ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এ সমস্ত অধ্যায়ে ব্যাপক ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণের পরিবর্তে ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং এতে আরবী ব্যাকরণের ছরফ অংশের "মীযান" পর্বের যাবতীয় বিষয়ের সমাবেশ করা হয়েছে এক প্রকার সূচিপত্র হিসেবে।

بَابٌ শব্দের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ অর্থটি হচ্ছে "দরজা", ছরফীদের পরিভাষায় বাব বলতে এমন কতগুলো ওযনকে বুঝায় যার দ্বারা আরবী শব্দাবলীর মূল উৎস নির্ণয় করা যায়। যেহেতু দরজা দ্বারা ঘরে প্রবেশ ও বাহির হওয়া যায়, অনুরূপভাবে এই সমস্ত ওযন দ্বারা আরবী শব্দের মূল রূপ এবং বহির্ভূত রূপ নির্ণয় করে ছরফ এর মীযান পর্বের প্রথম দিক থেকে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ করে শেষে বের হয়ে আসা যায়। এসব কারণ বশতঃ মুনশাঈব পর্বের ৪৩টি ওযনকে بَاب নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মোট ৪৩টি বাবকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

* اَلثُّلَاثِي الْمُجَرَّدُ এর বাব = ৮টি
* اَلثُّلَاثِي الْمَزِيد فِيهِ এর বাব = ১৪টি
* اَلرُّبَاعِي الْمُجَرَّدُ এর বাব = ১টি
* اَلرُّبَاعِي الْمَزِيد فِيهِ এর বাব = ৩টি
* اَلْمُلْحَق بِالرُّبَاعِي الْمُجَرَّدُ এর বাব = ১৭টি

সর্বমোট = ৪৩টি

উক্ত ৪৩টি বাবের ধারাবাহিক বর্ণনা পর্যায়ক্রমে নিম্নে তুলে ধরা হল।

اَبْوَابُ الثُّلَاثِي الْمُجَرَّدُ

উল্লেখ্য, اَلثُّلَاثِي الْمُجَرَّدُ এর ৮টি بَاب দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–
১. اَلْمُطَّرِد (বহুল ব্যবহৃত) ২. اَلشَّاذ (কম ব্যবহৃত)

www.pathagar.com

** اَلْمُطَّرِد এর সংজ্ঞা ঃ

যে সকল اَلثُّلَاثِى এর ওযন অধিকরূপে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে اَلْمُطَّرِد বলে। اَلْمُطَّرِد এর ওযন বা বাব সংখ্যা ৫টি।

** الشَاذ এর সংজ্ঞা ঃ

যে সকল اَلثُّلَاثِى এর ওযন খুব কম ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে الشَاذ বলে। الشَاذ এর ওযন বা বাব সংখ্যা ৩টি।

বিঃ দ্রঃ উল্লিখিত বাবসমূহের সাথে যে শব্দকে তুলনা করা হয় সেই শব্দকে مَوْزُوْن বলে এবং যে ওযনের (بَاب) সাথে তুলনা করা হয় তাকে مُوْزُوْنٌ بِه বলে। যথা- نَصَرَ يَنْصُرُ যা فَعَلَ يَفْعُلُ এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে نَصَرَ يَنْصُرُ কে فَعَلَ يَفْعُلُ এর ওযনের সাথে তুলনা করা (মিলানো) হয়েছে। সুতরাং نَصَرَ يَنْصُرُ হল مَوْزُوْن এবং فَعَلَ يَفْعُلُ হল مَوْزُوْنٌ بِه -

اَبْـوَابُ الثُّـلَاثِـى لِلْمُـجَـرَّدُ الْمُـطَّـرِد

বহুল প্রচলিত মূল তিন অক্ষর বিশিষ্ট বাবসমূহ

ثُلَاثِى مُجَرَّدْ مُطَّرِد এর ৫টি বাব। নিম্নে উহাদের صَرْفِ صَغِيْر বা সংক্ষিপ্ত রূপান্তর দেয়া হল।

মীযান ও মুনাশাঈব গ্রন্থের মীযান অংশে مَاضِى - مُضَارِع - اَمَرْ - نَهِى ইত্যাদির সকল بَحَث এর صِيغَة সমূহের রূপান্তর পদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরায় تَصْرِيْف সুদীর্ঘ হয়েছে। এ জন্যে مِيْزَان অংশের صِيْغَة কে صَرْف كَبِيْر বলা হয়।

পক্ষান্তরে مُنْشَعِب এর প্রত্যেক বَاب-র تَصْرِيْف বা রূপান্তরে مَاضِى ও مُضَارِع এর بَحَثْ نَهِى - اَمر ইত্যাদি এবং مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف গুলোর মাত্র একটি করে صِيْغَة বর্ণনা করতঃ تَصْرِيْف কে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এজন্য মুনাশাঈব এর تَصْرِيْف কে صَرْف صَغِيْر বলা হয়। এখানে প্রতিটি بَاب এর صَرْف صَغِيْر বর্ণনা করা হবে।

www.pathagar.com

প্রথম বাব

نَصَرَ يَنْصُرُ

(اَلنَّصْرُ - সাহায্য করা)

এই বাবটির مَاضِى এর عَيْن كَلِمَة তে فَتْحَةُ (যবর) এবং مُضَارِع এর عَيْن كَلِمَة তে ضَمَّة (পেশ) হবে।

ক্রমিক	تَصْرِيْفُ রূপান্তর	تَعَارُفُ পরিচিত
১	نَصَرَ	اَلْمَاضِى لِلمَعْرُوْف একবচন
২	يَنْصُرُ	اَلْمُضَارِع لِلمَعْرُوْف একবচন
৩	نَصْرًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
৪	فَهُوَ نَاصِرٌ	اَسْمُ الْفَاعِل একবচন
৫	وَ نُصِرَ	اَلْمَاضِى لِلمَجْهُوْل একবচন
৬	يُنْصَرُ	اَلْمُضَارِع لِلمَجْهُوْل একবচন
৭	نَصْرًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
৮	فَهُوَ مَنْصُوْرٌ	اِسْمُ الْمَفْعُوْل একবচন
৯	اَلاَمْرُ مِنْهُ اُنْصُرْ	اَلاَمْرُ الْحَاضِرِلِلمَعْرُوْف একবচন
১০	وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاَتَنْصُرْ	اَلنَّهِى الْحَاضِرِلِلمَعْرُوْف একবচন
১১	اَلظَّرْفُ مِنْهُ مَنْصَرٌ	اِسْمُ الظَّرْفُ একবচন
১২	وَالاٰلَةُ مِنْه مِنْصَرٌ	اِسْمُ الاٰلَة لِلصُغْرى একবচন

www.pathagar.com

ক্রমিক	تَصْرِيْفُ রূপান্তর	تَعَارُفُ পরিচিত
১৩	وَمِنْصَرَةٌ	اِسْمُ الاٰلَةِ لِلْوُسْطٰى একবচন
১৪	وَمِنْصَارٌ	اِسْمُ الاٰلَةِ لِلْكُبْرٰى একবচন
১৫	وَتَثْنِيَتُهُمَا مَنْصَرَانِ	اِسْمُ الظَّرْف দ্বিবচন
১৬	وَمِنْصَرَانِ	اِسْمُ الاٰلَةِ لِلصُّغْرٰى দ্বিবচন
১৭	وَمِنْصَرَتَانِ	اِسْمُ الاٰلَةِ لِلْوُسْطٰى দ্বিবচন
১৮	وَمِنْصَارَانِ	اِسْمُ الاٰلَةِ لِلْكُبْرٰى দ্বিবচন
১৯	وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَنَاصِرُ	اِسْمُ الظَّرْف বহুবচন
২০	وَمَنَاصِرُ -	اِسْمُ الاٰلَةِ لِلصُّغْرٰى وَ الْوُسْطٰى বহুবচন
২১	وَمَنَاصِيْرُ	اِسْمُ الاٰلَةِ لِلْكُبْرٰى বহুবচন
২২	وَالتَّفْضِيْلُ مِنْهُ اَنْصَرُ	اِسْمُ التَّفْضِيْل একবচন পুংলিঙ্গ
২৩	وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ نُصْرٰى	اِسْمُ التَّفْضِيْل একবচন স্ত্রীলিঙ্গ
২৪	وَتَثْنِيَتُهُمَا اَنْصَرَانِ	اِسْمُ التَّفْضِيْل দ্বিবচন পুংলিঙ্গ
২৫	وَنُصْرَيَانِ	اِسْمُ التَّفْضِيْل দ্বিবচন স্ত্রীলিঙ্গ
২৬	وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	
২৭	اَنْصَرُوْنَ / اَنَاصِرُ	اِسْمُ التَّفْضِيْل বহুবচন পুংলিঙ্গ
২৮	وَنُصَرٌ / نُصْرَيَاتٌ	اِسْمُ التَّفْضِيْل বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ

www.pathagar.com

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مَصْدَر নিম্নে দেয়া হলো :

اَلْقُعُوْدُ	বসা	اَلْكُفْرُ	অস্বীকার করা
اَلتَّرْكُ	ছেড়ে দেয়া	اَلدِّرَاسَةُ	অধ্যয়ন করা
اَلطَّلَبُ	তালাশ করা	اَلدَّلْكُ	ঘষা, মাজা
اَلْفَسَادُ	বিশৃংখলা করা	اَلْمَكْثُ	অবস্থান করা
اَلْحُكْمُ	বিচার করা	اَلْغَرْزُ	গাঁড়া
اَلنَّقْضُ	ভঙ্গ করা	اَلرُّقُوْدُ	ঘুমানো
اَلنَّظْرُ	দেখা	اَلنَّسْجُ	বুনা
اَلسُّكُوْتُ	চুপ থাকা	اَلسُّقُوْطُ	পড়ে যাওয়া
اَلنَّفْخُ	ফুঁ দেয়া	اَلسَّتْرُ	গোপন করা
اَلنَّشْرُ	প্রসার করা	اَلْحَرْثُ	চাষ করা
اَلْخَلْطُ	মিশানো	اَلْقَتْلُ	হত্যা করা
اَلْبُلُوْغُ	পৌঁছা	اَلْخَلْقُ	সৃষ্টি করা
اَلدُّخُوْلُ	প্রবেশ করা	اَلشُّكْرُ	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
اَلْخُرُوْجُ	বের হওয়া	اَلنَّقْلُ	স্থানান্তর করা
اَلْكِتَابَةُ	লিখা	اَلْعِبَادَةُ	ইবাদত করা

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বাব

ضَرَبَ يَضْرِبُ

(الضرب - প্রহার করা)

এই বাবটির مَاضِي এর عَيْن كَلِمَة তে فَتْحَةٌ (যবর) এবং مُضَارِع এর عَيْن كَلِمَة তে كَسْرَة (যের) হবে।

تَصْرِيْفُ রূপান্তর	تَعَارُفُ পরিচিত
ضَرَبَ	مَاضِي مَعْرُوْف একবচন
يَضْرِبُ	مُضَارِع مَعْرُوْف একবচন
ضَرْبًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ ضَارِبٌ	اِسْمِ فَاعِل একবচন
وَضُرِبَ	مَاضِي مَجْهُوْل একবচন
يُضْرَبُ	مُضَارِع مَجْهُوْل একবচন
ضَرْبًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَمَضْرُوْبٌ	اِسْمِ مَفْعُوْل একবচন
اَلاَمْرُمِنْهُ اِضْرِبْ	اَمْرِحَاضِرمَعْرُوْف একবচন
وَالنَّهْيُ عَنْهُ لاَتَضْرِبْ	نَهِى حَاضِرمَعْرُوْف একবচন
وَالظَّرْفُ مِنْهُ مَضْرِبٌ	اِسْمِ ظَرْف
وَالاٰلَةُ مِنْهُ مِضْرَبٌ	اِسْمِ الَة صُغْراى একবচন
وَمِضْرَبَةٌ	اِسْمِ الَة وُسْطى একবচন
وَمِضْرَابٌ	اِسْمِ الَة كُبْرى একবচন
وَتَثْنِيَتُهُمَا مَضْرِبَان	تَثْنِيَةُ اِسْمِ ظَرْف
وَمِضْرَبَانِ	تَثْنِيَةُ اِسْمِ الَة صُغْرى
وَمِضْرَبَتَانِ	تَثْنِيَةُ اِسْمِ الَة وُسْطى
وَمِضْرَابَانِ	تَثْنِيَةُ اِسْمِ الَة كُبْرى

www.pathagar.com

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিত
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَضَارِبُ	جَمع اسمِ ظَرف
وَمَضَارِبُ	جَمَعْ اسمِ اٰلَةْ صُغْرى
وَمَضَارِيْبُ	جَمَعْ اسْمِ اٰلَةْ وُسْطى وَكُبْرى
وَالتَّفْضِيْلُ مِنْهُ اَضْرَبُ	اِسْمِ تَفْضِيْل وَاحِد مُذَكَّر
وَالْمُؤَنَّث مِنْهُ ضُرْبى	اِسْمِ تَفْضِيْل وَاحِد مُؤَنَّث
وَتَثْنِيَتُهُمَا اَضْرَبَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْل تَثْنِيَة مُذَكَّر
وَضُرْبَيَانِ	" " " مُؤَنَّث
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	—
اَضْرَبُوْنَ / اَضَارِبُ	" " جَمع مُذَكَّر
وَضُرَبٌ / ضُرْبَيَاتٌ	" " " مُؤَنَّث

উক্ত বাব-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مَصْدَر নিম্নে দেয়া হলো :

اَلْغَسْلُ	ধৌত করা	اَلْجُلُوْسُ	বসা
اَلْمَعْرِفَةُ	চেনা/জানা	اَلرُّجُوْعُ	ফিরে আসা
اَلْعَرْضُ	পেশ করা	اَلْكَشْفُ	খোলা
اَلْحَذْفُ	বিলুপ্ত করা	اَلسَّرِقَةُ	চুরি করা
اَلْمَغْفِرَةُ	ক্ষমা করা	اَلْحَملُ	বহন করা
اَلْخَتْمُ	শেষ করা	اَلْفَصْلُ	পৃথক করা, আলাদা করা
اَلظُّلْمُ	অত্যাচার করা	اَلْغَدْرُ	ওয়াদা ভঙ্গ করা
اَلْغَرْسُ	রোপন করা	اَلْكَسْبُ	আয় করা
اَلْقَصْدُ	ইচ্ছা করা	اَلصَّبْرُ	ধৈর্য ধারণ করা
اَلْغَلَبُ	জয় লাভ করা	اَلْهَلَاكُ	ধ্বংস হওয়া
اَلْكِذْبُ	মিথ্যা বলা	اَلنُّزُوْلُ	অবতরণ হওয়া
اَلْكَسْرُ	ভাঙ্গা	اَلرَّبْطُ	বাঁধা

www.pathagar.com

তৃতীয় বাব

سَمِعَ يَسْمَعُ

(اَلسَّمْعُ - শ্রবণ করা)

এই বাবটির مَاضِى-এর كَلِمَة عَيْن তে যের এবং مُضَارِع এর عَيْن كَلِمَة তে فَتْحَة (যবর) হবে।

تَصْرِيْفُ রূপান্তর	تَعَارُف পরিচিতি
سَمِعَ	مَاضِى مَعْرُوْف একবচন
يَسْمَعُ	مُضَارِع مَعْرُوْف "
سَمْعًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ سَامِعٌ	اِسْمِ فَاعِل একবচন
وَسُمِعَ	مَاضِى مَجْهُوْل
يُسْمَعُ	مُضَارِع مَجْهُوْل "
سَمْعًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مَسْمُوْعٌ	مَفْعُوْل একবচন
اَلاَمْرُ مِنْهُ اِسْمَعْ	اَمْرِحَاضِرمَعْرُوْف একবচন
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاَتَسْمَعْ	نَهِى حَاضِرمَعْرُوْف "
وَالظَّرْفُ مِنْهُ مَسْمَعٌ	اِسْمِ ظَرْف "
وَالاٰلَةُ مِنْهُ مِسْمَعٌ	اِسْمِ اٰلَة صُغْرى "
مِسْمَعَةٌ	اِسْمِ اٰلَة وُسْطى
وَمِسْمَاعٌ	اِسْمِ اٰلَة كُبْرى
وَتَثْنِيَتُهُمَا مَسْمَعَانِ	تَثْنِيَةُ اِسْمِ ظَرْف
وَمِسْمَعَانِ	تَثْنِيَةُ اِسْمِ اٰلَة صُغْرى
وَمِسْمَعَتَانِ	تَثْنِيَةُ اِسْمِ اٰلَة وُسْطى
	" " " كُبْرى

www.pathagar.com

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَسَامِعُ	جَمْعَ اِسْمِ ظَرْف
وَ مَسَامِعُ	جَمْعَ اِسْمِ اٰلَة صُغْرى وَوُسْطى
وَمَسَامِيْعُ	جَمْع اِسْمِ اٰلَة وَكُبْرى
وَالتَّفْضِيْلُ مِنْهُ اَسْمَعُ	اِسْمِ تَفْضِيْلُ وَاحِد مُذَكَّر
وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ سُمْعى	مُؤَنَّث " " "
وَتَثْنِيَتُهُمَا اَسْمَعَانِ	تَثْنِيَة مُذَكَّر " "
وَسُمْعَيَانِ	مُؤَنَّث " " "
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	———
اَسْمَعُوْنَ / اَسَامِعُ	جَمع مُذَكَّر " "
وَسُمَعُ / سُمْعَيَاتٌ	مُؤَنَّث " " "

উক্ত বাব থেকে ব্যবহৃত কয়েকটি مَصْدَر নিম্নে দেয়া হলো :

اَلْعِلْمُ	জানা	اَلْحُزْنُ	দুঃখিত হওয়া
اَلْحِفْظُ	মুখস্ত করা	اَلسَّلَامَةُ	নিরাপদ হওয়া
اَلْجَهْلُ	অজ্ঞ থাকা	اَلشُّرْبُ	পান করা
اَلْحَمْدُ	প্রশংসা করা	اَلْعَطْشُ	পিপাসা অনুভব করা
اَلْفَهْمُ	বুঝা	اَلْجَهْرُ	স্পষ্ট করে বলা
اَلْغَضَبُ	রাগান্বিত হওয়া	اَلرُّكُوْبُ	চড়া/ আরোহণ করা
اَلشَّهَادَةُ	সাক্ষ্য দেয়া	اَللُّبْسُ	পরিধান করা
اَلْبُخْلُ	কৃপণতা করা	اَلضِّحْكُ	হাসা
اَلْفَرْحُ	খুশী হওয়া	اَلْكَرَاهَةُ	অপছন্দ করা

বিঃদ্রঃ এ সমস্ত مَصْدَر গুলো উক্ত রূপান্তর পদ্ধতি অনুযায়ী রূপান্তর করতে হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ বাব

فَتَحَ يَفْتَحُ

(اَلْفَتْحُ - খোলা, উন্মুক্ত করা)

এই বাবটির مَاضِى ও مُضَارِعْ এর উভয়ের عَيْن كَلِمَة তে যবর হবে এবং এই বাবটির একটি বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য হলো এর عَيْن كَلِمَة সর্বদা حَرْف حَلْقِى বা কণ্ঠ বর্ণের যে কোন একটি বর্ণ হবে। কণ্ঠ বর্ণ ছয়টি। যথা - خ-غ-ح-ع-ه-ء

تَصْرِيْفُ রূপান্তর	تَعَارُف পরিচিতি
فَتَحَ	مَاضِى مَعْرُوْفُ একবচন
يَفْتَحُ	مُضَارِعْ مَعْرُوْف একবচন
فَتْحًا	مَصْدَرْ ক্রিয়ামূল
فَهُوَ فَاتِحٌ	اِسْمِ فَاعِلْ একবচন
وَ فُتِحَ	مَاضِى مَجْهُوْل একবচন
يُفْتَحُ	مُضَارِعْ مَجْهُوْل "
فَتْحًا	مَصْدَرْ ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مَفْتُوْحٌ	اِسْمِ مَفْعُوْل একবচন
اَلاَمْرُمِنْهُ اِفْتَحْ	اَمَرْ حَاضِرْ مَعْرُوف "
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاَتَفْتَحْ	نَهِى حَاضِرْ مَعْرُوْف "
وَالظَّرْفُ مِنْهُ مَفْتَحٌ	اِسْمِ ظَرْف "
وَالاٰلَةُ مِنْهُ مِفتَحٌ	اِسْمِ اٰلَة صغرى "
مِفْتَحَةٌ	اِسمِ اٰلَة وُسْطى একবচন
وَمِفْتَاحٌ	اِسمِ اٰلَة كُبْرى একবচন
وَتَثْنِيَتُهُمَا مَفْتَحَانِ	تَثْنِيَة اِسمِ ظَرْف
وَمِفْتَحَانِ	تَثْنِيَة اِسْمِ اٰلَة صُغْرى
وَمِفْتَحَتَانِ	تَثْنِيَة اِسْمِ اٰلَة وُسْطى

www.pathagar.com

تَصْرِيْفُ রূপান্তর	تَعَارُفُ পরিচিতি
وَ مِفْتَاحَانِ	تَثْنِيَة اسْمِ الَة كُبْرى
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَفَاتِحُ	جَمع اسْمِ ظَرْف
وَمَفَاتِحُ	جَمع اسْمِ الَة صُغْرى
وَمَفَاتِيْحُ	جَمع اسْمِ الَة وُسْطى وكُبْرى
وَالتَّفْضِيْلُ مِنْهُ اَفْتَحُ	اسْمِ تَفْضِيْلُ وَاحِد مُذَكَّر
وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ فُتْحى	اسْمِ تَفْضِيْلُ وَاحِد مُؤَنَّث
وَتَثْنِيَتُهُمَا اَفْتَحَانِ	اسْمِ تَفْضِيْلُ تَثْنِيَة مُذَكَّر
وَفُتْحَيَانِ	اسْمِ تَفْضِيْلُ تَثْنِيَة مُؤَنَّث
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	—
اَفْتَحُوْنَ - اَفَاتِحُ	اسْمِ تَفْضِيْلُ جَمع مُذَكَّر
وَفُتَحُ - فُتْحَيَاتُ	اسْمِ تَفْضِيْلُ جَمع مُؤَنَّث

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত কিছু مَصْدَر নিম্নে দেয়া হলো :

اَلذَّهَابُ	গমন করা	اَلرَّفْعُ	উঠানো
اَلسُّؤَالُ	প্রশ্ন করা	اَلدَّفْعُ	দূর করা
اَلْقِرَاءَةُ	পড়া	اَلطَّبْخُ	পাক করা
اَلْمَنْعُ	বাধা দেয়া	اَلرَّهْنُ	বন্ধক রাখা
اَلْجَرْحُ	আঘাত করা	اَلنَّجَاحُ	কৃতকার্য হওয়া
اَلزَّرْعُ	চাষ করা	اَللَّعْنُ	অভিশাপ দেয়া
اَلْقَطْعُ	কাটা	اَلْبَدْءُ	শুরু করা/ শুরু হওয়া
اَلصَّبْغُ	রং করা	اَلْجَعْلُ	করা / বানানো
اَلظُّهُوْرُ	প্রকাশ করা	اَلْمَضْغُ	চিবানো
اَلْمَنْحُ	দান করা	اَلصَّرْخَةُ	চিৎকার দেয়া
اَلْمَدْحُ	প্রশংসা করা	اَلنُّصْحُ	উপদেশ দেয়া
اَلْجُحُوْدُ	অস্বীকার করা	اَلسَّلْخُ	চামড়া খসান

www.pathagar.com

পঞ্চম বাব

كَـرُمَ يَـــكْــرُمُ

(الكرامـة - সম্মানিত হওয়া)

এই বাবটির مَاضِى ও مُضَارِع এর উভয়ের عَيْن كَلِمَة তে পেশ হবে এবং এই বাবটির বিশেষত্ব হলো অর্থগত দিক থেকে এটি خُلُقٌ বা চরিত্র এবং طَبَاعٌ বা অভ্যাস বিষয়ক অর্থে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ দিবে। উল্লেখ্য এই بَاب টি فِعْل لاَزِم - তাই এই বাব থেকে اِسْم مَفْعُوْل ও مَجْهُوْل এর কোন ছীগা ব্যবহৃত হবে না।

পরিচিত تَعَارُفُ	রূপান্তর تَصْرِيْفُ
একবচন مَاضِى مَعْرُوْف	كَرُمَ
একবচন مُضَارِع مَعْرُوْف	يَكْرُمُ
ক্রিয়ামূল مَصْدَر	كَرَمًاوَكَرَامَةً
একবচন اِسْم فَاعِل	فَهُوَ كَرِيْمٌ
একবচন اَمَرْحَاضِرمَعْرُوْف	اَلاَمْرُمِنْهُ اُكْرُمْ
একবচন نَهِى حَاضِرمَعْرُوْف	وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاَتَكْرُمْ
একবচন اِسْم ظَرْف	وَالظَّرْف مِنْهُ مَكْرَمٌ
একবচন اِسْم الَة صُغْرى	وَالاَلَةُ مِنْهُ مِكْرَمٌ
একবচন اِسْم الَة وُسْطى	مِكْرَمَةٌ
একবচন اِسْم الَة كُبْرى	وَمِكْرَامٌ
দ্বিবচন تَثْنِيَة ظَرْف	وَتَثْنِيَتُهُمَا مَكْرَمَانِ
দ্বিবচন تَثْنِيَة اِسْم الَة صُغْرى	وَمِكْرَمَانِ

www.pathagar.com

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিত
وَ مَكْرَمَتَانِ	تَثْنِيَةُ اسْمِ الَةِ وُسْطى
وَمَكْرَامَانِ	كُبْرى " " "
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَكَارِمُ	جَمع اِسْمِ ظَرْف
مَكَارِمُ	جَمع اِسْمِ الَةِ صغرى
مَكَارِيْمُ	وُسْطى وكُبْرى " " "
اَلتَّفْضِيْلُ مِنْهُ اَكْرَمُ	اَسْمِ تَفْضِيْلُ وَاحِدِ مُذَكَّر
وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ كُرْمى	مُؤَنَّث " " "
وَتَّثْنِيَتُهُمَا اَكْرَمَانِ	تَثْنِيَة مُذَكَّر " "
وَ كُرْمَيَانِ	مُؤَنَّث " " "
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	——
اَكْرَمُوْنَ–اَكَارِمُ	جَمع مُذَكَّر " "
وَكُرَمُ – كُرْمَيَاتٌ	مُؤَنَّث " " "

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত কিছু مَصْدَر নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

اَللُّطْفُ	সূক্ষ্ম হওয়া	اَلْقِصَارُ	খাট হওয়া
اَلْكَثْرَةُ	অধিক হওয়া	اَلْبُعْدُ	দূরবর্তী হওয়া
اَلْحَسَنُ	সুন্দর হওয়া	اَلْقُرْبُ	নিকটবর্তী হওয়া
اَلطُّهْرُ	পবিত্র হওয়া	اَلشَّرَافَةُ	ভদ্র হওয়া
اَلعَظْمُ	শ্রেষ্ঠ হওয়া	اَلْبَصَارَةَ	দূর দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া
اَلكِبَرُ	বড় হওয়া	اَلصُّعُوْبَةُ	কঠিন হওয়া

উক্ত بَاب এর সকল মাছদারই فِعْل، لاَزِم হবে।

www.pathagar.com

اَبْــوَابُ الثُّــلاَثــِى لِلْمُـجَــرَّدِ الشَّـــاذ

কম প্রচলিত মূল তিন অক্ষর বিশিষ্ট বাবসমূহ

صَرْفِ এর ৩টি বাবের شَاذ এর ৩টি বাব। নিম্নে اَلثُّلاَثِـى لِلْمُجَرَّدِ الشَّاذ صَغِـيْر বা রূপান্তর পদ্ধতি তুলে ধরা হলো।

প্রথম বাব

حَسِبَ يَحْسِبُ

(اَلْحِسْبَان - ধারণা করা)

এই বাবটির مَاضِى ও مُضَارِع এর উভয়ের আঈন কালেমাতে كَسْرَةٌ (যের) হবে।

تَعَارُفٌ পরিচিতি	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
مَاضِى مَعْرُوْف একবচন	حَسِبَ
مُضَارِع مَعْرُوْف একবচন	يَحْسِبُ
مَصْدَر ক্রিয়ামূল	حَسْبًا وَحُسْبَانًا
اِسْمِ فَاعِل একবচন	فَهُوَ حَاسِبٌ
مَاضِى مَجْهُوْل একবচন	وَحُسِبَ
مُضَارِع مَجْهُوْل একবচন	يُحْسَبُ
مَصْدَر ক্রিয়ামূল	حَسْبًا وَحُسْبَانًا
اِسْمِ مَفْعُوْل একবচন	فَهُوَ مَحْسُوْبٌ
اَمَرْحَاضِر مَعْرُوْف একবচন	اَلاَمْرُ مِنْهُ اِحْسِبْ
نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف একবচন	وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاَ تَحْسِبْ
اِسْمِ ظَرْف একবচন	وَالظَّرْفُ مِنْهُ مَحْسِبٌ
اِسْمِ اٰلَة صُغْرى একবচন	وَالاٰلَةُ مِنْهُ مِحْسَبٌ
اِسْمِ اٰلَة وُسْطى একবচন	وَمِحْسَبَةٌ

www.pathagar.com

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
وَمَحْسَابٌ	اسْمِ الَةِ كُبْرى একবচন
وَتَثْنِيَتُهُمَا مَحْسَبَانِ	تَثْنِيَةُ اسْمِ ظَرْف
وَ مِحْسَبَانِ	تَثْنِيَةَ اسْمِ الَةِ صُغْرى
وَ مِحْسَبَتَانْ	تَثْنِيَةَ اسْمِ الَةِ وُسْطى
وَ مِحْسَابَانِ	تَثْنِيَةَ اسْمِ الَةِ كُبْرى
وَالجَمْعُ مِنْهُمَا مَحَاسِبُ	جَمع اِسْمِ ظَرْف
وَ مَحَاسِبُ	جَمع اِسْمِ الَةِ صُغْرى
وَ مَحَاسِيْبُ	جَمع اِسْمِ الَةِ وُسْطى وكُبْرى
اَفْعَلُ التَّفْضِيْلُ مِنْهُ اَحْسَبُ	اِسْمِ تَفْضِيْلُ وَاحِدِ مُذَكَّر
وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ حُسْبى	اسْمِ تَفْضِيْلُ وَاحِد مُؤَنَّث
وَتَثْنِيَتُهُمَا اَحْسَبَانِ	اِسْمِ تَفْضِيْلُ تَثْنِيَة مُذَكَّر
وَحُسْبَيَانِ	اسْمِ تَفْضِيْلُ تَثْنِيَة مُؤَنَّث
وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا	—
اَحْسَبُوْنَ – اَحَاسِبُ	اِسْمِ تَفْضِيْلُ جَمَعْ مُذَكَّر
وَ حُسَبُ – حُسْبَيَاتُ	اِسْمِ تَفْضِيْلُ جَمع مُؤَنَّث

উক্ত বাবটি شَاذ বা কম ব্যবহৃত ওযনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়াও বাবটির মাছদার সংখ্যা একেবারেই কম। উক্ত বাব থেকে ব্যবহৃত ছহীহ مَصْدَر হলো اَلْحَسْبُ وَالْحِسْبَانُ (গণনা করা) এবং اَلنَّعْمُ وَالنِّعْمَةُ সুখী হওয়া। এই দুটি ওযন ছাড়া উক্ত বাবের অন্য কোন ছহীহ ওযন পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বাব

فَضَلَ يَفْضُلُ

(অতিরিক্ত হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, সেরা হওয়া, গুণ, মর্যাদা ইত্যাদি)

এই বাবটির مَاضِى এর আঈন কালেমাতে যের এবং مُضَارِع এর আঈন কালোমাতে পেশ হবে।

উল্লেখ্য, এই বাবটির ওযনে ব্যবহৃত মাছদার সংখ্যা একেবারেই কম থাকায় এর কোন صَرْف صَغِيْر বর্ণনা করা হল না। মূল মাছদারসহ এই বাবটির ছহীহ মাছদার দু'টি। যথা-

১. اَلْفَضْلُ অতিরিক্ত হওয়া ২. اَلْحُضُوْرُ উপস্থিত হওয়া।

তৃতীয় বাব

كَادَ يَكَادُ

(চাওয়া, নিকবর্তী হওয়া)

شَاذ এর সর্বশেষ ওযন হলো উক্ত বাবটি। এটির مَاضِى এর عَيْن কালেমাতে পেশ এবং مُضَارِع এর عَيْن كَلِمَة তে যবর হবে।

বিঃ দ্রঃ যে সকল مَاضِى এর আঈন কালেমা পেশ বিশিষ্ট হবে তার مُضَارِع এর আঈন কলেমাও পেশ বিশিষ্ট হবে। কেবল মাত্র এই বাবটি তার বিপরীত হবে। كَادَ মূলতঃ كَوُدَ ছিল। وَاو এর পেশ পড়তে কঠিন হওয়ায় পেশকে লোপ করে وَاو কে اَلِفْ দ্বারা বদল করে كَادَ করা হয়েছে আর يَكَادُ মূলে يَكْوَدُ ছিল। وَاو এর পূর্বাক্ষর হরফে ছহীহ সাকীন হওয়ায় وَاو এর যবরকে ك এ দেয়া হয়েছে। এখন وَاو এর ডানের অক্ষর যবর যুক্ত হওয়ায় وَاو কে اَلِفْ দ্বারা বদল করে يَكَادُ করা হয়েছে।

উক্ত ওযনে আর কোন مَصْدَر না থাকায়, বাবটির صَرْف صَغِيْر উল্লেখ করা হল না।

উল্লেখ্য شَاذ এর বাবসমূহের ব্যবহার কম বশতঃ বিশেষ গুরুত্বহীনতার কারণে صَرْف صَغِيْر বর্ণনা করা হয়নি। তবে এ জন্যে মাদ্রাসাতে পঠিত "মীযান ও মুনশাঈব" বইটি দেখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

اَبْوَابُ اَلثُّلَاثِى الْمَزِيْد فِيْه

মূল তিন অক্ষরের সাথে অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত বাবসমূহ

اَلثُّلَاثِى الْمَزِيْد فِيْه এর বাবগুলো তিনভাগে বিভক্ত। যথা-

১. মূল তিন অক্ষরের সাথে এক অক্ষর বৃদ্ধি। যথা خَرَجَ থেকে اَخْرَجَ

২. মূল তিন অক্ষরের সাথে দু' অক্ষর বৃদ্ধি করা। যথা-فَطَرَ থেকে اِنْفَطَرَ

৩. মূল তিন হরফের সাথে তিন হরফ বৃদ্ধি করা। যথা- نَصَرَ থেকে اِسْتَنْصَرَ উল্লেখ্য, اَلثُّلَاثِى الْمَزِيْد فِيْه এর বাব সংখ্যা মোট ১৪টি। এই ১৪টি বাবকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

১. اَبْوَابُ الثُّلَاثِى الْمَزِيْد فِيْه بِغَيْرِ هَمْزَةِ الْوَصَل অর্থাৎ هَمْزَةِ الْوَصَل বিহীন মূল তিন অক্ষরের সাথে অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত বাবসমূহ। এ ধরনের বাব সংখ্যা ৫টি।

২. اَبْوَابُ الثُّلَاثِى الْمَزِيْد فِيْه مع هَمْزَةِ الْوَصَل অর্থাৎ هَمْزَه الْوَصَل সহ অতিরিক্ত হরফ যুক্ত তিন হরফ বিশিষ্ট বাবসমূহ মোট ৯টি।

■ هَمْزَةِ الْوَصَل বিহীন মূল তিন অক্ষরের সাথে অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত বাবসমূহ :

ক্রম	اَلْمَوْزُوْنُ بِه	اَلْمَوْزُوْنُ	اَلْمَاضِى وَالْمُضَارِع	অর্থ	اَلْمَادَّةُ
১	اِفْعَالٌ	اِكْرَامٌ	اَكْرَمَ - يُكْرِمُ	সম্মান করা	ك+ر+م
২	تَفْعِيْلٌ	تَصْرِيْفٌ	صَرَّفَ - يُصَرِّفُ	রূপান্তর করা	ص+ر+ف
৩	تَفَعُّلٌ	تَقَبُّلٌ	تَقَبَّلَ - يَتَقَبَّلُ	গ্রহণ করা	ق+ب+ل
৪	مُفَاعَلَةٌ	مُقَاتَلَةٌ	قَاتَلَ - يُقَاتِلُ	পরস্পর লড়াই করা	ق+ت+ل
৫	تَفَاعُلٌ	تَقَابُلٌ	تَقَابَلَ - يَتَقَابَلُ	পরস্পর সম্মুখীন হওয়া	ق+ب+ل

উল্লেখ্য, ছকে ব্যবহৃত مَوْزُوْنٌ بِه সমূহ বাবের নাম হিসেবে পরিগণিত হবে।

www.pathagar.com

প্রথম বাব

اِفْـعَـالٌ

বিঃ দ্রঃ اَلْهَمْزَة প্রথমতঃ দুই প্রকার। যথা- ১. اَلْهَمْزَةُ الْاَصْلِيَّةُ
২. اَلْهَمْزَةُ الزَّائِدَةُ

** اَلْهَمْزَةُ الْاَصْلِيَّةُ : মূল শব্দে ব্যবহৃত বা مادة এর হামযাকে বলে। যেমন- رَأْسٌ – سَأَلَ – قَرَأَ ইত্যাদি

** اَلْهَمْزَةُ الزَّائِدَةُ : যা مادة এর অন্তর্গত নয় তাকে اَلْهَمْزَةُ الزَّائِدَةُ বলে। اَلْهَمْزَةُ الزَّائِدَةُ আবার দুই প্রকার।
যথা– اَلْهَمْزَةُ الْقَطْعِيَّةُ - اَلْهَمْزَةُ الْوَصْلِيَّةُ।

** اَلْهَمْزَةُ الْوَصْلِيَّةُ যা শব্দের মূল ওযনের জন্য আসে না, বরং কোন সাকিন অক্ষরকে পড়তে সহায়তা করার জন্য আসে।
যেমন- اُمْرُ এভাবে اَلْهَمْزَةُ الْوَصْلِيَّةُ যুক্ত নয়টি বাবের হামযাও اَلْهَمْزَةُ الْوَصْلِيَّةُ তাছাড়া এ হামযাহ শব্দ বা বাক্যের প্রথমে আসলে উচ্চারিত হয় কিন্তু মাঝখানে হলে পড়া হয় না। যেমন اِفْعَلْ। কে পড়তে হবে فَافْعَلْ – اِسْتَنْصَرَ কে فَاسْتَنْصَرَ ইত্যাদি।

** اَلْهَمْزَةُ الْقَطْعِيَّةُ : এটি এমন হামযাহ যা বাক্যের যে স্থানেই আসুক না কেন অর্থাৎ চাই বাক্যের প্রথমে আসুক বা মধ্যখানে আসুক তা উচ্চারিত হবেই। যেমন- اَكْرَمَ কে পড়তে হবে فَاَكْرَمَ - এ হিসেবে بَابِ اِفْعَال এর হামযাহটি هَمْزَةٌ قَطْعِيَّةٌ.

উল্লেখ্য, بَابِ اِفْعَال এর ৮টি خَاصة (বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব) রয়েছে। যথা-

১. تَعْدِيَةٌ (সকর্মকীকরণ) অর্থাৎ فِعْل لاَزِم কে فِعْل مُتَعَدِّى করা।
যেমন خَرَجَ (بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ) সে বের হল। এর থেকে اَخْرَجْتُهُ (بَابِ اِفْعَال) আমি তাকে বের করলাম। نَزَلَ সে অবতরণ করল। اَنْزَلْتُهُ আমি তাকে অবতরণ করালাম। এখানে দু'টি উদাহরণের প্রথম ছীগা দু'টি لاَزِم বা অকর্মক ছিল, তাদেরকে مُتَعَدِّى বা সকর্মক করতে بَابِ اِفْعَال হতে ব্যবহার করা হয়েছে।

www.pathagar.com

২. سَلَبٌ অর্থাৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ দূরীভূত করা। যেমন- شَكَى সে অভিযোগ করল। اَشْكَى (بَابِ افْعَال থেকে) সে অভিযোগ দূর করল।

৩. কোন স্থানে বা কোন কালে পৌছা। যেমন- اَصْبَحَ সে সকালে পৌছল, اَعْرَقَ সে ইরাক পৌছল।

৪. কোন কিছুর যোগ্য হওয়া। যেমন- اَلَامَ সে তিরস্কারের যোগ্য হল।

৫. মাছদারের অর্থ প্রদান করা। যেমন- اَقْبَرَهُ সে তাকে কবরে স্থান দিল।

৬. কোন কিছুর মালিক হওয়া। যেমন- اَلْبَنَ সে দুধের মালিক হল। اَتْمَرَ সে খেজুরের মালিক হল।

৭. কাউকে কোন গুণসম্পন্ন হিসেবে পাওয়া। যেমন- اَحْمَدْتُهُ আমি তাকে প্রশংসিত পেলাম।

৮. اَلثُّلَاثِى الْمُجَرَّد এর মধ্যে শব্দের এক অর্থ কিন্তু اَلثُّلَاثِى الْمَزِيْد এর মধ্যে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হওয়া। যেমন- اَشْفَقَ সে ভয় পেল। اَلثُّلَاثِى الْمُجَرَّد এ শব্দটির অর্থ সে দয়া করলো।

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
اَكْرَمَ	مَاضِى مَعْرُوْف একবচন
يُكْرِمُ	مُضَارِع مَعْرُوْف "
اِكْرَامًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُكْرِمٌ	اِسْمِ فَاعِل একবচন
وَاُكْرِمَ	مَاضِى مَجْهُوْل একবচন
يُكْرَمُ	مُضَارِع مَجْهُوْل একবচন
اِكْرَامًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُكْرَمٌ	اسم مَفْعُوْل একবচন
اَلامْرُمِنْهُ اَكْرِمْ	اَمْرْ حَاضِر مَعْرُوْف একবচন
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتُكْرِمْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف একবচন

www.pathagar.com

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত কিছু مَصْدَر নিম্নে দেয়া হলো :

اَلْإِذْهَابُ	দূর করে দেয়া	اَلْإِرْسَالُ	প্রেরণ করা
اَلْإِعْلَانُ	ঘোষণা দেয়া	اَلْإِطْعَامُ	খাওয়ানো
اَلْإِكْمَالُ	পরিপূর্ণ করা	اَلْإِمْسَاكُ	বিরত থাকা
اَلْإِفْلَاحُ	সফলকাম হওয়া	اَلْإِحْدَاثُ	সৃষ্টি করা
اَلْإِظْهَارُ	প্রকাশ করা	اَلْإِنْعَامُ	পুরস্কৃত করা
اَلْإِحْضَارُ	উপস্থিত করা	اَلْإِسْلَامُ	ইসলাম গ্রহণ করা
اَلْإِخْبَارُ	সংবাদ দেয়া	اَلْإِظْلَامُ	অন্ধকার হয়ে যাওয়া
اَلْإِنْزَالُ	অবতীর্ণ করা	اَلْإِعْرَاضُ	বিরত থাকা, মুখ ফিরানো
اَلْإِغْلَاقُ	বন্ধ করা	اَلْإِنْبَاتُ	উৎপাদন করা
اَلْإِحْرَاقُ	জ্বালানো	اَلْإِرْشَادُ	পথ প্রদর্শন করা
اَلْإِعْلَامُ	জানিয়ে দেয়া	اَلْإِنْذَارُ	সাবধান করা
اَلْإِكْرَامُ	সম্মান করা	اَلْإِدْرَاكُ	পাওয়া, জানা
اَلْإِبْصَارُ	দেখা		
اَلْإِهْلَاكُ	ধ্বংস করা		

■ اِسْمُ الظَّرْف – اِسْمُ الاٰلَه ও اِسْمُ التَّفْضِيْل এর গঠন প্রণালী بَاب اَلثُّلَاثِي الْمُجَرَّد এর بَاب সমূহ থেকে ভিন্ন ধরনের হওয়ায় رُبَاعِى এবং اَلثُّلَاثِي الْمَزِيْد فِيْه এর بَاب সমূহে উল্লিখিত ওযনের কোন صَرْف صَغِيْر উল্লেখ করা হয়নি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বাব
تَـفْـعِـيْـلُ

এই বাবের সাধারণ লক্ষণ হলো, এর مَصْدَر এর শুরুতে ت এবং আঈন কালেমার পরে ى বর্ধিত হওয়া। কিন্তু فعل গঠনের সময় ى ও ت থাকবে না এবং এ ক্ষেত্রে فعل এর আঈন কালেমা تَشْدِيْد বিশিষ্ট হবে।

* بَاب تَفعِيْل এর خَاصَة বা বিশেষত্ব ৬টি যথা :

১. تَعْدِيَةٌ (সকর্মকীকরণ) অর্থাৎ اَلْفِعْلُ اللَّازِم কে اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّى করা। যেমন- خَرَجَ সে বের হল। خَرَّجْتُهُ (بَاب تَفعِيْل থেকে) আমি তাকে বের করলাম। এখানে خَرَجَ টি اَلْفِعْلُ اَللَّازِم ছিল, بَاب تَفْعِيْل থেকে তাকে خَرَّجْتُهُ করে اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّى করা হয়েছে।

২. مُبَالَغَةٌ অর্থাৎ আধিক্য বর্ণনা করা। যেমন - قَطَّعْتُهُ আমি তাকে খণ্ড বিখণ্ড করলাম।

৩. سَلَبَ অর্থাৎ শব্দের মূল অর্থ সম্পূর্ণ দূর করা। যেমন قَذِيَتْ عَيْنُهُ তার চোখে ধূলিকণা প্রবেশ করেছে, আর بَابِ تَفْعِيْل থেকে হবে قَذَّيْتُ عَيْنَهُ আমি তার চোখ থেকে ধূলিকণা বের করলাম।

৪. نِسْبَةَ অর্থাৎ কোন বস্তু অথবা ব্যক্তিকে অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি সম্পর্কিত করা। যেমন- فَسَّقْتُهُ আমি তাকে ফাসেক বললাম। كَفَّرْتُهُ আমি তাকে কাফের বললাম। এখানে فِسْق এবং كُفْر কে ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

৫. دُعَا (আশীর্বাদ) প্রকাশ করা। যেমন- حَيَّيْتُهُ এর শাব্দিক অর্থ আমি তাকে জীবিত রাখলাম কিন্তু এখানে অর্থ হবে حَيَّاكَ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন। سَقَّيْتُهُ এর শাব্দিক অর্থ আমি তাকে তৃপ্তিদান করলাম। কিন্তু এখানে অর্থ হবে سَقَاكَ اللّٰهُ আল্লাহ তাকে তৃপ্তিদান করুন।

৬. اَلثُّلَاثِى الْمُجَرَّد এর মধ্যে এক অর্থ আর اَلثُّلَاثِى الْمَزِيْد এর মধ্যে অন্য অর্থ প্রকাশ করা। যেমন- كَلَمْتُهُ اَلثُّلَاثِى الْمُجَرَّد থেকে অর্থ- আমি তাকে জখম করলাম। আর اَلثُّلَاثِى الْمَزِيْد অর্থাৎ بَاب تَفْعِيْل থেকে كَلَّمْتُهُ অর্থ আমি তার সাথে কথা বললাম।

www.pathagar.com

بَاب تَفْعِيل এর صَرْف صَغِيْر নিম্নরূপ :

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
صَرَّفَ	مَاضِى مَعْرُوْف
يُصَرِّفُ	مُضَارِع مَعْرُوْف
تَصْرِيْفًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُصَرِّفٌ	اسم فَاعِل একবচন
وَصُرِّفَ	مَاضِى مَجْهُوْل একবচন
يُصَرَّفُ	مُضَارِع مَجْهُوْل একবচন
تَصْرِيْفًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُصَرَّفٌ	اِسْم مَفْعُوْل একবচন
اَلْاَمْرُ مِنْهُ صَرِّفْ	اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف একবচন
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتُصَرِّفْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف একবচন

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত مَصْدَر সমূহ নিম্নে দেয়া হলো :

اَلتَّصْرِيْفُ	পরিবর্তন করা	اَلتَّقْسِيْمُ	বণ্টন করা
اَلتَّرْجِيْحُ	প্রাধান্য দেয়া	اَلتَّنْبِيْهُ	সতর্ক করা
اَلتَّطْهِيْرُ	পবিত্র করা	اَلتَّقْبِيْلُ	চুমু দেয়া
اَلتَّحْرِيْكُ	নাড়া দেয়া	اَلتَّصْدِيْقُ	সত্যায়িত করা
اَلتَّمْلِيْكُ	মালিক বানানো	اَلتَّكْذِيْبُ	মিথ্যারোপ করা
اَلتَّفْهِيْمُ	বুঝানো	اَلتَّعْظِيْمُ	সম্মান করা

www.pathagar.com

اَلتَّكْرِيْمُ	সম্মান করা	اَلتَّصْحِيْحُ	শুদ্ধ করা
اَلتَّعْذِيْبُ	শাস্তি দেয়া	اَلتَّرْغِيْبُ	উৎসাহ প্রদান করা
اَلتَّبْدِيْلُ	পরিবর্তন করা	اَلتَّحْرِيْمُ	হারাম করে দেয়া
اَلتَّكْمِيْلُ	পরিপূর্ণ করা	اَلتَّكْبِيْرُ	বড়ত্ব বর্ণনা করা
اَلتَّعْلِيْمُ	শিক্ষা দেয়া	اَلتَّقْدِيْمُ	পেশ করা, এগিয়ে দেয়া
اَلتَّدْرِيْسُ	শিক্ষা দেয়া	اَلتَّفْضِيْلُ	অগ্রাধিকার দেয়া
اَلتَّسْلِيْمُ	সালাম দেয়া	اَلتَّسْهِيْلُ	সহজ করা
اَلتَّشْجِيْعُ	উৎসাহ দেয়া	اَلتَّسْبِيْحُ	পবিত্রতা বর্ণনা করা
اَلتَّحْدِيْثُ	বর্ণনা করা	اَلتَّكْفِيْرُ	কাফ্ফারা দেয়া
اَلتَّبْشِيْرُ	সুসংবাদ দেয়া	اَلتَّمْرِيْنُ	অনুশীলন করা
اَلتَّبْلِيْغُ	পৌঁছিয়ে দেয়া	اَلتَّنْوِيْرُ	অনুশীলন করা
اَلتَّعْبِيْرُ	ব্যক্ত করা	اَلتَّمْكِيْنُ	ক্ষমতা প্রদান করা, স্থান দেয়া
اَلتَّبْذِيْرُ	অপচয় করা	اَلتَّعْجِيْلُ	তাড়াহুড়া করা

■ যখন مَاضِى এর ছীগা চার অক্ষর বিশিষ্ট হয়, তখণ اَلْمُضَارِع لِلْمَعْرُوْف এর عَلَامَةُ الْمُضَارِع সর্বদা পেশ যুক্ত হয়।

www.pathagar.com

তৃতীয় বাব

مُفَاعَلَةٌ

এই বাবের মাছদার এর মূল فَاء কালেমার পূর্বে مِيْم এবং পরে اَلِف ও শেষে ة থাকে। কিন্তু فعل গঠনের সময় উক্ত مِيْم এবং ة থাকে না। তবে فَاء কালেমার পরে اَلِفْ বহাল থাকে। এ اَلِفْ টি উক্ত বাবের লক্ষণ। উক্ত বাবের দু'টি خَاصَة বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিম্নরূপ-

১. مُشَارَكَة অর্থাৎ فَاعِل ও مَفْعُوْل (কর্তা ও কর্ম) উভয় একই فعل এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যেমন حَارَبَهُ তারা পরস্পর যুদ্ধ করল। قَاتَلَهُ তারা পরস্পর কাটাকাটি করল। তবে কতিপয় স্থানে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। যেমন- عَاقَبْتُ اللِّصَّ আমি চোরকে শাস্তি দিয়েছি। طَارَقْتُ النَّعْلَ - আমি জুতায় তালি দিয়েছি।

২. دُعَا বা প্রার্থনা করা। যেমন- عَافَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْمَرْضِ আল্লাহ তায়ালা তাকে রোগ মুক্ত করুন।

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
قَاتَلَ	مَاضِى مَعْرُوْف একবচন
يُقَاتِلُ	مُضَارِع مَعْرُوْف একবচন
مُقَاتَلَةً وَقِتَالاً	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُقَاتِلٌ	اِسْمِ فَاعِل একবচন
وَ قُوْتِلَ	مَاضِى مَجْهُوْل একবচন
يُقَاتَلُ	مُضَارِع مَجْهُوْل একবচন
مُقَاتَلَةً وَقِتَالاً	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُقَاتَلٌ	اِسْم مَفْعُوْل একবচন
اَلاَمْرُ مِنْهُ قَاتِلْ	اَمَرْ حَاضِرمَعْرُوْف একবচন
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاَتُقَاتِلْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف একবচন

www.pathagar.com

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত কিছু মাছদার নিম্নে দেয়া হল। উল্লেখ্য উক্ত বাবের প্রায় দু'রকম مَصْدَر হয়ে থাকে যা নিম্নরূপ :

اَلْمُعَاقَبَةُ وَالْعِقَابُ	শাস্তি দেয়া
اَلْمُخَادَعَةُ وَالْخِدَاعُ	ধোকা দেয়া, প্রতারণা করা
اَلْمُبَارَكَةُ	বরকত দেয়া
اَلْمُجَادَلَةُ وَالْجِدَالُ	পারস্পরিক ঝগড়া করা
اَلْمُسَافَرَةُ	সফর করা
اَلْمُعَامَلَةُ	পরস্পর লেন দেন করা
اَلْمُخَالَفَةُ وَالْخِلاَفُ	বিরোধিতা করা
اَلْمُضَاعَفَةُ وَالضِّعَافُ	দ্বিগুন করা
اَلْمُسَابَقَةُ وَالسِّبَاقُ	প্রতিযোগিতা করা
اَلْمُفَارَقَةُ وَالفِرَاقُ	পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া
اَلْمُشَارَكَةُ	পরস্পর অংশিদার হওয়া
اَلْمُقَابَلَةُ	পরস্পর মুখোমুখি হওয়া
اَلْمُجَاهَدَةُ وَالْجِهَادُ	যুদ্ধ করা, চেষ্টা করা
اَلْمُلاَزَمَةُ وَاللِّزَام	পরস্পর কর্তব্য সমাধান করা
اَلْمُنَازَعَةُ وَالنِّزَاعُ	ঝগড়া করা, বিরোধ করা
اَلْمُشَاوَرَةُ	পরামর্শ করা
اَلْمُحَاصَرَةُ	ঘেরাও করা
اَلْمُوَازَنَةُ	তুলনা করা

www.pathagar.com

চতুর্থ বাব

تَـــفَـعُّـلٌ

এই বাবের مَـصْـدَر ও فِـعْـل উভয়ের শুরুতে ت বর্ধিত হয়। এই ت কখনো লোপ পায় না। ইহাই এ বাবের প্রধান লক্ষণ।

উক্ত লক্ষণ ছাড়া এই বাবের পাঁচটি خَاصَة বা বিশেষত্ব রয়েছে। যথা-

১. مُطَاوَعت تَفْعِيل অর্থাৎ بَاب تَفْعِيل এর অনুকরণ করা যেমন قَطَّعْتُهُ فَتَقَطَّعَ আমি তাকে টুকরা টুকরা করলাম। অতঃপর তা টুকরা টুক্‌রা হয়ে গেলে। এখানে قَطَّعْتُ টি বাবে تَفْعِيْل এর مَاضِى এর শব্দের অনুকরণে تَقَطَّعَ টি বাবে تَفَعُّل এর مَاضِى র صِيْغَة নেয়া হয়েছে।

২. سَلَب অর্থাৎ মূল অর্থ সম্পূর্ণ দূরীভূত করা। যেমন- حَابَ সে পাপ করল মূল অর্থ। কিন্তু বাবে تَفَعُّل থেকে تَحَوَّبَ অর্থ সে পাপ থেকে ফিরে আসল।

৩. تَكَلُّف অর্থাৎ আকাংখিত দ্রব্য সম্পর্কে ভান করা। যেমন- تَجَلْبَبْتُ আমি নিজেই চাদর পরিধানের ভান করলাম। تَشَجَّعْتُ আমি নিজেই বাহাদুর হওয়ার ভান করলাম।

৪. কোন বস্তু অল্প অল্প গ্রহণ করা। যেমন- تَجَرَّعَ সে অল্প অল্প পান করল, تَعَلَّمَ সে অল্প অল্প শিক্ষা করল।

৫. اَلثُّلَاثِى الْمُجَرَّد এ এক অর্থ যেমন- كَلَمَ সে আহত করল। আর ثُلَاثِى مَزِيْد-(بَاب تَفَعُّل) এ অন্য অর্থ যেমন- تَكَلَّمَ সে কথা বললো।

উক্ত বাবের صَرْف صَغِيْر নিম্নরূপ :

تَعَارُف পরিচিতি	تَصْرِيْف রূপান্তর
مَاضِى مَعْرُوْف	تَقَبَّلَ
مُضَارِع مَعْرُوْف একবচন	يَتَقَبَّلُ

www.pathagar.com

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
تَقَبُّلاً	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُتَقَبِّلٌ	اِسْمِ فَاعِلِ একবচন
وَ تُقُبِّلَ	مَاضِى مَجْهُوْل একবচন
يُتَقَبَّلُ	مُضَارِعُ مَجْهُوْل একবচন
تَقَبُّلاً	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُتَقَبَّلٌ	اسم مَفْعُوْل একবচন
اَلاَمْرُ مِنْهُ تَقَبَّلْ	اَمْرحَاضِر مَعْرُوْف একবচন
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لا تَتَقَبَّلْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف একবচন

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত مَصْدَر সমূহ নিম্নে দেয়া হলো :

اَلتَّبَسُّمُ	মুচকি হাসি হাসা	اَلتَّضَرُّعُ	কাঁদা
اَلتَّعَلُّمُ	শিক্ষার্জন করা	اَلتَّرَدُّدُ	ইতস্তত করা
اَلتَّكَلُّمُ	কথা বলা	اَلتَّوَقُّفُ	থেমে যাওয়া
اَلتَّجَنُّبُ	বিরত থাকা	اَلتَّيَقُّنُ	বিশ্বাস করা
اَلتَّهَجُّدُ	তাহাজ্জুদ পড়া	اَلتَّعَوُّذُ	আশ্রয় চাওয়া
اَلتَّعَلُّقُ	সম্পর্ক রাখা	اَلتَّقَبُّلُ	গ্রহণ করা
اَلتَّقَدُّمُ	এগিয়ে যাওয়া	اَلتَّطَهُّرُ	পবিত্র হওয়া
اَلتَّمَكُّنُ	জায়গা পাওয়া	اَلتَّخَلُّصُ	নিষ্কৃতি পাওয়া
اَلتَّحَرُّكُ	নড়াচড়া করা	اَلتَّحَقُّقُ	ঠিক হওয়া

www.pathagar.com

اَلتَّزَوُّجُ	বিবাহ করা	اَلتَّفَكُّرُ	চিন্তা-গবেষণা করা
اَلتَّقَلُّبُ	পরিবর্তন করা	اَلتَّقَرُّبُ	নৈকট্য লাভ করা
اَلتَّخَلُّفُ	পিছনে থাকা	اَلتَّذَكُّرُ	উপদেশ গ্রহণ করা
اَلتَّأَخُّرُ	দেরী করা	اَلتَّفَرُّقُ	পৃথক হওয়া
اَلتَّرَبُّصُ	অপেক্ষা করা	اَلتَّكَرُّرُ	বার বার, পুনঃ পুনঃ হওয়া
اَلتَّأَثُّرُ	প্রভাবিত হওয়া	اَلتَّوَسُّطُ	মাঝামাঝি হওয়া
اَلتَّأَمُّلُ	চিন্তা করা	اَلتَّفَقُّهُ	বুঝ অর্জন করা
اَلتَّوَكُّلُ	নির্ভর করা	اَلتَّبَوُّءُ	জায়গা নেয়া
اَلتَّنَوُّعُ	বিভক্ত হওয়া	اَلتَّبَيُّنُ	প্রকাশ হয়ে যাওয়া
اَلتَّجَهُّزُ	প্রস্তুত হওয়া	اَلتَّطَوُّعُ	নফল কাজ করা
اَلتَّكَلُّفُ	কৃত্রিমতা প্রদর্শন করা	اَلتَّعَجُّلُ	তাড়াতাড়ি করা

* বিস্তারিত ধারণা লাভ এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও সঠিকভাবে বাব সম্পর্কে উপলব্ধি অর্জিত হওয়ার উপায় হিসেবে প্রতিটি বাবের নির্দিষ্ট ওযনের مَصْدَر বেশী বেশী উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পঞ্চম বাব

تَـفَـاعُـلٌ

এই বাবের মূল فَاءِ কালেমার পূর্বে ت এবং পরে اَلِف সংযুক্ত হয়। এরা কখনো বিলুপ্ত হয় না। এই বাবটির দু'টি خَاصة রয়েছে। যথা-

১. فَاعِل ও مَفْعُوْل কর্তা ও কর্ম একই فِعل এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যেমন- تَضَارَبْنَا আমরা উভয়েই মারামারি করেছি। تَقَابَلْنَا আমরা উভয়েই মুখোমুখি হলাম।

২. تَكَلُّف অর্থাৎ চাহিদাবিহীন দ্রব্য প্রাপ্তির ভান করা। যেমন- تَمَارَضْتُ আমি নিজেকে রোগীর ভান করলাম।

প্রকাশ থাকে যে, بَاب تَفَاعُلٌ এবং بَاب مُفَاعَلَة এর মধ্যে পার্থক্য হল বাবে مُفَاعَلَة শব্দগতভাবে مَفْعُوْل بِه তথা কর্ম চায়। যেমন- ضَارَبْتُهُ আমি তার সাথে মারামারি করেছি। কিন্তু تَفَاعُلٌ কখনো مَفْعُوْل بِه বা কর্ম চায় না। ফলে تَضَارَبْتُهُ না বলে تَضَارَبْنَا বলা হবে।

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
تَقَابَلَ	مَاضِى مَعْرُوْف
يَتَقَابَلُ	مُضَارِع مَعْرُوْف
تَقَابُلاً	مَصْدَر
فَهُوَ مُتَقَابِلٌ	اِسْمِ فَاعِل
وَتُقُوْبِلَ	مَاضِى مَجْهُوْل
يُتَقَابَلُ	مُضَارِع مَجْهُوْل
تَقَابُلاً	مَصْدَر
فَهُوَ مُتَقَابَلٌ	اسم مَفْعُول
اَلاَمْرُ مِنْهُ تَقَابَلْ	اَمْرْ حَاضِرْ مَعْرُوْف
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاَ تَتَقَابَلْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف

www.pathagar.com

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত مَصْدَر সমূহ নিম্নে দেয়া হলো :

اَلتَّقَابُلُ	পরস্পর মুখোমুখি হওয়া	اَلتَّمَارُضُ	রোগের ভান করা
اَلتَّعَارُفُ	পরস্পর পরিচিত হওয়া	اَلتَّوَاتُرُ	ধারাবাহিক হওয়া
اَلتَّفَاخُرُ	পরস্পর বড়াই করা	اَلتَّكَاسُلُ	অলসতা করা
اَلتَّنَافُسُ	প্রতিযোগিতা করা	اَلتَّجَاوُزُ	ক্ষমা করা, অতিক্রম করা
اَلتَّبَاعُدُ	পরস্পর দূরে সরে যাওয়া	اَلتَّنَافُرُ	একে অপরকে ঘৃণা করা
اَلتَّشَاوُرُ	পরামর্শ করা	اَلتَّكَاثُرُ	আধিক্যে বড়াই করা
اَلتَّقَارُبُ	পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া	اَلتَّنَاسُلُ	বংশ বিস্তার হওয়া
اَلتَّشَاجُرُ	ঝগড়া করা	اَلتَّبَاغُضُ	পরস্পর হিংসা করা
اَلتَّرَاحُمُ	পরস্পর দয়া করা	اَلتَّخَافُتُ	পরস্পর গোপন কথা বলা
اَلتَّعَاوُنُ	পরস্পর সহযোগিতা করা	اَلتَّفَاهُمُ	পরস্পর সমঝোতায় আসা
اَلتَّحَاسُدُ	পরস্পর হিংসা করা		

টীকা ঃ একই মূল শব্দ বিভিন্ন بَاب থেকে ব্যবহার হতে পারে। এতে অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন- اَلْعِلْمُ (জানা) বাবে سَمِعَ-يَسْمَعُ থেকে। اَلاِعْلَامُ (জানিয়ে দেয়া) বাবে افعال থেকে। اَلتَّعْلِيْمُ (শিক্ষা দেয়া) বাবে تَفْعِيْل থেকে। اَلتَّعَلُّمُ (শিক্ষার্জন কর) বাবে تَفَعُّل থেকে এ রকম অনেক শব্দ আছে যাদের مَادَّة একই কিন্তু অর্থ ও ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। ব্যবহার ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্ত শব্দ বাব অনুযায়ী তাদের خَاصِيَت পরিবর্তন করে।

www.pathagar.com

اَبْوَابُ الثُّلَاثِى الْمَزِيْد فِيْه مع هَمْزَة الوَصَل

هَمْزَةُ الوَصَل সহকারে অতিরিক্ত অক্ষরযুক্ত তিন অক্ষর বিশিষ্ট বাবসমূহ

ক্রম	اَلْمَوْزُوْنُ بِه	اَلْمَوْزُوْنُ	اَلْمَاضِى وَالْمُضَارِع	অর্থ	اَلْمَادَّةُ
১	اِفْتِعَالٌ	اِجْتِنَابٌ	اِجْتَنَبَ - يَجْتَنِبُ	বিরত থাকা	ج+ن+ب
২	اِسْتِفْعَالٌ	اِسْتِنْصَارٌ	اِسْتَنْصَرَ-يَسْتَنْصِرُ	সাহায্য কামনা করা	ن+ص+ر
৩	اِنْفِعَالٌ	اِنْفِطَارٌ	اِنْفَطَرَ-يَنْفَطِرُ	ফেটে যাওয়া	ف+ط+ر
৪	اِفْعِلَالٌ	اِحْمِرَارٌ	اِحْمَرَّ-يَحْمَرُّ	লাল হওয়া	ح+م+ر
৫	اِفْعِيْلَالٌ	اِدْهِيْمَامٌ	اِدْهَامَّ-يَدْهَامُّ	খুব কালো হওয়া	د+ه+م
৬	اِفْعِيْعَالٌ	اِخْشِيْشَانٌ	اِخْشَوْشَنَ-يَخْشَوْشِنُ	খুব শক্ত হওয়া	خ+ش+ن
৭	اِفْعِوَّالٌ	اِجْلِوَّاذٌ	اِجْلَوَّذَ-يَجْلَوِّذُ	উটের দৌড়ানো	ج+ل+ذ
৮	اِفَّاعُلٌ	اِثَّاقُلٌ	اِثَّاقَلَ-يَثَّاقَلُ	ভারী হওয়া	ث+ق+ل
৯	اِفُّعُلٌ	اِطُّهُرٌ	اِطَّهَّرَ-يَطَّهَّرُ	পবিত্র হওয়া	ط+ه+ر

বিঃ দ্রঃ উল্লিখিত ছকের مَـوْزُوْنٌ بِـه সমূহ বাবের নাম হিসেবে পরিগণিত হবে। যেমন- بَـاب اِفْتِعَال - بَـاب اِسْتِفْعَال ইত্যাদি। উল্লিখিত ৯টি বাব هَمْـزَةُ الْوَصَل সহকারে অতিরিক্ত হরফযুক্ত মূল তিন অক্ষর বিশিষ্ট। নিম্নে পর্যায়ক্রমে উক্ত নয়টি বাবের صَرْف صَغِيْر বা সংক্ষিপ্ত রূপান্তর পদ্ধতি প্রদত্ত হল-

www.pathagar.com

প্রথম বাব

اِفْتِعَال

এই بَاب এর লক্ষণ فاء كلمة ও عين كلمة এর মধ্যখানে একটি "ت" থাকিবে। সাধারণতঃ اِفْتِعَال এর তিনটি خَاصة বা বিশেষত্ব রয়েছে। যথা-

১. اِشْتِرَاك অর্থাৎ একই কাজে পরস্পরের অংশগ্রহণ করা। যেমন-اِقْتَتَلْنَا আমরা পরস্পর যুদ্ধ করেছি।

২. اِتِّخَاذ অর্থাৎ নিজের জন্য কোন কিছু করা বা গ্রহণ করা। যেমন- اِشْتَوَيْتُ আমি নিজের জন্য ভুনা করেছি। اِطَّبَخْتُ আমি নিজের জন্য রান্না করেছি।

৩. কোন শব্দ ثُلَاثِي مُجَرَّد এ এক অর্থ এবং ثُلَاثِي مَزِيْد এ অন্য অর্থ হওয়া। যেমন-اِفْتَقَرَ সে দরিদ্র হল (ثُلَاثِي مَزِيْد) এবং اَلثُّلَاثِي الْمُجَرَّد থেকে এটির অর্থ হবে- পিঠের হাড় ভাংগা

تَصْرِيْفُ রূপান্তর	تَعَارُفُ পরিচিতি
اِجْتَنَبَ	اَلْمَاضِي الْمَعْرُوْف একবচন
يَجْتَنِبُ	اَلْمُضَارِع الْمَعْرُوْف "
اِجْتِنَابًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُجْتَنِبٌ	اِسْمُ الْفَاعِل একবচন
وَاُجْتُنِبَ	اَلْمَاضِي الْمَجْهُوْل "
يُجْتَنَبُ	اَلْمُضَارِع الْمَجْهُوْل "
اِجْتِنَابًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُجْتَنَبٌ	اِسْمُ الْمَفْعُوْل একবচন
اَلاَمْرُ مِنْهُ اِجْتَنِبْ	اَلاَمْرُ الْحَاضِر لِلْمَعْرُوْف একবচন
وَالنَّهْيُ عَنْهُ لاَتَجْتَنِبْ	اَلنَّهِي الْحَاضِر لِلْمَعْرُوْف একবচন

www.pathagar.com

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত কিছু مَصْدَر নিম্নে দেয়া হলো ঃ

اَلاِقْتِبَاسُ	চয়ন করা	اَلاِسْتِمَاعُ	শুনা
اَلاِعْتِزَالُ	পৃথক হয়ে যাওয়া	اَلاِنْتِقَالُ	স্থানান্তর হওয়া
اَلاِحْتِمَالُ	সম্ভাবনা থাকা	اَلاِخْتِتَامُ	শেষ হওয়া
اَلاِشْتِرَاكُ	অংশগ্রহণ করা	اَلاِخْتِبَارُ	পরীক্ষা করা
اَلاِنْتِصَارُ	বিজয় লাভ করা	اَلاِنْتِبَاهُ	সতর্ক হওয়া
اَلاِجْتِهَادُ	প্রচেষ্টা করা	اَلاِلْتِمَاسُ	তালাশ করা, চাওয়া
اَلاِجْتِمَاعُ	একত্রিত হওয়া	اَلاِعْتِذَارُ	অপারগতা প্রকাশ করা
اَلاِنْتِفَاعُ	উপকৃত হওয়া	اَلاِكْتِسَابُ	আয় বা রোজগার করা
اَلاِقْتِرَابُ	নিকটবর্তী হওয়া	اَلاِشْتِغَالُ	ব্যস্ত থাকা
اَلاِغْتِسَالُ	গোসল করা	اَلاِعْتِدَالُ	মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা
اَلاِنْتِخَابُ	নির্বাচন করা	اَلاِنْتِشَارُ	ছড়িয়ে যাওয়া
اَلاِعْتِمَادُ	নির্ভর করা	اَلاِمْتِحَانُ	পরীক্ষা করা
اَلاِنْتِقَامُ	প্রতিশোধ লওয়া	اَلاِعْتِصَامُ	দৃঢ়ভাবে ধরা
اَلاِحْتِرَازُ	বেঁচে থাকা	اَلاِبْتِدَاعُ	নতুন কিছু সৃষ্টি করা
اَلاِخْتِلَاطُ	মিশে যাওয়া	اَلاِغْتِنَامُ	সুযোগের সদ্ব্যবহার করা

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বাব

اِسْتِفْعَالٌ

জ্ঞাতব্য : فَاء কালেমার পূর্বে সাধারণতঃ س ও ت হওয়া এ বাবের অন্যতম লক্ষণ। বাবে اِسْتِفْعَال এর ৫টি خاصة রয়েছে। خاصةগুলো নিম্নে দেয়া হলো-

১. কারো কাছ থেকে কোন কিছু চাওয়া বা অনুসন্ধান করা। যেমন- اِسْتَطْعَمْتُهُ আমি তার নিকট খাদ্য চাইলাম বা অনুসন্ধান করলাম। طَلَبْ ও سُؤَال হলো বাবে اِسْتِفْعَال এর মূল خَاصَّةٌ বা বৈশিষ্ট্য।

২. ظَن অর্থাৎ কোন কিছু সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করা। যেমন- اِسْتَحْسَنَهُ সে তার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করল। اِسْتَقْبَحَهُ সে তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করল।

৩. কাউকে কোন গুণে গুণান্বিত পাওয়া। যেমন- اِسْتَكْرَمْتُهُ আমি তাকে মর্যাদাশীল পেলাম।

৪. تَحَوُّلٌ অর্থাৎ মূল অবস্থা থেকে পরিবর্তন হওয়া। যেমন- اِسْتَنْسَرَ الْبُغَاثُ বাজপাখী শকুন হয়ে গেল। اِسْتَنْوَقَ الْجَمَلُ নর উট, নারী উট হয়ে গেল।

৫. اَلثُّلَاثِى الْمُجَرَّد এ অন্য অর্থ اَلثُّلَاثِى الْمَزِيْد এ এক অর্থ আর হওয়া। যেমন- اِسْتَرْجَعَ সে একজন পুরুষ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বললো। ثُلَاثِى مُجَرَّد এ- رَجَعَ অর্থ সে ফিরল।

পরিচিতি تَعَارُفٌ	রূপান্তর تَصْرِيْفٌ
مَاضِى مَعْرُوْف একবচন	اِسْتَنْصَرَ
مُضَارِع مَعْرُوْف এক বচন	يَسْتَنْصِرُ
مَصْدَر ক্রিয়ামূল	اِسْتِنْصَارًا

www.pathagar.com

রূপান্তর تَصْرِيْفٌ	পরিচিতি تَعَارُفٌ
فَهُوَ مُسْتَنْصِرٌ	اِسْمِ فَاعِل একবচন
وَاُسْتُنْصِرَ	مَاضِى مَجْهُوْل একবচন
يُسْتَنْصَرُ	مُضَارِع مَجْهُوْل একবচন
اِسْتِنْصَارًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُسْتَنْصَرٌ	اِسْمِ مَفْعُوْل একবচন
اَلْاَمْرُ مِنْهُ اِسْتَنْصِرْ	اَمْرْ حَاضِر مَعْرُوْف একবচন
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تَسْتَنْصِرْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف একবচন

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত কিছু مَصْدَر নিম্নে দেয়া হলো :

اَلْاِسْتِغْفَارُ	ক্ষমা চাওয়া	اَلْاِسْتِهْزَاءُ	বিদ্রূপ করা
اَلْاِسْتِمْتَاعُ	ভোগ করা	اَلْاِسْتِقْرَاضُ	ঋণ চাওয়া
اَلْاِسْتِئْذَانُ	অনুমতি চাওয়া	اَلْاِسْتِخْلَافُ	প্রতিনিধি নিয়োগ করা
اَلْاِسْتِسْلَامُ	আনুগত্য করা	اَلْاِسْتِنْذَاءُ	পবিত্রতা অর্জন করা
اَلْاِسْتِكْبَارُ	বড়াই করা	اَلْاِسْتِفْسَارُ	ব্যাখ্যা চাওয়া
اَلْاِسْتِعْمَالُ	ব্যবহার করা	اَلْاِسْتِشْهَادُ	দৃষ্টান্ত পেশ করা
اَلْاِسْتِبْدَالُ	পরিবর্তন করা	اَلْاِسْتِبْشَارُ	সুসংবাদ গ্রহণ করা
اَلْاِسْتِخْدَامُ	ব্যবহার করা	اَلْاِسْتِنْصَارُ	সাহায্য প্রার্থনা করা।
اَلْاِسْتِفْهَامُ	জিজ্ঞাসা করা		

www.pathagar.com

তৃতীয় বাব

اِنْفِعَالٌ

জ্ঞাতব্যঃ সাধারণত فَاء কালেমার পূর্বে نِ হওয়া এ বাবের অন্যতম লক্ষণ। উল্লেখ্য এই বাবটি لاَزِم বা অকর্মক; বিধায় এটির مَجْهُوْل হবে না।

■ যে সমস্ত বাব لاَزِم তাদের مَجْهُوْل ও اِسْمُ الْمَفْعُوْل এর ছীগা হয় না, কারণ مَجْهُوْل এর বেলায় فَاعِل কে حَذَف করে সেখানে مَفْعُوْل بِه কে রাখতে হয়। কিন্তু لاَزِم এর مَفْعُوْل بِه না থাকায় তার مَجْهُوْل হয় না। আর اِسْمُ الْمَفْعُوْل যেহেতু مَجْهُوْل এর সাথে সম্পর্কিত তাই اِسْمُ الْمَفْعُوْل ও আসে না।

* বাবে اِنْفِعَال এর خَاصَة দুটি। যথা-

১. مُطَاوَعَت অর্থাৎ اَلثُّلاَثِى الْمُجَرَّد এর অনুরূপ হওয়া। যেমন- قَطَّعْتُهُ فَانْقَطَعَ আমি তাকে টুকরো টুকরো করলাম, ফলে তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

২. اَلْمَزِيْدفِيه এ এক অর্থ কিন্তু اَلثُّلاَثِى الْمُجَرَّد তে অন্য অর্থ হওয়া। যেমন اِنْطَلَقَ সে চলল। اَلثُّلاَثِى الْمُجَرَّد এর بَاب نَصَرَ থেকে طَلَقَ অর্থ হয় পুণ্যের জন্য হাত খোলা এবং বাবে كَرُمَ হতে طَلُقَ অর্থ চেহারা প্রশস্ত হওয়া।

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
اِنْفَطَرَ	مَاضِى مَعْرُوْف একবচন
يَنْفَطِرُ	مُضَارِع مَعْرُوْف একববচন
اِنْفِطَارًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُنْفَطِرٌ	اِسْمِ فَاعِل একবচন
اَلامْرُمِنْهُ اِنْفَطِرْ	اَمَرْ حَاضِر مَعْرُوْف একবচন
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاَ تَنْفَطِرْ	نَهِى حَا ضِر مَعْرُوْف একবচন

www.pathagar.com

উক্ত বাব থেকে অধিক ব্যবহৃত কিছু مَصْدَر নিম্নে দেয়া হলো :

اَلاِنْصِرَافُ	চলে যাওয়া	اَلاِنْحِرَافُ	বিমুখ হওয়া
اَلاِنْكِسَارُ	ভেঙ্গে যাওয়া	اَلاِنْفِصَامُ	কেটে যাওয়া
اَلاِنْشِرَاحُ	খুলে যাওয়া	اَلاِنْفِطَارُ	ফেটে যাওয়া
اَلاِنْعِكَاسُ	উল্টে যাওয়া	اَلاِنْقِلَابُ	উল্টে যাওয়া
اَلاِنْطِلَاقُ	চলে যাওয়া	اَلاِنْفِطَارُ	সংগ্রাম করা
اَلاِنْخِفَافُ	হালকা হওয়া	اَلاِنْهِزَامُ	খান খান হয়ে যাওয়া
اَلاِنْقِطَاعُ	কেটে যাওয়া	اَلاِنْبِسَاطُ	পরাজয় বরণ করা
اَلاِنْكِشَافُ	খুলে যাওয়া	اَلاِنْفِجَارُ	বিস্তৃত হওয়া
اَلاِنْفِصَالُ	আলাদা হওয়া	اَلاِنْفِرَادُ	প্রবাহিত হওয়া
اَلاِنْقِسَامُ	বিভক্ত হওয়া	اَلاِنْشِعَابُ	একাকী হওয়া

চতুর্থ বাব

اِفْعِلَالٌ

এই বাবের মূল হরফের লাম কালেমাটি তাশদীদ বিশিষ্ট হওয়া বিশেষ লক্ষণ। এ বাবটিও لَازِم বিধায় এর مَجْهُوْل হয় না।

* বাবে اِفْعِلَالٌ এর خَاصَة ৩টি। যথা-

১. اَلْوَانٌ অর্থাৎ রং সমূহ। যেমন- اِسْوَدَّ বা اِسْوَادَّ অর্থ কালো হল।

২. عُيُوْب অর্থাৎ দোষ ত্রুটিযুক্ত হওয়া। যেমন اِحْوَلَّ – اِحْوَالَّ টেরা চক্ষু হল।

৩. اَلثُّلَاثِى الْمُجَرَّد -এ এক অর্থ কিন্তু اَلثُّلَاثِى الْمَزِيْد -এ অন্য অর্থ

www.pathagar.com

হওয়া। যেমন- اِرْفَضَّ الدَّمْعُ চোখের পানি পড়লো। اِنْهَرَّ اللَّيْلُ রাত অর্ধেক হল। اَلثُّلَاثِى الْمُجَرَّدُ থেকে বাবে ضَرَبَ ও نَصَرَ হতে যথাক্রমে কোন কিছু রাখা এবং অর্ধ রাত্রে চরার জন্য ষাড় ছেড়ে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত ছিল।

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
اِحْمَرَّ	مَاضِى مَعْرُوْف একবচন
يَحْمَرُّ	مُضَارِع مَعْرُوْف একবচন
اِحْمِرَارًا	مَصْدَر ক্রিয়ামূল
فَهُوَ مُحْمَرٌّ	اِسْمِ فَاعِل একবচন
اَلْاَمْرُمِنْهُ اِحْمَرَّ- اِحْمَرِّ اِحْمَرِرْ	اَمْرْ حَاضِر مَعْرُوْف একবচন
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَا تَحْمَرَّ- لَاتَحْمَرِّ لَاتَحْمَرِرْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف একবচন

উক্ত বাব থেকে ব্যবহৃত কতিপয় মাছদার নিম্নরূপ :

اَلْاِخْضِرَارُ	সবুজ হওয়া	اَلْاِبْيِضَاضُ	সাদা হওয়া
اَلْاِسْوِدَادُ	কাল হওয়া	اَلْاِعْوِجَاجُ	বাঁকা হওয়া
اَلْاِصْفِرَارُ	হলুদ হওয়া	اَلْاِسْمِرَارُ	ধূসর রং এর হওয়া
اَلْاِغْبِرَارُ	ধূলাবৃত হওয়া	اَلْاِبْلِقَاقُ	ঘোড়ার রং সাদা-কালো মিশ্রিত হওয়া
اَلْاِعْوِرَارُ	চক্ষু টেরা হওয়া		

www.pathagar.com

পঞ্চম বাব

اِفْعِيلَالٌ

এই বাবটির আঙ্গিন কালেমার সাথে اَلِفْ হওয়া এবং لَامْ কালেমা তাশদীদ যুক্ত হওয়া অন্যতম লক্ষণ।

বিঃ দ্রঃ বাবে اِفْعِلَالٌ এর যে ৩টি خَاصَة উল্লেখ করা হয়েছে, সে ৩টি خَاصَة বাবে اِفْعِيلَالٌ এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই বাবটি لَازِم বিধায় এর কোন مَجْهُوْل এর ছীগা হয় না।

تَعَارُفٌ পরিচিতি	تَصْرِيفٌ রূপান্তর
مَاضِى مَعْرُوْف একবচন	اِدْهَامَّ
مُضَارِع مَعْرُوْف একবচন	يَدْهَامُّ
مَصْدَر ক্রিয়ামূল	اِدْهِيْمَامًا
اِسْمِ فَاعِل একবচন	فَهُوَ مُدْهَامٌّ
اَمَرْحَاضِر مَعْرُوْف একবচন	اَلاَمْرُ مِنْهُ اِدْهَامَّ اِدْهَامِّ اِدْهَامِمْ
نَهِى حَاضِرْمَعْرُوْفْ একবচন	وَالنَّهْىُ عَنْهُ لَاتَدْهَامَّ لَاتَدْهَامِّ- لَاتَدْهَامِمْ

উক্ত বাব থেকে ব্যবহৃত কতিপয় মাছদার নিম্নরূপ :

اَلاِحْمِيْرَار	লাল হওয়া	اَلاِكْمِيْتَاتُ	লাল কাল রং মিশ্রিত হওয়া
اَلاِشْمِيْرَارُ	বাদামী রং হওয়া	اَلاِسْحِيْرَارُ	অপরের গোপন কথা জানা
اَلاِشْهِيْبَابُ	ঘোড়া সাদা হওয়া	اَلاِصْحِيْرَارُ	ঘাস শুকিয়ে যাওয়া
اَلاِدْهِيْمَامُ	ঘোড়া কালো হওয়া		

www.pathagar.com

ষষ্ঠ বাব

اِفْعِيعَالٌ

এই বাবের আঈন কালেমাটি দু'বার এবং উভয় আঈন কালেমার মাঝে একটি وَاو ব্যবহৃত হবে। এ বাবটিও লাযেম। সুতরাং এর কোন مَجْهُوْل হবে না। এই বাবের একটি অন্যতম خاصة হলো এটি مُبَالَغَة অর্থাৎ আধিক্য বোধক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া। যেমন- اِخْشَوْشَنَ অধিক ভারী হল। اِحْمَوْمَى অধিক গরম হল।

تَعَارُفٌ পরিচিতি	تَصْرِيْفٌ রূপান্তর
اَلْمَاضِي الْمَعْرُوْف	اِخْشَوْشَنَ
اَلْمُضَارِع الْمَعْرُوْف	يَخْشَوْشِنُ
مَصْدَر	اِخْشِيْشَانًا
اِسْمُ الْفَاعِل	فَهُوَ مُخْشَوْشِنٌ
اَلاَمْرُالْحَاضِر لِلْمَعْرُوْف	اَلاَمْرُ مِنْهُ اِخْشَوْشِنْ
اَلنَّهِيُ الْحَاضِر لِلْمَعْرُوْف	وَالنَّهِيُ عَنْهُ لاَتَخْشَوْشِنْ

উক্ত বাব থেকে ব্যবহৃত কতিপয় মাছদার নিম্নরূপ :

পানি লবণাক্ত হওয়া	اَلاِمْلِيْلاَحُ	কাপড় ফেটে যাওয়া	اَلاِخْرِيْرَاقُ
পিঠ কুঁজো হওয়া	اَلاِحْدِيْدَابُ	কাপড় পুরাতন হওয়া	اَلاِخْلِيْلاَقُ

সপ্তম বাব

اِفْعِوَّالٌ

আঈন কালেমার পরে তাশদীদ বিশিষ্ট وَاو হওয়া এ বাবের লক্ষণ। এ বাবটি لاَزِم এবং পবিত্র কুরআন শরীফে এটি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। উক্ত বাবটির উল্লেখযোগ্য ৩টি মাছদার হলো- اَلاِخْرِوَّاطُ কাঠ চিরা এবং

www.pathagar.com

اَلاعْلِوَّاطُ উটের গলায় রশি বাঁধা, اَلاجْلِوَّاذُ উটের দৌড়ে চলা। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ায় এবং আরবী ভাষায় এর ব্যবহার কম থাকায় এ বাবের صَرْفِ صَغِيْر বর্ণনা করা হল না।

অষ্টম বাব

اِفَّاعُلٌ

فَاء কালেমা তাশদীদ বিশিষ্ট হওয়া এবং আঈন ও লাম কালেমার মাঝে একটি اَلِف হওয়া। এ বাবটি লাযেম বিধায় এর مَجْهُوْل হবে না।

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
اِثَّاقَلَ	مَاضِى مَعْرُوْف
يَثَّاقَلُ	مُضَارِع مَعْرُوْف
اِثَّاقُلاً	مَصْدَر
فَهُوَ مُثَّاقِلٌ	اَسْم فَاعِل
اَلاَمْرُ مِنْهُ اِثَّاقَلْ	اَمَرْحَاضِر مَعْرُوْف
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاتَثَّاقَلْ	نَهِىْ حَاضِر مَعْرُوْف

উক্ত বাবের কতিপয় মাছদার নিম্নরূপ ঃ

اَلادَّرَاكُ	পৌছে বা পৌছানো	اَلاشَّابُهُ	সাদৃশ হওয়া
اَلاسَّاقُطُ	বৃক্ষ হতে ফল পতিত হওয়া	اَلاصَّالُهُ	পরস্পর সন্ধি করা

www.pathagar.com

নবম বাব

اِفَّعُّلٌ

আঈন কালেমা ও لَامْ কালেমা তাশদীদ বিশিষ্ট হওয়া এ বাবের প্রধান লক্ষণ। এ বাবটিও لَازِمْ।

تَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
اِطَّهَّرَ	مَاضِى مَعْرُوْف
يَطَّهَّرُ	مُضَارِع مَعْرُوْف
اِطَّهُّرًا	مَصْدَر
فَهُوَمُطَّهِّرٌ	اِسْمِ فَاعِل
اَلامْرُمِنْهُ اِطَّهَّرْ	اَمْرِحَاضِر مَعْرُوْف
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاتَطَّهَّرْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف

উক্ত বাব থেকে ব্যবহৃত কতিপয় মাছদার নিম্নরূপ :

اَلاِزَّمُّلُ	মাথার উপর চাদর দেয়া	اَلاِدَّثُّرُ	চাদর পরা
اَلاِضَّرُّعُ	ক্রন্দন করা	اَلاِجَّنُّبُ	দূর হওয়া

اَبْوَابُ الرُّبَاعِى الْمُجَرَّد وَالْمَزِيْد فِيْهِ

মূল চার অক্ষর এবং অতিরিক্ত অক্ষর বিশিষ্ট বাবসমূহ

মূল তিন অক্ষর বিশিষ্ট ২২টি বাবের আলোচনার পর এবার মূল চার অক্ষর বিশিষ্ট ৪টি বাবের আলোচনা করা হবে। ৪টি বাবের মধ্যে اَلرُّبَاعِى الْمُجَرَّد এর শুধু মাত্র একটি বাব আর اَلرُّبَاعِى الْمَزِيْد فِيْه এর তিনটি বাব। اَلرُّبَاعِى الْمَزِيْد فِيْه এর প্রথমটি هَمْزَة الوَصْل মুক্ত এবং বাকী দু'টি هَمْزَة الوَصْل যুক্ত। নিম্নে এই চার বাবের একটি নকশা প্রদান করা হল।

www.pathagar.com

ক্রঃ	اَلابْوَابُ	اَلْمَوْزُوْنُ بِه	اَلْمَوْزُوْنُ	অর্থ
১	رُبَاعِى مُجَرَّد	فَعْلَلَةٌ	بَعْثَرَةٌ	পুনঃউত্থান করা
১	الرُّبَاعِى الْمَزِيْد فِيْهِ بغير هَمْزَة الوصل	تَفَعْلُلٌ	تَسَرْبُلٌ	জামা পরিধান করা
১	رُبَاعِى مَزِيْد فِيْهِ مع هَمْزَة الوَصْل	اِفْعِلَّالٌ	اِقْشِعْرَارٌ	শরীরের পশম খাড়া হওয়া
২		اِفْعِنْلَالٌ	اِبْرِنْشَاقٌ	খুশী হওয়া

بَابُ الرُّبَاعِى الْمُجَرَّد

মূল চার অক্ষর বিশিষ্ট বাব

اَلرُّبَاعِى الْمُجَرَّد এর فَعْلَلَةٌ এর ওযনে একটি মাত্র বাব। নিম্নে এবাবের صَرْفِ صَغِيْر (সংক্ষিপ্ত রূপান্তর) প্রদান করা হলো-

তَصْرِيْفٌ রূপান্তর	تَعَارُفٌ পরিচিতি
بَعْثَرَ	مَاضِى مَعْرُوْف
يُبَعْثِرُ	مُضَارِع مَعْرُوْف
بَعْثَرَةً	مَصْدَر
فَهُوَمُبَعْثِرٌ	اِسْمِ فَاعِل
وبُعْثِرَ	مَاضِى مَجْهُوْل
يُبَعْثَرُ	مُضَارِع مَجْهُوْل
بَعْثَرَةً	مَصْدَر
فَهُوَ مُبَعْثَرٌ	اَسْمِ مَفْعُوْل
اَلامْرُ مِنْهُ بَعْثِرْ	اَمْرِحَاضِر مَعْرُوْف
وَالنَّهِى عَنْهُ لاتُبَعْثِرْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف

www.pathagar.com

উক্ত বাব থেকে ব্যবহৃত কতিপয় মাছদার নিম্নরূপ :

اَلْعَسْكَرَةُ	সৈন্য তৈরী করা	اَلزَّعْفَرَةُ	জাফরানী রং করা
اَلدَّحْرَجَةُ	খুব ঘোরা	اَلْبَرْقَعَةُ	বোরকা পরা
اَلْقَنْطَرَةُ	পুল বানানো	اَلسَّرْبَلَةُ	জামা পরিধান করা
اَلزَّلْزَلَةُ	নাড়া দেয়া, কম্পন সৃষ্টি করা	اَلدَّمْدَمَةُ	ধ্বংস করা
اَلْقَلْقَلَةُ	নাড়া দেয়া, অস্থির করা	اَلْمَضْمَضَةُ	কুলি করা
اَلْحَصْحَصَةُ	প্রকাশ হওয়া	اَلزَّخْرَفَةُ	সজ্জিত হওয়া
اَلْبَسْمَلَةُ	বিসমিল্লাহ পড়া	اَلْفَرْقَعَةُ	আঙ্গুল মটকানো

بَابُ الرُّبَاعِى الْمَزِيْد فِيْهِ بِغَيْرِ هَمْزَةِ الْوَصَلِ

هَمْزَةُ الْوَصَلِ বিহীন মূল চার অক্ষরের সাথে অতিরিক্ত অক্ষরযুক্ত বাব

تَفَعْلُلُ

উক্ত ওযনের শুরুতে تَ হওয়া এ বাবটির বিশেষ আলামত। এ বাবটি লাযেম।

تَصْرِيْفُ রূপান্তর	تَعَارُفُ পরিচিতি
تَسَرْبَلَ	مَاضِى مَعْرُوْف
يَتَسَرْبَلُ	مُضَارِع مَعْرُوْف
تَسَرْبُلاً	مَصْدَر
فَهُوَ مُتَسَرْبِلٌ	اِسْمِ فَاعِل
اَلاَمْرُ مِنْهُ تَسَرْبَلْ	اَمْرِحَاضِر مَعْرُوْف
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاَتَسَرْبَلْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف

www.pathagar.com

উক্ত বাব থেকে ব্যবহৃত কতিপয় মাছদার নিম্নরূপ :

اَلتَّسَرْبُلُ	জামা পরিধান করা	اَلتَّبَخْتُرُ	ঢং করে চলা
اَلتَّبَرْقُعُ	বোরকা পরিধান করা	اَلتَّبَعْثُرُ	উত্তেজিত হওয়া
اَلتَّدَحْرُجُ	পিচ্ছিল খাওয়া	اَلتَّمَقْهُرُ	অভিশপ্ত হওয়া
اَلتَّزَنْدُقُ	বিধর্মী হওয়া, নাস্তিক		

উক্ত বাবের ওযনে ব্যবহৃত কোন শব্দ কুরআন মজীদে নেই।

اَبْوَابُ الرُّبَاعِى الْمَزِيْدِ فِيْهِ مع هَمْزَةِ الوَصَلِ

هَمْزَةِ الوَصَلِ বিশিষ্ট চার অক্ষরের সাথে অতিরিক্ত অক্ষরযুক্ত বাবসমূহ

اَلرُّبَاعِى الْمَزِيْدِ فِيْهِ مع هَمْزَةِ الوَصَلِ এর দু'টি বাব।

এদের রূপান্তর নিম্নরূপ :

প্রথম বাব

اِفْعِلاَّلٌ

শেষ হরফটি তাশদীদ যুক্ত হওয়া এ বাবের বিশেষ লক্ষণ।

تَصْرِيْفُ রূপান্তর	تَعَارُفُ পরিচিতি
اِقْشَعَرَّ	مَاضِى مَعْرُوْف
يَقْشَعِرُّ	مُضَارِع مَعْرُوْف
اِقْشِعْرَارًا	مَصْدَر
فَهُوَ مُقْشَعِرٌّ	اِسْمِ فَاعِل
اَلاَمْرُ مِنْهُ اِقْشَعِرَّ - اِقْشَعِرِّ- اِقْشَعْرِرْ	اَمْرِحَاضِر مَعْرُوْف
وَالنَّهْىُ عَنْهُ لاَ تَقْشَعِرَّ -لاَتَقْشَعِرِّ-لاَتَقْشَعْرِرْ	نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف

www.pathagar.com

উক্ত বাবের ওযনে ব্যবহৃত কতিপয় মাছদার নিম্নরূপ :

اَلاِشْفِتْرَارُ	এলোমেলো হওয়া	اَلاِقْمِطْرَارُ	খুবই অসন্তুষ্ট হওয়া
اَلاِشْمِهْرَارُ	কাঁটা শক্ত হওয়া	اَلاِزْمِهْرَارُ	চক্ষু লাল হওয়া
اَلاِطْمِيْنَانُ	নিশ্চিন্ত হওয়া	اَلاِشْمِخْرَارُ	উচ্চতা হওয়া
اَلاِقْشِعْرَارُ	রোমাঞ্চিত হওয়া		

দ্বিতীয় বাব

اِفْعِنْلَالٌ

সাধারণতঃ এ বাবের আঈন কালেমার পরে نُوْن হয়ে থাকে।

مَصْدَر	অর্থ	مَاضِى	مُضَارِع	اَمْرْ	نَهِى	اَسْمِ فَاعِل	مَادَّةٌ
اَلاِبْرِنْشَاقُ	খুশি হওয়া	اِبْرَنْشَقَ	يَبْرَنْشِقُ	اِبْرَنْشِقْ	لاَتَبْرَنْشِقْ	مُبْرَنْشِقٌ	ب+ر+ش+ق
اَلاِحْرِنْجَامُ	একত্রিত হওয়া	اِحْرَنْجَمَ	يَحْرَنْجِمُ	اِحْرَنْجِمْ	لاَتَحْرَنْجِمْ	مُحْرَنْجِمٌ	ح+ر+ج+م
اَلاِبْلِنْدَاحُ	স্থান প্রশস্ত হওয়া						
اَلاِسْلِنْطَاحُ	চিৎ হয়ে শোয়া						
اَلاِعْرِنْكَاسُ	চুল কাল হওয়া						

www.pathagar.com

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. اَلْمُتَصَرِّفَةُ اَلْاَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ ও اَلْاَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

২. اَلْاَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ কাকে বলে? এর ওযন সংখ্যা কতটি? بَابٌ শব্দের তাৎপর্য লিখ।

৩. ৪৩টি বাবের বিভাজন পদ্ধতিসহ مُطَّرِد ও شَاذ এর অর্থ ও সংজ্ঞা লিখ।

৪. اَلْمَوْزُوْنُ ও اَلْمَوْزُوْنُ بِهٖ এবং اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ ও اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ কাকে বলে বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৫. اَلثُّلَاثِيُّ الْمُجَرَّدُ لِلْمُطَّرِدِ এর যে কোন একটি বাবের صَرْفِ صَغِيْر বর্ণনা কর।

৬. هَمْزَة কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

৭. بَاب اِفْعَال এর خَاصَة সহ صَرْف صَغِيْر বর্ণনা কর।

৮. بَاب تَفْعِيْل এর লক্ষণ, তার خَاصَة এবং صَرْف صَغِيْر বর্ণনা কর।

৯. بَاب مُفَاعَلَة এর লক্ষণ, خَاصَة এবং صَرْف صَغِيْر উল্লেখ কর।

১০. بَاب تَفَعُّل এর লক্ষণ, خَاصَة এবং صَرْف صَغِيْر এর বর্ণনা দাও।

১১. بَاب اِسْتِفْعَال এর লক্ষণ, خَاصَة এবং صَرْف صَغِيْر উল্লেখ কর।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلتَّحْقِيْقُ (মূল নির্ণয় বা মূল উদ্‌ঘাটন, অনুসন্ধান)

মুনশাঈব পর্বে উল্লিখিত বাব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে আরবী ভাষার শব্দ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য মুনশাঈব পর্বের ৪৩টি বাবের ২৬টির বর্ণনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। বাকী আছে ১৭টি। এই ১৭টি বাবের বর্ণনা আর করা হবে না। কারণ এই ১৭টি বাবের ওযনের ব্যবহৃত শব্দের কোন শব্দই পবিত্র কুরআন শরীফে ব্যবহার হয়নি। তাছাড়া এ সমস্ত বাবের ওযনে ব্যবহৃত শব্দ সংখ্যা একেবারেই কম। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ায় বাকী ১৭টি বাবের কোন আলোচনা করা হল না। তবে কোন আগ্রহী শিক্ষার্থী এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে "মীযান ও মুনশাঈব" বইটি দেখতে পারেন। যে বই সাধারণতঃ মাদ্রাসার পাঠ্যবই-এর অন্তর্ভুক্ত।

ইতিপূর্বে আরবী ব্যাকরণের নাহূ বিষয়ক আলোচনার শেষে "বাক্য বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছে। আরবী শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণের জন্য যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হয় তা জানা না থাকলে শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আরবী ব্যাকরণের যাবতীয় মূল বিষয়ের ধারণা থাকতে হবে। আর শব্দ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আরবী ব্যাকরণের "ছরফ" অংশের শব্দ রূপান্তর প্রক্রিয়া ও গঠন সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে। এ জন্য ব্যাকরণের فِعْل (ক্রিয়া) ও مُنْشَعِب (শাখা-প্রশাখা) অধ্যায়ের শব্দ রূপান্তর পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় জানা

www.pathagar.com

থাকতে হবে। শব্দ বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আরবী ব্যাকরণের فِعْل অংশে – نَهِى – اِسْمِ فَاعِل – اِسْمِ مَفْعُوْل – اِسْمِ ظَرْف اَسْمِ اٰلَة ও اَمَرْ – مُضَارِع – مَاضِى সম্বন্ধে যে আলোচনা, গঠন প্রণালী ও ছীগা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুনশাঈব পর্বে যে সমস্ত বাবের বর্ণনা করা হয়েছে তার সবই শব্দ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা থাকলে বাক্যে ব্যবহৃত একটি আরবী শব্দের কেমন অর্থ হতে পারে এবং বাক্যে কোন ধরনের শব্দ প্রয়োগ করতে হবে তা সহজেই অনুধাবন করতে পারা যায়। এ সব মূলতঃ শব্দ বিশ্লেষণের দক্ষতা থেকেই জানা সম্ভব। আরবী শব্দ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পর্যায় ক্রমিক কিছু ধারা অবলম্বন করতে হয়। ধারাগুলো নিম্নরূপ :

১. প্রথমেই দেখতে হবে শব্দটি বচন বিশিষ্ট কিনা। অর্থাৎ وَاحِد (একবচন) تَثْنِيَة (দ্বিবচন) ও جَمع (বহুবচন)-এর কোন একটির অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং একই সাথে শব্দটি পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ তাও লক্ষ্য করতে হবে। তবে শব্দটি যদি مَصْدَر বিশিষ্ট হয় সেক্ষেত্রে শব্দটিকে اِسْمِ مَصْدَر হিসেবে উল্লেখ করতে হয়। এমতাবস্থায় বচন বা কোন লিঙ্গের প্রকাশ ঘটবে না। এ অবস্থাটি صِيْغَة ছীগা নামে পরিচিত।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে শব্দটির বহছ নির্ণয় করতে হবে। অর্থাৎ শব্দটি فِعْل এর ছীগা বা শব্দ রূপান্তর পদ্ধতির কোন بَحَث বা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। اِسْمُ الظَّرْف – اَسْمُ الْمَفْعُوْل– اِسْمُ الْفَاعِل– النَّهِى – اَلاَمَرْ– اَلْمُضَارِع (اَلْمَاضِى – ও اِسْمُ اٰلَة এর বর্ণনা ও শব্দ রূপান্তর এবং এ সকল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের আলোচনাকে بَحَثْ (বহছ) বলে)। শব্দটি اَسْمِ مَصْدَر হলে বহছ উল্লেখ করতে হয় না।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে দেখতে হবে শব্দটির بَاب কি বা কোন বাবের ওযনের অন্তর্ভুক্ত। এ অবস্থাটিকে بَاب বলে।

৪. চতুর্থ পর্যায়ে বাব অনুযায়ী শব্দটির مَصْدَر নির্ণয় করে তা উল্লেখ করতে হবে। এ অবস্থাটিকে مَصْدَر বলা হয়। সাধারণতঃ একটি

www.pathagar.com

عَلَامَاتُ থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দ চাইলে বের করতে مَادَّةٌ বা مَصْدَر এর চিহ্ন, بَاب সমূহের চিহ্ন এবং দ্বি-বচন বা বহু বচনের الْمُضَارِع। চিহ্নকে বাদ দিলে বা আলাদা করলে শব্দটির مَصْدَر বা মূল হরফ বের হয়ে আসবে।

৫. মাছদার থেকে শব্দটির مَادَّةٌ বা মূল হরফ উল্লেখ করতে হবে। এ অবস্থাটি مَادَّةٌ হিসেবে পরিচিত।

৬. মূল অক্ষর (হরফ) নির্ণয় করার পর দেখতে হবে শব্দটি صَحِيْحٌ (সহীহ) বিশুদ্ধ, مَهْمُوْز (মাহমূয) হামযাহযুক্ত শব্দ, مُعْتَلٌ (মু'তাল) হরফে ইল্লত বিশিষ্ট শব্দ এবং مُضَاعَف (মুদা'আফ) একই জাতীয় বিশুদ্ধ দু'অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ কিনা। মূলতঃ যে কোন শব্দই উক্ত চারটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে এবং তা উল্লেখ করতে হবে। এ অবস্থাটিকে جِنْس বলা হয়।

৭. সর্বশেষে শব্দটির বাংলা অর্থ কি তা উল্লেখ করলেই একটি শব্দের শব্দ-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হবে। এ অবস্থাটি مَعْنَاه (অর্থ) হিসেবে পরিচিত।

উক্ত ধারাটি فِعْل (ক্রিয়া) এবং اِسْم مُشْتَق এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু শব্দটি যদি اِسْم جَامِد হয় তাহলে তার শব্দ বিশ্লেষণ নিম্নরূপ-

১. প্রথমেই শব্দটি اِسْم جَامِد হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

২. শব্দটি جَمع হলে, جَمع (বহুবচন) উল্লেখ করে তার وَاحِد (একবচন) রূপ প্রকাশ করতে হবে।

৩. এরপর শব্দটির مَادَّةٌ বা মূল হরফ নির্ণয় করে তা লিখতে হবে।

৪. এর পর শব্দটির جِنْس (জাতি, শ্রেণী) উল্লেখ করতে হবে।

৫. সর্বশেষে শব্দটির বাংলা অর্থ প্রকাশের মাধ্যমে শব্দ বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হবে।

* শব্দটি صِفَة مُشَبَّهَة হলে اِسْم مَصْدَر এর স্থানে صِفَة مُشَبَّهَة উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

* শব্দ বিশ্লেষণের উক্ত দুটি পদ্ধতিই প্রধান। এ ছাড়া শব্দের বিভিন্ন অবস্থার কারণে শব্দ বিশ্লেষণের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু পরিবর্তন হতে পারে। যা নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে বুঝা যাবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় :

আরবী ব্যাকরণের تَحْقِيق বিষয়ক আলোচনায় এমন কিছু শব্দের ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হবে যে গুলোর অর্থ বা পরিভাষা জেনে নেয়া আবশ্যক। এতে করে বিষয় ভিত্তিক আলোচনাটা বুঝতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

◆ صَحِيْح (সহীহ) বিশুদ্ধ

যে فِعْلٌ বা ক্রিয়া বিশিষ্ট শব্দের مَادَّة বা মূল ধাতুতে هَمْزَة، (ء) حَرْف العِلَّة (و-ا-ى) এবং একই জাতীয় দু'টি হরফ পাওয়া যায় না তাকে সহীহ বলে। এই মতামতটা ইলমে ছরফ বা শব্দের রূপান্তর বিশেষজ্ঞদের অভিমত। যেমন- نَصَرَ সে সাহায্য করল, بَعْثَرَ সে উত্তেজিত হলো, سَفَرْجَلٌ (ডুমুর), رَجُلٌ ইত্যাদি।

কিন্তু নাহূবীদদের নিকট সহীহ বলতে এমন শব্দকে বুঝায় যার শেষ অক্ষরে حَرْفُ العِلَّةُ এর কোন একটি হরফ না হওয়া। সুতরাং তাদের নিকট শব্দের মধ্যে هَمْزَة থাকলে কিংবা এক জাতীয় দু'টি হরফ পাওয়া গেলেও উহা صَحِيْح এর পর্যায়ভুক্ত।

এ কারণে أَمْرٌ - عَدَّ নাহূবীদদের নিকট সহীহ; কিন্তু ছরফীদের নিকট সহীহ নয়। ছরফী বলতে আরবী ব্যাকরণের عِلْمُ الصَّرْف বা শব্দ বা পদ প্রকরণ সম্পর্কে যারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, তাদেরকে বলে।

◆ مَهْمُوْز (মাহমূয) হামযাহ যুক্ত শব্দ :

মাহমূয বলতে এমন শব্দকে বুঝায় যার মূল অক্ষরের মধ্যে هَمْزَة পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

مَهْمُوْز এর প্রকারভেদ :

বর্ণের তারতম্য হিসেবে مَهْمُوْز কে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- (ক) مَهْمُوْز الفَاء (খ) مَهْمُوْز العَيْن (গ) مَهْمُوْز اللاَم - প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

(ক) مَهْمُوْز الفَاء :

যে শব্দের মূল অক্ষরের فَاء কালেমা বা প্রথম হরফটি هَمْزَة হয় তাকে مَهْمُوْز الفَاء বলে। যেমন- أَمَرَ সে আদেশ করল, أَمْرٌ আদেশ, اَكَلَ সে খেল ইত্যাদি।

(খ) مَهْمُوْزالعَيْن :

যে শব্দের মূল অক্ষরের عَيْن কালেমা বা দ্বিতীয় অক্ষর هَمْزَة হয় তাকে مَهْمُوْزالعَيْن বলে। যেমন- سَأَلَ সে প্রশ্ন করল, رَأْسٌ মাথা ইত্যাদি।

(গ) مَهْمُوْز اللاَم :

যে শব্দের মূল অক্ষরের لاَمْ কালেমা বা তৃতীয় অক্ষরটি هَمْزَة হয় তাকে مَهْمُوْز اللاَم বলে। যেমন- قَرَأَ সে পাঠ করল, سُوْءٌ খারাপ ইত্যাদি।

◆ مُعْتَلٌ (মু'তাল) হরফে ঈল্লত বিশিষ্ট শব্দ :

مُعْتَلٌ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে হরফে ঈল্লাত (حَرْف علَّة) বিশিষ্ট। আর পরিভাষায় مُعْتَلٌ বলতে এমন শব্দকে বুঝায়, যার মূল অক্ষরে حَرْفُ العِلَّة পাওয়া যায়। যেমন- قَوْلٌ (কথা, বাণী)।

حَرْفُ العِلَّة তিনটি : যথা- و - ا - ى (وَاو - اَلِف - يَاء) এ তিনটকে একত্রে وَاى বলা হয়।

مُعْتَلٌ প্রথমতঃ দু'প্রকার। যথা-

১. مُعْتَلٌ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ বা একটি حَرْفُ العِلَّة বিশিষ্ট শব্দ।

২. مُعْتَلٌ بِحَرْفَيْنِ বা দু'টি حَرْفُ العِلَّة বিশিষ্ট শব্দ।

www.pathagar.com

◆ مُعْتَلّ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ :

এমন শব্দকে বলে যার মূল অক্ষরের মধ্যে একটি মাত্র حَرْفُ العِلَّة পাওয়া যায়। যেমন- قَوْلٌ -

এই مُعْتَلّ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) مُعْتَل فَاء (খ) مُعْتَلّ عَيْن (গ) مُعْتَلّ لَام এগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ :

(ক) مُعْتَلّ فَاء এর সংজ্ঞা :

যে সকল শব্দের মূল অক্ষরের فَاء কালেমা বা প্রথম অক্ষর حَرْفُ العِلَّة হয় তাকে مُعْتَلّ فَاء বলে। যেমন- وَعَدَ সে প্রতিশ্রুতি দিল, يُسْرٌ সহজ।

উল্লেখ্য যে, مُعْتَلّ فَاء এর অপর নাম مِثَال-ইহা আবার দু'প্রকার। যথা-

১. اَلْمِثَالُ الوَاوِى অর্থাৎ فَاء কালেমা যদি وَاو হয় তবে তাকে مِثَالِ وَاوِى বলে। যেমন- وَعْدٌ প্রতিশ্রুতি।

২. اَلْمِثَال اليَائِ অর্থাৎ فاء কালেমা যদি يَاء হয় তবে তাকে مِثَال يَائِ বলে। যেমন- يُسْرٌ সহজ। মনে রাখতে হবে যে, فاء কালেমাতে কখনও হরফে ঈল্লত বিশিষ্ট الف। হয় না।

(খ) مُعْتَلّ العَيْن -এর সংজ্ঞা :

যে সকল শব্দের মূল অক্ষরের عَيْن كَلِمَة বা দ্বিতীয় বর্ণ حَرْفُ العِلَّة হয় তাকে مُعْتَلّ العَيْن বলে। যেমন- قَالَ সে বলল, بَاعَ সে বিক্রয় করল।

উল্লেখ্য, مُعْتَل عَيْن এর অপর নাম أَجْوَف ইহাও দু'প্রকার। যথা-

১. اَلأَجْوَف وَاوِى অর্থাৎ عَين কালেমা যদি وَاو হয় তবে তাকে اَلأَجْوَف وَاوِى বলে। যেমন- قَوْلٌ কথা।

২. اَلأَجْوَفُ اليَائِ অর্থাৎ عين কালেমা যদি يَاء বিশিষ্ট হয় তবে তাকে اَلأَجْوَفُ اليَائِ বলে। যেমন- بَيْعٌ বিক্রয় করা।

www.pathagar.com

(গ) مُعْتَلٌ اللاَم -এর সংজ্ঞা :

যে সকল শব্দের মূল অক্ষরসমূহের لاَم কালেমা বা তৃতীয় বর্ণ حَرْفُ الْعِلَّة হয় তাকে مُعْتَلٌ اللاَم বলে। যেমন- دَعَا সে ডাকল, رَمٰى সে নিক্ষেপ করল।

উল্লেখ্য, مُعْتَلٌ اللاَم -এর অপর নাম نَاقِص ইহাও দু'প্রকার। যথা-

১. اَلنَّاقِصُ الوَاوِى অর্থাৎ لاَم كَلِمَة যদি وَاو হয় তবে তাকে نَاقِص وَاوِى বলে। যেমন- دَعْوٌ ডাকা, دَلْوٌ বালতি।

২. اَلنَّاقِصُ اليَائِى অর্থাৎ لاَم كَلِمَة যদি يَاء বিশিষ্ট হয় তবে তাকে اَلنَّاقِصُ اليَائِى বলে। যেমন- ظَبْىٌ হরিণ।

◆ اَلْمُعْتَلٌ بِحَرْفَيْنِ :

যে সকল শব্দসমূহের মূল অক্ষরে দু'টি حَرْفُ الْعِلَّة পাওয়া যায় তাকে مُعْتَلٌ بِحَرْفَيْنِ বলে। যেমন وَحْىٌ প্রত্যাদেশ, طَىٌّ ভাজ করা।

এই مُعْتَلٌ بِحَرْفَيْنِ আবার দু'প্রকার। যথা-

(ক) اَللَّفِيْفُ الْمَفْرُوْق বা পৃথক حَرْفُ الْعِلَّة সম্পন্ন শব্দ।

(খ) اَللَّفِيْفُ الْمَقْرُوْن বা সংযুক্ত حَرْفُ الْعِلَّة সম্পন্ন শব্দ।

উভয়ের বর্ণনা নিম্নরূপ :

(ক) اَللَّفِيْفُ الْمَفْرُوْق :

যে সকল শব্দের মূল অক্ষরসমূহের فَاء কালেমা বা প্রথম অক্ষর এবং لاَم كَلِمَة বা তৃতীয় অক্ষর حَرْفُ الْعِلَّة হয় তাদেরকে اَللَّفِيْفُ الْمَفْرُوْق বলে। যেমন- وَحْىٌ, وَشْىٌ চোগলখোরী, وَفٰى পূর্ণ করা, পরিশোধ করা।

www.pathagar.com

(খ) اَللَّفِيْفُ الْمَقْرُوْن :

যে সকল শব্দের মূল অক্ষরসমূহের فَاء كَلِمَة ও عَيْن كَلِمَة কিংবা عَيْن كَلِمَة ও لَامْ كَلِمَة (লাম কালেমা) حَرْف عِلَّة হয় তাদেরকে اَللَّفِيْفُ الْمَقْرُوْن বলে। যেমন– وَيْلٌ অভিসম্পাত, قَوِىٌّ শক্তিশালী ইত্যাদি।

◆ اَلْمُضَاعَف (মুদা'আফ বা মুজা'আফ) একই জাতীয় বিশুদ্ধ দু'অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ :

اَلْمُضَاعَف শব্দের অর্থ দ্বিরুক্তিকৃত। পরিভাষায় اَلْمُضَاعَف এমন শব্দকে বলে, যার মূল অক্ষরসমূহের মধ্যে একই জাতীয় দু'টি অক্ষর একত্রে পাওয়া যায়। যেমন– فَرَّ যার মূল فَرَرَ এবং زَلْزَلَ ইত্যাদি।

* اَلْمُضَاعَف কে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

(ক) اَلْمُضَاعَفُ الثُّلَاثِيّ সংযুক্ত বিশুদ্ধ বর্ণ : অর্থাৎ যে সকল শব্দের عَيْن كَلِمَة বা দ্বিতীয় অক্ষর এবং লাম কালেমা বা তৃতীয় অক্ষর একই জাতীয় হয় তাকে اَلْمُضَاعَفُ الثُّلَاثِى বলে। যেমন– فَرَّ যার মূল হচ্ছে فَرَرَ সে পলায়ন করেছে।

(খ) اَلْمُضَاعَفُ الرُّبَاعِى বিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ বর্ণ : অর্থাৎ যে সকল শব্দের فَاء কালেমা বা প্রথম অক্ষর এবং প্রথম لَام কালেমা বা তৃতীয় অক্ষর এবং عَيْن كَلِمَة বা দ্বিতীয় অক্ষর এবং দ্বিতীয় لَام কালেমা বা ৪র্থ অক্ষর একই জাতীয় হয় তাকে اَلْمُضَاعَفُ الرُّبَاعِى বলে। যেমন– زَلْزَلَ সে কম্পিত হয়েছে, ذَبْذَبَ সে ইতস্তত করেছে।

পূর্বোল্লিখিত ধারা অনুযায়ী এবার কিছু তাহকীক বা শব্দ বিশ্লেষণ করে দেখান হলো। আশা করা যায় এ থেকে শব্দ বিশ্লেষণের কঠিন কাজটি অত্যন্ত সহজভাবে সম্পাদন করা যাবে।

www.pathagar.com

১.	رَزَقَ	২.	عُمِرَتْ
শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِدْمُذَكَّرْغَائِبْ	শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِدِ مُؤَنَّثْ غَائِب
বহস بَحَث	مَاضِى مَعْرُوْف	বহছ بَحَث	مَاضِى مَجْهُوْل
বাব باب	نَصَرَ-يَنْصُرُ	বাব باب	نَصَرَ يَنْصُرُ
মাছদার مَصْدَر	اَلرِّزْقُ	মাছদার مَصْدَر	اَلعَمْرُ
মাদ্দাহ مَادَّة	ر+ز+ق	মাদ্দাহ مَادَّة	ع+م+ر
জিন্স جِنْس	صَحِيْحٌ	জিন্স جِنْس	صَحِيْحٌ
অর্থ مَعْنَاه	রিযিক দেয়া	অর্থ مَعْنَاه	আবাদ করা

৩.	رَوَى	৪.	تُجْلَبُ
শব্দরূপ صِيْغَة	واحدمُذَكَّرْغَائِبْ	শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِدِ مُؤَنَّث غَائِب
বহছ بَحَث	مَاضِى معْرُوْف	বহছ بَحَث	مُضَارِع مَجْهُوْل
বাব باب	بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ	বাব باب	باب ضَرَبَ يَضْرِبُ
মাছদার مَصْدَر	اَلرِّوَايَةُ	মাছদার مَصْدَر	اَلجَلْبُ
মাদ্দাহ مَادَّة	ر+و+ى	মাদ্দাহ مَادَّة	ج+ل+ب
জিন্স جِنْس	لَفِيْفِ مَقْرُوْن	জিন্স جِنْس	صَحِيْحٌ
অর্থ مَعْنَاه	বর্ণনা করা	অর্থ مَعْنَاه	টেনে নিয়ে আসা

www.pathagar.com

৫.	وَضَعَ	৬.	يَرْعٰى
শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب	শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِد مُذَكَّرغَائِب
বহছ بَحَث	مَاضِى مَعْرُوْف	বহছ بَحَث	مُضَارِع مَعْرُوْف
বাব باب	فَتَحَ يَفْتَحُ	বাব باب	فَتَحَ يَفْتَحُ
মাছদার مَصْدَر	اَلْوَضْعُ	মাছদার مَصْدَر	اَلرِّعَايَةُ
মাদ্দাহ مَادَّة	و+ض+ع	মাদ্দাহ مَادَّة	ر+ع+ى
জিন্স جِنْس	مِثَال وَاوِى	জিন্স جِنْس	نَاقِص يَائِى
অর্থ مَعْنَاه	রাখা	অর্থ مَعْنَاه	হিফাযত করা, তত্ত্বাবধান করা

৭.	اِجْعَلْ	৮.	شَامِخَاتُ
শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر	শব্দরূপ صِيْغَة	جَمع مُؤَنَّث
বহছ بَحَث	اَمَرْ حَاضِر مَعْرُوْف	বহছ بَحَث	اِسْم فَاعِل
বাব باب	فَتَحَ يَفْتَحُ	বাব باب	فَتَحَ -يَفْتَحُ
মাছদার مَصْدَر	اَلْجَعْلُ	মাছদার مَصْدَر	اَلشُّمُوْخُ
মাদ্দাহ مَادَّة	ج+ع+ل	মাদ্দাহ مَادَّة	ش+م+خ
জিন্স جِنْس	صَحِيْح	জিন্স جِنْس	صَحِيْح
অর্থ مَعْنَاه	বানানো	অর্থ مَعْنَاه	গগণচুম্বি, সুউচ্চ

www.pathagar.com

৯.	مَزَارِعُ	১০.	عَمِلَ
صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب	صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب
بَحَث বহছ	اِسْم ظَرْف	بَحَث বহছ	مَاضِى مَعْرُوْف
بَاب বাব	فَتَحَ يَفْتَحُ	بَاب বাব	سَمِعَ يَسْمَعُ
مَصْدَر মাছদার	اَلزَّرْعُ	مَصْدَر মাছদার	اَلْعَمَلُ
مَادَّة মাদ্দাহ	ز+ر+ع	مَادَّة মাদ্দাহ	ع+م+ل
جِنْس জিন্স	صَحِيْحٌ	جِنْس জিন্স	صَحِيْحٌ
مَعْنَاه অর্থ	খেত, কৃষি	مَعْنَاه অর্থ	কর্ম করা, শ্রম করা

১১.	شَرِيْكٌ (جَمع شُرَكَاءُ)	১২.	يَعْرِفُ
صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُذَكَّر	صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب
بَحَث বহছ	اَسْم فَاعِل	بَحَث বহছ	مُضَارِع مَعْرُوْف
بَاب বাব	سَمِعَ يَسْمَعُ	بَاب বাব	ضرب يضرب
مَصْدَر মাছদার	اَلشَّرْكَةُ	مَصْدَر মাছদার	اَلْمَعْرِفَةُ وَالْعِرْفَانُ
مَادَّة মাদ্দাহ	ش+ر+ك	مَادَّة মাদ্দাহ	ع+ر+ف
جِنْس জিন্স	صَحِيْحٌ	جِنْس জিন্স	صَحِيْحٌ
مَعْنَاه অর্থ	অংশীদার, ভাগী	مَعْنَاه অর্থ	চিনা, জানা

www.pathagar.com

১৩	اَلْمِسْمَعُ.	১৪.	لاَتَاسَوْا
শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِدِ صُغْرى	শব্দরূপ صِيْغَة	جَمع مُذَكَّرحَاضِرِ
বহছ بَحَث	اِسْمِ الَة	বহছ بَحَث	نَهِى حَاضِرمَعْرُوْف
বাব باب	سَمِعَ يَسْمَعُ	বাব باب	سَمِعَ يَسْمَعُ
মাছদার مَصْدَر	السَّمْعُ	মাছদার مَصْدَر	الاَسى
মাদ্দাহ مَادَّة	س+م+ع	মাদ্দাহ مَادَّة	ء+س+ى
জিন্স جِنْس	صَحِيْحُ	জিন্স جِنْس	مَهْمُوْزِ فَاءوَنَاقِصِ يَائى
অর্থ مَعْنَاه	শ্রবণ, শোনা	অর্থ مَعْنَاه	চিন্তা করো না

১৫.	كَرُمَتْ	১৬.	اَفْضَلُ
শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِدِ مُؤَنَّث غَائب	শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِدِ مُذَكَّر
বহছ بَحَث	مَاضِى مَعْرُوْف	বহছ بَحَث	اِسْمِ تَفْضِيْل
বাব باب	كَرُمَ يَكْرُمُ	বাব باب	كَرُمَ يَكْرُمُ
মাছদার مَصْدَر	اَلْكَرَمُ والكرامة	মাছদার مَصْدَر	اَلْفَضْلُ
মাদ্দাহ مَادَّة	ك+ر+م	মাদ্দাহ مَادَّة	ف+ض+ل
জিন্স جِنْس	صحيح	জিন্স جِنْس	صَحِيْحُ
অর্থ مَعْنَاه	মর্যাদাবান হওয়া	অর্থ مَعْنَاه	সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট

www.pathagar.com

১৭.	صَغِيْرٌ	১৮.	اَمْنٌ
صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِدْ مُذَكَّر	صِيْغَة শব্দরূপ	اِسْمِ مَصْدَر
بَحَث বহছ	اِسْمِ فَاعِل مُبَالِغَة	بَحَث বহছ	سَمِعَ يَسْمَعُ
باب বাব	كَرُمَ يَكْرُمُ	باب বাব	ء+م+ن
مَصْدَر মাছদার	اَلصِّغَرُ وَالصَّغَارَةُ	مَصْدَر মাছদার	مَهْمُوْزِ فَاء
مَادَّة মাদ্দাহ	ص+غ+ر	مَادَّة মাদ্দাহ	নিরাপদ হওয়া
جِنْس জিন্স	صَحِيْحٌ	جِنْس জিন্স	صَحِيْحٌ
مَعْنَاه অর্থ	ছোট, শৈশবকাল	مَعْنَاه অর্থ	

১৯	اَلرَّخَاءُ	২০.	اَسْكَنَ
صِيْغَة শব্দরূপ	اِسْمِ مَصْدَر	صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِدِ مُذَكَّر غَائِب
باب বাব	نَصَرَ يَنْصُرُ	بَحَث বহছ	مَاضِى مَعْرُوْف
مَادَّة মাদ্দাহ	ر+خ+و	باب বাব	اِفْعَال
جِنْس জিন্স	نَاقِصِ وَاوِى	مَصْدَر মাছদার	اَلاِسْكَانُ
مَعْنَاه অর্থ	স্বাচ্ছন্দ হওয়া	مَادَّة মাদ্দাহ	س+ك+ن
		جِنْس জিন্স	صَحِيْحٌ
		مَعْنَاه অর্থ	বসবাস করান

www.pathagar.com

২১.	يُوْصِلُ	২২.	اتِ
শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب	শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر
বহছ بَحَث	مُضَارِع مَعْرُوْف	বহছ بَحَث	اَمَرْ حَاضِر مَعْرُوْف
বাব بَاب	اِفْعَال	বাব بَاب	اِفْعَال
মাছদার مَصْدَر	اَلاِيْصَالُ	মাছদার مَصْدَر	الاِيْتَاءُ
মাদ্দাহ مَادَّة	و+ص+ل	মাদ্দাহ مَادَّة	ا+ت+ى
জিন্স جِنْس	مِثَال وَاوِى	জিন্স جِنْس	مَهْمُوْز فَاء وَنَاقِص يَائِى
অর্থ مَعْنَاه	পৌঁছিয়ে দেয়া	অর্থ مَعْنَاه	প্রদান কর, দিয়ে দাও

২৩.	يُقِيمُوْنَ	২৪.	خَوَّضَتْ
শব্দরূপ صِيْغَة	جَمع مُذَكَّر غَائِب	শব্দরূপ صِيْغَة	واحد مُؤَنَّث غائِب
বহছ بَحَث	مُضَارِع مَعْرُوْف	বহছ بَحَث	مَاضِى مَعْرُوْف
বাব بَاب	اِفْعَال	বাব بَاب	تَفْعِيْل
মাছদার مَصْدَر	الاِقَامَةُ	মাছদার مَصْدَر	اَلتَّخْوِيْضُ
মাদ্দাহ مَادَّة	ق+و+م	মাদ্দাহ مَادَّة	خ+و+ض
জিন্স جِنْس	اَجْوَاف وَاوِى	জিন্স جِنْس	اَجْوَاف وَاوِى
অর্থ مَعْنَاه	প্রতিষ্ঠা করা	অর্থ مَعْنَاه	প্রবেশ করা, হাটা

www.pathagar.com

২৫.	اَسَّسُوْا	২৬.	يُدَنِّسُوْنَ
শব্দরূপ صِيْغَة	جَمع مُذَكَّر غَائِب	শব্দরূপ صِيْغَة	جَمع مُذَكَّرغَائِب
বহছ بَحَث	مَاضِى مَعْرُوْف	বহছ بَحَث	مُضَارِع مَعْرُوْف
বাব باب	تَفْعِيْل	বাব باب	تَفْعِيْل
মাছদার مَصْدَر	اَلتَّاسِيْسُ	মাছদার مَصْدَر	اَلتَّدْنِيْسُ
মাদ্দাহ مَادَّة	ء+س+س	মাদ্দাহ مَادَّة	د+ن+س
জিন্স جِنْس	مَهْمُوْزفاء ومُضَاعَف ثُلاَثِى	জিন্স جِنْس	صَحِيْح
অর্থ مَعْنَاه	প্রতিষ্ঠা করা	অর্থ مَعْنَاه	অপবিত্র করা

২৭.	اَلْمُشَرَّفَةُ	২৮.	سَاعَدَ
শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِد مُؤَنَّث	শব্দরূপ صِيْغَة	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب
বহছ بَحَث	اِسْم مَفْعُوْل	বহছ بَحَث	مَاضِى مَعْرُوْف
বাব باب	تَفْعِيْل	বাব باب	مُفَاعَلَةٌ
মাছদার مَصْدَر	اَلتَّشْرِيْفُ	মাছদার مَصْدَر	اَلْمُسَاعَدَةُ
মাদ্দাহ مَادَّة	ش+ر+ف	মাদ্দাহ مَادَّة	س+ع+د
জিন্স جِنْس	صَحِيْح	জিন্স جِنْس	صَحِيْح
অর্থ مَعْنَاه	মর্যাদাবান, সম্মানিত	অর্থ مَعْنَاه	সহযোগিতা করা

www.pathagar.com

২৯.	مُقَابِلٌ	৩০.	يَتَوَسَّطُ
صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُذَكَّر	صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب
بَحَث বহছ	اِسْمِ فَاعِل	بَحَث বহছ	مُضَارِع مَعْرُوْف
بَاب বাব	مُفَاعَلَةٌ	بَاب বাব	تَفَعُّل
مَصْدَر মাছদার	اَلْمُقَابَلَةُ	مَصْدَر মাছদার	اَلتَّوَسُّطُ
مَادَّة মাদ্দাহ	ق+ب+ل	مَادَّة মাদ্দাহ	و+س+ط
جِنْس জিন্স	صَحِيْح	جِنْس জিন্স	مِثَال وَاوِى
مَعْنَاه অর্থ	সম্মুখে	مَعْنَاه অর্থ	মাঝে অবস্থিত হওয়া

৩১.	تَوَقَّفَ	৩২.	اِلْتَفَتَ
صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب	صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب
بَحَث বহছ	مَاضِى مَعْرُوْف	بَحَث বহছ	مَاضِى مَعْرُوْف
بَاب বাব	تَفَعُّلٌ	بَاب বাব	اِفْتِعَالٌ
مَصْدَر মাছদার	اَلتَّوَقُّفُ	مَصْدَر মাছদার	اَلاِلْتِفَاتُ
مَادَّة মাদ্দাহ	و+ق+ف	مَادَّة মাদ্দাহ	ل+ف+ت
جِنْس জিন্স	مِثَال وَاوِى	جِنْس জিন্স	صَحِيْح
مَعْنَاه অর্থ	অবস্থান করা, দৃঢ় হওয়া	مَعْنَاه অর্থ	তাকানো, আড় চোখে

www.pathagar.com

৩৩.	نَتَّخِذُ	৩৪.	اِسْتَمَرَّتْ
صِيْغَة শব্দরূপ	جَمع مُتَكَلِّم	صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب
بَحَث বহছ	مُضَارِع مَعْرُوْف	بَحَث বহছ	مَاضِي مَعْرُوف
بَاب বাব	اِفْتِعَال	بَاب বাব	اِسْتِفْعَالُ
مَصْدَر মাছদার	اَلاتِّخَاذُ	مَصْدَر মাছদার	اَلاِسْتِمْرَارُ
مَادَّة মাদ্দাহ	ء+خ+ذ	مَادَّة মাদ্দাহ	م+ر+ر
جِنْس জিন্স	مَهْمُوْز فَاء	جِنْس জিন্স	مُضَاعَفِ ثُلاثِي
مَعْنَاه অর্থ	গ্রহণ করা, আঁকড়িয়ে	مَعْنَاه অর্থ	চলতে থাকা

৩৫.	تَسْتَمِيْلُ	৩৬.	اِنْقَطَعَ
صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب	صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب
بَحَث বহছ	مُضَارِع مَعْرُوف	بَحَث বহছ	مَاضِي مَعْرُوْف
بَاب বাব	اِسْتِفْعَالُ	بَاب বাব	اِنْفِعَالُ
مَصْدَر মাছদার	اَلاِسْتِمَالَةُ	مَصْدَر মাছদার	اَلاِنْقِطَاعُ
مَادَّة মাদ্দাহ	م+ى+ل	مَادَّة মাদ্দাহ	ق+ط+ع
جِنْس জিন্স	اَجْوَاف يَائِى	جِنْس জিন্স	صَحِيْح
مَعْنَاه অর্থ	আকৃষ্ট করে	مَعْنَاه অর্থ	কেটে যাওয়া

www.pathagar.com

৩৭.	يَنْحَدِرُ	৩৮.	بَشَائِرُ
صِيْغَة শব্দরূপ	وَاحِد مُذَكَّر غَائِب	صِيْغَة শব্দরূপ	جَمع مُنْتَهَى الجُمُوْع
بَحْث বহছ	مُضَارِع مَعْرُوْف	بَحْث বহছ	بَشِيْرَةٌ- وَاحِد صِفَة مُشَبَّهَة
بَاب বাব	اِنْفِعَالٌ	بَاب বাব	كَرُمَ يَكْرُمُ
مَصْدَر মাছদার	اَلاِنْحِدَارُ	مَصْدَر মাছদার	بَشَارَةٌ
مَادَّة মাদ্দাহ	ح+د+ر	مَادَّة মাদ্দাহ	ب+ش+ر
جِنْس জিন্স	صَحِيْحٌ	جِنْس জিন্স	صَحِيْحٌ
مَعْنَاه অর্থ	নিম্নগামী, নিচু হওয়া	مَعْنَاه অর্থ	শুভ সংবাদ বহনকারী

৩৯.	شُجَاعٌ	৪০.	تَضْلِيْلٌ
صِيْغَة শব্দরূপ	صِفَة مُشَبَّهَة	صِيْغَة শব্দরূপ	اِسْم مَصْدَر
بَاب বাব	كَرُمَ يَكْرُمُ	بَاب বাব	تَفْعِيْل
مَصْدَر মাছদার	اَلشُّجَاعَةُ	مَادَّة মাদ্দাহ	ض+ل+ل
مَعْنَاه অর্থ	সাহসী	جِنْس জিন্স	مُضَاعَف ثُلَاثِي
		مَعْنَاه অর্থ	গোমরাহ করা

www.pathagar.com

৪১.	قِبْلَةٌ	৪২.	اَلاَرْضُ
صِيْغَة শব্দরূপ	اِسْمِ جَامِدِ	صِيْغَة শব্দরূপ	اَسْمِ جَامِدِ (وَاحِدِ)
مَادَّة মাদ্দাহ	ق+ب+ل	جَمع	اَلاَرْضُوْنَ-اَلاَرَاضى
جِنْس জিন্স	صَحِيْحٌ	مَادَّة মাদ্দাহ	أ+ر+ض
مَعْنَاه অর্থ	দিক, কা'বা, সম্মুখ বস্তু	جِنْس জিন্স	مَهْمُوْزِ فَاء
		مَعْنَاه অর্থ	ভূমি, পৃথিবী

৪৩.	وَجْهٌ	৪৪.	ذُرِّيَّةٌ
صِيْغَة শব্দরূপ	اِسْمِ جَامِدِ (واحد)	صِيْغَة শব্দরূপ	اِسْمِ جَامِدِ (واحد)
جَمع	وُجُوْهٌ	جَمع	ذَرَارِى-ذُرِّيَاتٌ
مَادَّة মাদ্দাহ	و+ج+ه	مَادَّة মাদ্দাহ	ذ+ر+ر
جِنْس জিন্স	مِثَال وَاوِى	جِنْس জিন্স	مُضَاعَفِ ثُلاثِى
مَعْنَاه অর্থ	মুখমণ্ডল	مَعْنَاه অর্থ	বংশধর, সন্তান

www.pathagar.com

৪৫.	اَلثَّمَرَاتُ	৪৮.	اَلْخَيْرَاتُ
শব্দরূপ صِيْغَة	اِسْم جَامِد (جَمع مؤنث)	শব্দরূপ صِيْغَة	اِسْم جَامِد (جَمع مُؤَنَّث سَالِم)
وَاحِد	ثَمَرَةٌ	وَاحِد	خَيْرٌ
মাদ্দাহ مَادَّة	ث+م+ر	মাদ্দাহ مَادَّة	خ+ى+ر
জিন্স جِنْس	صَحِيْح	জিন্স جِنْس	اَجْوَاف يَائِى
অর্থ مَعْنَاه	ফল	অর্থ مَعْنَاه	কল্যাণ, মালামাল
৪৬.	صِحَّةٌ	৪৯.	اَلرُّكْنُ
শব্দরূপ صِيْغَة	اِسْم مَصْدَر	শব্দরূপ صِيْغَة	اِسْم جَامِد (وَاحِد)
বাব باب	ضَرَبَ-يَضْرِبُ	جَمع	اَرْكَان
মাদ্দাহ مَادَّة	ص+ح+ح	মাদ্দাহ مَادَّة	ر+ك+ن
জিন্স جِنْس	مُضَاعَف ثُلَاثِى	জিন্স جِنْس	صحيح
অর্থ مَعْنَاه	বিশুদ্ধতা, সঠিকতা	অর্থ مَعْنَاه	স্তম্ভ, মূল, ভিত্তি
৪৭.	اَطْرَافٌ	৫০.	اَلْعَرْضُ
শব্দরূপ صِيْغَة	اِسْم جَامِد (جَمْعُ مُكَسَّرٌ)	শব্দরূপ صِيْغَة	اِسْم جَامِد
وَاحِد	طَرْفٌ	جَمع	اَعْرَاضٌ
মাদ্দাহ مَادَّة	ط+ر+ف	মাদ্দাহ مَادَّة	ع+ر+ض
জিন্স جِنْس	صَحِيْح	জিন্স جِنْس	صَحِيْح
অর্থ مَعْنَاه	প্রত্যন্ত অঞ্চল, দিক	অর্থ مَعْنَاه	সম্মান, মর্যাদা, শরীর

www.pathagar.com

اَلتَّعْلِيْلُ
সন্ধি

تَعْلِيْل শব্দের পরিভাষা হিসেবে আরবী ব্যাকরণের বিভিন্ন গ্রন্থে সন্ধি শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। সন্ধি অর্থ মিলন। পাশাপাশি দু'বর্ণ বা শব্দাংশের মিলন অথবা একটি ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে যে শব্দ গঠন হয় তাকে সন্ধি বলে। আরবী ব্যাকরণের اِدْغَام এর সাথেও এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। تَعْلِيْل এর ফলে শব্দের আকার ছোট এবং ধ্বনি মাধুর্যের সৃষ্টি হয়। ইহা ভাষাকে সহজ, সরল ও শ্রুতিমধুর এবং বানানের জটিলতা দূর করে। আরবী ভাষার এই تَعْلِيْل মূলতঃ حَرْف عِلَّة কে কেন্দ্র করে। শব্দের মধ্যে এর উচ্চারণ নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই تَعْلِيْل এর ক্ষেত্রে حَرْف عِلَّة কে কখনও কখনও বিলুপ্ত (حذف) করা হয়। অথবা বিলুপ্ত না করে একটি حرف কে অন্য একটি حرف দ্বারা পরিবর্তন করা হয় কিংবা হরকতযুক্ত حرف علة কে সাকিন করার মাধ্যমে تعليل করা হয়। সাধারণতঃ واو চায় তার পূর্বে পেশ, ياء চায় যের এবং الف চায় যবর হওয়া।

নিম্নে কয়েকটি শব্দের تعليل দেখানো হলো-

১. قَالَ মূলতঃ قَوَلَ ছিল। হরকত বিশিষ্ট وَاو এর পূর্বাক্ষর যবর বিশিষ্ট হওয়ায় উক্ত وَاو কে তার পূর্বাক্ষরের যবর অনুযায়ী الف দ্বারা পরিবর্তন করে قَالَ গঠন করা হয়েছে।

২. خَفْ মূলতঃ اُخْوَفْ ছিল। এটি বাবে سَمِعَ يَسْمَعُ এর اَلْاَمْرُ الْحَاضِرُ لِلْمَعْرُوْف এর اِسْمَعْ ওযনের ছীগা। حرف علة টি وَاو হওয়া সত্ত্বেও সাকিনযুক্ত। وَاو এর পূর্বাক্ষর خَاء টি حرف صحيح অথচ সাকিনযুক্ত। এক্ষেত্রে وَاو এর حركة কে নিয়ম অনুযায়ী স্থানান্তর করে তার পূর্বাক্ষরে দেয়ায় اُخَوْفْ হলো। এখন واو এর পূর্বাক্ষর যবর বিশিষ্ট হওয়ায় যবরের চাহিদা, নিয়ম বা দাবি অনুযায়ী وَاو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করে اُخَافْ করা হলো। এ অবস্থায় الف এবং فاء হরফদ্বয়

www.pathagar.com

একত্রে সাকিন বিশিষ্ট হওয়ায় الف কে বিলুপ্ত করে اِخَفْ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে خَفْ মূলতঃ اِخْوَفْ ছিলো। خَا হরফটি সাকিন বিধায় পড়ার সুবিধার্থে প্রথমে যের বিশিষ্ট هَمْزَةُ الْوَصَلِ নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমানে خَا হরফটি হরকতযুক্ত হওয়ায় উক্ত هَمْزَةُ الْوَصَلِ কে বিলুপ্ত করে خَفْ গঠন করা হয়েছে।

৩. يَبِيْعُ মূলতঃ يَبْيِعُ ছিল। এটি বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ এর مضارع معروف থেকে واحد مذكر غائب এর ছীগার ওযনে ব্যবহৃত। শব্দে ياء হরফটি حرف علة হওয়া সত্ত্বেও হরকতযুক্ত আর তার পূর্বাক্ষর بَا হরফটি حرف صحيح হয়েও সাকিনযুক্ত। শব্দের মধ্যে বিদ্যমান এ অবস্থাটি সঠিক নয় বা নিয়মের ব্যতিক্রম। তাই يَاء এর হরকতটিকে তার পূর্বাক্ষরে স্থানান্তর করে দেয়ায় يَبِيْعُ হয়েছে।

تعليل এর উক্ত গঠন পদ্ধতির কিছু সহজ নিয়ম রয়েছে। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. وَاو سَاكِن এর পূর্বে كَسْرَة থাকলে وَاو টি يا তে পরিবর্তন হবে। যথা- مَوْزَانٌ হতে مِيْزَانٌ ; اِوْجَادٌ হতে اِيْجَادٌ হয়েছে।

২. يَاء سَاكِن এর পূর্বে ضَمَّة থাকলে তা وَاو তে পরিবর্তিত হয়। যথা- يُيْسِرُ হতে يُوْسِرُ ; مُيْقِنٌ হতে مُوْقِنٌ।

৩. حَرْكَةٌ বিশিষ্ট وَاو কিংবা ى এর পূর্বে فَتْحَة থাকলে তারা اَلِف এ পরিবর্তিত হয়। যথা- قَوَلَ হতে قَالَ ; بَيَعَ হতে بَاعَ।

৪. দু'টি سَاكِن অক্ষর কখনও এক স্থানে এক শব্দে হতে পারে না; এরূপ হলে তাদের একটিকে লোপ করতে হবে। যথা- دَعَوُوْا হতে دَعَوْا।

৫. যদি কোন সাকিন حَرْف عِلَّةٌ কোন اَمر - نَهِى কিংবা مُضَارِع مجزوم -র অন্তে থাকে, তা হলে উক্ত حَرْف عِلَّةٌ লোপ পাবে। যথা- لَمْ يَدْعُوْ হতে لَمْ يَدْعُ ; لَا تَدْعُوْ হতে لَا تَدْعُ এবং اُدْعُوْ হতে اُدْعُ।

৬. একই প্রকারের দু'টি অক্ষর শব্দে একত্র হলে এবং প্রথমটি سَاكِن হলে একটি অন্যটির সাথে تَشْدِيْد দ্বারা সংযুক্ত হয়। যথা- مَدْدٌ হতে مَدٌّ।

www.pathagar.com

৭. একই প্রকারের দু'টি অক্ষর পাশাপাশি থাকলে এবং উভয়টি যদি حَرْكَةٌ বিশিষ্ট হয় তা হলে একটি অন্যটির সাথে تَشْدِيْد দ্বারা সংযুক্ত হবে। যথা- مَدَدَ হতে مَدٌّ ; شَدَدَ হতে شَدٌّ ; فَرَرَ হতে فَرٌّ ইত্যাদি।

৮. وَاو এবং ى কিংবা ى এবং وَاو একই শব্দের মধ্যে একস্থানে হলে এবং প্রথমটি سَاكِن হলে وَاو টি ى তে পরিবর্তিত হবে তৎপর একই প্রকারের দু'টি অক্ষর একটি অপরটির সঙ্গে تَشْدِيْد দ্বারা যুক্ত হবে এবং মধ্যম অক্ষরে ضَمَّةٌ থাকলে তা كَسْرَةٌ তে পরিবর্তিত হবে। যথা- مَرْمُوْىٌ হতে مَرْمِىٌّ এবং سَيْوِدٌ হতে سَيِّدٌ ইত্যাদি।

৯. بَاب افْتِعَال -র প্রথম মূল অক্ষর وَاو কিংবা ى হলে তা ت তে পরিবর্তিত হবে এবং একটি ت অপরটির সাথে تَشْدِيْد দ্বারা সংযুক্ত হবে। যথা- اوْتَعَدَ হতে اتَّعَدَ এবং ايْتَسَرَ হতে اتَّسَرَ ইত্যাদি।

১০. بَاب افْتِعَال -র ওযনের প্রথম মূল অক্ষর د - ذ - কিংবা ز হলে অতিরিক্ত تَ টি د এ পরিবর্তিত হবে এবং কখনও কখনও এক জাতীয় দু'টি অক্ষরের একটি অপরটির সাথে تَشْدِيْد দ্বারা সংযুক্ত হবে। যেমন- اذْكَرَ হতে اذَّكَرَ হয়েছে। আবার কখনও কখনও সংযুক্ত হয় না। কিন্তু প্রথম মূল অক্ষর ط - ص - ض - কিংবা ظ হলে অতিরিক্ত ت টি ط তে পরিবর্তিত হবে। যথা- اصْتَبَرَ হতে اصْطَبَرَ। কখনও কখনও এক জাতীয় দু'টি অক্ষরের একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত হয়। যথা- اظْتَلَمَ হতে اظَّلَمَ ; اطْتَلَعَ হতে اطَّلَعَ ইত্যাদি।

১১. سَاكِنْ অক্ষরের পর حَرْكَةٌ বিশিষ্ট একই রকম দু'টি অক্ষর একত্রে থাকলে প্রথমটির حَرْكَةٌ পূর্ববর্তী سَاكِن অক্ষরে প্রদান করে তা দ্বিতীয়টির সাতে সংযুক্ত হবে। যথা- يَمْدُدُ হতে يَمُدُّ।

কিন্তু এক জাতীয় অক্ষর দু'টির পূর্বে কোন سَاكِن অতিরিক্ত حَرْف عِلَّةٌ থাকলে প্রথমটির حَرْكَةٌ স্থানান্তরিত না হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে। তৎপর দ্বিতীয়টির সাথে সংযুক্ত হবে। যথা- مَادَدَ হতে مَادٌّ ; يُمَادَدُ হতে يُمَادٌّ ; ادْهَامَمَ হতে ادْهَامَّ।

www.pathagar.com

১২. اَمَر -র এক জাতীয় দু'টি অক্ষর একত্র হলে এবং দ্বিতীয়টি ন্যায়ত ساكن না হলে তারা تَشْدِيْد দ্বারা সংযুক্ত হতে পারে।

যথা– اُمْدُدْ হতে مُدَّ - مُدُّ ; لاَ تَمْدُدْ হতে لاَ تَمُدُّ ইত্যাদি।

এক জাতীয় দু'টি অক্ষরকে সংযুক্ত করাকে ব্যাকরণের ভাষায় ادغام বলা হয়।

(বি. দ্র. تَعْلِيْل সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভের জন্য ছাত্রদেরকে শিক্ষকের নিকট হতে অথবা উচ্চতর ব্যাকরণের মাধ্যমে শিখতে হবে।)

اَلتَّمْرِيْنُ

অনুশীলনী Exercise

১. اَلتَّحْقِيْقُ বা শব্দ বিশ্লেষণ সম্পর্কে যা জান লিখ।

২. فِعْل কিংবা اِسْم مُشْتَق জাতীয় শব্দের শব্দ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কতটি ধারা অবলম্বন করতে হয় বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৩. اِسْم جَامِد বিশিষ্ট শব্দের تَحْقِيْق এর ধারাগুলো বর্ণনা কর।

৪. নিম্নের শব্দগুলোর تَحْقِيْق কর :

دَخَلَ - يَخْرُجُ - اِغْسِلْ - يَعْرِفُ - يُعْلَمُ - اَلْحَمْدُ - لاَ تَذْهَبْ - اِقْرَأْ -
حَسُنَ - مُسْلِمٌ - مُدْرَكٌ - صَدَّقَ - كَذِّبْ - يُسَلِّمُ - سَبَّحَ - سَافَرَ -
يُبَارِكُ - مُجَاهِدٌ - تَعَلَّمَ - يَتَبَسَّمُ - مُتَكَلِّمٌ - تُحَرِّكَ - تَكَاثَرَ -
اِغْتَسِلْ - اِسْتَغْفَرَ - يَنْفَطِرُ - اِحْمَرَّ - اِدْهَامَّ - اِسَّاقَطَ - بَسْمَلَ -
قِبْلَةٌ - اَلاَرْضُ - وَجْهُ - اَلْخَيْرَاتُ - اَلثَّمَرَاتُ - اَلرُّكْنُ -

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আরবী শব্দ ও বাক্য

মেরুদণ্ডীয় প্রাণীর মেরুদণ্ড না থাকলে সে তার মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলে। মেরুদণ্ড ছাড়া কোন প্রাণীই সোজা হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম। মেরুদণ্ডকে কেন্দ্র করেই প্রাণী জগত তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্টকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে নিজস্ব গতি পথে চলতে সক্ষম হয়। এমনিভাবে মানুষের ভাষাসমূহেরও একটি মেরুদণ্ড রয়েছে। ভাষার সেই মেরুদণ্ড হলো ব্যাকরণ। আমরা যখনই যে কোন ভাষায়-ই কথা বলি না কেন জ্ঞাতে অজ্ঞাতে ব্যাকরণের অনুসরণ করে থাকি। আরবী ব্যাকরণের ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে আরবী ভাষার নিয়ম-কানুন ও গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট উপলব্ধি অর্জিত হওয়া সবার পক্ষেই সম্ভব এবং তা স্বাভাবিক। পূর্বোল্লেখিত আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী এবং ব্যাকরণের পর্যায়ক্রমিক ধারা মুতাবিক এ পর্যায়ে আরবী শব্দ ও শব্দমালা দিয়ে বাক্য তৈরী করে দেখান হবে। ব্যাকরণের এ অংশ পাঠের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তিই আরবী ভাষায় কথা বলার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য, আরবী ব্যাকরণের পর্যায়ক্রমিক ধারা মুতাবিক শব্দ ও বাক্য তৈরী ছাড়াও "আরবী ভাষায় কথা বলি" অংশে আরবী শব্দ ও বাক্য সম্পর্কে আরও অনেক কথা তুলে ধরা হবে। সুতরাং শব্দ ও বাক্য মুখস্ত করুন এবং আরবী ভাষায় কথা বলতে শিখুন, জানুন ও বুঝুন।

اَلنَّمُوْذَجُ الاَوَّلُ

প্রথম পদ্ধতি

اَلْمُفْرَدُ একক শব্দ

নির্দিষ্ট	اَلْمَعْرِفَةُ	অনির্দিষ্ট	اَلنَّكِرَةُ
বইটি	اَلْكِتَابُ	একটি বই	كِتَابٌ
কলমটি	اَلْقَلَمُ	একটি কলম	قَلَمٌ
ঘরটি	اَلْبَيْتُ	একটি ঘর	بَيْتٌ

www.pathagar.com

শিশুটি	اَلطِّفْلُ	একটি শিশু	طِفْلٌ
পতাকাটি	اَلْعَلَمُ	একটি পতাকা	عَلَمٌ
বালকটি	اَلصَّبِيُّ	একটি বালক	صَبِيٌّ
লোকটি	اَلرَّجُلُ	একজন লোক	رَجُلٌ
ছাত্রটি	اَلتِّلْمِيْذُ	একজন ছাত্র	تِلْمِيْذٌ
থলেটি	اَلْحَقِيْبَةُ	একটি থলে	حَقِيْبَةٌ
জামাটি	اَلْقَمِيْصُ	একটি জামা	قَمِيْصٌ
টুপিটি	اَلْقَلَنْسُوَةُ	একটি টুপি	قَلَنْسُوَةٌ
লুঙ্গিটি	اَلاِزَارُ	একটি লুঙ্গি	اِزَارٌ
ঘড়িটি	اَلسَّاعَةُ	একটি ঘড়ি	سَاعَةٌ
কক্ষটি	اَلْغُرْفَةُ	একটি কক্ষ	غُرْفَةٌ
গাভীটি	اَلْبَقَرَةُ	একটি গাভী	بَقَرَةٌ
ছাগলটি	اَلْغَنَمُ	একটি ছাগল	غَنَمٌ
উটটি	اَلْجَمَلُ	একটি উট	جَمَلٌ
পাখিটি	اَلطَّائِرَةُ	একটি পাখি	طَائِرٌ
টেবিলটি	اَلطَّاوِلَةُ	একটি টেবিল	طَاوِلَةٌ
চেয়ারটি	اَلْكُرْسِيُّ	একটি চেয়ার	كُرْسِيٌّ
বাতিটি	اَلْمِصْبَاحُ	একটি বাতি	مِصْبَاحٌ
চাবিটি	اَلْمِفْتَاحُ	একটি চাবি	مِفْتَاحٌ
ঘড়িটি	اَلسَّاعَةُ	একটি ঘড়ি	سَاعَةٌ
নৌকাটি	اَلسَّفِيْنَةُ	একটি নৌকা	سَفِيْنَةٌ
বিমানটি	اَلطَّائِرَةُ	একটি বিমান	طَائِرَةٌ
ব্লাকবোর্ডটি	اَلسَّبُّوْرَةُ	একটি ব্লাকবোর্ড	سَبُّوْرَةٌ
গাড়ীটি	اَلسَّيَّارَةُ	একটি গাড়ী	سَيَّارَةٌ

www.pathagar.com

اَلنَّمُوْذَجُ الثَّانِى

দ্বিতীয় পদ্ধতি

اَلْجِنْسُ লিঙ্গ GENDER

পুংলিঙ্গ	اَلْمُذَكَّرُ	স্ত্রীলিঙ্গ	اَلْمُؤَنَّثُ
পিতা	اَبٌ	মাতা	اُمٌّ
ভাই	اَخٌ	বোন	اُخْتٌ
ছেলে	اِبْنٌ	মেয়ে	بِنْتٌ
স্বামী	زَوْجٌ	স্ত্রী	زَوْجَةٌ
চাচা	عَمٌّ	চাচী	عَمَّةٌ
দাদা	جَدٌّ	দাদী	جَدَّةٌ
মামা	خَالٌ	মামী	خَالَةٌ
বন্ধু	صَدِيْقٌ	বান্ধবী	صَدِيْقَةٌ
শ্বশুর	صِهْرٌ	শাশুড়ী	حَمَاةٌ
বলদ	ثَوْرٌ	গাভী	بَقَرَةٌ
মহিষ	جَامُوْسٌ	মহিষী	جَامُوْسَةٌ
ছাগল	غَنَمٌ	ছাগী	شَاةٌ
বিড়াল	هِرٌّ	বিড়ালী	هِرَّةٌ
উট	جَمَلٌ	উটনী	نَاقَةٌ
হরিণ	ظَبِىٌّ	হরিণী	ظَبِيَّةٌ

www.pathagar.com

পুংলিঙ্গ	اَلْمُذَكَّرُ	স্ত্রীলিঙ্গ	اَلْمُؤَنَّثُ
মোরগ	دِيْكٌ	মুরগী	دَجَاجَةٌ
কবুতর	حَمَامٌ	কবুতরী	حَمَامَةٌ
হাঁস	بَطٌّ	হাঁসী	بَطَّةٌ
কবি	شَاعِرٌ	মহিলা কবি	شَاعِرَةٌ
শিক্ষক	مُعَلِّمٌ	শিক্ষিকা	مُعَلِّمَةٌ
কবি	شَاعِرٌ	মহিলা কবি	شَاعِرَةٌ
শিল্পী	صَانِعٌ	মহিলা শিল্পী	صَانِعَةٌ
লেখক	كَاتِبٌ	লেখিকা	كَاتِبَةٌ
গায়ক	مُغَنٍّ	গায়িকা	مُغَنِّيَةٌ
রাজা	سُلْطَانٌ، مَلِكٌ	রাণী	سُلْطَانٌ مَلِكَةٌ
জেলে	سَمَّاكٌ	জেলেনী	سَمَّاكَةٌ
পুরুষ	رَجُلٌ	মহিলা	اِمْرَأَةٌ
ঘোড়া	فَرَسٌ	ঘোটকী	فَرَسَةٌ
গাধা	حِمَارٌ	স্ত্রী-গাধা	اَتَانٌ
কুকুর	كَلْبٌ	কুকুরী	كَلْبَةٌ
সিংহ	اَسَدٌ	সিংহী	اَسَدَةٌ

www.pathagar.com

اَلنَّمُوْذَجُ الثَّالِثُ

তৃতীয় পদ্ধতি

اَلْعَدَدُ বচন NUMBER

অর্থ مَعْنَى	একবচন وَاحِد	দ্বিবচন تَثْنِيَةٌ	বহুবচন جَمع
ব্যক্তি	رَجُلٌ	رَجُلاَنِ	رِجَالٌ
পুস্তক	كِتَابٌ	كِتَابَانِ	كُتُبٌ
নক্ষত্র	كَوْكَبٌ	كَوْكَبَانِ	كَوَاكِبُ
বিদ্যালয়	مَدْرَسَةٌ	مَدْرَسَتَانِ	مَدَارِسُ
ছাত্র	تِلْمِيْذٌ	تِلْمِيْذَانِ	تَلاَمِيْذُ
ঘর	بَيْتٌ	بَيْتَانِ	بُيُوتٌ
শিক্ষক	مُعَلِّمٌ	مُعَلِّمَانِ	مُعَلِّمُوْنَ
চাঁদ	هِلاَلٌ	هِلاَلاَنِ	اَهِلَّةٌ
কলম	قَلَمٌ	قَلَمَانِ	اَقْلاَمٌ
মুসলিম (নারী)	مُسْلِمَةٌ	مُسْلِمَتَانِ	مُسْلِمَاتٌ
বাগান	حَدِيْقَةٌ	حَدِيْقَتَانِ	حَدَائِقُ
বৃক্ষ	شَجَرٌ	شَجَرَانِ	اَشْجَارٌ
কলা	مَوْزٌ	مَوْزَانِ	اَمْوَازٌ
সিংহ	اَسَدٌ	اَسَدَانِ	اُسْدٌ
ফল	ثَمَرٌ	ثَمَرَانِ	اَثْمَارٌ
মাছ	سَمَكٌ	سَمَكَانِ	اَسْمَاكٌ
গোলাপ	وَرْدٌ	وَرْدَانِ	وُرُوْدٌ
পাখী	طَيْرٌ	طَيْرَانِ	طُيُوْرٌ
শৃগাল	ثَعْلَبٌ	ثَعْلَبَانِ	ثَعَالِبُ
দল	حِزْبٌ	حِزْبَانِ	اَحْزَابٌ
রাষ্ট্র	دَوْلَةٌ	دَوْلَتَانِ	دُوَلٌ
বিশ্ব	عَالَمٌ	عَالَمَانِ	عَالَمُوْنَ
জ্ঞানী (নারী)	عَاقِلَةٌ	عَاقِلَتَانِ	عَاقِلاَتٌ
মহিলা	اِمْرَأَةٌ	اِمْرَأَتَانِ	نِسَاءٌ

www.pathagar.com

اَلنَّمُوْذَجُ الرَّابِعُ

চতুর্থ পদ্ধতি

اَلْمُرَكَّبُ الاِضَافِىّ

مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه দ্বারা গঠিত বাক্য

সাধারণতঃ দু'টি শব্দের মাঝে 'র' বা এর আসলে শব্দদ্বয়ের প্রথমটি مُضَاف اِلَيْه এবং দ্বিতীয়টি مُضَاف হয়। বাংলা ভাষায় مُضَاف اِلَيْه প্রথমে এবং مُضَاف পরে আসে। কিন্তু আরবী ভাষায় مُضَاف প্রথমে এবং مُضَاف اِلَيْه পরে আসে। যথা–

مَعْنى অর্থ	مُضَاف ও مُضَاف اِلَيه সম্বন্ধপদ
আল্লাহর কিতাব	كِتَابُ اللّٰه
আল্লাহর রাসূল	رَسُوْلُ اللّٰهِ
আল্লাহর অধিকার	حَقُّ اللّٰه
মাদরাসার ছাত্র	طَالِبُ الْمَدْرَسَةِ
মাদরাসার অধ্যক্ষ	مُدِيْرُالْمَدْرَسَةِ
ক্লাসের ছাত্ররা	طُلَّابُ الصَّفِّ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	وَزَارَةُ التَّعْلِيْمِ
শিক্ষা মন্ত্রী	وَزِيْرُ التَّعْلِيْمِ
শিক্ষা বোর্ড	مَجْلِسُ التَّعْلِيْمِ
ঘরের মালিক	صَاحِبُ الْمَنْزِلِ
মাথার চুল	شَعْرُ الرَّأْس
গাছের নীচে	تَحْتَ الشَّجَرَةِ
চোখের পানি	دُمُوْعُ الْعَيْنِ
হাতের আঙ্গুল	اِصْبَعُ الْيَدِ
শরীরের চামড়া	جِلْدُ الْجِسْمِ
কানের লতি	شَحْمَةُ الاُذْنِ

www.pathagar.com

مَعْنى অর্থ	مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه সম্বন্ধপদ
গালের রং	لَوْنُ الْخَدِّ
চেহারার সৌন্দর্য	جَمَالُ الْوَجْهِ
শরীরের রক্ত	دَمُ الْجِسْمِ
কথার আওয়ায	صَوْتُ الْكَلَامِ
ভ্রাতৃত্বের ধর্ম	دِيْنُ الأُخُوَّةِ
ধনীদের সম্পদ	مَالُ الأَغْنِيَاءِ
রেডিও বাংলাদেশ	اِزَاعَةُ بَنْغَلَادِيْش
দেশের সংবিধান	دُسْتُوْرُ الْبِلَادِ
স্বাধীনতা দিবস	يَوْمُ الاسْتِقْلَالِ
এয়ার লাইন্‌স	خُطُوْطُ الْجَوِّ
বোয়িং বিমান	طَائِرَةُ الرُّكَّابِ
গাড়ীর ড্রাইভার	سَائِقُ السَّيَّارَةِ
নৌকার মাঝি	مَلَّاحُ السَّفِيْنَةِ
তার আঙ্গুল	اِصْبَعُهُ
শয়ন কক্ষ	غُرْفَةُ النَّوْمِ
পাঠ কক্ষ	غُرْفَةُ الدَّرْسِ
অতিথি কক্ষ	غُرْفَةُ الضُّيُوْفِ
রাষ্ট্র প্রধান	رَئِيْسُ الدَّوْلَةِ
বিশ্বের সংবাদ	اَخْبَارُ الْعَالَمِ
ঘরের আসবাবপত্র	اَثَاثَاتُ الْبَيْتِ
জ্ঞানের সমুদ্র	بَحْرُ الْعُلُوْمِ
বাগানের ফুল	زَهْرُ الْبُسْتَانِ
গোলাপ জল	مَاءُ الْوَرْدِ
মানবাধিকার	حَقُّ الانْسَانِ
ঘরের অধিবাসী	اَهْلُ الْبَيْتِ

www.pathagar.com

مَعْنَى অর্থ	সম্বন্ধপদ مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه
সৃষ্টির সেবা	خِدْمَةُ الْخَلْقِ
পোস্ট অফিস	مَكْتَبُ الْبَرِيْدِ
উপজেলা	شِبْهُ الْمُحَافَظَةِ
উপমহাদেশ	شِبْهُ الْقَارَةِ
ভারত সাগর	بَحْرُ الْهِنْدِ
আরব উপদ্বীপ	جَزِيْرَةُ الْعَرَبِ
বিদ্যালয়ের চাকুরী	وَظِيْفَةُ الْمَدْرَسَةِ
খালিদের মা	اُمُّ خَالِدٍ / وَالِدَةُ خَالِدٍ
বকরের পিতা	اَبُوْبَكْرٍ / وَالِدُبَكْرٍ
মানুষের উপাস্য	اِلٰهُ النَّاسِ
জাতির নেতা	رَئِيْسُ الْقَوْمِ
লেবুর শরবত	شَرْبَةُ اللَّيْمُوْنِ
ঈদের চাঁদ	هِلَالُ الْعِيْدِ
গাভীর গোস্ত	لَحْمُ الْبَقَرَةِ
মায়ের কোল	حِضْنُ الْاُمِّ
সিংহের শাবক	شِبْلُ الْاَسَدِ
কুকুরের লেজ	ذَنَبُ الْكَلْبِ
কবুতরের দুই ডানা	جَنَاحَا الْحَمَامِ
রমযানের রোযা	صَوْمُ رَمَضَانَ
পিঁপড়ার আত্মা	رُوْحُ النَّمْلَةِ
যায়েদের বন্ধু	صَدِيْقُ زَيْدٍ
হামিদার শ্বশুর	صِهْرُ حَمِيْدَةَ
দিবা ভাগের নামায	صَلٰوةُ النَّهَارِ
রাতের সময়গুলো	اَوْقَاتُ اللَّيْلِ
পরীক্ষার প্রশ্ন	سُؤَالُ الْاِمْتِحَانِ

www.pathagar.com

اَلنَّمُوْذَجُ الخَامِسُ

পঞ্চম পদ্ধতি

ضَمِيْر সর্বনাম দ্বারা বাক্য গঠন

مَعْنى অর্থ	مُبْتَدَأ ও خَبر
আমরা অনেক মুজাহিদ	نَحْنُ مُجَاهِدُوْنَ
সে একজন শিক্ষিকা	هِيَ مُعَلِّمَةٌ
তারা অনেক ব্যবসায়ী	هُمْ تَاجِرُوْنَ
আমি একজন ব্যারিষ্টার/উকিল	اَنَا مُحَامِيٌّ
তুমি একজন সাংবাদিক	اَنْتَ صَحَفِيٌّ
তোমরা অনেক মুসলমান	اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ
তারা দু'জন লেখিকা	هُمَا كَاتِبَتَانِ
তুমি একজন ধনবতী	اَنْتِ غَنِيَّةٌ
তোমরা দু'জন সেবিকা	اَنْتُمَا خَادِمَتَانِ
তোমরা অনেক জ্ঞানবতী	اَنْتُنَّ عَاقِلَاتٌ
সে একজন ছাত্র	هُوَ تِلْمِيْذٌ
আমরা অনেক পুরুষ বা মহিলা	نَحْنُ رِجَالٌ/نِسَاءٌ
তোমরা অনেক পুরুষ	اَنْتُمْ رِجَالٌ
তুমি একজন পুরুষ	اَنْتَ رَجُلٌ
তারা অনেক স্ত্রী লোক	هُنَّ نِسَاءٌ

www.pathagar.com

مُبْتَدَأ ও خَبَر	مَعْنَى অর্থ
اَبُوْهُ قَائِم	তার পিতা দাঁড়ানো
خَادِمُ اَبِيْهِ جَالِس	তার পিতার সেবক/চাকর বসা
أُمُّهُمَا عَالِمَةٌ	তাদের দু'জনের মা জ্ঞানবতী
خَالُهُمْ مُدَرِّسٌ	তাদের মামা/খালু একজন শিক্ষক
خَالَتُهَا جَمِيْلَةٌ	তার খালা/মামী সুন্দরী
جَدُّهُنَّ شَيْخٌ	তাদের (মহিলাগণের) দাদা/নানা বৃদ্ধ
جَدَّتُكَ قَصِيْرَةٌ	তোমার দাদী/নানী খাট
خِمَارُكَ طَوِيْلٌ	তোমার ওড়না লম্বা
اَبْنَاءُكُنَّ خَيْرٌ	তোমাদের ছেলেরা ভাল
سِبْطِي طَالِبٌ	আমার দৌহিত্র একজন ছাত্র
جَدَّتُهُ جَالِسَةٌ	তার নানী বসে আছে
حَمَاتُكَ طَوِيْلَةٌ	তোমার শাশুড়ী লম্বা
صِهْرُهُ طَبِيْبٌ	তার শ্বশুর একজন ডাক্তার
شَعْرُكَ اَبْيَضُ	তোমার চুল সাদা
اِصْبَعُهُ طَوِيْلٌ	তার আঙ্গুল লম্বা

www.pathagar.com

اَلنَّمُوْذَجُ السَّادِسُ

ষষ্ঠ পদ্ধতি

اَلْمُرَكَّبُ التَّوْصِيْفِي

صِفَةٌ ও مَوْصُوْف দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ

مَوْصُوْف ও صِفَة	مَعْنى অর্থ
قُرْاٰنٌ حَكِيْمٌ	বিজ্ঞানময় কুরআন
رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ	একজন বিশ্বস্ত রাসূল
دِيْنٌ كَامِلٌ	একটি পরিপূর্ণ দ্বীন
اَلْوَلَدُ الصَّالِحُ	ভাল ছেলেটি
رَجُلٌ ظَالِمٌ	একজন অত্যাচারী ব্যক্তি
اَلْكِتَابُ الْجَدِيْدُ	নতুন বইটি
اَلْبَابُ الْمَفْتُوْحُ	খোলা দরজাটি
بَيْتٌ قَدِيْمٌ	একটি পুরানো ঘর
اِمَامٌ عَادِلٌ	একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা
طَالِبَانِ نَائِمَانِ	দু'জন ঘুমন্ত ছাত্র
مَالٌ كَثِيْرٌ	অনেক সম্পদ
مَاءٌطَاهِرٌ	পবিত্র পানি
مَاءٌ نَقِيٌّ	স্বচ্ছ পানি
سَمَاءٌ صَافِيَةٌ	পরিষ্কার আকাশ
اَرْضٌ وَاسِعَةٌ	প্রশস্ত ভূমি
طَبِيْبٌ حَاذِقٌ	একজন ভাল ডাক্তার
اَلطَّالِبُ الذَّكِيُّ	মেধাবী ছাত্রটি
بِنْتٌ جَمِيْلَةٌ	একটি সুন্দর মেয়ে
اَلْكِتَابُ الْمُفِيْدُ	উপকারী কিতাবটি
غُلَامُهُ الْمُطِيْعُ	তার অনুগত ভৃত্য
مَاءٌ حَارٌّ	গরম পানি
اَلرَّجُلُ الْكَرِيْمُ	ভদ্রলোক

www.pathagar.com

অর্থ مَعْنَى	مَوْصُوف ও صِفَة
মুসলিম বিশ্ব	اَلْعَالَمُ الاسلامِيُّ
বিতাড়িত শয়তান	اَلشَّيْطَانُ الرَّجِيْمُ
রেড ক্রিসেন্ট	اَلْهِلَالُ الاَحْمَرُ
যোগ্য শিক্ষক	اَلاُسْتَاذُ الْبَارِعُ
সত্যবাদী বালক	اَلصَّبِيُّ الصَّادِقُ
অভিজ্ঞ আলেম	اَلْعَالِمُ اَلْمَاهِرُ
নীল আকাশ	فَلَكٌ اَزْرَقُ
সুদর্শন শিশু	وَلَدٌ حَسِيْنٌ
নতুন দাঁত	سِنٌّ جَدِيْدٌ
বড় চোখ	عَيْنٌ كَبِيْرٌ
ক্ষুদ্র পিপিলিকাটি	اَلنَّمْلَةُ الصَّغِيْرَةُ
গোল টেবিল	طَاوِلَةٌ مُدَوَّرَةٌ
পাকা আমটি	اَلاَنْبَجُ النَّاضِجُ
খ্যাতিমান কবি	اَلشَّاعِرُ الشَّهِيْرُ
উজ্জ্বল নক্ষত্র	نَجْمٌ ثَاقِبٌ
তিক্ত ঔষধ	اَلدَّوَاءُ الْمُرُّ
মিঠা পানি	مَاءٌ عَذْبٌ
একটি নতুন বই	كِتَابٌ جَدِيْدٌ
সবুজ ঘাস	عُشْبٌ اَخْضَرُ
একটি মোটা মোরগ	دِيْكٌ سَمِيْنٌ
লাল ঝুঁটি	عِرْقٌ اَحْمَرُ
একটি বড় কচ্ছপ	سُلَحْفَةٌ كَبِيْرَةٌ
পুরাতন বস্ত্র	ثَوْبٌ قَدِيْمٌ
একটি মিষ্টি ফল	ثَمَرٌ عَذْبٌ
একটি গভীর কূপ	بِئْرٌ عَمِيْقٌ
ময়লা পানি	مَاءٌ كَدِرٌ
বৃদ্ধ পিতা	اَبٌ شَيْخٌ
যুবক ছেলে	وَلَدٌ شَابٌّ

www.pathagar.com

مَعْنَى অর্থ	مَوْصُوْف ও صِفَة
শুষ্ক পাতা	وَرَقٌ يَابِسٌ
একটি সুন্দরী বালিকা	صَبِيَّةٌ جَمِيْلَةٌ
লাল তোতাটি	اَلْبَبْغَاءُ الْاَحْمَرُ
লবনাক্ত পানি	مَاءٌ مَلِيْحٌ
একটি ছোট কলম	قَلَمٌ قَصِيْرٌ
তপ্ত বালু	رَمْلٌ حَارٌّ
শুকনা ডালটি	اَلْغُصْنُ الْيَابِسُ
ভীষণ বিপদ	مُصِيْبَةٌ عَظِيْمَةٌ
প্রশস্ত কামরা	غُرْفَةٌ وَاسِعَةٌ
লম্বা লেজ	ذَنَبٌ طَوِيْلٌ
ক্ষীণ শরীর	جِسْمٌ نَحِيْفٌ
একজন মেধাবী ছাত্র	تِلْمِيْذٌ ذَكِيٌّ
সবুজ পাতা	وَرَقٌ اَخْضَرُ
সাদা মুক্তা	لُؤْلُؤٌ اَبْيَضُ
ভুনা গোস্ত	لَحْمٌ مَشْوِيٌّ
নতুন বস্ত্রখানা	اَلثَّوْبُ الْجَدِيْدُ
ছোট শিশুটি	اَلطِّفْلُ الصَّغِيْرُ
খাঁটি দুধ	اَللَّبَنُ الْخَالِصُ
ঠাণ্ডা পানি	اَلْمَاءُ الْبَرِيْدُ
সস্তা দাম	ثَمَنٌ رَخِيْصٌ
সুন্দরী পুত্র বধু	كَنَّةٌ حَسِيْنَةٌ
চমকানো বিদ্যুৎ	بَرْقٌ لَامِعٌ

اَمْثَالُ الْمُثَنّٰى - দ্বিবচনের উদাহরণ

দু'টি উপকারী বই	اَلْكِتَابَانِ الْمُفِيْدَانِ
দু'জন খাঁটি বন্ধু	اَلصَّدِيْقَانِ الْمُخْلِصَانِ
দু'জন সুন্দরী মহিলা	اَلْمَرْأَتَانِ الْحَسِيْنَتَانِ

www.pathagar.com

اَمْثَالُ الْجَمْعِ	বহুবচনের উদাহরণ
সদাচারী ছাত্রগণ	طُلاَّبٌ مُؤَدَّبُوْنَ
দক্ষ কর্মীবৃন্দ	عُمَّالٌ مَاهِرُوْنَ
ন্যায় বিচারকগণ	قُضَاةٌ عَادِلُوْنَ
সম্মানিত কবিগণ	شُعَرَاءُ مُحْتَرَمُوْنَ
প্রসিদ্ধ লেখকগণ	كُتَّابٌ مَشْهُوْرُوْنَ
জ্ঞানী বালকগণ	اَوْلاَدٌ عَاقِلُوْنَ
ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ	دُوَلٌ اِسْلاَمِيَّةٌ
অত্যাচারী শত্রুগণ	اَعْدَاءٌ ظَالِمُوْنَ
জাতি সংঘ	اُمَمٌ مُتَّحِدَةٌ
পথ প্রদর্শক খলীফাগণ	خُلَفَاءُ رَاشِدُوْنَ
ইসলামী ব্যাংকসমূহ	بُنُوْكٌ اِسْلاَمِيَّةٌ

اَمْثَالُ التَّذْكِيْرِ وَالتَّأْنِيْثِ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের উদাহরণ	
মিথ্যাবাদিনী মহিলা	اِمْرَأَةٌ كَاذِبَةٌ
জ্ঞানবতী শিক্ষিকা	مُعَلِّمَةٌ عَاقِلَةٌ
ছোট কন্যা	بِنْتٌ صَغِيْرَةٌ
মেধাবী বালিকা	صَبِيَّةٌ ذَكِيَّةٌ
স্নেহময়ী মাতা	اُمٌّ شَفِيْقَةٌ
স্বাধীন রাষ্ট্র	دَوْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ
আরব দেশ	مَمْلَكَةٌ عَرَبِيَّةٌ
পবিত্র নগরী	بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ
আলোকিত শহর	مَدِيْنَةٌ مُنَوَّرَةٌ
ইসলামী বিপ্লব	ثَوْرَةٌ اِسْلاَمِيَّةٌ
সশস্ত্র বাহিনী	قُوَّةٌ مُسَلَّحَةٌ

www.pathagar.com

اَلنَّمُوْذَجُ السَّابِعُ
সপ্তম পদ্ধতি

مَعْنى অর্থ	اِسْمِ اشَارَة ইংগিত বাচক বিশেষ্য (বাক্য)
এই একটি কলম	هذَا قَلَمٌ
এই দু'জন ব্যক্তি	هذَانِ رَجُلَانِ
এই সকল মুসলমান	هٰؤُلَاءِ مُسْلِمُوْنَ
ঐ কাহিনীটি	تِلْكَ الْقِصَّةُ
এই কবিগণ	هٰؤُلَاءِ الشُّعْرَاءُ
ঐ গাধা দু'টি	ذَانِكَ الْحِمَارَانِ
এ অধিবেশনগুলো	هذِهِ الْمَجَالِسُ
ঐ কন্যাগুলো	أُوْلئِكَ الْبَنَاتُ
এ কালো ঘোড়াটি	هذِهِ الْفَرَسَةُ السَّوْدَاءُ
ঐ বেঞ্চটি	ذَالِكَ الْمَقْعَدُ
এ পৃথিবী	هذِهِ الاَرْضُ
ঐ হারটি	ذلِكَ الْعِقْدُ
ঐ কথাটি	ذلِكَ الْكَلَامُ
ঐ রংটি	ذلِكَ اللَّوْنُ
এ ডালগুলো	هذِهِ الاَغْصَانُ

বিঃদ্রঃ مُشَارٌاِلَيْه যদি مُعَرَّف بِاللَّام হয় তখন উহা বাক্যের মধ্যে خَبر হবে না। যদি উহা مُعَرَّف بِاللَّام না হয়, তখন اِسْمُ الاِشَارَة টি مُبْتَدَأ ও مُشَارٌ اِلَيْه টি خَبر হবে।

www.pathagar.com

مَعْنى অর্থ	اِسْمِ اِشَارَة ইংগিত বাচক বিশেষ্য (বাক্য)
এ পাঠটি	هٰذَا الدَّرْسُ
এ সাহসী বালকটি	هٰذَا الْوَلَدُ الشُّجَاعُ
ঐ নিঃস্ব মুসাফিরটি	ذٰلِكَ الْمُسَافِرُ الْمِسْكِيْنَ
এই লবনাক্ত পানি	هٰذَا الْمَاءُ الْمَالِحُ
এই শুকনো পাতাগুলো	هٰذِهِ الْاَوْرَاقُ الْيَابِسَةُ
এই সংকীর্ণ রাস্তাটি	هٰذَا الطَّرِيْقُ الضَّيِّقُ
এই যুবতীটি	هٰذِهِ الْفَتَيَّةُ
এ বালিশটি	هٰذِهِ الْوِسَادَةُ
ঐ বাগানটি	تِلْكَ الْجَنَّةُ
এ লাল গোলাপটি	هٰذَا الْوَرْدُ الْاَحْمَرُ
এই একজন স্ত্রীলোক	هٰذِهِ امْرَأَةٌ
এই দু'টি গাভী	هٰتَانِ بَقَرَتَانِ
ইহারা সকল শিক্ষিকা	هٰؤُلَاءِ مُعَلِّمَاتٌ
ঐ দু'টি ফুল	ذٰنِكَ زَهْرَانْ
উহারা সকল বন্ধু	أُوْلٰئِكَ اَصْدِقَاءُ
ঐ একটি ঘড়ি	تِلْكَ سَاعَةٌ
উহারা সকল গায়িকা	أُوْلٰئِكَ مُغَنِّيَاتٌ
তার কাছে রুটি আছে	عِنْدَهُ خُبْزٌ
এই পাঠটি সহজ	هٰذَا الدَّرْسُ سَهْلٌ
তার ভাগ্নি আমার বোন	بِنْتُ أُخْتِهِ أُخْتِي
এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত	هٰذَا قَضَاءُ اللّٰهِ

www.pathagar.com

اَلنَّمُوْذَجُ الثَّامِنُ

অষ্টম পদ্ধতি

اَلْجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ

مَعْنى অর্থ	مُبْتَدَأ ও خَبَر উভয়টি একক শব্দ হবে
আল্লাহ রিযিকদাতা	اَللّٰهُ رَازِقٌ
জ্ঞান একটি আলো	اَلْعَقْلُ نُوْرٌ
রাসূল (সা) পথ প্রদর্শক	اَلرَّسُوْلُ هَادٍ
ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা	اَلاِسْلَامُ دِيْنٌ
কুরআন একটি সংবিধান	اَلْقُرْاٰنُ دُسْتُوْرٌ
মুহাম্মদ (সা) একজন নবী	مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ
একতাই শক্তি	اَلاِتِّحَادُ قُوَّةٌ
পৃথিবী অস্থায়ী	اَلدُّنْيَا فَانِيَةٌ
পরকাল স্থায়ী	اَلاٰخِرَةُ بَاقِيَةٌ
দরজাটা খোলা আছে	اَلْبَابُ مَفْتُوْحٌ
আমরা যাচ্ছি	نَحْنُ نَذْهَبُ
স্বাস্থ্যই সম্পদ	اَلصِّحَّةُ نِعْمَةٌ
শাহিদ একজন ইঞ্জিনিয়ার	شَاهِدٌ مُهَنْدِسٌ
লোকগুলো মুসাফির	اَلرِّجَالُ مُسَافِرُوْنَ
বকর একজন ডাক্তার	بَكْرٌ طَبِيْبٌ
আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল	اَللّٰهُ غَفُوْرٌ
আল্লাহ পরম দয়ালু	اَللّٰهُ رَحِيْمٌ

www.pathagar.com

مَعْنى অর্থ	مُبْتَدَأ ও خَبر উভয়টি একক শব্দ হবে
সত্য তিক্ত	اَلْحَقُّ مُرٌّ
মন্ত্রীগণ সুদক্ষ	اَلْوُزَرَاءُ مَاهِرُوْنَ
ইঞ্জিনিয়ারগণ অভিজ্ঞ	اَلْمُهَنْدِسُوْنَ خُبَرَاءُ
ডাক্তারগণ উদাসীন	اَلاَطِبَّاءُ غَافِلُوْنَ
কৃষকগণ পরিশ্রমী	اَلْفَلاَّحُوْنَ كَادِحُوْنَ
কুফর অন্ধকার	اَلْكُفْرُ ظُلْمَةٌ
বেহেস্ত আটটি	اَلْجَنَّةُ ثَمَانِيَةٌ
নামায মেরাজস্বরূপ	اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجٌ
রোযা ঢালস্বরূপ	اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ
ভ্রাতৃপ্রতীম রাষ্ট্র দু'টি	اَلدَّوْلَتَانِ شَقِيْقَتَانِ
ফ্যান দু'টি নতুন	اَلْمِرْوَحَتَانِ جَدِيْدَتَانِ
ঘড়ি দু'টি পুরাতন	اَلسَّاعَتَانِ قَدِيْمَتَانِ
গাড়ী দু'টি আধুনিক	اَلسَّيَّارَتَانِ حَدِيْثَتَانِ
টেবিল দু'টি গোলাকার	اَلطَّاوِلَتَانِ مُدَوَّرَتَانِ
মহিলাগণ ধৈর্যশীলা	اَلنِّسَاءُ صَابِرَاتٌ
ছাত্রীগণ ধর্মভীরু	اَلطَّالِبَاتُ مُتَدَيِّنَاتٌ
সম্পদ আল্লাহর অনুগ্রহ	اَلاَمْوَالُ نِعْمَةُ اللّٰهِ
আকাশ উর্ধ্বে স্থাপিত	اَلسَّمَاءُ رَفِيْعٌ

www.pathagar.com

مُبْتَدَأ একক শব্দ এবং خَبر টি مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه দ্বারা গঠিত

مُبْتَدَأ+مضاف+مضاف اليه	مَعْنى অর্থ
اَلصَّلوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ	নামায বেহেস্তের চাবি
اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ	ইব্রাহীম (আ) আল্লাহর বন্ধু
اَلْحِرْصُ مِفْتَاحُ الذُّلِّ	লোভ অবমাননার চাবিকাঠি
اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ	মসজিদ আল্লাহর ঘর
اَلْكَعْبَةُ قِبْلَةُ الْمُسْلِمِيْنَ	কা'বা মুসলমানদের কেবলা
الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الاخِرَةُ	পৃথিবী আখেরাতের ক্ষেত
اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الفَلاَحِ	ধৈর্য সফলতার চাবি
اَلاسْلاَمُ دِيْنُ الأُخُوَّةِ	ইসলাম ভ্রাতৃত্বের ধর্ম
الطَّائِرُ فَوْقَ الْغُصْنِ	পাখিটি ডালের উপর
اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْعِيْدِ	আজ ঈদের দিন
اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الاَنْبِيَاءِ	আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী
اَلانْسَانُ عَبِيْدُ الاِحْسَانِ	মানুষ সদাচারণের দাস
اَلْمَدْرَسَةُ مَرْكَزُ الْعِلْمِ	মাদ্রাসা জ্ঞানের কেন্দ্র
اَلْقُرْانُ كَلاَمُ اللهِ	কুরআন আল্লাহর বাণী
اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ	দোয়া ইবাদতের মূল
اَلسَّعْىُ سَبَبُ التَّقْدِيْمِ	প্রচেষ্টা উন্নতির মাধ্যম
اَلْكَسْلُ سَبَبُ التَّخَلُّفِ	অলসতা অবনতির কারণ
اَلْجَنَّةُ دَارُ الْبَقَاءِ	জান্নাত স্থায়িত্বের ঘর
اَلْكِذْبُ رَأْسُ الْمَعَاصِىْ	মিথ্যা গুনাহসমূহের মূল

www.pathagar.com

مَعْنى অর্থ	مُبْتَدَأ+مضاف+مضاف اليه
সম্পদ আল্লাহর অনুগ্রহ	اَلاَمْوَالُ نِعْمَةُ اللّٰهِ
মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল	مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ
তিনি নবীগণের সমাপ্তি স্বাক্ষর	هُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ
নৌকাটি নদীতে আছে	اَلسَّفِيْنَةُ فِى النَّهْرِ
সত্যবাদিতা মুক্তির উপায়	اَلصِّدْقُ وَسِيْلَةُ النَّجَاحِ
মিথ্যাচার ধ্বংসের কারণ	اَلْكِذْبُ سَبَبُ الْهَلاَكِ
ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ	اَلتَّلاَمِيْذُ مُسْتَقْبَلُو الْبِلاَدِ
ইহা নূরের পাহাড়	هٰذَا جِبَالُ النُّوْرِ
দোযখ কাফেরদের ঠিকানা	اَلنَّارُ مَكَانُ الْكُفَّارِ
ফাতেমা (রা) রাসূলের মেয়ে	فَاطِمَةُ بِنْتُ الرَّسُوْلِ
শিক্ষকগণ জাতির পথ প্রদর্শক	اَلاَسَاتِذَةُ هُدَاةُ الْقَوْمِ

مُبْتَدَأ একক শব্দ এবং خَبَر টি مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه দ্বারা গঠিত

জ্ঞানের জন্য প্রতিবন্ধক হলো ভুলে যাওয়া	آفَةُ الْعِلْمِ اَلنِّسْيَانُ
গাছের পাতা সবুজ	وَرَقُ الشَّجَرِ اَخْضَرُ
সর্বসাধারণের চর্চিত ভুল বিশুদ্ধ	غَلَطُ الْعَوَامِّ صَحِيْحٌ
অসুস্থ ব্যক্তির মতামতও অসুস্থ	رَأْىُ الْعَلِيْلِ عَلِيْلٌ
মানুষের পেশা তার কোষাগার	حِرْفَةُ الْمَرْءِ كَنْزُهٗ
খাবারের দস্তরখানা প্রস্তুত	مَائِدَةُ الطَّعَامِ جَاهِزَةٌ
সপ্তাহের দিনসমূহ সাত	اَيَّامُ الْاُسْبُوْعِ سَبْعَةٌ
কুরআনের আয়াত স্পষ্ট	اٰيَةُ الْقُرْاٰنِ وَاضِحَةٌ

www.pathagar.com

অর্থ مَعْنى	مضاف+مضاف اليه+خبر
বাগানের ফুলগুলো সুন্দর	اَزْهَارُ الْحَدِيْقَةِ جَمِيْلَةٌ
জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয	طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ
বাড়ির মালিক উপস্থিত	صَاحِبُ الْبَيْتِ حَاضِرٌ
মাদ্রাসার শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ	اَسَاتِذَةُ الْمَدْرَسَةِ مَاهِرُوْنَ
ক্লাসের ছাত্ররা চুপচাপ	طُلاَّبُ الصَّفِّ سَاكِتُوْنَ
সত্যের আওয়ায বুলন্দ	صَوْتُ الْحَقِّ مُرْتَفِعٌ
মদ পান করা হারাম	شُرْبُ الْخَمْرِ حَرَامٌ
নামায ছেড়ে দেয়া পাপ	تَرْكُ الصَّلاَةِ مَعْصِيَةٌ
দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ফরয	اِقَامَةُ الدِّيْنِ فَرِيْضَةٌ
রাসূলের আনুগত্য আবশ্যক	اِتِّبَاعُ الرَّسُوْلِ وَاجِبٌ
পিতা মাতার সম্মান করা আবশ্যক	اِكْرَامُ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ
সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব	جَوَابُ السَّلاَمِ وَاجِبٌ
নদীর পানি পবিত্র	مَاءُ النَّهْرِ طَاهِرٌ
আল্লাহর শাস্তি কঠিন	عِقَابُ اللّٰهِ شَدِيْدٌ
চামড়ার জুতা ভাল	حِذَاءُ الْجِلْدِ جَيِّدٌ
সূর্যের গরম কঠিন	حَرُّ الشَّمْسِ شَدِيْدٌ
ঘরটির ছাদ উঁচু	سَقْفُ الْبَيْتِ مُرْتَفِعٌ
মোরগের গোস্ত সুস্বাদু	لَحْمُ الدِّيْكِ لَذِيْذٌ
কানের লতি নরম	شَحْمَةُ الاُذُنِ لَيِّنٌ
কাকের রং কাল	لَوْنُ الْغُرَابِ اَسْوَدُ
বই-এর পাতাসমূহ সাদা	اَوْرَاقُ الْكِتَابِ اَبْيَضُ
গরুর দুধ শক্তি বর্ধক	لَبَنُ الْبَقَرَةِ مُقَوٍّ

www.pathagar.com

مُبْتَدَأ ও خَبَر উভয়টি مُضَاف ও مُضَاف اِلَيه দ্বারা গঠিত বাক্য

مضاف+مضاف اليه	مَعْنى অর্থ
بَيْتُ اللّٰهِ قِبْلَةُ الْمُسْلِمِيْنَ	আল্লাহর ঘর মুসলমানদের কেবলা
حُبُّ الدُّنْيَا رَأسُ الْمَعَاصِى	পৃথিবীর ভালবাসা গুনাহসমূহের মূল
صُدُوْرُ الاَبْرَارِ قُبُوْرُ الاَسْرَارِ	সৎলোকদের অন্তর ভেদসমূহের আশ্রয়স্থল
غِذَاءُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ	অন্তরের খোরাক আল্লাহর যিকির
قَصَصُ الاَوَّلِيْنَ مَوَاعِظُ الاخِرِيْنَ	পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী পরবর্তীদের উপদেশ
طَالِبِ الْعِلْمِ حَبِيْبُ اللّٰهِ	জ্ঞান অন্বেষণকারী আল্লাহর বন্ধু
يَوْمُ الْعِيْدِ يَوْمُ السُّرُوْرِ	ঈদের দিন আনন্দের দিন
سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ	জাতির নেতা তাদের খাদেম
رَأسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ	হেকমাতের মূল আল্লাহর ভয়
عَلاَمَةُ الاِيْمَانِ حُبُّ الاَنْصَارِ	ঈমানের আলামত আনছারদের ভালবাসা
خِلاَفُ الْوَعَدَ عَلاَمَةُ الْمُنَافِقِ	ওয়াদা বরখেলাফ মুনাফেকের লক্ষণ
قَرْنُ الاَصْحَابِ مَشْهُوْرُ الْقُرُوْنِ	সাহাবাদের যুগ প্রসিদ্ধ
مَدِيْنَةُ الرَّسُوْلِ مَرْكَزُ الْعِلْمِ	রাসূলের শহর জ্ঞানের কেন্দ্র
طِفْلُ الْيَوْمِ رَجَاءُ الْمُسْتَقْبِلْ	আজকের শিশু ভবিষ্যতের আশা
مَاءُ الْمَطَرِ رَحْمَةُ اللّٰهِ	বৃষ্টির পানি আল্লাহর রহমত

www.pathagar.com

مُبْتَدَأ একক শব্দ এবং خَبَر টি مَوْصُوْف ও صِفَةٌ দ্বারা গঠিত হবে।

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা	اَلاِسْلَامُ دِيْنٌ كَامِلٌ
মুহাম্মদ (সা) একজন সত্যবাদী রাসূল	مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ صَادِقٌ
দয়া একটি প্রশংসিত গুণ	اَلرَّحْمَةُ صِفَةٌ مَحْمُوْدَةٌ
লোভ একটি ঘৃনিত স্বভাব	اَلْحِرْصُ خَصْلَةٌ رَذِيْلَةٌ
মদীনা একটি পবিত্র শহর	يَثْرِبُ مَدِيْنَةٌ طَيِّبَةٌ
কাবা একটি পুরানো ঘর	اَلْكَعْبَةُ بَيْتٌ قَدِيْمٌ
নাহূ একটি সহজ বিষয়	اَلنَّحْوُ مَادَّةٌ سَهْلَةٌ
বিমান একটি দ্রুতগামী যানবাহন	اَلطَّائِرُ مَرْكَبٌ سَرِيْعٌ
হাতেম একজন দানশীল ব্যক্তি	حَاتِمٌ رَجُلٌ جَوَّادٌ
উট একটি বড় জন্তু	اَلْجَمَلُ دَابَّةٌ كَبِيْرَةٌ
ইহা একটি ভাল ঘড়ি	هٰذِهٖ سَاعَةٌ جَيِّدَةٌ
ফাতেমা একটি চালাক মেয়ে	فَاطِمَةُ بِنْتٌ حَاذِقَةٌ
বকর একজন ভদ্র ছেলে	بَكْرٌ وَلَدٌ مُؤَدَّبٌ
তুমি একজন বড় ব্যবসায়ী	اَنْتَ تَاجِرٌ كَبِيْرٌ
নজরুল ইসলাম একজন মুসলিম কবি	نَظْرُ الاِسْلَامِ شَاعِرٌ مُسْلِمٌ
গরু একটি উপকারী পশু	اَلْبَقَرَةُ دَابَّةٌ مُفِيْدَةٌ
ইহা বিশুদ্ধ পানি	هٰذَا مَاءٌ نَقِيٌّ
তিতুমীর একজন নিষ্ঠাবান সংগ্রামী	تِيْتُوْمِيْرُ مُجَاهِدٌ مُخْلِصٌ
তারিক একজন বিজ্ঞ বিচারক	طَارِقٌ قَائِدٌ حَكِيْمٌ

www.pathagar.com

مُبْتَدَأ টি مَوْصُوف ও صِفَة দ্বারা গঠিত এবং خَبَر টি একক হবে।

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
ধৈর্যশীল ব্যক্তি কৃতকার্য	اَلرَّجُلُ الصَّابِرُ ظَافِرٌ
লোভী আত্মা মাহরূম	اَلنَّفْسُ الْحَرِيْصَةُ مَحْرُوْمَةٌ
প্রশান্ত আত্মা সফলকাম	اَلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ نَاجِيَةٌ
বিতাড়িত শয়তান অভিশপ্ত	اَلشَّيْطَانُ الرَّجِيْمُ مَلْعُوْنٌ
সৎ সন্তান নেয়ামত	اَلْوَلَدُ الصَّالِحُ نِعْمَةٌ
অসৎ চরিত্রাবলী ধ্বংসকারী	اَلاَخْلاَقُ السَّيِّئَةُ مُهْلِكَةٌ
ন্যায়পরায়ণ বাদশা প্রশংসিত	اَلسُّلْطَانُ الْعَادِلُ مَحْمُوْدٌ
ঠাণ্ডা পানি উপকারী	اَلْمَاءُ الْبَارِدُ نَافِعٌ
বাসি খাবার ক্ষতিকারক	اَلطَّعَامُ الْبَائِتُ مُضِرٌّ
ফরয নামায পাঁচটি	اَلصَّلٰوةُ الْمَكْتُوْبَةُ خَمْسَةٌ
আরবী সাহিত্য কঠিন	اَلاَدَبُ الْعَرَبِىُّ صَعْبٌ
নরম বিছানা আরামদায়ক	اَلْفِرَاشُ اللَّيِّنُ مُرِيْحٌ
সাদা কাগজ ভাল	اَلْوَرَقَةُ الْبَيْضَاءُ جَيِّدَةٌ
লাল বেগ সুন্দর	اَلْحَقِيْبَةُ الْحَمْرَاءُ جَمِيْلَةٌ
প্রবল বাতাস ধ্বংসকারী	اَلرِّيْحُ الشَّدِيْدَةُ مُدَمِّرَةٌ
বাংলাদেশী ছাত্র মেধাবী	اَلتِّلْمِيْذُ الْبَنْغَلاَدِيْشِىُّ ذَكِىٌّ
গরম দুধ উপকারী	اَللَّبَنُ الْحَارُّ نَافِعٌ
পাতালা জামা আরামদায়ক	اَلْقَمِيْصُ الرَّقِيْقُ مُرِيْحٌ
ইসলামী শিক্ষা অত্যাবশ্যক	اَلتَّرْبِيَةُ الاِسْلاَمِيَّةُ فَرْضٌ

www.pathagar.com

অর্থ مَعْنى	আরবী বাক্য
শক্তিশালী মুমিন উত্তম	اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ
ইসলামী আন্দোলন ফরয	اَلْجِهَادُ الاِسْلاَمِيُّ فَرْضٌ
সৌদি বিমান দ্রুতগামী	اَلطَّائِرَةُ السَّعُودِيَّةُ سَرِيْعَةٌ
পাহাড়িয়া রাস্তা দুর্গম	اَلطَّرِيْقُ الْجَبَلِي صَعْبٌ
সঠিক ব্যবসা কাম্য	اَلتِّجَارَةُ الصَّحِيْحُ مَطْلُوْبٌ
প্রবাহিত পানি অধিক পবিত্র	اَلْمَاءُ الْجَارِيْ اَطْهَرُ
আবশ্যকীয় কাজ অনেক	الاَعْمَالُ الفَرِيْضَةُ كَثِيْرَةٌ
অত্যাচারী বাদশা ঘৃনিত	اَلاَمِيْرُ الظَّالِمُ مَقْبُوْحٌ
বড় মাছ দামী	اَلسَّمَكُ الْكَبِيْرُ ثَمِيْنٌ (غَالِيٌ)
ছোট মাছ সস্তা	اَلسَّمَكُ الصَّغِيْرُ رَخِيْصٌ
উঁচু ঘর সুন্দর	اَلبَيْتُ الْمُرْتَفَعُ جَمِيْلٌ

مُبْتَدَأٌ টি একক এবং خَبَرْ টি فعل شبه ও جَار مَجرُوْر দ্বারা গঠিত

অর্থ مَعْنى	আরবী বাক্য
শফিক এক সপ্তাহ যাবৎ অসুস্থ	شَفِيْقٌ مَرِيْضٌ مُنْذُ اُسْبُوْعٍ
মুহাম্মদ মক্কায় সফররত	مُحَمَّدٌ مُسَافِرٌ اِلى مَكَّةَ
আহমদ মদীনা থেকে আগত	اَحْمَدُ قَادِمٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ
খালিদ বাজার থেকে প্রত্যাবর্তনকারী	خَالِدٌ رَاجِعٌ مِنَ السُّوْقِ
সে ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে সচেতন	هُوَ وَاقِفٌ بِالاُمُوْرِ
নবী সৎকাজের আদেশদাতা	اَلنَّبِيُّ اٰمِرٌ بِالْمَعْرُوْفِ

www.pathagar.com

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
তালহা (রা) জান্নাতের শুভ সংবাদপ্রাপ্ত	طَلْحَةُ مُبَشَّرٌ بِالْجَنَّةِ
আল্লাহ্ মাজলুমের সাহায্যকারী	اَللّٰهُ نَاصِرٌ لِلْمَظْلُوْمِ
তিনি পাপ ক্ষমাকারী	هُوَ غَافِرٌ لِلذَّنْبِ
সে আল্লাহর জন্য দানকারী	هُوَمُعْطٍ لِلّٰهِ
তারিক অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী	طَارِقٌ مَانِعٌ عَنِ السَّيِّئَةِ
সাঈদ গাড়ী যোগে ভ্রমণকারী	سَعِيْدٌ مُسَافِرٌ بِالسَّيَّارَةِ
মুমিন সৃষ্টিজগত নিয়ে গবেষণাকারী	اَلْمُؤْمِنُ بَاحِثٌ عَنِ الْعَالَمِ
সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত	اَلشَّمْسُ طَالِعَةٌ مِنَ الْمَشْرِقِ
শিশুটি বল দ্বারা খেলাকারী	اَلطِّفْلُ لَاعِبٌ بِالْكُرَةِ
সে জঙ্গলে প্রবেশকারী	هُوَ دَاخِلٌ فِى الْغَابَةِ
আমি আপনার কাছে প্রেরিত	اَنَا مُرْسَلٌ اِلَيْكَ
তিনি গ্রাম থেকে আগত	هُوَ قَادِمٌ مِنَ الْقَرْيَةِ
হাবীব রাস্তার উপর উপবিষ্ট	حَبِيْبٌ جَالِسٌ عَلَى الطَّرِيْقِ
খালেদ লাঠি দ্বারা প্রহারকারী	خَالِدٌ ضَارِبٌ بِالْعَصَا
সে রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ	هُوَ جَاهِلٌ عَنِ السِّيَاسَةِ
তিনি ইসলামের হিফাযতকারী	هُوَ مُحَافِظٌ لِلْاِسْلَامِ
আলী পত্রিকার লেখক	عَلِيٌّ كَاتِبٌ لِلْجَرِيْدَةِ

www.pathagar.com

اَلنَّمُوْذَجُ التَّاسِعُ
নবম পদ্ধতি
اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ

فَاعِل ও فِعْل দ্বারা গঠিত বাক্য	অর্থ مَعْنَى
تَطْلُعُ الشَّمْسُ	সূর্য উদিত হয়
قَرُبَ الْعِيْدُ	ঈদ নিটকবর্তী হয়েছে
هَرَبَ الثَّعْلَبُ	শিয়ালটি পালিয়েছে
زَرَعَ الْفَلاَّحُ	কৃষক চাষ করল
ضَرَبَ زَيْدٌ	যায়েদ প্রহার করল
وَصَلَ التَّاجِرُ	ব্যবসায়ীটি পৌঁছল
يَضْحَكُ اللاَّعِبُ	খেলোয়াড়টি হাসতেছে
قَالَ الْوَزِيْرُ	মন্ত্রী বলেছে
يَجْتَمِعُ الرَّعِيَّةُ	প্রজাগণ একত্রিত হয়
سَقَطَ الْكَأسُ	গ্লাসটি পড়ে গিয়েছে
بَكَى الطِّفْلُ	শিশুটি কেঁদেছে
اِنْكَسَرَتِ الْقَارُوْرَةُ	বোতলটি ভেঙ্গে গিয়েছে
فَرِحَ الْمُسْلِمُوْنَ	মুসলমানগণ আনন্দিত হয়েছে
خَرَجَ الطَّائِرُ	পাখিটি বের হয়েছে
نَزَلَ الْقُرْآنُ	কুরআন অবতীর্ণ হলো
اِنْتَهَي الْعَمَلُ	কাজ শেষ হয়ে গেছে
اِبْتَدَأَ الشَّهْرُ	মাস শুরু হয়েছে

www.pathagar.com

مَعْنَى অর্থ	فِعل ও فَاعِل দ্বারা গঠিত বাক্য
আহমদ লিখেছে	كَتَبَ اَحْمَدُ
সূর্যাস্ত যায়	تَغْرُبُ الشَّمْسُ
ঘণ্টা বেজেছে	رَنَّ الْجَرَسُ
দু'জন বকর সাহায্য করল	نَصَرَ بَكْرَانِ
যায়েদ হত্যা করল	قَتَلَ زَيْدٌ
হাসান খেল	اَكَلَ حَسَنٌ
আহমদ লেখল	كَتَبَ اَحْمَدُ
ছাত্র দু'টি আলাদা হয়ে গেছে	فَرَقَ الطَّالِبَانِ
মোরগটি দৌড়াচ্ছে	يَرْكُضُ الدِّيْكُ
তাওহীদ ফিরল	رَجَعَ تَوْحِدُ
পাঠক পড়ল	قَرَءَ الْقَارِئُ
মুজাহিদ সংগ্রাম করল	جَاهَدَ الْمُجَاهِدُ
মুসলমানগণ বিজয় লাভ করল	فَتَحَ الْمُسْلِمُوْنَ
শিশুটি জাগ্রত হল	اِسْتَيْقَظَ الطِّفْلُ
খালিদ খাবে	يَأْكُلُ خَالِدٌ
ছাত্রটি ঘুমিয়েছে	نَامَ التِّلْمِيْذُ
ইমরান বসল	جَلَسَ عِمْرَانُ
আসমা বের হলো	خَرَجَتْ أَسْمَاءُ
উম্মু সালমা পড়ল	قَرَأَتْ أُمُّ سَلْمَةَ
যুবায়দা উপস্থিত হল	حَضَرَتْ زُبَيْدَةُ
ফাতেমা হাসল	ضَحِكَتْ فَاطِمَةُ

www.pathagar.com

فِعْل – فَاعِل ও مَجْرُوْر – جَار দ্বারা গঠিত বাক্য

আরবী বাক্য	مَعْنَى অর্থ
يَسْكُنُ سَعِيْدٌ فِي الْقَرْيَةِ	সাঈদ গ্রামে বাস করে
طَلَعَ الْهِلَالُ فِي السَّمَاءِ	আকাশে চাঁদ উদিত হয়েছে
دَخَلَتْ عَائِشَةُ فِي الْمَكْتَبَةِ	আয়েশা পাঠাগারে প্রবেশ করল
اَشَارَ نَعِيْمٌ اِلَى الذِّئْبِ	নাঈম বাঘের প্রতি ইঙ্গিত করল
خَرَجَتْ فَاطِمَةُ مِنَ الْفَصْلِ	ফাতেমা ক্লাস থেকে বেরিয় গেল
رَكِبَ خَالِدٌ عَلَى السَّفِيْنَةِ	খালেদ নৌকায় আরোহণ করল
يَغْتَسِلُ اِبْرَاهِيْمُ فِي الْحَمَّامِ	ইব্রাহীম গোসল খানায় গোসল করছে
يُسَافِرُ فَضْلٌ اِلَى مَكَّةَ	ফজল মক্কার দিকে সফর করবে
تَطْبَخُ رَاضِيَةُ فِي الْمَطْبَخِ	রাজিয়া রান্না ঘরে পাক করছে
يَتَفَكَّرُ الْمُؤْمِنُ فِي الْكَوْنِ	মোমেন সৃষ্টি জগতের মাঝে চিন্তা করে
طَافَ اِبْرَاهِيْمُ بِالْكَعْبَةِ	ইব্রাহীম কাবার তাওয়াফ করল
كَتَبَ سَعِيْدٌ بِالْقَلَمِ	সাঈদ কলম দ্বারা লিখল
جَلَسَ نَهِيْدٌ عَلَى السَّرِيْرِ	নাহিদ খাটের উপর বসেছে
نَظَرْتُ اِلَى الْخَارِجِ	আমি বাইরের দিকে তাকিয়েছি
اِسْتَاذَنَ خَالِدٌ مِنَ الأُسْتَاذِ	খালিদ শিক্ষক থেকে অনুমতি নিয়েছে
يَطُوْفُ بَكْرٌ فِي الْمَلْعَبِ	বকর খেলার মাঠের মাঝে ঘুরছে
نَأكُلُ فِي الْمَطْعَمِ	আমরা খাওয়ার হলে খাই
اِرْتَقَيْتُ عَلَى السَّقْفِ	আমি ছাদের উপর উঠেছি
بَعُدَ نَعِيْمٌ مِنَ الأَصْدِقَاءِ	নাঈম বন্ধুদের থেকে দূরে সরে গিয়েছে
يَسْرِقُ السَّارِقُ فِي اللَّيْلِ	চোর রাত্রে চুরি করে
غَضِبْتُ عَلَيْهِ	আমি তার উপর রাগ করেছি
يَتَوَضَّأُ بَكْرٌ بِالْمَاءِ	বকর পানি দ্বারা অযু করে

www.pathagar.com

فِعل – فَاعِل ও مَفْعُوْل بِهٖ দ্বারা গঠিত বাক্য

মَعْنٰى অর্থ	আরবী বাক্য
আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন	اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ
ইব্রাহীম হজ্জ আদায় করেছে	اَدّٰى اِبْرَاهِيْمُ الْحَجَّ
খালিদ গাভীটি যবাই করেছে	ذَبَحَ خَالِدٌ اَلْبَقَرَةَ
খালিদ মুহাম্মদকে ডাকছে	يَدْعُو خَالِدٌ مُحَمَّدًا
ছাত্ররা শিক্ষককে সম্মান করে	يَحْتَرِمُ الطُّلَّابُ الأُسْتَاذَ
নাঈম একটি ঘর বানাবে	يَبْنِى نَعِيْمٌ بَيْتًا
দরজা খোল না	لَاتَفْتَحِ الْبَابَ
রশিদ ভাত খাচ্ছে	يَاْكُلُ رَشِيْدٌ الرُّزَّ
বড়দের সম্মান কর	اَكْرِمِ الْكِبَارَ
মুহাম্মদ কুরআন তিলাওয়াত করে	يَتْلُو مُحَمَّدٌ اَلْقُرْاٰنَ
সাদেক একটি চিঠি লিখছে	يَكْتُبُ صَادِقٌ رِسَالَةً
আমি আল্লাহর প্রশংসা করেছি	حَمِدْتُ اللّٰهَ
আহমদ পানি পান করছে	يَشْرَبُ اَحْمَدُ الْمَاءَ
ইব্রাহীম মদিনা যিয়ারত করবে	يَزُوْرُ اِبْرَاهِيْمُ الْمَدِيْنَةَ
লোকটি ফল পছন্দ করে	يُحِبُّ الرَّجُلُ الثَّمَرَةَ
আমি সাঈদকে ভালবাসি	اُحِبُّ السَّعِيْدَ
সাহিদ কাপড় পরিষ্কার করছে	يُنَظِّفُ شَهِيْدٌ الثَّوْبَ
তুমি লুঙ্গিটি পরিধান করেছ	لَبِسْتَ الاِزَارَ
মরিয়ম অভিধানটি খরিদ করছে	اشْتَرَتْ مَرْيَمُ الْقَامُوْسَ

www.pathagar.com

فِعْل– فَاعِل ও مَفْعُوْل مُطْلَق দ্বারা গঠিত বাক্য

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
আহমদ দাঁড়ানোর মত দাঁড়িয়েছে	قَامَ اَحْمَدُ قِيَامًا
যায়েদ প্রচেষ্টার মত প্রচেষ্টা করেছে	سَعَى زَيْدٌ سَعْيًا
মাহমুদ এক বৈঠকে বসেছে	جَلَسَ مَحْمُوْدٌ جَلْسَةً
আমি ঘুমানের মত ঘুমিয়েছি	نِمْتُ نَوْمًا
নাঈম রাজার মত বসেছে	جَلَسَ نَعِيْمُ جِلْسَةَ الْمَلِكِ
এক নজর দেখ	اُنْظُرْ نَظْرَةً
রশিদ পাশ করার মত পাশ করবে	يَنْجَحُ رَشِيْدٌ نَجَاحًا
ছোটদের হাঁটার মত হেঁটোনা	لاَتَمْشِ مِشْيَةَ الصِّغَارِ
ইব্রাহীম আনন্দিত হওয়ার মত আনন্দিত হয়েছে	فَرِحَ اِبْرَاهِيْمُ فَرْحًا
আমি বইটি পড়ার মত পড়েছি	قَرَأْتُ الْكِتَابَ قِرَائَةً
শিক্ষক পড়ানোর মত পড়িয়েছে	دَرَسَ الْأُسْتَاذُ دِرَاسَةً
মা আদরের মত আদর করেছেন	شَفَقَتِ الأُمُّ شِفَاقَةً
আমার ভাই বকার মত বকা দিয়েছে	شَتَمَ اَخِى شَتَمًا
আফজাল এক লোকমা খানা খেয়েছে	اَكَلَ اَفْضَلُ اَكْلَةً
আসাদ বুড়োর মত বসেছে	جَلَسَ اَسَدٌ جِلْسَةَ الشَّيْخِ
আমি সালামের মত সালাম দিয়েছি	سَلَّمْتُ سَلْمَةً
রশিদ পান করার মত পান করেছে	شَرِبَ رَشِيْدٌ شُرْبًا
আমি সম্মানের মত সম্মান করেছি	اَكْرَمْتُ اِكْرَامًا
খালিদ প্রহার করার মত করেছি প্রহার করেছে	ضَرَبَ خَالِدٌ ضَرْبًا

www.pathagar.com

فِعْل – فَاعِل ও مَفْعُوْل فِيْه দ্বারা গঠিত বাক্য

অর্থ مَعْنٰى	আরবী বাক্য
আহমদ গাছের তলায় বসেছে	جَلَسَ اَحْمَدُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
আহমদ মসজিদের সামনে দাঁড়িয়েছে	قَامَ مَحْمُوْدٌ اَمَامَ الْمَسْجِدِ
খালিদ ছাদের উপর বসেছে	قَعَدَ خَالِدٌ فَوْقَ السَّقْفِ
আমি সাঈদের পূর্বে পৌঁছেছি	وَصَلْتُ قَبْلَ سَعِيْدٍ
আমার আব্বা গতকাল ফিরেছেন	رَجَعَ اَبِىْ اَمْسِ
হামিদ শুক্রবার যাবে	يَذْهَبُ حَمِيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
আমি নাঈমের পিছনে দাঁড়িয়েছি	قُمْتُ خَلْفَ نَعِيْمٍ
মুজাহিদ রশিদের পরে প্রবেশ করেছে	دَخَلَ مُجَاهِدٌ بَعْدَ رَشِيْدٍ
ইব্রাহীম শনিবার সফরে যাবে	يُسَافِرُ اِبْرَهِيْمُ يَوْمَ السَّبْتِ
আমি বৃহস্পতিবার যাব	اَذْهَبُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ
মাদরাসা রবিবার বন্ধ হবে	يُغْلَقُ الْمَدْرَسَةُ يَوْمَ الاَحَدِ
খালিদ বকরের পেছনে চলবে	يَمْشِىْ خَالِدٌ خَلْفَ بَكْرٍ
নাঈম রশিদের পাশে ঘুমিয়েছিল	نَامَ نَعِيْمٌ جَنْبَ رَشِيْدٍ
তুমি মাঠের মাঝখানে বস	اِجْلِسْ وَسَطَ الْمَيْدَانِ
আমি ঘরের পেছনে গিয়েছি	ذَهَبْتُ خَلْفَ الْبَيْتِ
আসাদ আজকে পৌঁছেছে	وَصَلَ اَسَدُ نِ الْيَوْمَ
শাহেদ মঙ্গলবার খেলবে	يَلْعَبُ شَهِيْدٌ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ

www.pathagar.com

فِعْل – فَاعِل ও مَفْعُوْل لَهُ দ্বারা গঠিত বাক্য

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
খালিদ দুঃখে কেঁদেছে	بَكَى خَالِدٌ حُزْنًا
নাঈম খুশিতে হেসেছে	ضَحِكَ نَعِيْمٌ فَرَحًا
সাদেক ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে গিয়েছে	ضَعُفَ صَادِقٌ جُوْعًا
আমি ভয়ে যায়নি	مَاذَهَبْتُ خَوْفًا
আমি সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছি	قُمْتُ اِكْرَامًا
রাগের কারণে আমি কথা বলিনি	مَاتَكَلَّمْتُ غَضَبًا
কুরআন হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে	نَزَلَ الْقُرْانُ هِدَايَةً
আসাদ হিংসায় বেরিয়ে গিয়েছে	خَرَجَ اَسَدٌ حَسَدًا
নাঈম লোভে এসেছে	جَاءَ نَعِيْمٌ حِرْصًا
আহমদ ভালবাসায় কেঁদে ফেলেছে	بَكَى اَحْمَدُ حُبًّا
মাহবুব অন্বেষণে বেরিয়েছে	خَرَجَ مَحْبُوْبٌ طَلَبًا
মাহমুদ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জিহাদ করেছে	جَاهَدَ مَحْمُوْدٌ رِضًا لِلّٰهِ
দল দু'টি লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হয়েছে	وَاجَهَ حِزْبَانِ حَرْبًا
ইসমাঈলকে আদব দেয়ার জন্য প্রহার করেছি।	ضَرَبْتُ اِسْمَاعِيْلَ تَادِيْبًا

www.pathagar.com

فِعل – فَاعِل ও দু'টি مَفْعُوْل بِـه দ্বারা গঠিত বাক্য

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
যায়েদ নাঈমকে একটি জামা পরিয়েছে	اَلْبَسَ زَيْدٌ نَعِيْمًا قَمِيْصًا
আমি খালিদকে পানি পান করিয়েছি	سَقَيْتُ خَالِدًا مَاءً
আমি যায়েদকে জ্ঞানী মনে করেছি	حَسِبْتُ زَيْدًا عَالِمًا
আল্লাহ্ সাঈদকে সম্পদ দান করবেন	يَرْزُقُ اللّٰهُ سَعِيْدًا مَالاً
আমি খালিদকে ঘুমন্ত ধারণা করেছি	ظَنَنْتُ خَالِدًا نَائِمًا
আমি খালিদকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি	اتَّخَذْتُ خَالِدًا خَلِيْلاً
আমি তাকে একটি কাহিনী বর্ণনা করেছি	حَدَّثْتُهُ قِصَّةً
আমি জ্ঞানকে শক্তি হিসেবে দেখেছি	رَأَيْتُ عِلْمًا قُوَّةً
খালিদ বকরকে একটি ঘড়ি দেবে	يُعْطِى خَالِدٌ بَكْرًا سَاعَةً
আমি তাকে বুদ্ধিমান মনে করেছি	حَسِبْتُهُ ذَكِيًّا (عَاقِلاً)
আহমদ মাহমুদকে ফল খাওয়াবে	يُطْعِمُ اَحْمَدُ مَحْمُوْدًا ثَمَرَةً
আমি তাকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছি	حَدَّثْتُهُ قِصَّةً
সে আমাকে সংবাদ জানিয়েছে	اَخْبَرَنِىْ
আহমদকে পড়াটি বুঝিয়ে দাও	فَهِّمْ اَحْمَدَ الدَّرْسَ
আমি নাঈমকে হাদীসটি বুঝিয়ে দিয়েছি	أَفْهَمْتُ نَعِيْمًا الْحَدِيْثَ

www.pathagar.com

فِعْل – فَاعِل – مَفْعُوْل بِهِ ও مَفْعُوْل مَطْلَق দ্বারা গঠিত বাক্য

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
আল্লাহর প্রশংসা করার মত প্রশংসা কর	اِحْمَدِ اللّٰهَ حَمْدًا
শিক্ষককে সম্মান করার মত সম্মান করেছি	اَكْرَمْتُ الْاُسْتَاذَ اِكْرَامًا
খালিদ বকরকে প্রহার করার মত প্রহার করেছে	ضَرَبَ خَالِدٌ بَكْرًا ضَرْبًا
ইব্রাহীম কুরআনকে হেফজ করার মত হেফজ করেছে	حَفِظَ اِبْرَاهِيْمُ الْقُرْاٰنَ حِفْظًا
নাঈম জামাটি সেলাই করার মত সেলাই করেছে	خَاطَ نَعِيْمُ الْقَمِيْصَ خَيْطًا
তাহের ঘরটি বানানোর মত বানিয়েছে	بَنٰى طَاهِرُ الْبَيْتَ بِنَاءً
আমি দরজাটি বন্ধ করার মত বন্ধ করেছি	اَغْلَقْتُ الْبَابَ اَغْلَاقًا
আমি বইটি বুঝার মত বুঝেছি	فَهِمْتُ الْكِتَابَ فَهْمًا
ইব্রাহীম গ্লাসটি ভাঙ্গার মত ভেঙ্গেছে	كَسَرَ اِبْرَاهِيْمُ الْكَاْسَ كَسْرًا
আমি শহরটি দেখার মত দেখেছি	رَأَيْتُ الْبَلَدَ نَظْرَةً
নাঈম ভাত খাওয়ার মত খেয়েছে	اَكَلَ نَعِيْمُ الرُّزَّ اَكْلًا
পিতা ছেলেকে বকা দেয়ার মত বকা দিয়েছে	وَبَّخَ الْاَبُ الْوَلَدَ تَوْبِيْخًا
মা সন্তানকে ভালবাসার মত ভালবাসে	تُحِبُّ الْاُمُّ الْوَلَدَ حُبًّا
শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়ানোর মত পড়িয়েছে	أَقْرَأَ الْاُسْتَاذُ الطَّالِبَ إِقْرَاءً
ফাতেমা গোস্ত পাক করার মত করেছে	طَبَخَتْ فَاطِمَةُ اللَّحْمَ طَبْخًا
ফারুক দুধ পান করার মত পান করেছে	شَرِبَ الْفَارُوْقُ اللَّبَنَ شَرْبًا

www.pathagar.com

فعل- مَجْهُوْل ও نَائِبُ الْفَاعِل দ্বারা গঠিত বাক্য

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
রমযানে দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়	تُغْلَقُ اَبْوابُ النَّارِفِي رَمَضَانَ
রমযানে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়	تُفْتَحُ اَبْوابَ الْجَنَّةِ فِى رَمَضَانَ
আলেমদেরকে সম্মান করা হয়েছে	أُكْرِمَ الْعُلَمَاءُ
কদরের রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে	أُنْزِلَ الْقُرَانُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ
গাছটি কাটা হয়েছে	قُطِعَتِ الشَّجَرَةُ
মুহাম্মদ (সা)কে মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে	أُرْسِلَ مُحَمَّدٌ اِلَيَ النَّاسِ
ছাত্রদেরকে আহ্বান করা হয়েছে	نُودِيَ الطُّلاَّبُ
মুত্তাকিদেরকে ওয়াদা করা হয়েছে	وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ
মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে	خُلِقَ الانْسَانُ
পানি পান করা হয়েছে	شُرِبَ الْمَاءُ
আমানত আদায় করা হয়েছে	تُوَدَّى الاَمَانَةُ
আহমদকে ক্ষমা করা হয়েছে	غُفِرَ أَحْمَدُ
ময়দান প্রশস্ত করা হয়েছে	أُوْسِعَ الْمَيْدَانُ
পুকুরটি খনন করা হয়েছে	حُفِرَتِ الْبِرْكَةُ
ছাগলিটি জবাই করা হয়েছে	ذُبِحَ الْغَنَمُ
সংবাদটি প্রচার করা হয়েছে	نُشِرَالْخَبَرُ

www.pathagar.com

فِعل – فَاعِل ও حَال দ্বারা গঠিত বাক্য

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
নাঈম হাসতে হাসতে (হাসা অবস্থায়) বসেছে	جَلَسَ نَعِيْمٌ ضَاحِكًا
খালিদ হেঁটে হেঁটে পৌঁছেছে	وَصَلَ خَالِدٌ مَاشِيًا
ছাত্ররা চুপচাপ দণ্ডায়মান রয়েছে-	قَامَ الطُّلَّابُ سَاكِتِيْنَ
মেয়ে লোকগুলো কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছে-	ذَهَبَتِ النِّسَاءُ بَاكِيَاتٍ
লোকটি রাগান্বিত অবস্থায় ফিরে গিয়েছে-	رَجَعَ الرَّجُلُ غَاضِبًا
বশির আনন্দিত অবস্থায় বেরিয়ে গিয়েছে	خَرَجَ بَشِيْرٌ مَسْرُوْرًا
শিক্ষক বসে বসে পাঠদান করছেন-	يُدَرِّسُ الأُسْتَاذُ جَالِسًا
মা ভীত অবস্থায় পৌঁছেছে-	وَصَلَتِ الأُمُّ خَائِفَةً
গাড়িটি দ্রুত গতিতে এসেছে-	جَاءَالسَّيَارَةُ سَرِيْعَةً
করিম ব্যথিত অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে	حَضَرَ كَرِيْمٌ وَاجِعًا
নাঈম আস্তে আস্তে বথা বলেছে-	تَكَلَّمَ نَعِيْمٌ خَفِيفًا
মাছুম খুশি হয়ে খেয়েছে-	أكَلَ مَعْصُوْم فَرِحًا
মরিয়ম আনন্দিত অবস্থায় ঘুমিয়েছে-	نَامَتْ مَرْيَمُ مَسْرُوْرَةً
গাড়িটি আস্তে আস্তে চলছে-	يَتَحَرَّكُ السَّيَّارَةُ خَفِيْفَةً
লোকটি দৌড়ে পালিয়ে গেছে-	فَرَّ الرَّجُلُ رَاكِضًا
এমরান নিরাপদে সফর করেছে-	سَافَرَ عِمْرَانُ سَالِمًا
চন্দ্র গোলাকার অবস্থায় উদিত হয়-	طَلَعَ الهِلَالُ مُسْتَدِيْرًا

www.pathagar.com

فِعل – فَاعِل – مَفْعُوْل بِهٖ ও حال দ্বারা গঠিত বাক্য

অর্থ مَعْنى	আরবী বাক্য
আমি শিশুটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছি-	وَجَدْتُ الطِّفْلَ نَائِمًا
আমি খালিদকে বাধা অবস্থায় মেরেছি	ضَرَبْتُ خَالِدًا مَشْدُوْدًا
আমি সূর্যকে উদিত অবস্থায় দেখেছি	رَأَيْتُ الشَّمْسَ طَالِعَةً
আল্লাহ মুহাম্মদ (সা))কে আহবানকারী করে পাঠিয়েছেন-	اَرْسَلَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا دَاعِيًا
আমি বইটি ছেঁড়া অবস্থায় নিয়েছি-	اَخَذْتُ الْكِتَابَ مُمَزَّقًا
চোর খালিদকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেছে-	قَتَلَ السَّارِقُ خَالِدًا نَائِمًا
আমি দরজাটা বন্ধ পেয়েছি-	وَجَدْتُ الْبَابَ مُغْلَقًا
আমি জামাটি পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পরেছি-	لَبِسْتُ الْقَمِيْصَ نَظِيْفًا
আমি রুমটি আলোকিত দেখেছি	رَأَيْتُ الْغُرْفَةَ مُنَوَّرًا
খালিদ ফলটিকে তাজা অবস্থায় খেয়েছে	اَكَلَ خَالِدٌ الثَّمَرَ نَاضِرَةً
নাঈম গরম খাদ্য খেয়েছে-	اَكَلَ نَعِيْمُ الْغِذَاءَ حَارًّا
আমি ঠাণ্ডা পানি পান করেছি-	شَرِبْتُ الْمَاءَ بَرِيْدًا
আমরা তাসবীহ অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করি-	نَحْمَدُ اللّٰهَ مُسَبِّحًا
আমি চোরটিকে পালানো অবস্থায় ধরে ফেলেছি-	اَخَذْتُ السَّارِقَ هَارِبًا
কাঁদা অবস্থায় আমি শিশুটিকে আদর করেছি	حَنَنْتُ الطِّفْلَ بَاكِيًا
আমি পাকা অবস্থায় ফলটি খেয়েছি-	اَكَلْتُ الثَّمَرَةَ ةَنَاضِرَةً

www.pathagar.com

فِعْل – فَاعِل ও جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ দ্বারা গঠিত বাক্য

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
আমি আমার ঘরের দিকে ফিরে এসেছি-এমতাবস্থায় যে, আমি দ্রুতগামী	عُدْتُ اِلَى مَنْزِلِى وَاَنَا مُسْرِعٌ
তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হবে না এমতাবস্থায় যে তোমরা মাতাল	لَاتَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى
বিমানটি উড়ে গেল এমতাবস্থায় যে, উহা দ্রুতগামী-	طَارَتِ الطَّائِرَةُ وَهِيَ سَرِيْعَةٌ
শিক্ষক বসেছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন-	جَلَسَ الْمُدَرِّسُ يُدَرِّسُ الطُّلَّابَ
তারকারাজী উদিত হয়েছে এমতাবস্থায় যে, উহারা আকাশে চমকাচ্ছে-	ظَهَرَتِ النُّجُوْمُ تَلْمَعُ فِي السَّمَاءِ
সেনাপতি ফিরে এসেছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি বিজয়ী-	رَجَعَ قَائِدٌ وَهُوَ غَالِبٌ
ছাত্ররা খেয়েছে এমতাবস্থায় যে, তারা আনন্দিত-	اَكَلَ الطُّلَّابُ وَهُمْ مَسْرُوْرٌ
ফাতেমা এসেছে এমতাবস্থায় যে, সে কাঁদছে-	جَاءَتْ فَاطِمَةُ وَهِيَ بَاكِيَةٌ
শিক্ষকগণ প্রবেশ করছেন এমতাবস্থায় যে, তাঁরা কথা বলছেন-	دَخَلَ الأَسَاتِذَةُ وَهُمْ مُكَالِمُوْنَ
আম্মা ভ্রমণ করছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি ব্যথিত-	تُسَافِرُ الأُمُّ وَهِيَ وَاجِعَةٌ
শিক্ষক বসেছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি বই পড়ছেন-	جَلَسَ الْمُعَلِّمُ يَقْرَأُ الْكِتَابَ
খালিদ চলে গিয়েছেন এমতাবস্থায় যে সে রাগান্বিত-	ذَهَبَ خَالِدٌ وَهُوَ غَاضِبٌ

www.pathagar.com

فِعل- فَاعِل- مَفْعُوْل بِهِ ও جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ দ্বারা গঠিত বাক্য

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
আমি ছেলেটিকে দেখেছি এমতাবস্থায় যে, সে খেলছে-	رَأَيْتُ الصَّبِيَّ يَلْعَبُ
আমি বাতিটি দেখেছি এমতাবস্থায় যে, উহা রুমটিকে আলোকিত করছে-	اَبْصَرْتُ الْمِصْبَاحَ يُنِيْرُ الْغُرْفَةَ
আমি ছেলেদেরকে রেখে এসেছি এমতাবস্থায় যে, তারা কথা বলছে-	تَرَكْتُ الاَوْلاَدَ يَتَحَدَّثُوْنَ
আমি ওস্তাদকে অভিনন্দন জানিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তিনি আগত-	رَحَّبْتُ الأُسْتَاذَ وَهُوَ قَادِمٌ
আমি খালিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এমতাবস্থায় যে, সে হাস্যরত-	لَقِيْتُ خَالِدًا وَهُوَ مُتَبَسِّمٌ
আমি নাঈমকে একটি জামা দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, সে ভ্রমণ করছে-	اَعْطَيْتُ نَعِيْمًا قَمِيْصًا وَهُوَيُسَافِرُ
আমি হাবিবকে সাহায্য করেছি এমতাবস্থায় যে, সে রুগ্ন-	نَصَرْتُ حَبِيْبًا وَهُوَ مَرِيْضٌ
আমি আম্মার সাহায্য করছি এমতাবস্থায় যে, তিনি দুর্বল-	نَصَرْتُ اُمِّيْ وَهُوَ ضَعِيْفَةٌ
আমি বইটি খরিদ করেছি এমতাবস্থায় যে উহা নতুন	اِشْتَرَيْتُ الْكِتَابَ وَهُوَجَدِيْدٌ
করিম দুধ পান করেছে এমতাবস্থায় যে, উহা গরম-	شَرِبَ كَرِيْمٌ اَللَّبَنَ وَهُوَحَارٌّ
বকর মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে এমতাবস্থায় যে সে সুস্থ-	اِلْتَحَقَ بَكْرٌ فِى الْمَدْرَسَةِ وَهُوَ سَلِيْمٌ

www.pathagar.com

فِعل نَاقِص উহার اِسم ও خَبر দ্বারা গঠিত বাক্য

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
খালিদ অনুপস্থিত ছিল-	كَانَ خَالِدٌ غَائِبًا
শীত খুব কড়া ছিল-	كَانَ الْبَرْدُ شَدِيْدًا
লোকটি অভাবী ছিল অতঃপর সে ধনী হয়ে গেল-	كَانَ الرَّجُلُ مُحْتَاجًا ثُمَّ صَارَ غَنِيًّا
আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে গেল-	اَصْبَحَ الْجَوُّ مُعْتَدِلاً
বৃষ্টি কম হয়েছে-	اَمْسَى الْمَطَرُ قَلِيْلاً
সংবাদটি প্রসারিত হয়ে গেছে-	اَضْحَى الْخَبَرُ مُنْتَشِرًا
শিক্ষকটি প্রিয় হয়ে গেছেন-	ظَلَّ الْمُدَرِّسُ مَحْبُوْبًا
আব্বা চিন্তিত হয়ে রাত্রি যাপন করেছেন	بَاتَ الاَبُ حَزِيْنًا
বাতাস প্রবাহিত রয়েছে (দীর্ঘ সময়)	مَازَالَ الْهَوَاءُ جَارِيًا
রাস্তা জনাকীর্ণ রয়েছে	مَافَتِيَ الطَّرِيْقُ مُزْدَحِمًا
ভাত গরম রয়েছে	مَابَرِحَ الرُّزُّ حَارًا
দরজা খোলা রয়েছে	مَاانْفَكَّ الْبَابُ مَفْتُوْحًا
আমি যতক্ষণ জীবিত থাকি-	مَادُمْتُ حَيًّا
তুমি সবসময় সুখি থাকবে-	لاَتَزَالُ سَعِيْدًا
কৃপণ সবসময় অভিশপ্ত থাকবে-	لاَيَبْرَحُ الْبَخِيْلُ مَلْعُوْنًا
লোকটি সবসময় ভ্রমণরত থাকবে-	لاَيَنْفَكُّ الرَّجُلُ مُسَافِرًا
খালিদ ব্যবসায়ী হবে-	يَكُونُ خَالِدٌ تَاجِرًا
আলেম হও-	كُنْ عَالِمًا
মূর্খ হয়ো না-	لاَتَكُنْ جَاهِلاً

www.pathagar.com

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
আহমদ নিরাপদ হয়ে যাবে-	يَصِيْرُ اَحْمَدُ سَالِمًا
মাদ্রাসাটি প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে-	تُصْبِحُ الْمَدْرَسَةُ مَشْهُوْرَةً
আমজাদ একজন তাঁতী ছিল-	كَانَ أَمْجَدُ حَائِكًا
আশরাফ একজন কৃষক ছিল-	كَانَ اَشْرَفُ فَلاَّحًا
আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে-	اَصْبَحَ السَّمَاءُ صَافِيًا
লোকটি ঘৃনিত হয়ে গেছে-	اَمْسَى الرَّجُلُ مَكْرُوْهًا
ছাত্রটি আনন্দিত হয়ে গিয়েছে-	اَضْحَى التِّلْمِيْذُ فَارِحًا
খাওয়ার ঘরটি অপরিষ্কার রয়ে গেছে-	مَاانْفَكَّ غُرْفَةُ الأَكْلِ غَيْرَ نَظِيْفٍ
যতক্ষণ আমি খেলোয়াড় থাকি-	مَادُمْتُ لاَعِبًا
বশীর একজন কবি হবে-	يَكُوْنُ بَشِيْرٌ شَاعِرًا
তুমি লেখক হও-	كُنْ كَاتِبًا
অলস হয়ো না-	لاَتَكُنْ غَافِلاً
দেশটি উন্নত হয়ে যাবে সুন্দর হবে	تُصْبِحُ البِلاَدُ (مُتَقَدِّمًا) مُتَحَسِّنًا
রশিদ শিক্ষিত ছিল-	كَانَ رَشِيْدٌ عَالِمًا
নিশ্চয়ই সে তোমার বন্ধু-	اِنَّهُ حَبِيْبُكَ
তার শাশুড়ী একজন পুণ্যবতী মহিলা	حَمَاتُهُ اِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ
নিঃসন্দেহে পুত্র আপন পিতার রহস্য-	اِنَّ الْوَلَدَ سِرٌّ لاَبِيْهِ
আহ! আমি যদি মাদ্রাসায় প্রবেশ হতাম-	لَيْتَنِى دَخَلْتُ الْمَدْرَسَةَ
হিংসুটে ব্যক্তি সর্বদাই অস্থির থাকে-	يَظَلُّ الْحَاسِدُ مُضْطَرِبًا
আমি মুসাফির ছিলাম-	كُنْتُ مُسَافِرًا

www.pathagar.com

كَانَ এর خَبَر টি فِعْلِ مُضَارِع হবে, অর্থাৎ مَاضِى اِسْتِمْرَارِى দ্বারা গঠিত বাক্য

মা'না مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
আমি চেষ্টা করতাম-	كُنْتُ اَجْتَهِدُ
মাহমুদ তাফসীর পড়াত-	كَانَ مَحْمُودُ يُدَرِّسُ التَّفْسِيرَ
আহমদ বই রচনা করত-	كَانَ اَحْمَدُ يُصَنِّفُ الْكِتَابَ
লোকেরা আমাকে সম্মান করত-	كَانَ الرِّجَالُ يَحْتَرِمُوْنَنِىْ
খালিদ পড়ত-	كَانَ خَالِدُ يَدْرُسُ
ছাত্ররা আমার নিকট আসত-	كَانَ الطُّلاَّبُ يَأتُوْنَ اِلَىَّ
আমরা শিক্ষকদের ভালবাসতাম-	كُنَّا نُحِبُّ الْمُدَرِّسِيْنَ
নবী (সা) বেশী বেশী ওযু করতেন-	كَانَ النَّبِىُّ يَتَوَضَّأُ كَثِيْرًا
আমি কলেজে যেতাম	كُنْتُ اَذْهَبُ اِلى كُلِّيَّةِ
বশীর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ত-	كَانَ بَشِيْرُ يَدْرُسُ فِى الْجَامِعَةِ
নাঈম খেলত-	كَانَ نَعِيْمُ يَلْعَبُ
বকর চাষ করত-	كَانَ بَكْرُ يَحْرُثُ
মতিন ব্যবসা করত-	كَان مَتِيْنُ يَتَّجِرُ
সাঈদ কারখানায় কাজ করত-	كَانَ سَعِيْدُ يَعْمَلُ فِى الْمَصْنَعِ
আমরা ঢাকায় বাস করতাম-	كُنَّا نَسكُنُ فِى دَاكَا
আমজাদ মাছ শিকার করত-	كَانَ اَمْجَدُ يَقْنِصُ السَّمَكَ
ছেলেটি গরু চরাত-	كَان الصَّبِىُّ يَرْعى الْبَقَرَةَ

www.pathagar.com

حُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ দ্বারা গঠিত বাক্য

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
নিশ্চয় গরম খুব বেশী-	اِنَّ الْحَرَارَةَ شَدِيدَةٌ
জেনে রাখো নিশ্চয়ই ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা-	اِعْلَمْ اَنَّ الاِسْلَامَ دِينٌ كَامِلٌ
তার মুখ যেন গোলাপ-	كَاَنَّ وَجْهَه وَرْدٌ
হায়! আমার আব্বা যদি জীবিত থাকতেন-	لَيْتَ اَبِيْ حَىٌّ
আশা করা যায় আমার ভাই উপস্থিত	لَعَلَّ اَخِيْ حَاضِرٌ
সম্ভবতঃ অধ্যক্ষ অনুপস্থিত-	لَعَلَّ الْمُدِيْرَ غَائِبٌ
তরকারী ঠাণ্ডা কিন্তু ভাত গরম-	اَلادَامُ بَارِدٌ وَلٰكِنَّ الرُزَّ حَارٌّ

حُرُوْفُ مُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ এর خَبر টি جُمْلَة হবে

নিশ্চয় খালিদ নদীতে সাঁতার কাটবে-	اِنَّ خَالِدًا يَسْبَحُ فِى النَّهْرِ
জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ গোপন বিষয় জানেন-	اِعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ السِّرَّ
হায়! যদি যৌবন কাল ফিরে আসত-	لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ
আশা করা যায় খালিদ পরীক্ষায় পাশ করবে-	لَعَلَّ خَالِدًا يَنْجَحُ فِى الاِخْتِبَارِ
মনে হয় যেন সিংহটি ঘুমাচ্ছে-	كَاَنَّ الاَسَدَ يَنَامُ
আমি জেগে যাই কিন্তু বকর ঘুমায়-	اَنَا اَسْتَيْقِظُ وَلٰكِنَّ بَكْرًا يَنَامُ
নিশ্চয় ঠাণ্ডা কম-	اِنَّ الْبَرِيْدَ قَلِيْلٌ
চোখের পানি যেন মণি মুক্তা-	كَاَنَّ مَاءَ الْعَيْنِ لُؤْلُؤُ الْجَوْهَرِ
নিশ্চয় প্রচেষ্টা মানুষকে সফলতা দান করে-	اِنَّ الاِجْتِهَادَ يُنْجِحُ الاِنْسَانَ
আশা করা যায় আল্লাহ চিন্তা দূর করে দিবেন-	لَعَلَّ اللّٰهَ يُبْعِدُ فِكْرًا

www.pathagar.com

لَيْسَ অথবা مَاوَلاَبِمَعْنى لَيْسَ দ্বারা গঠিত বাক্য

বিঃদ্রঃ لاَ এর اسم নাকেরা (অনির্দিষ্ট) হবে। مَا এর اسم নাকেরা ও مَعْرِفَة উভয় হতে পারে এবং لَيْسَ ও ما এর خَبر এর পূর্বে بِ হরফে জার যুক্ত হতে পারে।

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
রাস্তা প্রশস্ত নয়-	لاَطَرِيْقٌ وَاسِعًا
কেউ অনুগত নেই-	لاَ اَحَدٌ مُطِيْعًا
ঢাকা শহর ছোট নয়-	مَامَدِيْنَةٌ دَاكَا صَغِيْرَةً
কমলা লেবু মিষ্টি নয়-	لَيْسَ الْبُرْتُقَالُ حُلْوًا
তোমার দাঁত পরিষ্কার নয়-	لَيْسَ سِنُّكَ بِنَظِيْفٍ
আল্লাহ্ গাফিল নন-	وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
গাড়ি দণ্ডায়মান নেই-	لاَسَيَّارَةٌ قَائِمًا
রাজধানী দূরে নয়-	لاَ عَاصِمَةٌ بَعِيْدًا
মাছটি বড় নয়-	مَاالسَّمَكُ كَبِيْرًا
শিয়ালটি চালাক নয়-	لَيْسَ الثَّعْلَبُ بِحَاذِقٍ
লোকটি লোভী নয়-	لَيْسَ الرَّجُلُ حَرِيْصًا
ডাক্তার উপস্থিত নেই-	مَاطَبِيْبٌ حَاضِرًا
বাঘটি মোটা নয়-	لَيْسَ النَّمِرُ سَمِيْنًا
ছাগলটি বড় নয়	مَاالْغَنَمُ كَبِيْرًا
বক্তৃতটি দীর্ঘ নয়-	مَاالْخُطْبَةُ بِطَوِيْلَةٍ

www.pathagar.com

لَا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ দ্বারা গঠিত বাক্য

প্রকাশ থাকে যে, لَا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ এর اِسم টি نَكِرَه হবে

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
হোটেলে কোন মেহমান নেই-	لَاضَيْفَ فِى الْفُنْدُقِ
পুকুরে কোন মাছ নেই-	لَاسَمَكَ فِى الْغَدِيْرِ
বাক্সে কোন হাতিয়ার নেই-	لَاسَلَاحَ فِى الصُّنْدُوْقِ
মধুতে কোন ক্ষতি নেই-	لَاضَرَرَ فِى الْعَسَلِ
কাজে কোন শরম নেই-	لَانَدَامَةَ فِى الْعَمَلِ
ছাত্রটির কোন বইও নেই কোন খাতাও নেই	لَاكِتَابَ عِنْدَ الطَّالِبِ وَلَاكُرَّاسَةَ

لَاالنَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ এর اِسم টি যদি مَعْرِفَة হয় তা হলে তার সাথে আর একটি لَا ও اِسم যোগ করে বাক্য গঠন করতে হয়।

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
ঘরে যায়েদও নেই বকরও নেই-	لَازَيْدٌ فِى الدَّارِ وَلَابَكْرٌ
গাড়িতে ড্রাইভারও নেই এবং তার ভাইও নেই-	لَاالسَّائِقُ فِى السَّيَّارَةِ وَلَااَخُوْهُ
অফিসে পরিচালকও নেই এবং তার সহকারীও নেই-	لَاالْمُدِيْرُ فِى الْمَكْتَبِ وَلَانَائِبُهُ
খেলার মাঠে কোন খেলোয়াড় নেই-	لَا لَاعِبَ فِى الْمَلْعَبِ
বাজারে কোন ক্রেতা নেই-	لَامُشْتَرِىَ فِى السُّوقِ
প্রাণে কোন দয়া নেই-	لَارَحْمَةَ فِى الْقَلْبِ
গাছে কোন ফল নেই	لَاثَمَرَةَ فِى الشَّجَرَةِ
রান্না ঘরে ভাতও নেই কোন তরকারীও নেই	لَارُزَّفِى الدَّارِ وَلَااِدَامَ
বাড়িতে ফাতেমাও নেই তার স্বামীও নেই-	لَافَاطِمَةُ فِى الْبَيْتِ وَلَازَوْجُهُ

www.pathagar.com

فِعْلُ الْمُقَارِبَةِ ও فِعْلُ الرَّجَاءِ দ্বারা গঠিত হবে।

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
চাঁদ উদয় হওয়ার উপক্রম হয়েছে-	كَادَ الْقَمَرُ يَطْلُعُ
ঘরটি ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে	اَوْشَكَ الْبَيْتُ اَنْ يَّنْهَدِمَ
রুগ্ন ব্যক্তিক মৃত্যুর নিকবর্তী হয়ে গেছে-	كَادَ الْمَرِيْضُ يَمُوْتُ
শিশুটি কাঁদার উপক্রম হয়েছে-	اَوْشَكَ الطِّفْلُ اَنْ يَّبْكِيَ
চোরটি পালিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে	كَادَ السَّارِقُ يَفِرُّ
আশা করা যায় আল্লাহ আমাদেরকে মেহেরবানী করবেন-	عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَرْحَمَنَا
আশা করা যায় শিশুটি হাটবে-	حَرَى الطِّفْلُ اَنْ يَمْشِيَ
সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে-	كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ
বিল্ডিংটি ভেঙ্গে যাওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে-	كَادَ الْعِمَارَةُ اَنْ يَكْسِرَ
দল দু'টিতে ঝগড়া লাগার উপক্রম হয়েছে-	اَوْشَكَ الْحِزْبَانِ اَنْ يَخْصَمَا
বিমানটি অবতরণ করার নিকটবর্তী হয়েছে-	اَوشَكَ الطَّيَارَةُ اَنْ يَنْزِلَ
আশা করা যায় করিম এ বৎসর হজ্জ করবে-	عَسَى كَرِيْمٌ اَنْ يَحُجَّ فِى هٰذِهِ السَّنَةِ
আশা করা যায় গাভীটি একটি বাচ্চা দেবে-	حَرَى الْبَقَرَةُ اَنْ تَضَعَ عَجْلَةً
খেজুর পাকার উপক্রম হয়েছে-	كَادَ التَّمَرُ يَنْضِجُ
গ্লাসটি ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে-	اَوْشَكَ الْكَاْسُ اَنْ يَكْسِرَ
বাতিটি নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে-	كَادَ السِّرَاجُ يَخْمَدُ
সে হয়ত এখান থেকে চলে যাবে-	عَسَى اَنْ يَذْهَبَ مِنْ هٰهُنَا
রুগ্ন ব্যক্তিটি প্রায় আরোগ্য লাভ করছে	عَسَى اَنْ يَشْفِيَ الْمَرِيْضُ
আমার জ্ঞান প্রায় লোপ পেতে বসেছে	كَادَ اَنْ يَذْهَبَ عَقْلِىْ
আশা করা যায় শীঘ্রই আল্লাহ বিজয় দান করবেন	عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَاتِيَ بِالْفَتْحِ
সমুদ্র প্রায় তরাঙ্গায়িত হতে শুরু করল-	اَوْشَكَ الْبَحْرُ اَنْ يَتَمَوَّجَ
ডুবন্ত ব্যক্তিটি প্রায় মরার উপক্রম হয়েছিল	كَادَ الْغَرِيْقُ اَنْ يَمُوْتَ

www.pathagar.com

اَفْعَالُ الشُّرُوْعِ দ্বারা গঠিত বাক্য

আরবী বাক্য	অর্থ مَعْنَى
اَخَذَ الْخَطِيْبُ يَخْطُبُ	বক্তা বক্তৃতা দেয়া আরম্ভ করেছে-
جَعَلَ النَّبِىُّ يَدْعُوْا النَّاسَ	নবী (সা) লোকদেরকে আহ্বান করা আরম্ভ করেছেন-
شَرَعَ الْمَاءُ يَجْرِىْ	পানি প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে-
بَدَأَ اللاَّعِبُ يَلْعَبُ	খেলোয়াড় খেলা আরম্ভ করেছে-
قَامَ الطَّبَّاخُ يَطْبَخُ	পাচক পাক করা আরম্ভ করেছে-
اَنْشَأَ الطِّفْلُ يَتَكَلَّمُ	শিশুটি কথা বলতে আরম্ভ করেছে-
طَفِقَ الزَّارِعُ يَزْرَعُ	কৃষক চাষ আরম্ভ করেছে-
اَخَذَ الْكُفَّارُ يَظْلِمُوْنَ	কাফেরগণ অত্যাচার আরম্ভ করে দিল-
جَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ	লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল-
شَرَعَ الْقَائِدُ يَفْتَحُ الْمُدُنَ	সেনাপতি অনেক শহর বিজয় করতে আরম্ভ করল-
بَدَأَ الصَّيَّادُ يَصِيْدُ	শিকারী শিকার করতে আরম্ভ করল-
قَامَ الرَّاعِىْ يَرْعَى الْبَقَرَ	রাখাল গরু চরাতে আরম্ভ করল-
اَنْشَأَالْخَادِمُ يَغْسِلُ الثَّوْبَ	চাকর কাপড় ধোয়া আরম্ভ করল-
طَفِقَاهُمَا يَقُصَّانِ	তারা দু'জন গল্প আরম্ভ করে দিল-
اَخَذَ خَالِدُ يَحْفَظُ دَرْسَهُ	খালিদ নিজের পাঠ মুখস্থ করতে লাগল-
طَفِقَ خَالِدُ يُعَلِّمُ خَالَ زَيْدٍ	খালেদ যায়েদের মামাকে পড়াতে লাগল-
اَخَذَ الْمَطَرُ يَغْزُرُ	অধিক মাত্রায় বৃষ্টি হতে লাগল-

www.pathagar.com

تَمْيِيْز ও مُمَيَّز দ্বারা গঠিত হবে।

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
সাঈদ দু' মন চাউল বিক্রি করেছে-	بَاعَ سَعِيْدٌ مَنَوَيْنِ رُزًّا
আমি এক গজ কাপড় খরিদ করেছি-	اِشْتَرَيْتُ ذِرَاعًا ثَوْبًا
আমরা দু' কাফিজ যব নিয়েছি-	اَخَذْنَا قَفِيزَيْنِ بُرًّا
আমরা দু' লিটার দুধ পান করেছি-	شَرِبْنَا لِتَرَيْنِ لَبَنًا
আমি তাকে দু' সা' খেজুর দিয়েছি-	اَعْطَيْتُهُ صَاعَيْنِ تَمْرًا
আমরা দু'বোতল তৈল ব্যবহার করেছি	اِسْتَعْمَلْنَا رِطْلَيْنِ زَيْتًا
খালিদ চরিত্রগতভাবে সুন্দর-	حَسُنَ خَالِدٌ خُلْقًا
নাঈম সাঈদ অপেক্ষা বয়সে বড়-	نَعِيْمٌ اَكْبَرُ مِنْ سَعِيْدٍ عُمْرًا
আমি এক মন সুতা খরিদ করেছি-	اِشْتَرَيْتُ مَنَوَ خَيْطًا
খালিদ দশ হাত রশি বিক্রি করেছে-	بَاعَ خَالِدٌ عَشَرَ اَيْدِيْ حَبْلاً
সাঈদ দু' মন দুধ নষ্ট করে ফেলেছে-	اَفْسَدَ سَعِيْدٌ مَنَوَيْنِ لَبَنًا
আল্লাহ তাকে এক কিরাত সাওয়াব দিয়েছেন-	أَعْطَاهُ اللّٰهُ قِرَاطًا ثَوَابًا
খালিদ আত্মার দিক থেকে সুখী-	سَعَدَ خَالِدٌ قَلْبًا
আমজাদ আহমদ অপেক্ষা ধন সম্পদের দিক থেকে অধিক-	اَمْجَدُ اَكْثَرُ مِنْ اَحْمَدٍ مَالاً
ব্যবসায়ীটি লেনদেনের দিক থেকে সুন্দর	حَسُنَ التَّاجِرُ مُعَامَلَةً

www.pathagar.com

اِسْتِثْنَاء দ্বারা গঠিত বাক্য

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
বন্ধুরা পাশ করেছে কিন্তু একজন বন্ধু-	نَجَحَ الزُّمَلاَءُ اِلاَّ زَمِيْلاً
কারখানা থেকে কর্মচারীরা বেরিয়ে গেছে কিন্তু একজন কর্মচারী ব্যতীত-	خَرَجَ الْعُمَّالُ مِنَ الْمَصْنَعِ الأَعَامِلاً
মাহমুদ ছাড়া সব মেহমান উপস্থিত হয়ে গেছেন-	حَضَرَ الضُّيُوْفُ غَيْرَ مَحْمُوْدٍ
আমি একটি গল্প ছাড়া সব গল্প পড়েছি-	قَرَأْتُ الْقَصَصَ سِوَى قِصَّةٍ
আমি পাঠাগারগুলো পরিদর্শন করেছি একটি ব্যতীত -	زُرْتُ الْمَكْتَبَاتِ اِلاَّ مَكْتَبَةً
ছাত্ররা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেনি কিন্তু একজন ছাত্র (করেছে) -	مَااشْتَرَكَ الطُّلاَّبُ فِى الاِخْتِبَارِ اِلاَّ طَالِبًا
মুসাফিরগণ পৌঁছেছে কিন্তু তাদের মালামাল -	وَصَلَ الْمُسَافِرُوْنَ اِلاَّ اَمْتِعَتُهُمْ
আমি দেখিনি কাউকে কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রীকে (দেখেছি)-	مَارَأَيْتُ اِلاَّ وَزِيْرَ التَّعْلِيْمِ
পরীক্ষকগণ উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু একজন পরীক্ষক-	حَضَرَ الْمُمْتَحِنُوْنَ اِلاَّ مُمْتَحِنًا
ফুলগুলো ফুটেছে কিন্তু একটি ফুল-	اِنْفَتَحَ الاَزْهَارُ اِلاَّ زَهْرًا
একজন বন্দী ছাড়া সকল বন্দীকে মুক্তি দিয়ে দেয়া হয়েছে-	يُنَجَّى سُجَنَاءُ اِلاَّ سَجِيْنًا
খালিদ কিছু নন কিন্তু একজন ডাক্তার	مَاخَالِدُ اِلاَّ طَبِيْبُ
পেশাদারগণ এসেছেন কিন্তু কাঠ মিস্ত্রি-	جَاءَ الْمُحْتَرِمُوْنَ (صَاحِبُ الْمِهْنَةِ) اِلاَّ نَجَّارًا
সৈনিকগণ পৌঁছেছে কিন্তু তাদের অস্ত্র-	جَاءَ الْجُنُوْدُ اِلاَّ اَسْلِحَتَهُمْ
জেলেরা সব উপস্থিত কিন্তু তাদের জাল-	حَضَرَ السَّمَّاكُ اِلاَّ شَبَكَةً

www.pathagar.com

اسْمُ الاشَــارَةِ ও مُــشَــارٌ اِلَيــه উভয় মিলে বাক্যের একটি অংশ হবে। এমতাবস্থায় مُشَارٌ اِلَيْه এর পূর্বে ال যুক্ত হবে।

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
এ রাস্তাটি প্রশস্ত-	هٰذَا الطَّرِيْقُ وَاسِعٌ
এ ফলটি সুস্বাদু -	هٰذِهِ الْفَاكِهَةُ لَذِيْذَةٌ
ঐ চাকরটি বিশ্বস্ত-	ذٰلِكَ الْخَادِمُ اَمِيْنٌ
ঐ মহিলাটি আমার বোন-	تِلْكَ الْمَرْاَةُ اُخْتِى
এ দু'টি চেয়ার উন্নত-	هٰذَانِ الْكُرْسِيَّانِ جَيِّدَانِ
এ দু'টি পাখা আরাম দায়ক-	هَاتَانِ الْمِرْوَحَتَانِ مُرِيْحَتَانِ
এ দু'টি মাছ আমি দেখেছি-	رَأَيْتُ هٰذَيْنِ السَّمَكَيْنِ
এ দু'টি ছাগল আমি নিয়েছি-	اَخَذْتُ هَاتَيْنِ الشَّاتَيْنِ
ঐ দু'টি ছাত্র মেধাবী	ذَانِكَ الطَّالِبَانِ ذَكِيَّانِ
ঐ দু'টি ছাত্রী বোকা-	تَانِكَ الطَّالِبَتَانِ غَبِيَّتَانِ
ঐ দু'টি লোককে আমি চিনি-	اَعْرِفُ ذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ
ঐ দু'টি মহিলাকে আমি চিনি-	اَعْرِفُ تَيْنِكَ الْمَرْاَتَيْنِ
এ শহরগুলো পুরাতন-	هٰذِهِ الْمُدُنُ قَدِيْمَةٌ
এ শিক্ষকগুলো অভিজ্ঞ-	هٰؤُلَاءِ الاَسَاتِذَةُ مَاهِرُوْنَ
এ মহিলা ডাক্তারগুলো অভিজ্ঞ-	هٰؤُلَاءِ الطَّبِيْبَاتُ مَاهِرَاتٌ
ঐ পুরুষগুলো সংগ্রামী-	اُوْلٰئِكَ الرِّجَالُ مُجَاهِدُوْنَ
ঐ মহিলাগুলো ইবাদাতকারিণী	اُوْلٰئِكَ النِّسَاءُ عَابِدَاتٌ

www.pathagar.com

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
এ মহিলা যায়েদের বোন-	هذه أُخْتُ زَيدٍ
ঐ গাভীটি সাদা বর্ণের-	تِلْكَ الْبَقَرَةُ بَيْضَاءُ
এ থলেটি সুন্দর-	هذه الْحَقِيْبَةُ جَمِيْلَةٌ
এ পশুটি উপকারী-	هذَا الْحَيْوَانُ مُفِيْدٌ
ঐ মসজিদটি উঁচু-	ذَالِكَ الْمَسْجِدُ مُرْتَفِعٌ
ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টি বিখ্যাত-	تِلْكَ الْجَامِعَةُ مَشْهُوْرَةٌ
এ দু'টি বোতল পরিষ্কার-	هذَانِ الزُّجَاجَانِ نَظِيْفَانِ
এ দু'টি কাল কলম-	هذَانِ قَلَمَانِ اَسْوَدَانِ
ঐ দু'টি মহিলা ডাক্তার-	تَانِكَ الْمَرْأَتَانِ طَبِيْبَتَانِ
ঐ দু'জন পুরুষ বিচারক-	ذَانِكَ الرَّجُلَانِ حَاكِمَانِ
এ দু'টি বিমান বাংলাদেশ খরিদ করেছে-	اِشْتَرى بَنْغَلَادِيْش هَاتَيْنِ الطَّيَّارَتَيْنِ
ঐ দু'টি কলেজ আমি পরিদর্শন করেছি-	زُرْتُ تَيْنِكَ الْكُلِّيَّانِ
ঐ দু'টি দরজা আমি বানিয়েছি-	بَنَيْتُ ذَيْنِكَ الْبَابَيْنِ
এগুলো আম গাছ-	هَذِهِ الاَشْجَارُ الاَنْبَجِ
এসব ছাত্র মাদ্রাসায় পড়ে-	هؤُلَاءِ الطُّلَّابُ يَدْرُسُوْنَ فِي الْمَدْرَسَةِ
এ মেয়েগুলো বাড়িতে থাকে-	هؤُلَاءِ الْبَنَاتُ فِي الْبَيْتِ

www.pathagar.com

مُشَارٌ اِلَيْهِ মিলে বাক্য হবে, এমতাবস্থায় مشار اليه ও - اسْمُ الاشَارَةِ এর পূর্বে اَل যুক্ত হবে না।

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
ইহা বিমান বন্দর-	هٰذَا مَطَارٌ
ইহা একটি সাপ-	هٰذِهٖ حَيَّةٌ
উহা একটি হরিণ-	ذَالِكَ ظَبِيٌّ
উহা একটি চশমা-	تِلْكَ نَظَّارَةٌ
এগুলো জুতো-	هٰذِهٖ اَحْذِيَةٌ
এরা সাংবাদিক-	هٰؤُلَاءِ صَحَافِيُّوْنَ
ওরা ঝাড়ুদার-	اُولٰئِكَ كَنَّاسُوْنَ
ঐগুলো অস্ত্র-	تِلْكَ اَسْلِحَةٌ
এরা দু'জন ডাক্তার-	هٰذَانِ طَبِيْبَانِ
এরা দু'জন শিক্ষিকা-	هَاتَانِ مُدَرِّسَتَانِ
ওরা দু'জন সৈনিক-	ذَانِكَ جُنْدِيَانِ
ওরা দু'জন বোন-	تَانِكَ اُخْتَانِ
ইহা একটি খাট	هٰذَا سَرِيْرٌ
এ আমার বন্ধু-	هٰذَا صَدِيْقِى
ইনি আমার আম্মা-	هٰذِهٖ اُمِّىْ
এরা আমার শত্রু-	هٰؤُلَاءِ اَعْدَائِىْ
ওনারা আমাদের নেতা-	هٰؤُلَاءِ قُوَّادُنَا

www.pathagar.com

اَلاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ দ্বারা গঠিত বাক্য

অর্থ مَعْنى	আরবী বাক্য
আমার সেই ওস্তাদ এসেছেন যিনি আমাদেরকে পড়ান-	جَاءَ أُسْتَاذِي الَّذِي يُدَرِّسُنَا
আমি সেই ছাত্রটিকে দেখেছি যে দশম শ্রেণীতে পড়ে-	رَأَيْتُ الطَّالِبَ الَّذِي يَدْرُسُ فِي الصَّفِّ الْعَاشِرِ
আমাকে আমার সেই ভাই বকা দিয়েছেন যাকে তুমি গতকাল দেখেছ-	لَامَنِي أَخِي الَّذِي رَأَيْتَهُ أَمْسِ
সে লোকটি সফর করেছে যার সাথে আমি কথা বলেছি-	سَافَرَ الرَّجُلُ الَّذِي تَكَلَّمْتُ مَعَهُ
যে মেয়ে লোকটি নামায পড়ছে সে আমার বোন-	اَلْمَرْأَةُ الَّتِي صَلَّتْ هِيَ أُخْتِي
যে গাছগুলো পড়ে গেছে সেগুলো আপেলের গাছ-	اَلْأَشْجَارُ الَّتِي سَقَطَتْ هِيَ أَشْجَارُ التُّفَّاحِ
যে দু'টি উটনি আমি খরিদ করেছি সেগুলো বাচ্চা দিয়েছে-	اَلنَّاقَتَانِ اللَّتَانِ اشْتَرَيْتُهَا قَدْ وَلَدَتَا
যে দু'টো বই আমি পড়েছি সেগুলো চুরি হয়ে গেছে-	اَلْكِتَابَانِ الَّذَانِ قَرَأْتُهُمَا قَدْ سُرِقَا
আমি সে দু'জন খেলোয়াড়কে দেখেছি যারা গতকাল খেলেছে-	رَأَيْتُ اللَّاعِبَيْنِ الَّذَيْنِ لَعِبَا أَمْسِ
আমি সে দু'টি পত্রিকা পড়েছি যেগুলো তুমি কিনেছ-	قَرَأْتُ الْجَرِيْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اشْتَرَيْتَهُمَا
যারা আমাকে অপবাদ দিয়েছে তারা আমার দুশমন-	اَلَّذِيْنَ اتَّهَمُوْنِي هُمْ أَعْدَائِي
যারা এসেছে তারা মাদ্রাসার ছাত্রী-	اَللَّاتِي جِئْنَ هُنَّ طَالِبَاتُ الْمَدْرَسَةِ
যে ঈমান এনেছে সে মোমেন-	مَنْ آمَنَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
যা জেনেছ তা অনুসারে আমল কর-	اِعْمَلْ بِمَا عَلِمْتَ
যারা ঈমান এনেছে তারা সফলকাম-	أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا
ডাক্তার সে ব্যক্তি যে রুগীর চিকিৎসা করে -	اَلطَّبِيْبُ الرَّجُلُ الَّذِي يَطُبُّ الْمَرِيْضَ
বিচারক সে ব্যক্তি সে লোকদের মাঝে ফায়সালা করে-	اَلْحَاكِمُ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ

www.pathagar.com

مَوْصُوْف ও صِفَة বিশিষ্ট বাক্য

আরবী বাক্য	অর্থ مَعْنَى
مَكَّةُ مَدِيْنَةٌ مُقَدَّسَةٌ	মক্কা পবিত্র শহর-
جِدَّةُ مَدِيْنَةٌ جَمِيْلَةٌ	জেদ্দা সুন্দর শহর-
يَثْرِبُ مَدِيْنَةٌ طَيِّبَةٌ	ইয়াসরিব পবিত্র শহর-
اَنْفُكَ اَنْفٌ كَبِيْرٌ	তোমার নাক একটি বড় নাক-
اُذُنُهُ اُذُنٌ حَادَّةٌ	তার কান সতর্ক কান-
شَعْرُهُمْ شَعْرٌ اَسْوَدٌ	তাদের চুল কাল চুল-
جِلْدُكَ جِلْدٌ رَقِيْقٌ	তোমার চামড়া পাতলা চামড়া-
وَجْهُهُ وَجْهٌ مُدَوَّرٌ	তার মুখ গোলাকার মুখ
لِبَكْرٍ رِجْلَانِ طَوِيْلَتَانِ	বকরের দু'টো লম্বা পা আছে-
هٰؤُلَاءِ عُلَمَاءُ بَارِزُوْنَ	ইনারা বিশিষ্ট ওলামা-
اَنْتُمْ مُفَكِّرُوْنَ اِسْلَامِيُّوْنَ	আপনারা ইসলামী চিন্তাবিদ-
ظَهْرُهُ ظَهْرٌ شَدِيْدٌ	তার পিঠ শক্ত পিঠ
يَدُهُ يَدٌ طَوِيْلَةٌ	তার হাত লম্বা হাত-
رَأْسُهُ رَأْسٌ مُدَوَّرٌ	তার মাথা গোলাকার-
عَيْنُهُ عَيْنٌ جَذَّابَةٌ	তার চক্ষুটি আকর্ষণীয় চক্ষু-
قَرَأْتُ قُرْآنًا مُقَدَّسًا	আমি পবিত্র কুরআন পড়েছি-
يَلْعَبُ الطِّفْلُ فِى الْحَدِيْقَةِ	ছোট ছেলেটি বাগানে খেলছে-

www.pathagar.com

- نَكِرَةْ টি হবে مَوْصُوْف টি হবে এমতাবস্থায় جُمْلَة خَبْرِيَة হবে একটি টি صفة

আরবী বাক্য	অর্থ مَعْنَى
رَأَيْتُ طَائِرًا يَتَغَنّى	আমি একটি পাখি দেখেছি যে গান করছে-
يَدْرُسُ فِيْ صَفِّنَا طُلَّابٌ	আমাদের ক্লাসে এমন ছাত্ররা পড়ে
يَجْتَهِدُوْنَ فِيْ دُرُوسِهِمْ	যারা তাদের পাঠে চেষ্টা করে-
ضَرَبْتُ طَالِبًا يُشَوِّشُ فِي الصَّفِّ	আমি একজন ছাত্রকে প্রহার করেছি যে ক্লাশে দুষ্টামি করে-
لَبِسْتُ قَمِيْصًا اَرْسَلَهُ اَخِيْ	আমি একটি জামা পরেছি যেটি আমার ভাই প্রেরণ করেছেন-
اَخَذْتُ قَلَمًا اِشْتَرَاهُ اَبِيْ	আমি এমন কলমটি নিয়েছি যেটি আমার আব্বা খরিদ করেছেন-
اِلْتَحَقَ طَالِبٌ نَجَحَ فِي اِخْتِبَارِ الدَّاخِلِ	এমন একজন ছাত্র ভর্তি হয়েছে যে দাখিল পরীক্ষায় পাশ করেছে-
سَافَرَمُدَرِّسٌ يُدَرِّسُنَا الْقَوَاعِدَ	এমন শিক্ষক সফর করেছেন যিনি আমাদের ব্যাকরণ পড়ান-
رَأَيْتُ فَقِيْرًا يَبْكِي	আমি এমন একজন অভাবীকে দেখেছি যে কাঁদছে-
رَأَيْتُ رَجُلاً يَتْلُو الْقُرْاٰنَ فِي الْمَسْجِدِ	মসজিদে এমন একজন লোককে দেখেছি যে কুরআন তেলাওয়াত করছে-
جِئْتَ وَقْتًا يَمْطُرُ	তুমি এমন এক সময় এসেছ যখন বৃষ্টি পড়ছে-
يَسْكُنُ اَمْجَدُ بَيْتًا مُنِيْرًا	আমজাদ এমন এক বাড়িতে বাস করে যা আলোকিত-
خَرَجَ وَقْتًا زَادَتِ الْهَوَاءُ	এমন এক সময় সে বেরিয়ে গিয়েছে যখন হাওয়া বেড়ে গিয়েছে-

www.pathagar.com

بَدَل ও مُبْدَلُ مِنْهُ বিশিষ্ট বাক্য

আরবী বাক্য	مَعْنى অর্থ
اَلْخَلِيْفَةُ مُعَاوِيَةُ سِيَاسِيٌّ كَبِيْرٌ	খলীফা মুয়াবিয়া (রা) একজন বড় রাজনীতিবিদ-
اَمِيْرُالْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ اٰخِرُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ	আমীরুল মোমেনীন আলী (রা) খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ খলীফা
اَلاِمَامُ اَحْمَدَ اَحَدُ الاَئِمَّةِ الاَرْبَعَةِ	ইমাম আহমদ চার ইমামের একজন-
اَلصَّحَابِيُّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَوَى حَدِيْثًا كَثِيْرًا	সাহাবী আবু হুরায়রা অনেক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন-
نِمْتُ اللَّيْلَ نِصْفَهُ	আমি রাত্রের অর্ধেক ঘুমিয়েছি-
قَرَأتُ الْقِصَّةَ نِصْفَهَا	আমি গল্পটির অর্ধেক পড়েছি-
اَنَا اِشْتَرَيْتُ التَّفْسِيْرَ الْحَدِيْثَ	আমি তাফসীর হাদীস খরিদ করেছি-
اَعْجَبَنِى خَالِدٌ ذَكَاوُهُ	আমাকে খালিদের মেধা মুগ্ধ করেছে-
اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ فَقِيْهَةٌ	উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রা) একজন ফিকহবিদ-
اَلْقَائِدُ خَالِدٌ غَلَبَ حَرْبَ الْيَرْمُوْكِ	সেনাপতি খালিদ (রা) ইয়ারমুকের যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন-
اَلْخَلِيْفَةُ عُثْمَانُ قِيلَ لَهُ ذُوالنُّوْرَيْنِ	খলিফা ওসমান (রা)কে যুন্নূরাইন বলা হয়-
اَبُوالْمِلَّةِ اِبْرَاهِيْمُ بَنَى الْكَعْبَةَ الشَّرِيْفَةَ	জাতির পিতা ইব্রাহীম (আ) কা'বা শরীফ তৈরী করেন
سُرِقَ الرَّجُلُ الثَّوْبَهُ	লোকটির কাপড় চুরি হয়ে গেছে-
عَبَرْتُ الطَّرِيْقَ نِصْفَه	আমি রাস্তার অর্ধেক অতিক্রম করেছি-
اَلاِمَامُ اَبُوْحَنِيْفَةَ اِمَامٌ كَبِيْرٌ	ইমাম আবু হানিফা বড় ইমাম

www.pathagar.com

تَاكِيد ও مُؤَكَّد বিশিষ্ট বাক্য

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
শিক্ষকগণ সবাই উপস্থিত হয়েছেন-	حَضَرَ الْمُدَرِّسُوْنَ كُلُّهُمْ\جَمِيْعُهُمْ \اَجْمَعُهُمْ
মন্ত্রীরা সবাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন	اَلْوُزَرَاءُ كُلُّهُمْ حَضَرُوْا الْحَفْلَةَ
আমি সম্পূর্ণ গল্পটি পড়েছি-	قَرَأتُ الْقِصَّةَ كُلَّهَا
রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ে লন্ডন সফর করেছেন-	سَافَرَالرَّئِيْسُ وَالْوُزِيْرُ الاَعْظَمَ كِلاَهُمَاالِى لِنْدَنْ
মা ও বোন উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে-	اَلاُمُّ والاُخْتُ كِلْتَاهُمَانَامَتَا
অধ্যক্ষ নিজেই মাদ্রাসায় পৌঁছেছেন-	وَصَلَ الْمُدِيْرُ نَفْسُهُ\عَيْنَهُ\فِى الْمَدْرِسَةِ
মা নিজেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন-	شَجَّعَتْنِى الاُمُّ نَفْسُهَا
মেহমানদ্বয় নিজেরাই উপস্থিত হয়েছেন-	حَضَرَ الضَّيْفَانِ اَنْفُسُهُمَا
ছাত্ররা নিজেরাই ফুটবল খেলেছে-	لَعِبَ الطُّلاَّبُ اَنْفُسُهُمْ كُرَةَ الْقَدْمِ
ছাত্রীরা নিজেরাই সেলাই করেছে-	خَاطَتِ الطَّالِبَاتُ اَنْفُسُهُنَّ
আমি সম্পূর্ণ বইটি পড়েছি-	قَرَأتُ الْكِتَابَ كُلَّهَا
বাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে-	هَلَكَ الْبَيْتُ كُلُّهُ
কৃষকরা সবাই আনন্দিত-	اَلْفَلاَّحُ كُلُّهُمْ مَسْرُوْرُوْنَ
করিম নিজেই দোকান খুলছে-	فَتَحَ كَرِيْمُ نَفْسُهُ الدُّكَّانَ
দু'টি পা-ই ভেঙ্গে গিয়েছে-	كَسَرَ الرِّجْلاَنِ كِلاَهُمَا
ফাতেমা নিজেই চিকিৎসা করেছে-	عَالَجَتْ فَاطِمَةُ نَفْسُهَا
পৃথিবীর নেয়ামত সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে-	تَنْفَدُ نِعْمَةُ الاَرْضُ كُلُّهَا

www.pathagar.com

فِعْلِ مُضَارِع এর পূর্বে اَنْ বিশিষ্ট বাক্য

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
আমি ঘুমাতে চাই-	أُرِيْدُ اَنْ اَنَامَ
পরীক্ষায় তোমার পাশ করা আমি কামনা করি-	اَتَمَنَّى اَنْ تَنْجَحَ فِى الاِخْتِبَارِ
তোমার উপর অবশ্য কর্তব্য তোমার মায়ের খিদমত করা-	يَجِبُ عَلَيْكَ اَنْ تَخْدُمَ اُمَّكَ
তোমার উপর অবশ্য কর্তব্য ওস্তাদের সম্মান করা-	لاَبُدَّ عَلَيْكَ اَنْ تَحْتَرِمَ الاَسَاتِذَةَ
সে আমাকে বের করে দিতে চায়	هُوَ يُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَنِىْ
আল্লাহ্ আমাদেরকে তার নবীর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন-	اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُطِيْعَ نَبِيَّهُ
আমি তোমাকে অধিক না খেলতে উপদেশ দিচ্ছি-	اُنْصِحُكَ اَنْ لاَ تَلْعَبَ كَثِيْرًا
আমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য নামায আদায় করা-	لاَبُدَّ عَلَيْنَا اَنْ نُؤَدِّىَ الصَّلٰوةَ
রমযানের রোযা রাখা আল্লাহ্ আমাদের উপর ফরয করেছেন-	فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْنَا اَنْ نَصُوْمَ صِيَامَ رَمَضَانَ
বশীর তোমার সাথে কথা বলতে চায়-	يُرِيْدُ بَشِيْرٌ اَنْ يَتَكَلَّمَكَ
ডাক্তার আমাকে বিশ্রাম নিতে নির্দেশ দিয়েছেন-	اَمَرَنِى الطَّبِيْبُ اَنْ اَسْتَرِيْحَ
নবী (সা) আমাদেরকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন	مَنَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰه عليه وسلم اَنْ نَقُوْلَ الْكِذْبَ

www.pathagar.com

“রয়েছে” ও “আছে” বিশিষ্ট বাক্য

সাধারণতঃ যেথায় বা যার আছে তা বাক্যের প্রথমে আসবে এবং যা আছে তা বাক্যের শেষে আসবে

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
আমার একটি ছাতা আছে-	لِى شَمْسِيَّةٌ
সূর্যের রয়েছে উত্তাপ-	لِلشَّمْسِ حَرَارَةٌ
ক্লাশে একজন শিক্ষক আছেন-	فِى الصَّفِّ مُدَرِّسٌ
তোমার একটি কলম আছে-	لَكَ قَلَمٌ
আমাদের একটি সুন্দর ঘর আছে-	لَنَا بَيْتٌ جَمِيْلٌ
গাছের উপর একটি পাখি আছে-	عَلَى الشَّجَرَةِ طَائِرٌ
খালিদের একটি ঘড়ি আছে-	لِخَالِدٍ سَاعَةٌ
তাদের একটি দোকান আছে-	لَهُمْ دُكَّانٌ
বাগানে একজন মালি আছে	فِى الْبُسْتَانِ كَنَّاسٌ
আমার একটি ঘোড়া আছে-	لِى فَرَسٌ
সালেহার একটি বক্স আছে-	لِصَالِحَةَ صُنْدُوْقٌ
তার একটি লুঙ্গি আছে-	لَهُ اِزَارٌ
পানিতে মাছ আছে-	فِى الْمَاءِ سَمَكٌ
গোসল খানায় একজন লোক আছে-	فِى الْحَمَّامِ رَجُلٌ
খাটের উপর একটি গ্লাস আছে-	عَلَى السَّرِيْرِ كَأْسٌ
রাস্তার উপর একটি গাড়ি আছে-	عَلَى الطَّرِيْقِ سَيَّارَةٌ
আকাশে একটি শকুন আছে-	فِى السَّمَاءِ نَسْرٌ

www.pathagar.com

اِسْتِفْهَامُ প্রশ্নবোধক বাক্য

Questions/Interrogative and Negative sentence

যে শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তা বাক্যের প্রথমে আসে। তবে প্রশ্নবোধক শব্দের পূর্বে حُرُوْفُ الْجَرِّ বা مُضَاف আসতে পারে। না-বোধক প্রশ্নের উত্তরে যদি হ্যাঁ হয় তাহলে উত্তর بَلٰى দ্বারা হবে। যথা- اَلَيْسَ هٰذَا قَلَمَكَ؟ এটা কি তোমার কলম নয়? بَلٰى هٰذَا قَلَمِى হ্যাঁ ইহা আমার কলম। আর যদি উত্তর না হয় তাহলে উত্তর لَا দ্বারা হবে। যথা- اَلَيْسَ هٰذَا كِتَابَكَ؟ এটা কি তোমার বই নয়? لَاهٰذَا لَيْسَ كِتَابِى না এটা আমার বই নয়।

* হ্যাঁ বোধক প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে উত্তর نَعَمْ দ্বারা আর যদি না হয় তাহলে উত্তর لَا দ্বারা হবে। যথা – هَلْ هٰذَا قَلَمُكَ؟ এটা কি তোমর কলম? نَعَمْ هٰذَا قَلَمِى হ্যাঁ এটা আমার কলম। هَلْ هٰذَا كِتَابُكَ؟ এটা কি তোমার বই? لَا هٰذَا لَيْسَ كِتَابِى না এটা আমার বই নয়।
* একাধিক ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয় থেকে একটিকে নির্দিষ্টভাবে জানার জন্য যদি هَمْزَةُ الاسْتِفْهَام দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তবে প্রথমটি هَمْزَة এর সাথে এবং বাকীগুলো اَمْ এর পরে ব্যবহার করে প্রশ্ন করা হয়। যথা-

নীচের বাক্যগুলোতে লক্ষ্য করুন-

مَعْنٰى অর্থ	আরবী বাক্য
যায়েদ বের হয়ে গিয়েছে না বকর?	اَزَيْدٌ خَرَجَ اَمْ بَكَرٌ؟
তুমি কেমন?	كَيْفَ اَنْتَ؟
তোমার অবস্থা কেমন?	كَيْفَ حَالُكَ؟
তুমি কোথায় যাবে?	اَيْنَ تَذْهَبُ؟

www.pathagar.com

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
খালিদ কখন গিয়েছে	مَتَى ذَهَبَ خَالِدٌ؟
শহীদ কখন ফিরে আসবে?	مَتَى يَرْجِعُ شَهِيْدٌ؟
তুমি কোথা থেকে এসেছ এবং কোথায় সফর করবে?	مِنْ اَيْنَ جِئْتَ وَالِى اَيْنَ تُسَافِرُ؟
কখন থেকে খালিদ অপেক্ষা করছে?	مِنْ مَتَى يَنْتَظِرُ خَالِدٌ؟
খালিদ কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে?	اِلَى مَتَى يَنْتَظِرُ خَالِدٌ؟
তুমি কার বই নিয়েছ?	كِتَابَ مَنْ اَخَذْتَ؟
তুমি কে?	مَنْ اَنْتَ؟
এটা কি?	مَاهٰذَا؟
তুমি কি গতকাল উপস্থিত হয়েছিলে?	هَلْ حَضَرْتَ اَمْسِ؟
হাঁ, আমি গতকাল উপস্থিত হয়েছিলাম-	نَعَمْ - اَنَا حَضَرْتُ اَمْسِ
তুমি কি আমার কলম নিয়েছ?	هَلْ اَخَذْتَ قَلَمِي؟
না আমি তোমার কলম নেইনি।	لاَ- مَا اَخَذْتُ قَلَمَكَ
খালিদ কি তোমার ভাই নয়?	اَلَيْسَ خَالِدٌ اَخَاكَ؟
হাঁ, খালিদ আমার ভাই।	بَلَى - (خَالِد اَخِي)
নাঈম কি তোমার ভাই নয়?	اَلَيْسَ نَعِيْمٌ اَخَاكَ؟
না, নাঈম আমার ভাই নয়-	لاَ - (نَعِيْمٌ لَيْسَ اَخِي)
বকর এসেছে না খালিদ?	أَبَكْرٌ جَاءَ اَمْ خَالِدٌ؟
খালিদ এসেছে-	جَاءَ خَالِدٌ
তুমি কি কলম খরিদ করেছ না কিতাব?	اَقَلَمًا اشْتَرَيْتَ اَمْ كِتَابًا؟
আমি কলম খরিদ করেছি-	اشْتَرَيْتُ قَلَمًا
খালিদ কেমন আছে?	كَيْفَ خَالِدٌ؟
তোমার আব্বা কেমন আছেন?	كَيْفَ اَبُوْكَ؟

www.pathagar.com

مَعْنى অর্থ	আরবী বাক্য
তুমি কোথায় ঘুমাবে?	اَيْنَ تَنَامُ؟
তুমি কখন পৌঁছেছ?	مَتَى وَصَلْتَ؟
শহীদ কখন উপস্থিত হবে?	مَتَى يَحْضُرُ شَهِيْدٌ؟
খালিদ কোথা থেকে পৌঁছেছে এবং	مِنْ اَيْنَ وَصَلَ خَالِدٌ وَاِلَى اَيْنَ
তুমি কোথায় যাইতেছ?	يَذْهَبُ؟
নাঈম কখন থেকে ঘুমাচ্ছে এবং কতক্ষণ ঘুমাবে?	مِنْ مَتَى يَنَامُ نَعِيمُ وَاِلَى مَتَى يَنَامُ
তুমি কিসের উপর বসবে?	عَلَى مَاتَجْلِسُ؟
তুমি কার জামা পরছো?	قَمِيصَ مَنْ تَلْبَسُهُ؟
তারিক কে?	مَنْ طَارِقٌ؟ /مَنْ هُوَ طَارِقٌ؟
কুরআন কি?	مَا هُوَ الْقُرْاٰنُ؟
তুমি কি গত সপ্তাহে গিয়েছ?	هَلْ ذَهَبْتَ فِى الأُسْبُوْعِ الْمَاضِى؟
হ্যা আমি গত সপ্তাহে গিয়েছিলাম-	نَعَمْ ذَهَبْتُ فِى الأُسْبُوْعِ الْمَاضِى؟
তুমি কি গতকাল আসনি?	اَمَا جِئْتَ اَمْسِ؟
তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ?	هَلْ اَنْتَ عَرَفْتَنِى؟
না আমি আপনাকে চিনতে পারিনি-	لاَ- مَاعَرَفْتُكَ
তুমি কি মাছ খেয়েছ না গোস্ত-	أَسَمَكًا اَكَلْتَ اَمْ لَحْمًا؟
তুমি কি পরীক্ষা দাওনি?	هَلْ لَمْ تَشْتَرِكْ فِى الاِمْتِحَانِ؟
তোমার নাম কি?	مَااسْمُكَ؟
তোমার পিতার নাম কি?	مَااسْمُ اَبِيْكَ؟
তোমার পেশা কি?	مَاذَاشُغْلُكَ؟
তুমি কি একজন গায়ক?	هَلْ اَنْتَ مُطْرِبٌ؟
তিনি কি একজন ডাক্তার?	اَهُوَطَبِيْبٌ؟
তুমি কাঁদছ কেন?	لِمَاتَبْكِى؟
তুমি গালি দিচ্ছ কেন?	لِمَاذَا تَسُبُّ؟

www.pathagar.com

অর্থ مَعْنى	আরবী বাক্য
তুমি কোথায় বাস কর?	أَيْنَ تَسْكُنُ؟
তুমি কোন মাদ্রাসায় পড়?	فِي أَيَّةِ مَدْرَسَةٍ تَدْرُسُ؟
তুমি কখন যাবে?	مَتَى تَذْهَبُ؟
তোমার বয়স কত?	كَمْ عُمْرُكَ؟
তুমি কোন শ্রেণীতে পড়?	فِي أَيِّ صَفٍّ تَدْرُسُ؟
তুমি কোথা হতে এসেছ?	مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟

شَرْط ও جَزَاء বিশিষ্ট বাক্য

অর্থ مَعْنى	আরবী বাক্য
তুমি যদি ভ্রমণ কর আমিও ভ্রমণ করব-	إِنْ تُسَافِرْ أُسَافِرْ
আমি তোমাকে যেখানে পাব সেখানে সম্মান করব-	أَيْنَمَا أَجِدْ أَحْتَرِمْكَ
তুমি যা খাবে আমিও তা খাব-	مَا تَأْكُلْ آكُلْ
যে রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন-	مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُوْلَ يُحِبُّهُ اللّٰهُ
তুমি যখন ঘুমাবে আমিও তখন ঘুমাব-	مَتَى تَنَمْ أَنَمْ
তুমি যেখানে বসবে আমিও সেখানে বসব-	أَيْنَ تَجْلِسْ أَجْلِسْ
যখনই মাদ্রাসা বেড়ে যাবে জ্ঞান বিস্তার লাভ করবে-	مَهْمَا تَكْثُرُ الْمَدَارِسُ يَنْتَشِرِ الْعِلْمُ
খালিদ যখন আসবে তখন তাকে সম্মান করব-	إِذَا جَاءَ خَالِدٌ فَأُكْرِمُهُ
তুমি যদি আমাকে সম্মান কর আমিও তোমাকে সম্মান করব-	إِنْ تُكْرِمْنِي فَأُكْرِمْكَ
তুমি যেখানে যাও আমি তোমার সাথে থাকব-	أَيْنَمَا تَذْهَبْ فَمَعَكَ
তুমি যা পান কর আমিও তা পান করব-	مَا تَشْرَبْ أَشْرَبْ
তুমি যখন পড়বে আমিও তখন পড়ব-	مَتَى تَقْرَأْ أَقْرَأْ
তুমি যেখানে বাড়ী বানাবে আমিও সেখানে বাড়ী বানাব-	أَيْنَ بَنَيْتَ الْبَيْتَ أَبْنِي
যখনই তুমি আমাকে ডাকবে আমি উত্তর দেব-	مَهْمَا تَدْعُنِي أُجِبْكَ

www.pathagar.com

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে তখন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে-	اِذَاجَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ فَاحْمَدْهُ
যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কমিয়াব হয়-	مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ يُفْلِحُ
অলসতা করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে-	اِنْ تَكْسُلْ تَخْسَرْ
যতই শিখবে ততই উন্নতি লাভ করবে-	اِذْمَا تَتَعَلَّمْ تَتَقَدَّمْ
যে যা চায় সে তা পায়-	مَنْ يَطْلُبْ يَجِدْ
শৈশবে যা শিখবে তা পরিণত বয়সে কাজে লাগবে-	مَا تَتَعَلَّمْ فِى الصِّغَرِ يَنْفَعْكَ فِى الْكِبَرِ
তুমি যাকে সম্মান করবে আমিও তাকে সম্মান করব-	اَيَّاتُكْرِمْ اُكْرِمْ
তুমি যে দিকে মুখ ফিরাবে আমিও সেদিকে মুখ ফিরাব-	اَيْنَمَا تَتَوَجَّهْ اَتَوَجَّهْ
তুমি যা জিজ্ঞাসা কর আমি তার উত্তর দিব-	اَيَّمَا تَسْئَلْنِى اُجِبْكَ
যেখানে আছাড় খাবে সেখানেই দাঁড়াবে-	حَيْثُمَا تَسْقُطْ تَقُمْ
তুমি যেখানেই যাবে সফলতা লাভ করবে-	اَيْنَمَا تَذْهَبْ تَنْجَحْ
ধনী ব্যক্তি যেখানেই যায় সেখানেই সম্মান লাভ করে-	اَنَّى يَذْهَبْ صَاحِبُ الْمَالِ يُكْرَمْ

اَمْرٌ (আদেশ) সংক্রান্ত বাক্য

Command or Request/ Imperative Sentence

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
তুমি মাদ্রাসায় যাও	اِذْهَبْ اِلَى الْمَدْرَسَةِ
তুমি পানি পান কর	اِشْرَبِ الْمَاءَ
কলমের সাহায্যে লেখ	اُكْتُبْ بِالْقَلَمِ
আমরকে সাহায্য কর	اُنْصُرْ عَمْرًوا
তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর	اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
তোমরা দু'জন ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর	اُدْخُلاَ الْبَيْتَ
তোমরা সকলে চোরকে প্রহার কর	اِضْرِبُوْا السَّارِقَ
তুমি কাগজে লেখ	اُكْتُبْ فِى الْقِرْطَاسِ

www.pathagar.com

তোমরা দু'জন (পুরুষ) সাহায্য কর	أُنْصُرَا
তুমি একজন (স্ত্রী) বাজারে যাও	اِذْهَبِيْ اِلَى السُّوْقِ
তার লেখা উচিত	لِيَكْتُبْ
তারা পান করুক	لِيَشْرَبُوْا
আমার বাজারে যাওয়া উচিত	لأَذْهَبْ اِلَى السُّوْقِ
দরজাটি খোল	أُدْخُلُوا الْبَابَ
তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর	أُذْكُرُوا اللّٰهَ
তোমরা যায়েদকে সাহায্য কর	أُنْصُرُوْا زَيْدًا
তোমরা খাও এবং পান কর	كُلُوْا وَاشْرَبُوْا
তুমি চিঠি খানার ঠিকানা লিখ	أُكْتُبْ عُنْوَانَ الْمَكْتُوْبِ

نَهِيٌ নিষেধাজ্ঞা সূচক বাক্য
Negative Sentence

مَعْنَى অর্থ	আরবী বাক্য
তোমরা আমরকে সাহায্য করো না	لاَتَنْصُرُوْا عَمْرًوا
তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না	لاَتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا
তুমি দরজা খুলো না	لاَتَفْتَحْ بَابًا
তুমি যায়েদকে প্রহার কর না-	لاَتَضْرِبْ زَيْدًا
তুমি বাজারে যেয়ো না-	لاَتَذْهَبْ اِلَى السُّوْقِ
তোমরা দু'জন আমরকে হত্যা কর না-	لاَتَقْتُلاَ عَمْرًوا
তোমরা শরাব পান কর না-	لاَتَشْرَبْنَ خَمْرًا
তুমি মসজিদে প্রবেশ কর না-	لاَتَدْخُلْ فِي الْمَسْجِدِ

www.pathagar.com

فَاعِل কর্তা বা কর্তৃকারক (Subject) ও مفعول কর্মকারক বিষয়ক বাক্য

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
যায়েদ সাহায্যকারী	زَيْدٌ نَاصِرٌ
ফাতেমা ও উম্মে সালমা হত্যাকারিণী	فَاطِمَةُ وَأُمُّ سَلْمَةَ قَاتِلَتَانِ
রফিক প্রহৃত	رَفِيْقٌ مَضْرُوبٌ
সাইফুর রহমান জ্ঞানী	سَيْفُ الرَّحْمٰنِ عَالِمٌ
খাদিজা বিবাহিতা	خَدِيْجَةُ مَنْكُوْحَةٌ
আসমা ইবাদতকারিণী	أَسْمَاءُ عَابِدَةٌ
তাহারা প্রহৃত	هُنَّ مَضْرُوْبَاتٌ

اِسْمُ التَّفْضِيْل তুলনাবাচক বিশেষ্য সংক্রান্ত বাক্য

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
যায়েদ বকরের চেয়ে উত্তম	زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ بَكْرٍ
যায়েদ বকরের চেয়ে অধিক জ্ঞানী	زَيْدٌ أَعْلَمُ مِنْ بَكْرٍ
মুহাম্মদ (সা) সবচেয়ে মর্যাদাবান নবী	مُحَمَّدٌ صلعم أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ
ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম	اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ
নিচের হাত হতে উপরের হাত উত্তম	اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى
রহীমার চেয়ে আয়েশা অধিক সুন্দরী	عَائِشَةُ حُسْنٰى مِنْ رَحِيْمَةَ
শফিক ও করিম মাসুদের চেয়ে বড়	شَفِيْقٌ وَكَرِيْمٌ أَكْبَرَانِ مِنْ مَسْعُوْدٍ

اِسْمُ الْآلَة যন্ত্রবাচক বিশেষ্য সংক্রান্ত বাক্য

অর্থ مَعْنَى	আরবী বাক্য
রিবাত ব্যাট দ্বারা খেলা করে-	يَلْعَبُ رِبَاطٌ بِالْمِضْرَابِ
বকর একটি পাখা ক্রয় করল-	اشْتَرٰى بَكْرٌ مِرْوَحَةً
ঋণ ভালবাসা কাটার কাঁচি-	اَلْقَرْضُ مِقْرَاضُ الْمَحَبَّةِ
ইস্ত্রি দ্বারা পোষাক পরিপাটি করা হয়	يُهَذَّبُ الْمَلَابِسُ بِالْمِكْوَاةِ

www.pathagar.com

যায়েদ চাবি দ্বারা তালা খুলে-	زَيدٌ يَفْتَحُ الْقُفْلَ بِالْمِفْتَاحِ
কৃষক লাঙ্গল দ্বারা চাষ করে-	اَلْفَلاَّحُ يَحْرُثُ الاَرْضَ بِالْمِحْرَاثِ
রাতে বাতি উপকারে আসে-	يُفِيْدُ الْمِصْبَاحُ فِي اللَّيْلِ

اِسْمُ الظَّرْف বিষয়ক বাক্য

مَعْنٰى অর্থ	আরবী বাক্য
ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে-	يَتَدَرَّسُ الطُّلاَّبُ فِي الْمَدْرَسَةِ
সূর্য পশ্চিমে ডুবে-	تَغْرُبُ الشَّمْسُ فِي الْمَغْرِبِ
শ্রমিক কর্মস্থলে গেল-	ذَهَبَ الْعَامِلُ فِي الْمَعْمَلِ
আমাদের ঘরে দু'টো খেলনা আছে-	فِي بَيْتِنَا مَلْعَبَانِ
গরু ছাগল কসাইখানায় জবেহ করা হয়-	يُذْبَحُ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فِي الْمَذَابِحِ
আমার মা রান্নাঘরে খাবার পাক করেন	اُمِّي تَطْبَخُ الطَّعَامَ فِي الْمَطْبَخِ
ছাত্রগণ খেলার মাঠে খেলা করে-	يَلْعَبُ الطُّلاَّبُ فِي الْمَلْعَبِ

حُرُوْفُ الْعَطْف সংযোজক অব্যয় দ্বারা বাক্য গঠন

যে সমস্ত হরফ, দু'টি বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় তাদেরকে حُرُوْفُ الْعَطْف বলে। এদের সংখ্যা ১০টি, যথা- ১. وَاو (এবং) ২. فَاء (অতঃপর), ৩. ثُمَّ (অতঃপর), ৪. حَتّٰى (পর্যন্ত), ৫. اَمَّا (হয়ত), ৬. اَو (অথবা), ৭. اَم (অথবা), ৮. لاَ (না), ৯. بَل (বরং), ১০. لَكِن (কিন্তু)।

مَعْنٰى অর্থ	আরবী বাক্য
ছাত্রগণ এমনকি তাদের শিক্ষকও এসেছে	جَاءَ الطُّلاَّبُ حَتّٰى اُسْتَاذُهُمْ
মাহবুব ও মাকসুদ মাদ্রাসায় গেল-	ذَهَبَ مَحْبُوْبٌ وَمَقْصُوْدٌ اِلَى الْمَدْرَسَةِ
ইদ্রীস এবং ইউসুফ সাক্ষ্য দিল-	شَهِدَ اِدْرِيْسُ وَيُوْسُفُ
আমি বাংলাদেশ তৎপর ভারত সফর করেছি-	سَافَرْتُ بَنْغَلاَدِيْشَ ثُمَّ الْهِنْدَ
আমি গাড়ি অথবা রিক্সায় যাব-	اَذْهَبُ بِالرِّكْشَةِ اَوِ السَّيَّارَةِ
এটা একটা গাছ অথবা পাথর-	هٰذَا اَمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ
এটা বিদ্যালয় কারখানা নয়-	هٰذِهِ مَدْرَسَةٌ لاَمَصْنَعٌ
আপনি ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার-	هَلْ اَنْتَ طَبِيْبٌ اَمْ مُهَنْدِسٌ
রশীদ ধনী কিন্তু কৃপণ-	رَشِيْدٌ غَنِيٌّ لٰكِن بَخِيْلٌ
আমি সেলিমকে ডেকেছি, পক্ষান্তরে এসেছে নাঈম	دَعَوْتُ سَلِيْمًا بَلْ جَاءَ نَعِيْمٌ

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

اَلْاَمْثَالُ وَالْحِكَمُ

প্রবাদ ও স্মরণীয় বাণী

সব ভাষায়ই কিছু প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে। যেগুলো অনুবাদ করতে হলে অনূদিত ভাষায় ব্যবহৃত সেই ভাবার্থের যেসব প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে সেগুলো দিয়েই তার অনুবাদ করতে হয়। প্রবাদ-প্রবচন মানব জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। এগুলোর মূলে আছে কোন ঘটনা বা কাহিনী। এ থেকে অনেক মূল্যবান উপদেশ পাওয়া যায়। কবে ও কোথায় এসবের উৎপত্তি হয়েছে, তা ঠিক করে বলা যায় না। দিনের পর দিন প্রবাদ-প্রবচনগুলো লোক মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। নিম্নে প্রবাদ-প্রবচন এর সাথে কিছু স্মরণীয় বাক্যও তুলে ধরা হলো।

জ্ঞানীর বিপদ ভুলে যাওয়া- آفَةُ الْعِلْمِ اَلنِّسْيَانُ

আল্লাহ বান্দার রিযিকদাতা- اَللّٰهُ رَزَّاقُ الْعِبَادِ

অজ্ঞতা জীবিতদের জন্য মৃত্যুতুল্য- اَلْجَهْلُ مَوْتُ الْاَحْيَاءِ

জ্ঞানীর জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট- اَلْعَاقِلُ تَكْفِيهِ الْاِشَارَةُ

অহংকার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বা অহংকার পতনের মূল- اَلْعُجْبُ آفَةُ اللُّبِّ

বুদ্ধির পরিপক্কতায় কথা হ্রাস পায় (ভরা কলস নড়ে না) - اِذَاتَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ

শিষ্টাচারিতা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ- اَلْاَدَبُ جُنَّةٌ لِلنَّاسِ

লোভ অপমানের চাবিকাঠি বা লোভে পাপ পাপে মৃত্যু অথবা অতি লোভে তাতি নষ্ট– اَلْحِرْصُ مِفْتَاحُ الذُّلِّ

স্বল্পে তুষ্টি শান্তির চাবিকাঠি- اَلْقَنَاعَةُ مِفْتَاحُ الرَّاحَةِ

ধৈর্য বিপদ মুক্তির চাবিকাঠি/সবুরে মেওয়া ফলে- اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ

মানুষ পোশাক দ্বারাই সমাদৃত হয়- اَلنَّاسُ بِاللِّبَاسِ

যেমন রাজা তেমন প্রজা- اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ

ঋণ ভালবাসার কাঁচি- اَلْقَرْضُ مِقْرَاضُ الْمُحَبَّةِ

মানুষ অন্যকে নিজের উপর ধারণা করে (যেমন লোক তেমন ধারণা)- اَلْمَرْءُ يَقِيْسُ عَلٰى نَفْسِهِ

www.pathagar.com

চোরে চোরে খালাত ভাই/ اَلْجِنْسُ يَمِيْلُ اِلَى الْجِنْسِ
চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই-
ইহকাল পরকালের ক্ষেতস্বরূপ- اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الاٰخِرَةِ
নিষিদ্ধ কাজে মানুষ আগ্রহী- اَلاِنْسَانُ حَرِيْصٌ فِيْمَا مُنِعَ
মানুষ অনুগ্রহের দাস- اَلاِنْسَانُ عَبْدُالاِحْسَانِ
সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে- اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ
অনুগ্রহ কর যেমনটি আল্লাহ তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন- اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ
কথাই বিপদ ডেকে আনে- اِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ
কল্যাণের পথ নির্দেশকারী কল্যাণকারীর সমতুল্য- اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ
অকল্যাণের পথ নির্দেশকারী অকল্যাণকারীর সমতুল্য- اَلدَّالُّ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلِهِ
ছোটকালে মুখস্থ যেন পাথরে খোদাই- اَلْحِفْظُ فِى الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ
ভাল লোক ওয়াদা পূরণকারী- اَلْكَرِيْمُ اِذَا وَعَدَ وَفَى
শ্রমেই সাফল্য কেরামতীতে নয়- اَلدُّنْيَا بِالْوَسَائِلِ لَا بِالْفَضَائِلِ
লজ্জা চলে গেলে যা ইচ্ছা তাই করতে পার- اِذَا ذَهَبَ عَنْكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَاشِئْتَ
লজ্জাবোধ ঈমানের অঙ্গ- اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الاِيْمَانِ
অল্প দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ কর-
اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম/দানকারী গ্রহণকারী থেকে উত্তম-
اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
পাপ থেকে তাওবাকারী পাপহীন ব্যক্তির ন্যায়- اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُ
অনুগ্রহ মুখ বন্ধ করে দেয়- اَلاِحْسَانُ يَقْطَعُ اللِّسَانَ
পৃথিবী প্রতারণার স্থান, পরকাল আনন্দের স্থান- اَلدُّنْيَا دَارُ الْغُرُوْرِ وَالاٰخِرَةُ دَارُ السُّرُوْرِ
পুণ্য পাপকে মুছে ফেলে- اَلْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
সাধারণের শোভনীয় অসাধারণের দোষনীয় - حَسَنَاتُ الاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ
গোপনীয়তা যখন দুইজনকে অতিক্রম করে তখন তা গোপন থাকে না-
اَلسِّرُّ اِذَا جَاوَزَ الاِثْنَيْنِ شَاعَ

www.pathagar.com

জ্ঞানীকে তার জ্ঞান দ্বারা চেনা যায়- اَلْعَالِمُ يُعْرَفُ بِعِلْمِه

তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ النَّاسَ

তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর- اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

নিশ্চয়ই মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই- اِنَّمَا الْمُسْلِمُوْنَ اِخْوَةٌ

নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখে-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকামীদের প্রতিফলন নষ্ট করেন না- اِنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

যে তোমার ক্ষতি করে, তার প্রতি অনুগ্রহ কর- اَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ

ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির দ্বীন বা জীবন বিধান- اَلاِسْلاَمُ دِيْنُ الاُخُوَّةِ وَالْمُحَبَّةِ

কা'বা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কিবলা- اَلْكَعْبَةُ قِبْلَةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْعَالَمِ كُلِّه

মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা আল্লাহ্ আমাদের উপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন- اَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَيْنَا الاِحْسَانَ اِلَى الْوَالِدَيْنِ

আমি আজীবন আল্লাহর ইবাদত করবো- اَعْبُدُ اللّٰهَ مَادُمْتَ حَيًّا

আল্লাহর কিতাবই মানব জীবনের সংবিধান- اِنَّ كِتَابَ اللّٰه دُسْتُوْرٌ لِلْحَيَاةِ الاِنْسَانِيَةِ

আল্লাহর ভয়ই তার বিভীষিকা থেকে বাঁচাতে পারে- اِنَّ تَقْوَى اللّٰه تُوَقِّى سَخْطَهُ

পুরুষগণ মহিলাদের পরিচালক- اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

আশা ও ভয়ের মাঝেই ঈমান- اَلاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সৎকাজ সম্পাদনের নির্দেশ দিচ্ছেন-

اِنَّ اللّٰه يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ

সূর্য উজ্জ্বল- اَلشَّمْسُ ضِيَاءٌ

মানুষ তাদের শাসকদের নীতির অনুসারী হয়- اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ

আল্লাহ আমাদের প্রভু, রাসূল (সা) আমাদের পথ প্রদর্শক এবং কুরআন আমাদের সংবিধান- اَللّٰهُ رَبُّنَا وَالرَّسُوْلُ هَادِيْنَا وَالْقُرْاٰنُ دَسْتُوْرُنَا

শেষ ভাল যার সব ভাল তার- اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ

একতাই বল- اِنَّمَا الاِتِّفَاقُ طَاقَةٌ (قُوَّةٌ)

www.pathagar.com

জোর যার মুল্লুক তার (যার লাঠি তার মাটি)- اَلْمَمْلَكَةُ لِمَنْ لَهُ الْقُوَّةُ

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভাল- اَلْمِثَالُ خَيْرٌ مِّنَ النُّصْحِ

দাতা আল্লাহ তায়ালার বন্ধু- اَلسَّخِيُّ حَبِيْبُ اللّٰهِ

কৃপণ আল্লাহ তায়ালার শত্রু- اَلْبَخِيْلُ عَدُوُّاللّٰهِ

সবুরে মেওয়া ফলে- اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرْجِ

খালি কলস ঠন ঠন করে- اَلطَّبْلُ الْخَالِيْ يَدَنْدِنُ

রাখে আল্লাহ মারে কে- مَنْ يُّرِدْبِهِ اللّٰهُ خَيْرًا فَلَارَدَّ لِفَضْلِهِ

কুসংসর্গের চেয়ে একাকী ভাল- اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ

যেমন বাপ তেমন বেটা- اَلاِبْنُ كَمِثْلِ اَبِيْهِ

কথায় কথা বাড়ে- اَلْكَلَامُ يَجُرُّ الْكَلَامِ

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়- اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ

এক ঢিলে দু'পাখি- اَلصَّيْدَانِ بِبُنْدُقَةٍ

বলা সহজ করা কঠিন- اَلْقَوْلُ سَهْلٌ وَالْعَمَلُ صَعْبٌ

মূর্খ বন্ধু হতে জ্ঞানী শত্রু উত্তম- اَلْعَدُوُّ الْعَاقِلُ خَيْرٌ مِّنَ الصَّدِيْقِ الْجَاهِلْ

আমরা চেষ্টাকারী আল্লাহ পূর্ণতা দানকারী- اَلسَّعْىُ مِنَّا وَالاِتْمَامُ مِنَ اللّٰهِ

ছোটদের শাস্তি যেন বাগানে পানি সিঞ্চন করা- اَلضَّرْبُ لِلصِّبْيَانِ كَالْمَاءِ فِي الْبُسْتَانِ

পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর আকাশবাসী তোমাকে দয়া করবেন-

اِرْحَمْ مَنْ فِى الاَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِى السَّمَاءِ

অপচয়কারী শয়তানের ভাই- اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ

মায়ের পায়ের তলে জান্নাত- اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الاُمَّهَاتِ

রিযিক বণ্টিত- اَلرِّزْقُ مَقْسُوْمٌ

বিশৃংখলা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য- اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

যে ব্যক্তি নিজের দোষ দেখে এবং অন্যের দোষ দেখে না সেই উত্তম-

اَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ كَانَ بِعَيْبِهِ بَصِيْرًا وَمِنْ عَيْبِ غَيْرِهِ صَغِيْرًا

যথাযথ পন্থায় ব্যবহৃত স্বল্প জিনিস, অপচয়ের সাথে অনেক জিনিস থেকে উত্তম-

www.pathagar.com

اَلْقَلِيْلُ مَعَ التَّدْبِيْرِ خَيْرٌ مِنَ الْكَثِيْرِ مَعَ التَّبْذِيْرِ

বাড়ী তৈরীর পূর্বে প্রতিবেশীর এবং সফরের পূর্বে বন্ধু তালাশ কর-

أُطْلُبِ الْجَارَ قَبْلَ الدَّارِ وَالرَّفِيْقَ قَبْلَ الطَّرِيْقِ

আমলহীন জ্ঞান যেন ফল শূন্য গাছ- اَلْعِلْمُ بِلاَعَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلاَثَمَرٍ

যেমন নিয়ত তেমন বরকত-

বা কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল- اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

প্রয়োজনে নিষিদ্ধ জিনিসও সিদ্ধ হয়- اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

অভাবে স্বভাব নষ্ট- اَلْفَقْرُ اَقْرَبُ اِلَى الْكُفْرِ

প্রচেষ্টা উন্নতির সোপান- اَلْجِدُّ سُلَّمُ السَّعَادَةِ

দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর- أُطْلُبُوْا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ

পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী- اَلدُّنْيَا دَارُ الْفَنَاءِ

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল- اَلْقَلِيْلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَعْدُوْمِ

অবৈধ সম্পদ বেশী দিন থাকে না- اَلْمَالُ الْحَرَامُ لاَيَدُوْمُ

আলস্যই দারিদ্র্যতার (মূল) কারণ- اَلْكَسَلُ يُوْرِثُ الْفَقْرَ

সময় কারও জন্য অপেক্ষা করেন না- اَلْوَقْتُ لاَيَنْتَظِرُ لاَحَدٍ

অতীত কারও জন্য ফিরে আসেনা- اَلْمَاضِى لاَيَرْجِعُ لاَحَدٍ

অসৎ সঙ্গের চেয়ে নিসঙ্গতাই উত্তম- اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ

কপালের লিখন না যায় খণ্ডন- اَلتَّقْدِيْرُ لاَيَرُدُّ

আলেম সমাজ উম্মতের সূর্য- اَلْعُلَمَاءُ سِرَاجُ الاُمَّةِ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরে অনিবার্য- اَيْنَمَا تَكُوْنُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ

সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়- اَلشَّمْسُ تَطْلُعُ مِنَ الْمَشْرِقِ

বিদ্যা অন্তরে কাগজে নয়- اَلْعِلْمُ فِى الصُّدُوْرِ لاَفِى السُّطُوْرِ

বিদ্যা আলো আর অজ্ঞতা অন্ধকারস্বরূপ- اَلْعِلْمُ نُوْرٌ وَالْجَهْلُ ظُلْمَةٌ

তোমরা তোমাদের মধ্যে পরস্পর মিমাংসা করে নাও- اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

তোমরা পরস্পরকে ভালবাস- اُحِبُّوْا بَعْضُكُمْ بَعْضًا

বেতার বার্তা একটি আশ্চর্য আবিষ্কার- اَلاِذَاعَةُ اِخْتِرَاعٌ عَجِيْبٌ

www.pathagar.com

ঈমান মানুষের বড় সম্পদ- اَلاِيْمَانُ دَوْلَةٌ عَظِيْمَةٌ لِلنَّاسِ

ওষুধ রোগ প্রতিরোধ করে- اَلدَّوَاءُ يَدْفَعُ الْمَرَضَ!

গোনাহ্ সৎকর্মকে ধ্বংস করে- اَلسَّيِّئَةُ تُهْلِكُ الْعَمَلَ الْخَيْرِ

চাক্ষুষ প্রমাণে বর্ণনার প্রয়োজন পড়েনা- اَلْمُعَايَنَةُ لاَتَحْتَاجُ اِلَى الْبَيَانِ

জগৎটা নিশার স্বপ্নের ন্যায়- اَلدُّنْيَا كَمَنَامِ اللَّيْلِ

মানুষ টাকার প্রতি লোভী- اَلنَّاسُ حَرِيْصٌ لِلتَّاكَا

প্রয়োজনীয়তা-ই আবিষ্কারের মূল- اَلضَّرُوْرَةُ أُمُّ الاِخْتِرَاعُ

পরিশ্রমী লোক সুস্থ- اَلْكُدُوْحُ اَصِحَّاءُ

ফুল ভালবাসার প্রতীক- اَلزَّهْرُ عَلاَمَةُ الْمَحَبَّةِ

বার্ধক্য শত ব্যাধি- اَلْكِبْرُ مِائَةُ مَرَضٍ

বইয়ের মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণ কর- اُطْلُبِ الْعِلْمَ فِى الْكِتَابِ

মিথ্যাবাদীগণ নিন্দিত- اَلْكَاذِبُوْنَ مَذْمُوْمُوْنَ

মযলুমের অভিযোগ শ্রবণ করা মহান কাজ- اِسْتِمَاعُ اِسْتِغَاثَةُ الْمَظْلُوْمِ اَعْظَمُ الْعَمَلِ

মানুষ শক্তের ভক্ত- اَلنَّاسُ عَبِيْدُ الْقُوَّةِ

লোভ বঞ্চিত হওয়ার মূল- اَلْحِرْصُ اَصْلُ الْحِرْمَانِ

সত্য কথা তিক্ত- اَلْحَقُّ مُرٌّ

মিথ্যা সকল পাপের মূল- اَلْكِذْبُ اُمُّ الذُّنُوبِ

নিশ্চয়ই নামায মু'মিনের মি'রাজ- اِنَّ الصَّلٰوةَ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

মানুষ মরণশীল- اَلنَّاسُ مَيِّتُوْنَ

উত্তম কাজ তা যা সর্বদা করা হয়- اَفْضَلُ الاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا

যে পরিমাণ চেষ্টা করবে সে পরিমাণ ফল পাবে- بِقَدْرِ اَلْكَدِّ تُعْطَى مَاتَرُوْمُ

বায়তুল মোকাররম বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মসজিদ-

بَيْتُ الْمُكَرَّمْ اَكْبَرُ الْمَسَاجِدِ فِى بَنْغَلاَدِيْش

কোন কোন আত্মীয় বিচ্ছুতুল্য- بَعْضُ الاَقَارِبُ كَالْعَقَارِبِ

বস্তু তার বিপরীত বস্তু দ্বারাই পরিচিত- تُعْرَفُ الاَشْيَاءُ بِاَضْدَادِهَا

বৃক্ষ ফলে পরিচয়- تُعْرَفُ الشَّجَرَةُ بِثَمَرِهَا

www.pathagar.com

মেলামেশা কর আপনের ন্যায়, লেনদেন কর পরের ন্যায়-

تَعَاشَرُوْا كَالْاَقَارِبِ وَتَعَامَلُوْا كَالْاَجَانِبِ

তাড়াহুড়া লজ্জার কারণ- ثَمَرَةُ الْعَجَلَةِ النَّدَامَةُ

চেষ্টার ফলাফল তৃপ্তিদায়ক- ثَمَرَةُ الْاِجْتِهَادِ لَذِيْذَةٌ

ঐক্যবদ্ধ মুসলিম দল ইসলামেরই শক্তি- جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِيْنَ قُوَّةُ الْاِسْلَامِ

সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত- جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

মুহাম্মদ (সা) প্রদর্শিত পথই উত্তম পথ-

خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

উত্তম মানুষ সে যে মানুষের উপকার করে- خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন-

خَلَقَ اللّٰهُ النَّاسَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

মধ্যম পন্থাই উত্তম পন্থা- خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا

প্রেম মানুষকে অন্ধ করে দেয়- اَلْمَحَبَّةُ تُعْمِيْ

দুনিয়ার ভালবাসা সমস্ত অন্যায়ের মূল- حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

হে আল্লাহ্ আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও - رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

হে আল্লাহ্, তুমি তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেভাবে তাঁরা আমাদের প্রতি
ছোট বেলায় অনুগ্রহ (লালন-পালন) করেছিল- رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

ইনসাফ শূন্য বাদশাহ পানি শূন্য নদীর ন্যায়- سُلْطَانٌ بِلَاعَدْلٍ كَنَهْرٍ بِلَامَاءٍ

বিলম্ব সাক্ষাতে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়- زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا

জাতির নেতা তাদের খাদেম- سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী- دَاكَا عَاصِمَةُ بَنْغَلَادِيْشْ

নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না- سَيْلَانُ الْبَحْرِ لَايَنْتَظِرُ لِاَحَدٍ

অকর্মাদের মাথা শয়তানের দোকান- رَأْسُ الْبَطَّالِ دُكَّانُ الشَّيَاطِيْنِ

ব্যক্তিত্ব নম্রতার মূল- رَأْسُ التَّوَاضُعِ الْمُرُوَّةُ

ঘরের মালিকই জানে ঘরে কি আছে- صَاحِبُ الْبَيْتِ اَدْرٰى بِمَا فِيْهِ

www.pathagar.com

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

সব চাইলে সব হারাতে হয়- طَلَبُ الْكُلِّ فَوْتُ الْكُلِّ

আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক- طِفْلُ الْيَوْمِ مُوَاطِنُ الْمُسْتَقْبِلِ

প্রকাশ্য মন্দ বলা গোপন শত্রুতা হতে শ্রেয়- ظَاهِرُ الْعِتَابِ خَيْرٌ مِّنْ بَاطِنِ الْحِقْدِ

জ্ঞানী ব্যক্তির ধারণা মূর্খ ব্যক্তির বিশ্বাস হতে শ্রেয়- ظَنُّ الْعَاقِلِ خَيْرٌ مِّنْ يَقِيْنِ الْجَاهِلِ

অজ্ঞতার পরিণতি অশুভ- عَاقِبَةُ الْجَهَالَةِ خُسْرٌ

প্রেমের চক্ষু অন্ধ- عَيْنُ الْحُبِّ عَمْيَاءُ

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়েছে-

صَارَتْ بَنْغَلَادِيْش مُحَرَّرَةً فِى سَنَةِ ١٩٧١ع

মূর্খ বন্ধুর চেয়ে জ্ঞানী শত্রু উত্তম- اَلْعَدُوُّ الْعَاقِلُ خَيْرٌ مِنَ الصَّدِيْقِ الْجَاهِلِ

সত্যের পরিণাম ভাল- عَاقِبَةُ الصِّدْقِ خَيْرٌ

পরীক্ষার সময় মানুষ সম্মানিত অথবা অপমানিত হয়-

عِنْدَ الاِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ اَوْيُهَانُ

অন্বেষণে সীমাহীন কষ্ট- فِى الطَّلَبِ تَعَبٌ شَدِيْدٌ

প্রবেশের পূর্বে বের হওয়ার চিন্তা কর- فَكِّرِ الْخُرُوْجِ قَبْلَ الْوُلُوْجِ

জ্ঞানীর কথা মূর্খের বিশ্বাস অপেক্ষা উত্তম- قَوْلُ الْحَكِيْمِ خَيرٌ مِنْ يَقِيْنِ الْجَاهِلِ

সৎ লোকের হৃদয় গোপন কথার আশ্রয়- قَلْبُ الصَّالِحِ مَلْجَأُ الْكَلَامِ الْمَسْتُوْرِ

জ্ঞানীর কথা মূল্যবান মুক্তা হতেও উত্তম- قَوْلُ الْحَكِيْمِ خَيْرٌ مِنَ الدُّرَرِ

পূর্ব পুরুষদের ঘটনাবলী পরবর্তীদের জন্য উপদেশ- قَصَصُ الاَوَّلِيْنَ مَوَاعِظُ الاخَرِيْنَ

ফিতনা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর- قَاتِلُوْا حَتّى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ

প্রত্যেক নতুন জিনিস সুস্বাদু- كُلُّ جَدِيْدٍ لَذِيْذٌ

মানুষের কথা তার জ্ঞানের মাপকাঠি- كَلَامُ الرَّجُلِ مِيزَانُ عَقْلِه

যেমন কর্ম তেমন ফল- كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ

যৌবন যদি ফিরে আসতো- لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ

www.pathagar.com

যে চেষ্টা করে সে পায়- مَنْ جَدَّ وَجَدَ

যাকে কেউ শিক্ষা দিতে পারে না, যুগ তাকে শিক্ষা দিয়ে থাকে-

مَنْ لَامُؤَدِّبَ لَهُ فَالدَّهْرُ مُؤَدِّبٌ لَهُ

জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম-

مِدَادُ الْعُلَمَاءِ خَيْرٌ مِّنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ

হেয় করে যে, হেয় হয় সে- مَنْ ضَحِكَ ضُحِكَ

অল্পে তুষ্ট নয় যে, পরিতৃপ্ত নয় সে- مَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَعْ

সত্য কথা কমে যার, হ্রাস পায় বন্ধু তার- مَنْ قَلَّ صِدْقُهُ قَلَّ صَدِيْقُهُ

অধিক কথা যার ভুল বেশী তার- مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَاؤُهُ

কম লজ্জা যার, পাপ বেশী তার- مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ كَثُرَ ذَنْبُهُ

সুস্বভাব আছে যার, বন্ধু হয় অধিক তার- مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ كَثُرَ صَدِيْقُه

গোপনীয়তা রক্ষা করে যে উদ্দেশ্যে অর্জন করে সে- مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ بَلَغَ مُرَادَهُ

কেউ যাকে ভালবাসে বেশী তাকে স্মরণ করে- مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهُ

বিনয়ী সম্মানিত, অহংকারী অপমানিত- مَنْ تَوَاضَعَ وُقِّرَ وَمَنْ تَعَاظَمَ حُقِّرْ

তোমার নিকট অন্যের কথা বলবে যে, সে তোমার কথাও অন্যের নিকট বলবে-

مَنْ نَقَلَ اِلَيْكَ فَقَدْ نَقَلَ عَنْكَ

চুপ থাকে যে মুক্তি পায় সে- مَنْ سَكَتَ نَجَا

যার প্রচেষ্টা আছে তার উন্নতি আছে- مَنْ لَهُ الْجِدُّ فَلَهُ الْفَوْزُ

অহংকার ভরে পৃথিবীতে পদচারণা করনা- لَاتَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا

কখনো মিথ্যা বলো না- لَا تَكْذِبْ اَبَدًا

অন্যের ক্ষতি করতে চাইলে নিজেই ক্ষতি গ্রস্থ হতে হয়। ফাঁসাতে চাইলে ফাঁসতে হয়- مَنْ حَفَرَ بِيْرًا لِاَخِيْهِ فَقَدْ وَقَعَ فِيْهِ

মানুষ তাই পায় যা চেষ্টা করে- لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

শ্রুত দর্শনের মত নয়- لَيْسَ السَّمْعُ كَالْمُعَايَنَةِ

দুনিয়ার সম্পদ খুবই স্বল্প- مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ

www.pathagar.com

স্থান উপযোগী কথা বলা উচিত- لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ

দেশ স্বাধীন হওয়ায় আমরা গর্বিত- نَحْنُ مُتَفَاخِرُوْنَ بِحُرِّيَّةِ الْبَلَدِ

যুদ্ধের ময়দানেই সাহসীর পরিচয়- لَايُعْرَفُ الشُّجَاعُ اِلاَّ عِنْدَ الْحَرْبِ

ক্রোধের সময়ই ধৈর্যশীলের পরিচয়- لاَ يُعْرَفُ الْحَلِيْمُ اِلاَّ عِنْدَ الْغَضَبِ

সম্মানী ব্যক্তির অঙ্গীকার ঋণতুল্য- وَعْدُ الْكَرِيْمِ دَيْنٌ

পৌঁছিয়ে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব- وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلاَغُ

শুক্রবার সরকারী ছুটির দিন- يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ الْعُطْلَةِ الرَّسْمِيَّةُ

বিপদে বন্ধুর পরিচয়- يُعْرَفُ الصَّدِيْقُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ

দয়া করে যে, দয়া পায় সে- مَنْ يَرْحَمْ يُرْحَمْ

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

اَلرِّسَالَاتُ

পত্রাবলি/চিঠিপত্র LETTERS

মানুষের মনের নির্দিষ্ট কোন ভাব বা বক্তব্য অপর মানুষের কাছে তুলে ধরা বা পৌঁছানোর বিশেষ পদ্ধতিকে পত্র বা চিঠি বলে। এটা নির্ধারিত আঙ্গিকের মাধ্যমে হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করার মাধ্যম। বর্তমান সভ্য সমাজে পত্র বিনিময় একটি সৌজন্য ও দায়িত্বপূর্ণ রীতি। চিঠিপত্র দ্বারা দূরে বা প্রবাসে বসবাসকারী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের দায়িত্বশীল পদাধিকার মানুষের সাথে নানাবিধ যোগাযোগ করা হয়। তাই জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের সাথে চিঠিপত্রের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

বিস্তৃতভাবে পত্রকে শ্রেণীকরণ করলে তা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিভক্ত হতে পারে। যেমন– (১) فَرْدِى বা ব্যক্তিগত পত্র, (২) عَرِيْضَةٌ বা আবেদনপত্র, (৩) دَعْوَةٌ বা নিমন্ত্রণপত্র, (৪) تِجَارَةٌ বা বাণিজ্যিকপত্র, (৫) تَهْنِئَةٌ বা অভিনন্দন ও মানপত্র, (৬) خَبَرٌ বা সংবাদ প্রকাশের জন্য পত্র, (৭) عَقْدٌ বা চুক্তিপত্র।

চিঠিপত্র লেখার নিয়ম : চিঠি লেখার সময় যেসব দিক সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে সেগুলো হল :

* চিঠির বক্তব্য সুস্পষ্ট হতে হবে।
* সহজ ও সরল ভাষায় চিঠি লিখতে হবে।
* চিঠির প্রকাশভঙ্গি হবে আকর্ষণীয়।
* চিঠি লেখার পদ্ধতি মেনে চলতে হবে।
* চিঠিতে হাতের লেখা সুন্দর হওয়া উচিত।
* খামে নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।

www.pathagar.com

চিঠির বিভিন্ন অংশ : সাধারণত একটি চিঠির সাতটি অংশ থাকে। যেমন–

(১) শীর্ষদেশ বা মঙ্গলসূচক কথা : চিঠির শীর্ষদেশ বা উপরে নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী প্রারম্ভ বা সৃষ্টিকর্তার নাম সম্বলিত কথা বা শব্দ লিখতে হয়। যেমন– بسم الله الرحمن الرحيم - আল্লাহ ভরসা, এলাহি ভরসা ইত্যাদি।

(২) পত্র লেখকের সংক্ষিপ্ত ঠিকানা ও তারিখ : চিঠির উপরের অংশের ডান কোণায় প্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

(৩) সম্বোধন : চিঠি লেখা শুরুর আগে বাম দিকে প্রাপকের উদ্দেশ্যে সম্বোধনসূচক কথা লিখতে হয়। যেমন– صَدِيْقِى الْحَمِيْمُ (প্রিয়বন্ধু), جَنَابْ (জনাব), وَالِدِ الْمُكَرَّمُ (শ্রদ্ধেয় আব্বাজান), প্রিয় বোন ইত্যাদি।

(৪) চিঠির শুরু : সম্বোধনের পর এবং বক্তব্য শুরু করার আগে ছোট-বড় সবাইকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ - বলতে হয়।

(৫) মূল বক্তব্য : চিঠির মূল বক্তব্যে কুশলাদি ও প্রয়োজনীয় সংবাদ দুই বা তিন অনুচ্ছেদে সহজ ও সরল ভাষায় লিখতে হয় এবং পরিশেষে مَعَ السَّلَامُ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাপ্তি টানতে হয়।

(৬) প্রেরক বা লেখকের স্বাক্ষর : চিঠির নিচে ডান কোণায় ইতিবাচক ভাষা লিখে দোয়া প্রার্থী, স্নেহধন্য, তোমার ভাই, প্রীতিধন্য ইত্যাদি।

(৭) শিরোনাম : যার কাছে চিঠি লেখা হয় তার নাম-ঠিকানা যেখানে লিখতে হয়, তাকে শিরোনাম বলে।

* নিম্নে কয়েকটি চিঠির নমুনা দেখান হলো।

اُكْتُبْ رِسَالَةَ اِلى اَبِيْكَ تَطْلُبُ مِنْهُ تَاكَا لِشَرَاءِ الْكُتُبِ اَوْ - اُكْتُبْ رِسَالَةً اِلى اَخِيْكَ تَطْلُبُ مِنْهُ خَمْسَ مِأَةِ تَاكَا لِشَرَاءِ الْكُتُبِ -

১. বই খরীদ করার জন্য টাকা চেয়ে পিতার নিকট একখানা পত্র লিখ। অথবা, বই কেনার জন্য পাঁচশত টাকা চেয়ে ভাইয়ের নিটক একখানা চিঠি লিখ।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِسْمَاعِيْل

دَاكَا. ٣/٤/.٥

اَبِىْ الْمُحْتَرَمُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه ـ

بَعْدَ التَّسْلِيْمِ وَالتَّحِيَّةِ اَرْجُوْ اَنَّكُمْ جَمِيْعًا بِعَوْنِ اللّٰهِ وَبِتَوْفِيْقِهِ بِالْخَيْرِ وَالسَّلَامَةِ ـ اَنَا اَيْضًا بِحُسْنِ دُعَائِكُمْ بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ بِفَضْلِه سُبْحَانَه وَتَعَالٰى ـ

ثُمَّ اُخْبِرُكُمْ، بِاَنَّهُ اُعْلِنَتْ نَتِيْجَةُ الاِخْتِبَارِ السَّنَوِى ـ وَبِدُعَائِكُمْ فُزْتُ بِالتَّقْدِيْرِ الاَوَّلِ ـ وَاَنَّ الدِّرَاسَةَ بَدَأَتْ مُنْذُ اَيَّامٍ عَدِيْدَةٍ ـ حَتَّى الانْ مَا اشْتَرَيْتُ الْكِتَابَ ـ فَاَرْسِلُوْا اِلَىَّ خَمْسَ مِأَةِ تَاكَا لِشِرَاءِ الْكُتُبِ الْجَدِيْدَةِ لِلصَّفِّ السَّابِعِ ـ اَرْجُوْا مِنْكُمْ اَنْ تُرْسِلُوْهَا فِىْ وَقْتٍ قَرِيْبٍ ـ تُبَلِّغُوْنَ السَّلَامَ اِلَى اُمِّى الْمُحْتَرَمَةِ وَاِلَى الْكِبَارِ جَمِيْعًا وَالشَّفْقَةَ وَالْوُدَ اِلَى الصِّغَارِ ـ خِتَامًا اَتَمَنّٰى لَكُمْ دَوَامُ الصِّحَّةِ ـ اَللّٰهُ حَافِظٌ ـ

اِبْنُكُمُ الشَّفِيْقُ ـ

محمد اِسْمَاعِيل

طَابِعٌ : ডাক টিকেট, Postal Stamp

مِنْ : From, হতে, প্রেরক

مُحَمَّدُ اِسْمَاعِيْل

اَلْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَةُ دَاكَا

اَلصَّفُّ السَّادِسُ

اِلى : প্রাপক, প্রতি, To

مُحَمَّدُ اِبْرَاهِيْم خَلِيْل

قَرْيَةُ : গ্রাম اِسْلَام نَغَر

مَكْتَبُ الْبَرِيْدِ : পোস্ট অফিস جَهَنْغِير نَغَر

مُحَافَظَةُ : থানা سَابَار

مُدِيْرِيَّةِ : জেলা دَاكَا

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানীর রাহীম

ইসমাঈল

ঢাকা

৩/৪/০৫

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

সালাম ও অভিবাদন পর আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহ্‌র মেহেরবানী ও দয়ায় ভাল ও নিরাপদে আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে সুস্থ ও ভাল আছি।

পর সমাচার, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। আপনাদের দোয়ায় আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। বেশ কিছুদিন হয় আমাদরে ক্লাশ আরম্ভ হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমি বইপত্র খরিদ করিনি। তাই ৭ম শ্রেণীর নতুন বই কেনার জন্য পাঁচশত টাকা পাঠাবেন। আশা করি অল্প সময়ের মাঝে টাকা পাঠিয়ে দিবেন।

শ্রদ্ধেয় আম্মা ও অন্যান্য মুরব্বীদের প্রতি আমার সালাম দিবেন। ছোটদেরকে স্নেহাশিষ ও আদর দিবেন। পরিশেষে আপনাদের সদা সুস্থতা কামনা করছি, আল্লাহ্ হাফেজ।

আপনাদের স্নেহের ছেলে

মুহাম্মদ ইসমাঈল।

www.pathagar.com

أُكْتُبْ رِسَالَةً اِلَى صَدِيْقِكَ تَدْعُوْهُ بِمُنَاسَبَةِ زَوَاجِ أُخْتِكَ -

২. তোমার বোনের বিবাহ উপলক্ষে তোমার বন্ধুকে দাওয়াত দিয়ে একখানা চিঠি লিখ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شَهِيْد

خُوْلنَا ٢/٦/٠٥

صَدِيْقِى الْحَمِيْم!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه

بَعْدَ التَّسْلِيْمِ الْمُبَارَكِ وَالتَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ - اَرْجُوْا اَنَّكُمْ جَمِيْعًا بِعَوْنِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ بِالْخَيْرِ وَالسَّلَامَةِ - اَنَا اَيْضًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِالْخَيْرِ -

وَالْمَطْلُوْبُ مِنْكُمُ الدُّعَاءُ -

ثُمَّ اُخْبِرُكُمْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ سَيَنْعَقِدُ زَوَاجُ اُخْتِى الْكَبِيْرَةِ فِى الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ شَهْرِ فِبْرَائِرِ الْقَادِمِ - اَنَا اَدْعُوْكَ لِلْاِشْتِرَاكِ فِى هٰذِهِ الْحَفْلَةِ الْمُبَارَكَةِ - لَابُدَّ مِنْ اَنْ تَحْضُرَ قَبْلَ الزَّوَاجِ بِيَوْمَيْنِ -

تُبَلِّغُوْنَ السَّلَامَ اِلَى اَبَوَيْكَ الْمُحْتَرَمَيْنِ وَالْحُبَّ وَالشَّفْقَةَ اِلَى الصِّغَارِ - خِتَامًا اَدْعُوْ اِلَى اللّٰهِ النَّجَاحَ فِى حَيَاتِكَ الْمُسْتَقْبِلَةِ - مَعَ السَّلَامِ،

صَدِيْقُكَ

مُحَمَّدْ اِبْرَاهِيْم

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয়বন্ধু!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

পবিত্র সালাম ও অভিবাদন বাদ আশা করি তোমরা সবাই আল্লাহর মেহেরবানীতে ভাল ও নিরাপদে আছ। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভাল। তোমাদের থেকে দোয়াই কাম্য। পর সমাচার, তোমাকে জানাচ্ছি যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের দশ তারিখে ইনশাআল্লাহ আমার বড় বোনের বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য তোমাকে দাওয়াত জানাচ্ছি। বিবাহের দু'দিন পূর্বে অবশ্যই চলে আসবে।

তোমার শ্রদ্ধেয়া আব্বা আম্মাকে আমার সালাম এবং ছোটদের দোয়া ও স্নেহাশিষ দিবে। পরিশেষে তোমার ভবিষ্যত জীবনের সফলতা কামনা করছি। ওয়াস সালাম

তোমার বন্ধু, ইবরাহীম।

www.pathagar.com

أُكْتُبْ رِسَالَةً اِلى اَبِيْكَ اَوْ جَدِّكَ اَوْ أُمِّكَ اَوْ اَخِيْكَ اَوْ أُخْتِكَ الْكَبِيْرَةِ تَرْجُوْ الدُّعَاءَ لِلاِمْتِحَانِ ـ

৩. পরীক্ষার জন্য দোয়া চেয়ে তোমার মাতা বা দাদা বা পিতা বা ভাইয়ের অথবা বড় বোনের নিকট একখানা চিঠি লিখ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَشِيْر

سِلْهَتْ ٥/٥/٠٥

أُمِّيْ الْمُحْتَرِمَةُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه ـ

بَعْدَ التَّسْلِيْمِ الطَّيِّبَ وَالتَّحِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ ـ اَرْجُوْ اَنَّكُمْ جَمِيْعًا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبِعَوْنِه بِالْخَيْرِ وَالسَّلَامَةِ ـ اَنَا اَيْضًا وَاَوْلاً اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحُسْنِ دُعَائِكُمْ بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ بِفَضْلِه تَعَالى ـ

ثُمَّ أُخْبِرُكُنَّ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَنَا وَصَلْتُ الْمَدْرَسَةَ بِالاَمْنِ ـ وَاِنَّ الاِمْتِحَانَ السَّنَوِيَّ بَيْنَ اَيْدِيْنَا ـ وَاَنَا مَشْغُوْلَةٌ فِي الدِّرَاسَةِ ـ فَادْعُوْا لِي اِلى اللّٰهِ تَعَالى كَيْ أُتِمَّ الاِمْتِحَانَ بِالْخَيْرِ وَالنَّجَاحِ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

اَخِيْرًا بَلِّغْ سَلَامِيْ اِلى اَبِي الْمُحْتَرَمِ وَالاِحْتِرَامْ عَلى الْكِبَارِ وَالشَّفْقَةَ عَلى الصِّغَارِ ـ وَاَرْسِلِي جَوَابَ رِسَالَتِيْ وَاَنَا مُنْتَظِرٌ لَهَا ـ خِتَامًا اَرْجُوْا اِلى اللّٰهِ دَوَامَ صِحَّتِكُمْ ـ والسلام ـ اِبْنُكُمُ الْعَزِيْزُ

بَشِيْرٌ ـ

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

পবিত্র সালাম ও বরকতময় অভিবাদন বাদ আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহর রহমত ও দয়ায় ভাল এবং নিরাপদে আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে সুস্থ ও ভাল আছি।

পর সমাচার, আলহামদুলিল্লাহ আমি নিরাপদে মাদ্রাসায় পৌছেছি। আমাদের সামনেই বার্ষিক পরীক্ষা। আমি পড়াশুনায় রত আছি। অতএব আমার জন্য আল্লাহর তায়ালার নিকট দোয়া করবেন যাতে ভালভাবে পরীক্ষা শেষ করতে পারি এবং পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করতে পারি। আল্লাহ সর্বময় অনুগ্রহের মালিক।

শেষ কথা, বড়দের প্রতি আমার সালাম ও শ্রদ্ধা পৌছাবেন এবং ছোটদের প্রতি আমার স্নেহ রইল। আমার চিঠির জবাব দিবেন, আমি উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট আপনাদের সদা সুস্থতা কামনা করছি। ওয়াস সালাম, আল্লাহ হাফেজ।

আপনারই স্নেহের ছেলে

বাশীর

أُخْتِيْ الْمُكَرَّمَةُ! جَدِّيْ الْمُحْتَرَمُ - اخِي الْمُكَرَّمُ

تُبَلِّغْنَ السَّلَامَ - فَادْعُوْانِيْ اِلَى اللّٰهِ كَيْ اَفُوْزَ بِالتَّقْدِيْرِ الْاَوَّلِ -

* উক্ত শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদেরকে বুঝিয়ে দিবেন।

www.pathagar.com

أُكْتُبْ رِسَالَةً اِلى اَبِيْكَ اَوْ اُمِّكَ تُخْبِرُه عَنْ نَجَاحِكَ فِى الاِخْتِبَارِ ـ

৪. পরীক্ষায় সফলতা বা ভাল ফলাফলের কথা জানিয়ে তোমার আব্বা অথবা আম্মার নিকট একখানা পত্র লেখ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدٌ

مَاغُوْرَه ٦/٦/٠٦

اَبِى الْمُحْتَرَمْ!

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه

بَعْدَ التَّسْلِيْمِ الطَّيِّبِ وَالتَّحِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ ـ اَرْجُوْ اَنَّكُمْ جَمِيْعًا بِعَوْنِ اللّٰهِ وَتَوْفِيْقِه بِالسَّلاَمَةِ وَالْعَافِيَةِ ـ اَنَا اَيْضًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ طَيِّبٌ ـ اَلْمَطْلُوْبُ مِنْكُمُ الدُّعَاءُ ـ

ثُمَّ اُخْبِرُكُمْ ـ بِاَنَّ نَتِيْجَةَ اِخْتِبَارِنَا السَّنَوِىِّ قَدْ ظَهَرَتْ ـ بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ وَبِدُعَائِكُمْ اَنَا نَجَحْتُ اَوَّلاً ـ اَلاَسَاتِذَةُ وَالاَصْدِقَاءُ كُلُّهُمْ فَارِحُوْنَ بِنَتِيْجَتِىْ الْفَائِقَةِ ـ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بَعْدَ اُسْبُوْعٍ اَنَا اُسَافِرُ اِلى الْبَيْتِ ـ

تُبَلِّغُوْنَ السَّلاَمَ اِلى اُمِّى الْمُحْتَرَمَةِ وَالْكِبَارِ وَالْحُبُّ وَالشَّفْقَةُ اِلى الصِّغَارِ ـ خِتَامًا اَطْلُبُ مِنْكُمُ الدُّعَاءُ ـ وَأَدْعُوْ اِلى اللّٰهِ دَوَامَ صِحَّتِكُمْ ـ وَالسَّلاَمُ ـ اَللّٰهُ حَافِظ ـ

اِبْنُكُمُ الشَّفِيْقُ

حَامِد

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হামীদ

মাগুরা

৬/৬/০৫

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌

পবিত্র সালাম, বরকতময় অভিবাদনবাদ আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহর অশেষ কৃপা ও দয়ায় নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভাল আছি। আপনাদের নিকট দোয়াই কাম্য।

পর সমাচার, আমাদের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহর সাহায্য ও আপনাদের দোয়ায় আমি প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছি। শিক্ষকমণ্ডলী ও বন্ধুমহলের সবাই আমার উত্তম ফলাফলে আনন্দিত। ইনশাআল্লাহ এক সপ্তাহ পর আমি বাড়িতে আসবো।

শ্রদ্ধেয়া আম্মা ও মুরব্বীদের প্রতি আমার সালাম এবং ছোটদেরকে আমার ভালবাসা ও স্নেহাশিষ দিবেন। পরিশেষে আপনাদের নিকট দোয়া কামনা করছি এবং আল্লাহর নিকট আপনাদের সুস্থতা কামনা করছি। ওয়াস্‌ সালাম, আল্লাহ হাফেজ।

আপনাদের স্নেহের ছেলে

হামীদ।

www.pathagar.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

اَلْعَرِيْضَةُ

আবেদনপত্র/দরখাস্ত Application

কোন বিষয়ে আবেদন জানিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে যে পত্র লেখা হয় তাকে আবেদনপত্র বলে। আবেদনপত্র বা দরখাস্ত লিখার সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

(১) দরখাস্তের শুরুতে শিষ্টাচার ও সম্মান জ্ঞাপক পদাবলী যেমন–

اِلى فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ এবং তদসংগে প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হয়।

(২) সরল ভাষায় مَوْضُوْع বা দরখাস্তের আলোচ্য বিষয় লিখতে হয়।

(৩) সালাম দিয়ে মূল বক্তব্য শুরু করতে হবে।

(৪) গর্ভাংশে প্রথমে বিনয় প্রকাশ করে স্বীয় পরিচয় দিতে হবে।

(৫) অতঃপর দরখাস্তের কারণ ও প্রাপ্য বিষয় উল্লেখ করতে হবে।

(৬) সবশেষে সালাম দ্বারা দরখাস্ত সমাপ্ত করে আবেদনকারীর নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখতে হবে।

(৭) দরখাস্ত সর্বদাই সংক্ষিপ্ত ও ভাববহুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিম্নে কয়েকটি দরখাস্তের নমুনা প্রদান করা হলো।

www.pathagar.com

أُكْتُبْ عَرِيْضَةً اِلى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ الرُّخْصَةَ لِلاَيَّامِ الَّتِىْ غِبْتَ فِيْهَا

১. মাদ্রাসা অধ্যক্ষের নিকট অনুপস্থিত থাকা দিনসমূহের জন্য ছুটি চেয়ে একটি দরখাস্ত লিখ।

اِلى

فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ

مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ بِدَاكَا ـ

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الرُّخْصَةِ لِثَلاَثَةِ اَيَّامٍ ـ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه

سَيِّدِى الْمُحْتَرَمُ!

بَعْدَ اَدَاءِ وَاجِبِ الاِحْتِرَامِ اِلْتِمَاسِى الْمُتَوَاضِعُ اِلَيْكُمْ بِاَنِّىْ طَالِبٌ فِى الصَّفِّ السَّادِسِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ ـ كُنْتُ مُصَابًا بِالْحُمَّى الشَّدِيْدَةِ مُنْذُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ ١١-١١- ٠٥م اِلى ١٤-١١-٠٥م ـ لِهٰذَا مَاحَضَرْتُ الْمَدْرَسَةَ ـ

فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمُ التَّكَرُّمَ بِالرُّخْصَةِ لِلاَيَّامِ الْمَذْكُوْرَةِ مَعَ عَفْوَ الْغَرَامَةِ وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الاِحْتِرَامِ ـ

التَّارِيْخُ ـ ٥-٥-٥ .

اَلْمُقَدِّمُ

تِلْمِيْذُكُمُ الْمُطِيْعُ

شَهِيْن

اَلصَّفُّ السَّادِسُ

اَلرَّقْمُ – ٣

www.pathagar.com

বরাবর
মাননীয় অধ্যক্ষ
ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা

বিষয় : তিন দিনের ছুটির আবেদন।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্র। আমি গত ১১-১১-০৫ইং থেকে ১৪-১১-০৫ইং পর্যন্ত তিন দিন যাবৎ প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম। তাই মাদ্রাসায় উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, হুজুর সমীপে আরয, জরিমানা মাফসহ উক্ত দিনগুলোর ছুটি দানে বাধিত করবেন। আপনাকে অশেষ সম্মান ও ধন্যবাদ।

তাং-

নিবেদক

আপনার বাধ্যগত ছাত্র

শাহীন

ষষ্ঠ শ্রেণী

রোল নং-৩

www.pathagar.com

اُكْتُبْ عَرِيْضَةً اِلى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنْهُ الدِّرَاسَةَ مَجَّانًا

২. বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য মাদ্রাসা অধ্যক্ষের নিকট একখানা দরখাস্ত লিখ।

اِلى فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ
مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ بِدَاكَا ـ

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الدِّرَاسَةِ مَجَّانًا ـ

سَيِّدِى الْمُحْتَرَمُ!
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُه
بَعْدَ اَدَاءِ وَاجِبِ الاِحْتِرَامِ اُفِيْدُكُمْ عِلْمًا بِاَنِّى طَالِبٌ فِى الصَّفِّ الثَّامِنِ ـ وَنَحْنُ اَخْوَانٍ نَدْرُسُ فِى هذِهِ الْمَدْرَسَةِ ـ وَاَبِىْ فَلاَّحٌ ـ وَلاَ يُمْكِنُ اَنْ يَتَحَمَّلَ تَكَالِيْفَ دِرَاسَتِنَا ـ عِلْمًا بِاَنِّىْ نَجَحْتُ اَوَّلاً فِىْ الاِخْتِبَارِ السَّنَوِىْ لِلصَّفِّ السَّابِعِ ـ
فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمُ التَّكَرُّمِ عَلىَ بِعَفْوِ الرُّسُوْمِ الشَّهْرِىْ كَىْ اَسْتَطِيْعَ اَنْ اَدْرُسَ فِىْ مَدْرَسَتِكُمْ ـ وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الاِحْتِرَامِ ـ

التَّارِيْخُ ـ ١٥-٥-٠٤.

اَلْمُقَدِّمُ
طَالِبُكُمْ الْمُطِيْعُ
مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْحَامِدْ
اَلصَّفُّ الثَّامِنُ
اَلرَّقَمُ ـ ٢

www.pathagar.com

বরাবর
মাননীয় অধ্যক্ষ
ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা

বিষয় : বিনা বেতনে অধ্যয়নের আবেদন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত আবেদন এই যে, আমি আপনার মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র। আমরা দু'ভাই এ মাদ্রাসায় লেখা পড়া করি। আমার আব্বা একজন সাধারণ কৃষক। তাঁর পক্ষে আমাদরে পড়ার খরচ বহন করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, আমি সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছি।

অতএব, আপনার সমীপে আরয, মাসিক বেতন মওকুফ করতঃ আমাকে বাধিত করবেন যাতে করে আপনার মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ পাই। আপনার প্রতি রইল অশেষ সম্মান ও ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

أُكْتُبْ عَرِيْضَةً اِلى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ الرُّخْصَةَ بِمُنَاسَبَةِ زِوَاجِ أُخْتِكَ

৩. তোমার বোনের বিবাহ্ উপলক্ষে ছুটি চেয়ে মাদ্রাসার অধ্যক্ষের নিকট একখানা দরখাস্ত লিখ।

اِلى فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ
مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ بِدَاكَا ـ

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الرُّخْصَةِ لِثَلاَثَةِ اَيَّامٍ ـ

سَيِّدِى الْمُحْتَرَمُ!
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه
بَعْدَ اَدَاءِ وَاجِبِ الاِحْتِرَامِ الْتَمَاسِى اِلَيْكُمْ بِاَنِّى طَالِبٌ فِى الصَّفِّ الثَّامِنِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ ـ اَخْبَرَنِى اَبِى بِاَنَّ زِوَاجَ أُخْتِى الْكَبِيْرَةِ سَيَنْعَقِدُ فِى الأُسْبُوعِ الْقَادِمِ ـ لِهٰذَا اَنَا اَحْتَاجُ اِلى رُخْصَةِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ ٥/١/٥. اِلى ٧/١/٥.م.
فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمْ التَّكَرُّمَ بِالرُّخْصَةِ لِلاَيَّامِ الْمَذْكُوْرَةِ ـ وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الاِحْتِرَامِ ـ
التَّارِيْخُ ..
اَلْمُقَدِّمُ

www.pathagar.com

বরাবর
মাননীয় অধ্যক্ষ
ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা

বিষয় : তিন দিনের ছুটির আবেদন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত আবেদন এই যে, আমি আপনার মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র। আমার আব্বা সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার বড় বোনের বিবাহ আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। তাই ৫/১/০৫ইং থেকে ৭/১/০৫ইং পর্যন্ত আমার তিন দিনের ছুটির প্রয়োজন।

অতএব, আপনার সমীপে আরয, আমাকে উক্ত দিনগুলোর ছুটি প্রদানে বাধিত করবেন। আপনার প্রতি রইল অশেষ ধন্যবাদ ও সম্মান।

www.pathagar.com

اُكْتُبْ عَرِيْضَةً اِلى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ الرُّخْصَةَ لِمَرَضِ اَبِيْكَ

৪. তোমার আব্বার অসুস্থতার কারণে ছুটি চেয়ে মাদ্রাসা অধ্যক্ষের নিকট একখানা দরখাস্ত লিখ।

اِلى فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ

مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ بِدَاكَا ـ

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الرُّخْصَةِ لِخَمْسَةِ اَيَّامٍ ـ

سَيِّدِى الْمُحْتَرَمُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه

بَعْدَ اَدَاءِ وَاجِبِ الاِحْتِرَامِ اُفِيْدُكُمْ عِلْمًا بِاَنِّى طَالِبٌ فِى الصَّفِّ الثَّامِنِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ ـ جَاءَتْنِى رِسَالَةٌ مِنَ الْبَيْتِ بِاَنَّ اَبِىْ مَرِيْضٌ مُنْذُ اُسْبُوْعَيْنِ ـ اَنَا اُرِيْدُ زِيَارَتَه وَعِيَادَتَه ـ لِهذَا اَنَا اَحْتَاجُ اِلى رُخْصَةِ خَمْسَةِ اَيَّامٍ مِنْ ٦-٦-٠٦. اِلى ١٨-٦-٠٦.م.

فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمْ التَّكَرُّمَ عَلَىَّ بِالرُّخْصَةِ لِلاَيَّامِ الْمَذْكُوْرَةِ ـ وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الاِحْتِرَامِ ـ

التَّارِيْخُ ..

اَلْمُقَدِّمُ

উক্ত দরখাস্তটির সম্বোধন মায়ের দিকে হলে اَبِى এর স্থলে اُمِّى ব্যবহার করতে হবে।

www.pathagar.com

বরাবর
মাননীয় অধ্যক্ষ
তা'মীরুল মিল্লাত মাদ্রাসা, ঢাকা

বিষয় : পাঁচ দিনের ছুটির আবেদন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত আবেদন এই যে, আমি আপনার মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র। বাড়ি থেকে আমার নিকট চিঠি এসেছে, আমার আব্বা দু'সপ্তাহ যাবৎ অসুস্থ। আমি তাঁর সেবা-শুশ্রুষার জন্য সাক্ষাৎ করতে চাই। তাই ৬/৬/০৬ইং থেকে ১১/৬/০৬ইং পর্যন্ত আমার পাঁচ দিনের ছুটির প্রয়োজন।

অতএব, আপনার সমীপে আরয, আমাকে উক্ত দিনগুলোর ছুটি প্রদানে বাধিত করবেন। আপনার প্রতি রইল অশেষ ধন্যবাদ ও সম্মান।

www.pathagar.com

أُكْتُبْ عَرِيْضَةً اِلى مُشْرِفِ السَّكَنِ تَطْلُبُ فِيْهَا مَقْعَدًا

৫. সিট চেয়ে হোস্টেল সুপারের নিকট একখানা দরখাস্ত লিখ।

اِلى فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ

مُشْرِفِ السَّكَنِ - اَلْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَةُ بِدَاكَا -

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الْمَقْعَدِ فِىْ سَكَنِ الطُّلاَّبِ -

سَيِّدِى! اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه

بَعْدَ اَدَاءِ وَاجِبِ الاِحْتِرَامِ اُفِيْدُكُمْ عِلْمًا بِاَنِّى طَالِبٌ فِى الصَّفِّ السَّادِسِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ - وَكُنْتُ اَسْكُنُ مَعَ اَبِى - وَهُوَ قَدْ اِنْتَقَلَ اِلى خُوْلْنَا - فَلاَ اَحَدٌ مِنْ اَقْرَبَائِى يَسْكُنُ فِى هذِهِ الْمَدِيْنَةِ - لِهذَا اُرِيْدُ اَنْ اَسْكُنَ فِى سَكَنِ الطُّلاَّبِ -

فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمْ اَنْ تَسْمَحُوْا لِى مَقْعَدًا فِى مَسْكَنِكُمْ - وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الاِحْتِرَامِ -

التَّارِيْخُ .....

اَلْمُقَدِّمُ

বরাবর
হোস্টেল সুপার
ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা।

বিষয় : ছাত্রাবাসে সিটের আবেদন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত আবেদন এই যে, আমি আপনার মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র। আমি আব্বার সাথে বসবাস করতাম। তিনি খুলনা স্থানান্তরিত হয়ে গেছেন। এখন এই শহরে বসবাস করে এমন কোন নিকটাত্মীয় আমার নেই। তাই আমি ছাত্রাবাসে থাকতে চাই।

অতএব, আপনার সমীপে আরয, আমাকে আপনার ছাত্রাবাসে একটি সিট প্রদানে অনুগ্রহ করবেন। আপনার প্রতি রইল অশেষ ধন্যবাদ ও সম্মান।

www.pathagar.com

اُكْتُبْ عَرِيْضَةً اِلَى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنْهُ الاِجَازَةَ لِمَرَضِكَ

৬. তোমার অসুস্থতার কারণে ছুটি চেয়ে মাদ্রাসা অধ্যক্ষের নিকট একখানা দরখাস্ত লিখ।

اِلَى فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ

مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ بِدَاكَا -

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الاِجَازَةِ لِلْمَرَضِ -

سَيِّدِى الْمُحْتَرَمُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ اَدَاءِ وَاجِبِ الاِحْتِرَامِ اِلْتِمَاسِى اِلَيْكُمْ بِاَنِّىْ طَالِبٌ فِى الصَّفِّ السَّابِعِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ - مُنْذُ يَوْمَيْنِ اَنَا مُبْتَلًى بِالْحُمّٰى - اُرِيْدُ السَّفَرَ اِلَى الْبَيْتِ لِلاِسْتِرَاحَةِ وَلِلْعِلَاجِ. لِهٰذَا اَحْتَاجُ اِلَى اِجَازَةِ اَيَّامٍ عَدِيْدَةٍ مِنْ ١٥-٣-٠٥ . اِلَى ٢١-٣-٠٥م -

فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمُ التَّكَرُّمَ عَلَىَّ بِالاِجَازَةِ لِلاَيَّامِ الْمَذْكُوْرَةِ - وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الاِحْتِرَامِ -

التَّارِيْخُ .....

اَلْمُقَدِّمُ

বরাবর

অধ্যক্ষ সাহেব

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা।

বিষয় : অসুস্থতার কারণে ছুটির আবেদন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত আবেদন এই যে, আমি আপনার মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র। দু'দিন যাবৎ আমি জ্বরে আক্রান্ত। আরাম এবং চিকিৎসার জন্য আমি বাড়ি যেতে চাই। তাই ১৫/৩/০৫ইং থেকে ২১/৩/০৫ইং পর্যন্ত, এ সাত দিনের ছুটির প্রয়োজন।

অতএব, আপনার সমীপে আরয, আমাকে উক্ত দিনগুলোর ছুটি প্রদানে অনুগ্রহ করবেন। আপনার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ ও সম্মান রইল।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

إنْشَاء

রচনা Composition

إنْشَاء কথাটির অর্থ- প্রচন্ধ, রচনা, গঠন, নির্মাণ, সৃষ্টি বা বিন্যাস। প্রবন্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ- প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন। কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করে লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন যুক্তিনির্ভর নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন তাকে إنْشَاء (প্রবন্ধ বা রচনা) বলা হয়। শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের চিন্তা-ভাবনা প্রতিফল ঘটে إنْشَاء তে। যথার্থ তথ্য প্রমাণের সমাবেশে, ভাবে, ভাষায় চিন্তার প্রয়োগে নির্দিষ্ট শিল্পসম্মত রূপদান করাই إنْشَاء (রচনা বা প্রবন্ধের) এর লক্ষ্য। তাই إنْشَاء তে নিম্ন লিখিত নিয়মগুলোর অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

(১) إنْشَاء-র বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ভাল ধারণা থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও সংগ্রহ করতে হবে। বিষয় সম্পর্কে ভাবতে হবে বার বার। চিন্তা প্রসূত ভাবনাগুলো বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মাধ্যমে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে إنْشَاء-এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়।

(২) إنْشَاء একটি সুনির্দিষ্ট সহজ-সরল, শ্রুতিমধুর এবং সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি।

(৩) إنْشَاء-র একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকে। যেমন, সাধারণভাবে- اَلْمُقَدِّمَةُ (ভূমিকা), اَلْمَوْضُوْعُ। مَادَّةٌ বা মূল বিষয়বস্তুর উপস্থাপন এবং اَلْخَاتِمَةُ বা উপসংহার। এই তিনটি প্রধান দিক যে কোন রচনার মৌল কাঠামো হিসেবে বিবেচিত। (অত্র ব্যাকরণের إنْشَاء গুলো মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর সিলেবাসের ধারা অনুযায়ী রচিত বিধায় উক্ত কাঠামোর কোন সিস্টেম অবলম্বন করা হয়নি।)

বৈচিত্র্য এবং বর্ণনার ঐশ্বর্য গুণে অতি সাধারণ বিষয়াবলম্বনে রসোত্তীর্ণ চিরন্তন إنْشَاء শিল্প অনুশীলনের মাধ্যমে লেখার কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব।

www.pathagar.com

إنشاء-র শ্রেণী বিভাগ।

إنشاء কে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা–

(১) فَرْدِي বা ব্যক্তিগত রচনা। প্রকাশভঙ্গি ও বর্ণনা কুশলতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে যেসব إنشاء রচিত হয় তাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ إنشاء বলে। এ ধরনের রচনায় বিষয়বস্তুর প্রাধান্য তেমন থাকে না। রচনার 'রস সম্ভোগই' এর মূল কথা।

(২) مَادِّي বা বস্তুনিষ্ঠ রচনা। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করে যেসব প্রবন্ধ রচিত হয়, সেগুলোকে বস্তুনিষ্ঠ إنشاء বলা হয়। বস্তুনিষ্ঠ إنشاء শিক্ষার্থীর বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে। বস্তুনিষ্ঠ إنشاء-ই প্রধানত প্রবন্ধ নামে পরিচিত। এ শ্রেণীর প্রবন্ধে যাকে বস্তু বা বিষয়ের পরিচিতি, মত বিশেষের উপস্থাপনা ও আলোচনা, তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কার, বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ, চিন্তা শক্তির অভিব্যক্তি এবং যথাযোগ্য ভাষা জ্ঞান। বস্তুনিষ্ঠ إنشاء গুলোকে আরও কয়েকটি উপ-বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন–

(ক) বর্ণনামূলক প্রবন্ধ : বস্তু, প্রাণী, স্থান, উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে যেসব প্রবন্ধ লেখা হয় সেগুলোকে বর্ণনামূলক রচনা বলা হয়। এ ধরনের রচনা চিত্রধর্মী এবং প্রাঞ্জল হয়।

(খ) ঘটনামূলক প্রবন্ধ : পৌরাণিক কাহিনী, ভ্রমণ কাহিনী, কোন বিখ্যাত লোকের জীবন চিত্র, ঐতিহাসিক ঘটনা, কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে যেসব প্রবন্ধ লেখা হয় তাকে ঘটনামূলক প্রবন্ধ বলে। এ জাতীয় প্রবন্ধে ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা থাকে।

(গ) চিন্তামূলক প্রবন্ধ : বিশেষ দৃষ্টিতে কোন বিষয়ের স্বরূপ নির্ণয় করে যে প্রবন্ধ লিখা হয় তাকে চিন্তামূলক إنشاء বলে। অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ের মূল্য, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিষয়, দার্শনিক আলোচনা, ধর্ম সম্পর্কিত বিষয় প্রভৃতি সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধগুলো এ শ্রেণীভুক্ত। এ শ্রেণীর রচনার লেখকের স্বাধীন চিন্তা বা নিজস্ব অভিমত প্রকাশের সুযোগ বেশী থাকে।

* দাখিল ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রতিটি রচনাতে কমপক্ষে দশটি বাক্য দ্বারা রচনাগুলোকে সাজানো হয়েছে।

www.pathagar.com

اَلْقَلَمُ (١)
কলম Pen

اَلْقَلَمُ هِيَ الَةُ الْكِتَابَةِ ـ وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ ـ اِنَّ اللّٰهَ عَلَّمَ الانْسَانَ بِالْقَلَمِ ـ وَهِيَ وَسِيْلَةُ لِحِفْظِ الْعِلْمِ ـ يَكْتُبُ بِه النَّاسُ كَيْ لاَيَنْسى ـ يَسْتَعْمِلُه النَّاسُ مِنَ الْعَصْرِ الْقَدِيْمِ ـ وَلاَ يُعْلَمُ تَارِيْخُ الايْجَادِه ـ اَلْقَلَمُ رَفِيْقُ التِّلْمِيْذِ وَالْمُدَرِّسِ ـ يُوْجَدُ الْقَلَمُ بِاَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي السُّوْقِ ـ هُوَ رَخِيْصُ الثَّمَنِ عَامًا ـ فَلاَ تُنْكَرُ اَهْمِيَّةُ الْقَلَمِ وَهُوَ هَامٌّ جِدًا ـ

কলম একটি লেখার যন্ত্র। আল্লাহ প্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মানুষকে কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণের জন্য কলমই মাধ্যম। মানুষ কলম দ্বারা লিখে রাখে যাতে ভুলে না যায়। প্রাচীন কাল থেকে মানুষ তা ব্যবহার করে আসছে। তবে তা আবিষ্কারের ইতিহাস জানা যায় না। কলম ছাত্র ও শিক্ষকের একান্ত প্রিয় বন্ধু। বাজারে বিভিন্ন প্রকার কলম পাওয়া যায়। এটা সাধারণত দামে সস্তা। অতএব কলমের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

اَلْقِرْطَاسُ (٢)
কাগজ Paper

اَلْقِرْطَاسُ هُوَ مَا يَكْتُبُ عَلَيْهِ النَّاسُ ـ صَنَعَه لُوْئِي بَارْتَ اَوَّلاً فِي الصِّيْنِ ـ يُصْنَعُ الْقِرْطَاسُ بِالاَعْشَابِ وَالاَشْجَارِ وَغَيْرِهِمَا ـ تُوْجَدُ مَصَانِعُ الْقِرْطَاسِ فِيْ كُلِّ دَوْلَةٍ ـ فِيْ بَنْغَلاَدِيْش ثَلاَثَةُ مَصَانِعَ مَشْهُوْرَةٌ ـ يُطْبَعُ الْجَرَائِدُ وَالْمَجَلاَّتُ عَلَى الْقِرْطَاسِ ـ وَنَحْنُ نَعْتَمِدُ عَلَى الْقِرْطَاسِ لِكِتَابَةِ الرَّسَائِلِ وَالْعَرِيْضَاتِ ـ وَنَجِدُ وَقَائِعَ التَّارِيْخِ مَكْتُوْبَةً عَلَيْهِ ـ لَوْلاَ الْقِرْطَاسُ لاُغْلِقَتِ الْمَدَارِسُ وَالْمَطَابِعُ ـ وَلَهُ فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ فِي الْحَيَاةِ الْمَدَنِيَّةِ ـ وَلاَ تُحْصى فَوَائِدُ الْقِرْطَاسِ ـ

www.pathagar.com

মানুষ যার উপরে লিখে তা-ই কাগজ। প্রথমে লুই বার্ড তা চীনে তৈরী করেন। খড়কুটা, গাছ ইত্যাদি হতে কাগজ তৈরী করা হয়। প্রত্যেক দেশেই কাগজের কারখানা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এর তিনটি প্রসিদ্ধ কারখানা আচে। পত্রিকা ও ম্যাগাজিনসমূহ কাগজের উপর ছাপা হয়। চিঠিপত্র ও দরখাস্ত লিখতে আমরা কাগজের উপর নির্ভর করি। আর আমরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তার উপর লিখিত পাই। কাগজ না হলে বিদ্যালয় ও প্রেসগুলো বন্ধ হয়ে যেত। নাগরিক জীবনে কাগজের উপকারিতা অনেক। অতএব, কাগজের উপকারিতা অগণিত।

اَلْمَدْرَسَةُ (৩)

বিদ্যালয় School

اَلْمَدْرَسَةُ هِيَ مَكَانُ الدَّرْسِ ـ يُدَرَّسُ فِيْهَا الْعُلُوْمُ الْمُخْتَلِفَةُ ـ هِيَ مَرْكَزٌ مُقَدَّسٌ يُدَرَّسُ فِيْهَا الْعُلُوْمُ الدِّيْنِيَةُ خَاصًا ـ يُوْجَدُ فِيْهَا التَّلاَمِيْذُ وَالاَسَاتِذَةُ ـ تَكُوْنُ فِيْهَا غُرْفَةٌ عَدِيْدَةٌ لِلطُّلاَّبِ ـ وَتَكُوْنُ غُرْفَةٌ خَاصَّةٌ لِلْمُدِيْرِ ـ وَفِيْهَا غُرْفَةٌ اَيْضًا لِلْمَكْتَبِ وَدَارِ الْكُتُبِ ـ وَفِي الصَّفِّ مَقَاعِدُ يَجْلِسُ عَلَيْهَا الطُّلاَّبُ ـ اَوَّلُ مَدْرَسَةٍ اَقَامَهَا النَّبِيُّ (صلعم) فِيْ دَارِ الاَرْقَمِ ـ وَاِنَّ مَسْجِدًا يَلْتَحِقُ بِالْمَدْرَسَةِ يُصَلِّى فِيْهِ التَّلاَمِيْذُ وَالْمُدَرِّسُوْنَ ـ وَيَكُوْنُ اَمَامَ الْمَدْرَسَةِ سَاحَةٌ وَاسِعَةٌ لِلَّعْبِ وَالرِّيَاضَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ ـ وَفِي الْمَدْرَسَةِ لِكُلِّ فَنٍّ اُسْتَاذٌ خَاصٌّ ـ وَيَتَخَرَّجُ الْعُلَمَاءُ مِنْهَا مِنْ مُخْتَلِفِ الْفُنُوْنِ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ ـ يَجِبُ عَلَى الطُّلاَّبِ اَنْ يُّطِيْعُوْا قَوَانِيْنَ الْمَدْرَسَةِ ـ نَحْنُ نُحِبُّ مَدْرَسَتَنَا ـ فَعَلَيْنَا اَن نَّتَعَلَّمَ فِي الْمَدَارِسِ ـ

www.pathagar.com

মাদ্রাসা হচ্ছে পড়াশুনা করার স্থান। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। এটি এমন একটি শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে বিশেষ করে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয়। এখোনে অনেক ছাত্র ও শিক্ষক থাকেন। মাদ্রাসায় ছাত্রদের পাঠ দানের জন্য অনেক কক্ষ থাকে। একটি বিশেষ কক্ষ থাকে মাদ্রাসা অধ্যক্ষের জন্য। মাদ্রাসায় আরও দু'টি কক্ষ থাকে অফিস ও লাইব্রেরী হিসেবে। শ্রেণী কক্ষে অনেক বেঞ্চ থাকে, এতে ছাত্ররা বসে। নবী করীম (সা) সর্বপ্রথম আরকাম (রা)-এর গৃহে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্র-শিক্ষকের নামায আদায়ের জন্য মাদ্রাসার সাথে একটি মসজিদ সংযুক্ত থাকে। মাদ্রাসার সম্মুখে খেলা ও শারীরিক ব্যায়ামের জন্য একটি প্রশস্ত মাঠ থাকে। বিদ্যালয়ে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক থাকেন। বিদ্যালয় হতে প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানীগণ বের হয়ে যায়। ছাত্রদের মাদ্রাসার নিয়ম-কানুন মেনে চলা উচিত। আমরা আমাদের মাদ্রাসাকে ভালবাসি। আমাদের উচিত মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

اَلْعَقْلُ - اَلْعِلْمُ (৪)

জ্ঞান/বিদ্যা/শিক্ষা Knowledge/Science/Education

اَلْعِلْمُ هُوَ الاِدْرَاكُ وَالْمَعْرِفَةُ - وَهُوَ نِعْمَةٌ عَظِيْمَةٌ وَقُوَّةٌ كَبِيْرَةٌ - وَهُوَ نُوْرٌ يَهْدِى النَّاسَ اِلَى الْحَقِّ - وَمَنْ حَصَلَ الْعِلْمَ فَهُوَ عَالِمٌ وَمَنْ حَرَمَ مِنْهُ فَهُوَ جَاهِلٌ - وَهُوَ مَصْدَرُ الشَّرْفِ وَالْكَرَمِ - وَبِه يَصِيْرُ الاِنْسَانُ اِنْسَانًا كَامِلاً - اَلْعِلْمُ فَقْرُ الظَّهْرِ لِكُلِّ شَعْبٍ - اَلْعِلْمُ هُوَ نُوْرٌ وَحْىٌ يُدْرِكُ بِه النَّفْسَ - اَلْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ - قَالَ اللّٰهُ تَعَالى فِىْ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ "هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ" - وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ - وَاَنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الاَنْبِيَاءِ - وَقَالَ اَيْضًا طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ - اَلْعِلْمُ هُوَ وَسِيْلَةُ التَّقَدُّمِ لِكُلِّ فَرْدٍ وَمُجْتَمِعٍ وَدَوْلَةٍ - فَيَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نَحْصُلَ الْعِلْمِ.

www.pathagar.com

ইল্‌ম হলো জানা, বুঝা এবং অনুধাবন করা। এটা একটি বড় নিয়ামত শক্তি। এটা এমন এক আলো যা মানুষকে সত্যের প্রতি পথ প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি বিদ্যার্জন করে তিনি জ্ঞানী হন আর যে ব্যক্তি তা থেকে বিরত থাকে সে মূর্খ হয়। জ্ঞান হচ্ছে মান মর্যাদার উৎস। এর সাহায্যেই মানুষ পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয়। বিদ্যা প্রত্যেক জাতির মেরুদণ্ড। জ্ঞান আত্মিক আলো যার মাধ্যমে প্রাণ অনুভূতি লাভ করে। জ্ঞান স্বর্ণ-রৌপ্যের চেয়েও উৎকৃষ্ট। জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?" এ সম্পর্কে নবী কারীম (সা) বলেছেন– "আলেমদের মর্যাদা আবেদের উপর এমন যেমন পূর্ণিমা রাত্রের মর্যাদা সমগ্র নক্ষত্রের উপর।" "নিশ্চয় আলেমগণ হলেন নবীদের উত্তরসূরী।" তিনি আরও বলেছেন, "ইলম তালাশ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয।"

অতএব আমাদের বিদ্যার্জন করা আবশ্যক।

يُحِبُّ اللّٰهُ صَاحِبَ الْعِلْمِ وَيَرْفَعُ مَجْدَهٗ وَدَرَجَتَهٗ ـ

আল্লাহ্ জ্ঞানীকে ভালবাসেন এবং তার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে দেন।

اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ (৫)

আল-কুরআনুল কারীম The Holy Quran

اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ هُوَ كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ لِهِدَايَةِ الانْسَانِ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِيْهِ ١١٤ سُوْرَةٌ وَ ٦٦٦٦ اٰيَةً ـ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ ـ هُوَ دُسْتُوْرٌ كَامِلٌ لِلْحَيَاةِ الانْسَانِيَّةِ ـ هُوَ اَفْضَلُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ اَعْظَمُهَا ـ لاَ يَمَسُّهٗ الاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ ـ قَالَ النَّبِىُّ (صلعم) اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلاَوَةُ الْقُرْاٰنِ ـ لاَ تَجُوْزُ الصَّلٰوةُ الاَّ بِاٰيَةِ الْقُرْاٰنِ ـ وَفِيْهِ بَيَانٌ لِكُلِّ شَيْئٍ وَنَجَاةٌ لِحَيَاةِ الْبَشَرِ ـ وَفِيْهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ يُجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقْرَءَ الْقُرْاٰنَ وَنَفْهَمَهٗ وَاَنْ نَتَعَلَّمَهٗ وَنُعَلِّمَهٗ ـ وَنَعْمَلُ بِاَحْكَامِهٖ وَاَنْ نَحْفَظَهٗ وَنَحْتَرِمَهٗ ـ

www.pathagar.com

কুরআনুল কারীম আল্লাহ তায়ালার কিতাব। ইহা মানুষের হিদায়াতের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। এতে ১১৪টি সূরা ও ৬৬৬৬টি আয়াত আছে। আল্লাহ তায়ালা বরকতময় রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এটা মানব জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (সংবিধান)। কুরআন ঐশী কিতাবসমূহের মাঝে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। পবিত্রতা অর্জনকারী ছাড়া তাকে কেউ স্পর্শ করতে পারে না। রাসূল (সা) বলেছেন– কুরআন তিলাওয়াত করা সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন পাঠ না করলে সালাত বৈধ হয় না। এতে রয়েছে সবকিছুর বর্ণনা এবং মানব জীবনের মুক্তি। কুরআনে মুমিনদের জন্য রয়েছে শেফা ও রহমত। আমাদের উচিত আমরা যেন কুরআন পড়ি, বুঝি, শিখি এবং শিখাই। কুরআনের আহকাম অনুসারে কাজ করি এবং একে হিফাযত ও সম্মান করি।

حُبُّ الْوَطَنِ (৬)

দেশ প্রেম Patriotism

اَلْوَطَنُ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِىْ يَلِدُ فِيْهِ الاِنْسَانِ وَيَعِيْشُ عَلى اَرْضِهِ وَيَكْبُرُ فِىْ هَوَائِه وَنُوْرِه وَيَأْكُلُ مِنْ غِذَائِه ـ حُبُّ الْوَطَنِ هُوَ حُبٌّ فِطْرِىٌّ ـ كُلُّ اِنْسَانٍ يُحِبُّ وَطْنَه اَكْثَرَ مِنْ وَطْنِ غَيْرِه ـ مَنْ يُّسَافِرُ اِلى خَارِجِ الْوَطْنِ يَكُوْنُ قَلْبُه مُعَلَّقًا بِوَطْنِه ـ وَهُوَ يَتَذَكَّرُ مَنَاظِرَ الْوَطَنِ دَائِمًا ـ اَنَّ الرَّسُوْلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِوَطْنِه مَكَّةَ عِنْدَ الْهِجْرَةِ وَقَالَ لَوْلاَ اُخْرِجْتُ لَمَا خَرَجْتُ ـ اِنَّ الْوَطْنَ مِثْلُ الاُمِّ ـ لاَ بُدَّ عَلى كُلٍّ وَاحِدٍ اَنْ يُّحِبَّ وَطَنَه قَوْلاً وَعَمَلاً ـ وَيَسْعى لِتَقَدُّمِه ـ وَيُحَرِّرَهُ مِنَ السُّوْءِ وَالْفَسَادِ ـ وَيَجْتَهِدَ لِرَفْعِ شَأْنِه ـ اَلْوَطْنُ هُوَ نِعْمَةٌ مِّنَ اللّهِ ـ قِيْلَ حُبُّ الْوَطْنِ مِنَ الاِيْمَانِ ـ فَيَجِبُ عَلى كُلٍّ وَاحِدٍ اَنْ يُحِبَّ وَطَنَه وَاَنْ يَحْفَظَه مِنَ الاَعْدَاءِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ ـ

www.pathagar.com

জন্মভূমি সে স্থানকে বলা হয় যেকানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যার মাটিতে সে বসবাস করে। যার আলো বাতাসে সে বড় হয়ে উঠে এবং যার খাদ্য সে খায়। স্বদেশ প্রেম হলো স্বভাবগত ভালবাসা। প্রত্যেক মানুষ তার জন্মভূমিকে অপরাপর দেশ হতে ভালবাসে। কোন ব্যক্তি বিদেশে সফর করলেও তার মন স্বদেশে আটকে থাকে। সে সর্বদা স্বদেশের স্মৃতি স্মরণ করে। এমনিক রাসূল মুহাম্মদ (সা) হিজরতকালে তাঁর জন্মভূমি মক্কার জন্য কেঁদেছিলেন এবং বলেছিলেন "আমাকে যদি বের করা না হতো আমি বের হতাম না।" জন্মভূমি হলো মাতৃতুল্য। প্রত্যেকের উচিত কথায় ও কাজে দেশকে ভালবাসা। তার অগ্রগতির জন্য প্রচেষ্টা চালানো। অকল্যাণ, অন্যায় ও ফাসাদ থেকে একে মুক্ত রাখা। এর মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। জন্মভূমি হলো আল্লাহর নিয়ামত। স্বদেশ প্রেমকে ঈমানের অংশ বলা হয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত স্বদেশকে ভালবাসা এবং আভ্যন্তরীণ ও বিহঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করা।

اَلصِّدْقُ وَالْكِذْبُ (٩)

সত্য ও মিথ্যা True and Lie

اَلصِّدْقُ يُطَابِقُ الْحَقِيْقَةَ وَالْكِذْبُ يُخَالِفُ الْحَقِيْقَةَ ـ اَلصِّدْقُ صِفَةٌ مَحْمُوْدَةٌ ـ وَهُوَ سَبَبُ الْفَوْزِ وَذَرِيْعَةُ النَّجَاحِ وَالْفَلَاحِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ ـ وَالْكِذْبُ صِفَةٌ مَذْمُوْمَةٌ ـ وَهُوَ سَبَبُ هَلَاكِ الانْسَانِ وَخَسَارَتِه فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ ـ سَمَّى اللّٰهُ الْكَاذِبِيْنَ بِالظَّالِمِيْنَ ـ اَلْكِذْبُ رَأْسُ الْمَعَاصِىْ وَسَبَبُ كُلِّ شَرٍّ وَفَسَادٍ ـ اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ ـ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّادِقِيْنَ وَيَجْزِيْهِمْ جَزَاءً حَسَنًا ـ وَالصِّدْقُ وَسِيْلَةُ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ ـ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلى الْجَنَّةِ ـ فَعَلَيْنَا اَنْ نَتَّصِفَ بِصِفَةِ الصِّدْقِ وَنَجْتَنِبَ مِنَ الْكِذْبِ ـ

www.pathagar.com

সত্য বাস্তব সম্মত আর মিথ্যা বাস্তব পরিপন্থী। সত্যবাদিতা একটি প্রশংসিত গুণ। উহা কৃতকার্যতার কারণ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও কামিয়াবির উপায়। আর মিথ্যা একটি ঘৃণিত দোষ। এটি মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতির কারণ। আল্লাহ তায়ালা মিথ্যুকদেরকে যালিম নামে আখ্যায়িত করেছেন। মিথ্যা সব পাপের মূল এবং সকল অকল্যাণ ও বিশৃংখলার কারণ। সততা মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে। আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদীদেরকে ভালবাসেন এবং তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করে থাকেন। সত্যবাদিতা জান্নাতে প্রবেশের উপায়। মহানবী (সা) বলেছেন– "সত্য ভাল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আর ভাল কাজ জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে।" আমাদের উচিত সত্যাবাদিতার গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা।

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ (৮)
মাতা-পিতার সেবা

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مَعْنَاهُ الاِحْسَانُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ الاَبِ وَالاُمِّ - بِوَاسِطَتِهِمَا خَلَقَ اللّٰهُ الاِنْسَانَ - وَتَحْمِلُ الاُمُّ وَلَدَهَا كُرْهًا وَتَضَعُهُ كُرْهًا - وَالاَبُ يَبْذُلُ اَمْوَالَهُ لِلْوَلَدِ - وَهُمَا يُرَبِّيَانِ الاَوْلَادَ بِتَرْبِيَةٍ حَسَنَةٍ وَهُمَا يَبْذُلَانِ اَقْصى جُهُوْدِهِمَا لِتَعْلِيْمِ الاَوْلَادِ - وَيُحِبَّانِهِمْ حُبًّا جَمًّا - وَهُمَا اَحَبُّ النَّاسِ عِنْدَ الاَوْلَادِ بَعْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ - وَهُمَا اَحَقُّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ وَالطَّاعَةِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ - وَحُقُوْقُهُمَا عَلَى الاَوْلَادِ ثَابِتَةٌ بِالْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ - كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "وَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا - وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا" - وَقَالَ اَيْضًا "وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا" - وَعَلَّمَنَا اللّٰهُ بِالدُّعَاءِ " رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا" - فَيَجِبُ عَلَى الاَوْلَادِ اَنْ يَّقُوْمَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ -

www.pathagar.com

মাতা-পিতার প্রতি সদাচার বলতে মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করাকে বুঝায়। মাতা-পিতার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মাতা সন্তানকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে এবং প্রসব করেন। আর পিতা সন্তানের জন্য তার সম্পদ ব্যয় করেন। তাঁরা সন্তানের ভালভাবে লালন-পালন করেন। তাঁরা উভয়েই সন্তানদের শিক্ষার জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা সন্তানদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর পর মাতা-পিতাই সন্তানের নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব। সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ পাওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে তারাই বেশী অধিকারী। সন্তানদের উপর মাতা-পিতার অধিকার কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ বলেন, "তোমরা তাদের সাথে এমন ব্যবহার করো না, যাতে তাঁরা কষ্ট পায় এবং তাদেরকে ধমকও দিও না বরং তাদের সাথে বিনীতভাবে কথা বলো। তিনি আরও বলেছেন, "মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করো।" আল্লাহ আমাদের দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন– "হে প্রভু, তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করো যেমনিভাবে ছোট বেলায় তারা আমার প্রতি দয়া করেছেন। অতএব সন্তানদের উচিত মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করা।

اَلْبَقَرَةُ (৯)

গরু/গাভী Cow

اَلْبَقَرَةُ حَيْوَانٌ اَهْلِيٌّ ـ وَلِلْبَقَرَةِ اَرْبَعَةُ اَرْجُلٍ وَاُذْنَانِ وَعَيْنَانِ وَقَرْنَانِ ـ وَلَهَا ذَنْبٌ طَوِيْلٌ يَدْفَعُ بِهِ الذُّبَابَ وَالْبَعُوْضَةَ ـ اَلْبَقَرَةُ يَكُوْنُ اَلْوَانًا مُخْتَلِفَةً كَالْبَيْضَاءِ وَالسَّوْدَاءِ وَالْحَمْرَاءِ وَغَيْرِهَا ـ تَكُوْنُ الْبَقَرَةُ مُطِيْعَةً جِدًّا لِصَاحِبِهَا ـ وَهِيَ تَعْرِفُ صَاحِبَهُ بِالسُّهُوْلَةِ ـ تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ النَّبَاتَاتِ وَالْخَضْرَاوَاتِ وَيَشْرَبُ مَاءً كَثِيْرًا ـ تُوْجَدُ الْبَقَرَةُ فِيْ سَائِرِ الْعَالَمِ ـ وَلِلْبَقَرَةِ فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ لِلنَّاسِ ـ نَأْكُلُ لَحْمَ الْبَقَرَةِ وَلَبَنَهَا ـ يَسْتَخْدِمُهَا الْفَلاَّحُ فِي الزِّرَاعَةِ ـ تُصْنَعُ الاَحْذِيَةُ وَالْمُحَافِظُ مِنْ جِلْدِهَا ـ وَيَحْيٰ تَقْرِيْبًا ثَلاَثِيْنَ سَنَةً ـ فَيَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نَحْفَظَ هٰذَا الْحَيْوَانَ النَّافِعَ ـ وَنَرْحَمَه وَلاَ نُكَلِّفَه فَوْقَ طَاقَتِه ـ

www.pathagar.com

গরু একটি গৃহপালিত প্রাণী। গাভীর চারটি পা, দুটি কান, দুটি চোখ ও দুটি শিং আছে। তার একটি লম্বা লেজ আছে যা দ্বারা সে মশা-মাছি তাড়ায়। গরু বিভিন্ন রং-এর হয়ে থাকে, যেমন– সাদা, কালো, লাল ইত্যাদি। গরু তার মালিকের অত্যন্ত অনুগত হয়ে থাকে। সে তার মালিককে সহজেই চিনতে পারে। গরু সাধারণত ঘাসপাতা, খড় খায় এবং অধিক পারিমাণ পানি পান করে। গরু বিশ্বের সর্বত্রই পাওয়া যায়। গরু মানুষের অনেক উপকারে আসে। আমরা গরুর গোশত ও দুধ খাই। কৃষক তাকে কৃষি কাজে ব্যবহার করে। জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি গরুর চামড়া হতে তৈরী হয়। এটা প্রায় ত্রিশ বছর বেঁচে থাকে। আমাদের কর্তব্য আমরা যেন এ উপকারী পশুটিকে সংরক্ষণ করি এবং ক্ষমতার বাইরে একে কষ্ট না দেই।

اَلْفَرْسُ/اَلْخَيْلُ (১০)

ঘোড়া **Horse**

اَلْفَرْسُ حَيْوَانٌ اَهْلِىٌّ ـ وَلَهُ اَرْبَعَةُ اَرْجُلٍ وَاُذْنَانِ وَعَيْنَانِ وَلَيْسَ لَه قَرْنٌ ـ وَلَه ذَنَبٌ ذُوْ خَصْلَةٍ وَعَلى عُنُقِه شَعْرٌ طَوِيْلٌ ـ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَيْوَانَاتِ فِى الْعَالَمِ ـ وَهُوَ حَيْوَانٌ جَمِيْلٌ قَوِىٌّ فِىْ جِسْمِه ـ سَرِيْعٌ فِىْ سَيْرِه وَمَعْرُوْفٌ فِىْ ذَكَائِه ـ يَعْرِفُ الصَّدِيْقَ وَالْعَدُوَّ وَلاَيَنْسَى الطَّرِيْقَ الَّذِىْ مَرَّ عَلَيْهِ مَرَّةً ـ وَاَلْوَانُه مُخْتَلِفَةٌ ـ يَأْكُلُ الْفَرَسُ الْعُشْبَ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْعَدَسَ وَالْحِنْطَةَ وَغَيْرِهَا ـ اَلْفَرْسُ يُطِيْعُ صَاحِبَه وَلاَيَهْرُبُ مِنْ صَاحِبِه قَطُّ ـ يُسْتَخْدَمُ الْفَرْسُ لِحَمْلِ الْبِضَائِعِ ـ وَهُوَ اَسْرَعُ وَسَائِلِ النَّقْلِ وَيَسْتَعْمِلُوْنَ فِى الْحَرْبِ ـ يُوْجَدُ الْفَرسُ فِىْ جَمِيْعِ بُلْدَانِ الْعَالَمِ ـ وَلَكِنَّ الْفَرْسَ الْعَرَبِىَ مَشْهُوْرٌ وَاَكْبَرُ وَاَقْوى ـ اَلْفَرَسُ مِنْ نِعَمِ اللّه عَلَيْنَا اَنْ نَحْفَظَه مِنَ الْهَلاَكِ وَالضِّيَاعِ ـ

www.pathagar.com

ঘোড়া একটি গৃহপালিত প্রাণী। তার চারটি পা, দুটি কান, দুটি চোখ আছে। তবে তার কোন শিং নেই। একগুচ্ছ চুল বিশিষ্ট তার একটি লেজ এবং তার ঘাড়ে লম্বা চুল আছে। সে বিশ্বের দ্রুততম প্রাণী। এটি একটি সুন্দর প্রাণী। শারীরিকভাবে শক্তিশালী, ভ্রমণে দ্রুতগামী, বুদ্ধিমত্তায় প্রসিদ্ধ। সে বন্ধু ও শত্রুকে চিনে। যে পথ একবার অতিক্রম করে তা ভুলে না। ঘোড়া বিভিন্ন রং-এর আছে। ঘোড়া ঘাস-পাতা, ডাল, গম ইত্যাদি খায়। ঘোড়া তার মালিকের আনুগত্য করে এবং সে তার মালিককে রেখে কখনো পলায়ন করে না। মালামাল বহন করতে ঘোড়া ব্যবহৃত হয়। তা অত্যন্ত দ্রুতগামী বাহন এবং তাকে যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। ঘোড়া বিশ্বের সর্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু আরবীয় ঘোড়া প্রসিদ্ধ। বড় এবং শক্তিশালী। ঘোড়া আল্লাহর একটি অন্যতম নেয়ামত। আমাদের উচিত আমরা যেন ঘোড়াকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করি।

اَلْفِيْلُ (১১)

হাতি **Elephant**

اَلْفِيْلُ حَيْوَانٌ وَحْشِيٌّ - وَهُوَ اَكْبَرُ الْحَيْوَانَاتِ - لَه رَأْسٌ وَجِسْمٌ كَبِيْرٌ وَعَيْنَانِ صَغِيْرَتَانِ وَاُذْنَانِ كَبِيْرَتَانِ وَعُنُقٌ قَصِيْرٌ وَخُرْطَوْمٌ طَوِيْلٌ - وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْغِذَاءَ بِالْخُرْطُوْمِ - وَلَه سِنَّانِ عَظِيْمَانِ وَاَرْبَعُ قَوَائِمَ كَالاَعْمِدَةِ وَذَيْلٌ مُتَوَسِّطٌ فِى الطُّوْلِ - وَجِسْمُه خَشِنٌ خَالٍ مِنَ الْوَبَرِ - هُوَ يَأْكُلُ اَشْجَارِ الْمَوْزَ وَاَوْرَاقَ الاَشْجَارِ وَالنَّبَاتَاتِ وَغَيْرِهَا - وَهُوَ يَسْكُنُ فِى الْجَبَلِ وَالْغَابَةِ - قَدْ يَسْتَفِيْدُ بِه النَّاسُ - يُدَرِّبُهُ النَّاسُ فَيُطِيْعُه - يَنْقُلُ بِه النَّاسُ اَلاَمْوَالَ وَالاَحْمَالَ مِنْ مَكَانٍ اِلى مَكَانٍ - اَلْفِيْلُ الْوَحْشِيُّ قَدْ يَضُرُّ النَّاسَ - يُوْجَدُ الْفِيْلُ عُمُوْمًا فِىْ جِبَالِ الصِّيْنِ وَغَابَاتِ الْهِنْدِ وَافْرِيْقِيَا -

www.pathagar.com

হাতি একটি বন্য পশু। এটি পশুর মধ্যে সর্ববৃহৎ। তার একটি বড় মাথা এবং প্রকাণ্ড শরীর আছে। তার দুটি ছোট চোখ, বড় দুটি কান, খাট একটি ঘাড় এবং লম্বা একটি শূঁড় আছে। সে শূঁড় দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে। এর আছে দুটি বিশাল দাঁত, স্তম্বের ন্যায় চারটি পা এবং মাঝারি ধরনের একট লেজ। এর শরীর খস্‌খসে্, পশম শূন্য। হাতি কলা গাছ, গাছের পাতা এবং তরুলতা ইত্যাদি খায়। সে পাহাড় এবং জঙ্গলে বাস করে। মানুষ কখনো কখনো তার দ্বার উপকার লাভ করে। মানুষ তাকে প্রশিক্ষণ দেয় ফলে সে তাদের আনুগত্য করে। এর সাহায্যে মানুষ মালামাল ও বোঝাসমূহ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহণ করে। বন্য হাতী কখনো কখনো মানুষের ক্ষতি সাধন করে। হাতি সাধারণত চীন দেশের পাহাড়ে, ভারত ও আফ্রিকার জঙ্গলে পাওয়া যায়।

(১২) اَلْهِرَّةُ
বিড়াল Cat

اَلْهِرَّةُ حَيْوَانٌ مَعْرُوْفٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ ـ جَسَدُهَا صَغِيْرٌ مُغَطًّى بِالشَّعْرِ ـ لَهَا اَرْبَعَةُ اَرْجُلٍ وَاُذْنَانِ وَعَيْنَانِ ـ وَلَهَا ذَيْلٌ جَمِيْلٌ ـ اَلْهِرَّةُ كَالنَّمِرَةِ فِى الرُّؤْيَةِ ـ وَهِىَ تَدُوْرُ فِىْ سَائِرِ الْبَيْتِ ـ وَتَصِيْدُ الْفَارَةَ بِالْحِيْلَةِ ـ وَهِىَ تُشَارِكُ فِى الطَّعَامِ مَعَ اَهْلِ الْبَيْتِ ـ اَللَّبَنُ اَحَبُّ الاَغْذِيَةِ لَدَيْهَا ـ يُحِبُّهَا الاَطْفَالُ وَيَلْعَبُوْنَ بِهَا وَلاَيَضُرُّهُمْ ـ وَقَدْ تَنَامُ بِهِمْ ـ

বিড়াল সকলের নিকট পরিচিত একটি প্রাণী। তার ছোট শরীর লোম দ্বারা আবৃত। তার চারটি পা, দুটি কান ও দুটি চোখ আছে। তার একটি সুন্দর লেজও আছে। বিড়াল দেখতে নেকড়ে বাঘের ন্যায়। ইহা ঘরের সর্বত্র ঘুরাফেরা করে। সে সুকৌশলে ইঁদুর শিকার করে। সে ঘরের বাসিন্দাদের সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করে। দুধ তাঁর প্রিয় খাবার। শিশুরা তাকে খুব পছন্দ করে এবং তাকে নিয়ে খেলা করে, সে তাদের কোন ক্ষতি করে না। কখনো কখনো বিড়াল তাদের সাথে ঘুমায়।

www.pathagar.com

اَلصَّلٰوةُ (১৩)

নামায Prayer/Salat

اَلصَّلٰوةُ رُكْنٌ ثَانٍ مِنْ اَرْكَانِ الاِسْلاَمِ ـ اَدَاءُهَا مَفْرُوْضٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ ـ اِنَّ اللّٰهَ اَعْطَاهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَةً فِىْ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ ـ لِهٰذَا الصَّلٰوةُ مِعْرَاجٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَهِىَ اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ ـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ "اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ وَقَالَ اَيْضًا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ـ وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ" ـ وَاَيْضًا قَالَ "لاَاِيْمَانَ لِمَنْ لاَصَلٰوةَ لَه" ـ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ اَلصَّلٰوةُ" ـ فَمَنْ اَقَامَ الصَّلٰوةَ فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ ـ هِىَ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ وَهِىَ وَسِيْلَةُ الاِتِّفَاقِ وَالاِتِّحَادِ ـ فَعَلَيْنَا أَنْ نُؤَدِّىَ الصَّلٰوةَ اَدَاءً صَحِيْحًا فِىْ وَقْتِهَا بِالْجَمَاعَةِ كَىْ نَنْتَفِعَ بِهَا ـ

নামায ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় ভিত্তি। প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক, জ্ঞান সম্পন্ন মুসলিমের উপর এটা আদায় করা ফরয। আল্লাহ তায়ালা মি'রাজের রাতে এটা মুহাম্মদ (সা)-কে উপহার স্বরূপ প্রদান করেছেন। এ কারণে নামায মুমিনদের জন্য মি'রাজ স্বরূপ। এটি সর্বোত্তম ইবাদত এবং জান্নাতের চাবিকাঠি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত রাখে। তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নবী কারীম (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি নামায ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল।" তিনি আরও বলেছেন, "যার নামায নেই তার ঈমানও নেই।" কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায। যে নামায প্রতিষ্ঠা করল সে মূলত দীন প্রতিষ্ঠা করল। কিয়ামতের দিন বান্দার থেকে প্রথমে নামাযের হিসাব নেয়া হবে। সালাত ঐক্য ও সংহতির মাধ্যম। আমাদের উচিত নামাযকে সঠিকভাবে সময়মত জামাআত সহকারে আদায় করা যাতে করে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারি।

www.pathagar.com

اَلصَّبْرُ (১৪)

ধৈর্য Patience

اَلصَّبْرُ صِفَةٌ مَحْمُوْدَةٌ ـ لَه اَهَمِّيَّةٌ كَبِيْرَةٌ فِىْ حَيَاةِ الانْسَانِ ـ مَنْ يَصْبِرُ عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْمَصَائِبِ فِىْ تَحْصِيْلِ الْغَرْضِ يَنْجَحُ وَيَظْفَرُ ـ كَمَا قِيْلَ مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ ـ فَالصَّبْرُ ذَرِيْعَةُ الْفَلاَحِ وَالنَّجَاحِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ ـ لِهٰذَا قِيْلَ الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ ـ اَلصَّبْرُ هُوَ صَفَةُ الاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ـ وَلِلصَّابِرِيْنَ بَشَارَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ يُحِبُّهُمْ ـ كَمَا جَاءَ فِى الْقُرْانِ "وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ" ـ وَكَذَالِكَ نَزَلَتْ ايَاتٌ كَثِيْرَةٌ فِىْ فَضْلِ الصَّبْرِ وَالصَّابِرِيْنَ ـ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالى "وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ ـ عَلَيْنَا أَنْ نَّصْبِرَ عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْمَصَائِبِ وَنَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ قَائِلِيْنَ ـ "رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ" ـ

ধৈর্য একটি প্রশংসিত গুণ। মানব জীবনে এর অতীব গুরুত্ব রয়েছে। যে ব্যক্তি উদ্দেশ্য হাসিলের পথে বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে সে সফল ও কৃতকার্য হয়। যেমন কথিত আছে, “যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে সে সফল হয়।” অতএব ধৈর্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও কৃতকার্যতার উপায়। এ জন্য বলা হয়েছে– ধৈর্য বিপদ মুক্তির চাবিকাঠি। ধৈর্য নবী এবং সৎকর্মশীলদের অন্যতম গুণ। ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শুভ সংবাদ রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসেন। কুরআনে এসেছে, ধৈর্যশীলদের শুভ সংবাদ দান কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। এমনিভাবে ধৈর্যশীল ও ধৈর্যের মর্যাদা বর্ণনার অনেক আয়াত অবতারিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, “যদি তেমারা ধৈর্য ধারণ কর তা হলে জেনে রাখ এটা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম। আমাদের কর্তব্য হলো বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করা, “হে প্রভু, তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দাও, আমাদেরকে অটল ও অবিচল রাখ এবং কাফেরদের উপর বিজয় দান কর।”

www.pathagar.com

أَرُزٌّ/اَلرُّزُّ (১৫)

ধান Paddy

اَلرُّزُّ غِلَّةٌ رَئِيْسَةٌ لَنَا مِنَ الذِّرَاعَةِ - يَخْرُجُ الأَرُزُّ مِنَ الرُّزِّ وَتَخْرُجُ الْبَهَاتُ مِنَ الأَرُزِّ - نَحْنُ نَعِيْشُ بِأَكْلِ الْبَهَاتِ - اَلرُّزُّ غِلَّةُ الاَغْذِيَةِ الأُوْلى لِبَنْغَلاَدِيْشِ - اَلرُّزُّ شَجَرَةٌ مِنْ جِنْسِ النَّبَتَاتِ - يُصْنَعُ رُزٌّ مُفَسَّحٌ مِنَ الرُّزِّ (وَيُصْنَعُ كَعْكٌ مُخْتَلِفَةٌ مِنَ الرُّزِّ بَعْدَ مَارُمٍّ الرُّزِّ) اَوْ رُمَّ الرُّزُّ ثُمَّ يُصْنَعُ مِنْهُ كَعْكٌ مُخْتَلِفٌ - اَلْبَهَاتُ طَعَامُنَا الرَّئِيْسِيُّ - وَيُقَالُ اَنَّ الْبَنْغَالِيَّ يَعِيْشُ بَيْنَ السَّمَكِ وَالْبَهَاتِ - مَا اَحْسَنَ مَنْظَرُ زَرَاعَةُ الرُّزِّ - (مَنْظَرُ زَرَاعَةُ الرُّزِّ جَمِيْلٌ جِدًّا) تَمُوْتُ شَجَرَةُ الرُّزِّ بَعْدَ اِعْطَاءِ الْحُبُوْبِ مَرَّةً وَاحِدَاةً - تَكُوْنُ ذَرَاعَةُ الرُّزِّ خَيْرًا فِىْ هَوَاءِ مَاءِ الْبَحْرِ -

ধান আমাদের প্রধান কৃষিজাত ফসল। ধান থেকে চাউল এবং চাউল থেকে ভাত হয়। আমরা ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করি। ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। ধান এক প্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। ধান হতে মুড়ি তৈরি হয়। চাউল গুঁড়া করে নানা রকম পিঠা প্রস্তুত হয়। আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। কথায় বলে মাছে ভাতে বাঙালী। ধান খেতের দৃশ্য খুবই মনোরম। ধান গাছ একবার ফসল দিয়ে মারা যায়। সামুদ্রিক জলবায়ুতে ধানের চাষ খুব ভাল হয়।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

সিলেবাসের ধারা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে কিছু আরবী শব্দ দ্বারা বাক্য গঠন করে দেখানো হলো।

اَللّٰهُ – আল্লাহ – اَللّٰهُ وَاحِدٌ لاَ شَرِيْكَ لَه ـ

اَلْقُرْاٰنُ – কুরআন শরীফ – اَلْقُرْاٰنُ كِتَابُ اللّٰهِ ـ

رَسُوْلٌ – রাসূল – مُحَمَّدٌ (ص) رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ

اَلْحَدِيْثُ – হাদীস শরীফ – اَلْحَدِيْثُ قَوْلُ الرَّسُوْلُ (ص) ـ

اَلْقَلَمُ – কলম – اِنَّ اللّٰهَ عَلَّمَ الاِنْسَانَ بِالْقَلَمِ ـ

اَلْعِلْمُ – বিদ্যা – طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ـ

اَلْعَقْلُ – জ্ঞান – اَلْعَقْلُ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ـ

اَلْمَدْرَسَةُ – বিদ্যালয় – اَنَا اَتَعَلَّمُ فِى الْمَدْرَسَةِ ـ

اَلصَّلٰوةُ – নামায – اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ ـ

اَلْمَسْجِدُ – মসজিদ – اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللّٰهِ ـ

اَلصِّدْقُ – সত্য – اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ ـ

اَلْكِذْبُ – মিথ্যা – اَلْكِذْبُ يُهْلِكُ ـ

اَلْحَقُّ – সত্য – اَلْحَقُّ مُرٌّ ـ

قِرْطَاسٌ – কাগজ – نَحْنُ نَكْتُبُ عَلَى الْقِرْطَاسِ ـ

مَكْتَبٌ – অফিস – فِىْ مَدْرَسَتِنَا مَكْتَبٌ ـ

مَاءٌ – পানি – لاَيَعِيْشُ الْحَيْوَانُ بِدُوْنِ الْمَاءِ ـ

www.pathagar.com

أُمٌّ মা – عَلَيْنَا اَنْ نَتَّبِعَ الأُمَّ ـ

اَبٌ পিতা – اَبِى مُدَرِّسٌ ـ

حَدِيْقَةٌ বাগান – اَمَامَ الْمَدْرَسَةِ حَدِيْقَةٌ ـ

بَيْضَةٌ ডিম – اَلدَّجَاجَةُ تَبِيْضُ الْبَيْضَةَ ـ

مَرِيْضٌ অসুস্থ – عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ سُنَّةٌ ـ

لَحْمٌ গোশ্‌ত – لَحْمُ الْبَقَرَةِ مَرْغُوْبٌ ـ

جَمِيْلٌ সুন্দর – اَلْوَرْدُ زَهْرَ جَمِيْلٌ ـ

كُتُبٌ বই – لِىْ كُتُبٌ جَدِيْدَةٌ ـ

كَاتِبٌ লেখক – هُوَ كَاتِبُ الدَّلِيْلِ ـ

وَقْتٌ সময় – حَانَ وَقْتُ الامْتِحَانِ ـ

مُفِيْدٌ উপকারী – اَللَّبَنُ مُفِيْدٌ لَنَا جِدًا ـ

دَقِيْقَةٌ মিনিট – كَمْ دَقِيْقَةٌ فِىْ سَاعَتِكَ ـ

أُسْبُوْعٌ সপ্তাহ – فِى الأُسْبُوْعِ سَبْعَةُ اَيَّامٍ ـ

اَلشَّمْسُ সূর্য – اَلشَّمْسُ تَطْلُعُ مِنَ الْمَشْرِقِ ـ

اَلْبَقَرَةُ গরু – اَلْبَقَرَةُ حَيْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ فِى اللَّوْنِ ـ

اَلصَّبْرُ ধৈর্য – اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرْجِ ـ

اَلظُّهْرُ যুহর – صَلَّيْتُ صَلوةَ الظُّهْرِ ـ

اَلصَّلوةُ নামায – اَلصَّلوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ ـ

اَلدُّنْيَا পৃথিবী – اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الاخِرَةِ ـ

اَلْحِرْصُ লোভ – اَلْحِرْصُ مِفْتَاحُ الذُّلِّ ـ

اَلْقَنَاعَةُ তুষ্টি– اَلْقَنَاعَةُ مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ ـ

www.pathagar.com

اَلْبَخِيْلُ কৃপণ – اَلْبَخِيْلُ عَدُوُّ اللّٰهِ ـ

اَلاَعْمَالُ কাজ – اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ـ

اَلسَّمَكُ মাছ – اَلسَّمَكُ يَعِيْشُ فِى الْمَاءِ ـ

اَلْمُؤَذِّنُ মুয়ায্যিন – اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلٰوةِ ـ

اَلْقَمَرُ চাঁদ – اَلْقَمَرُ تَطْلُعُ مِنَ الْمَغْرِبِ فِى السَّمَاءِ ـ

اَلرَّجُلُ ব্যক্তি – هٰذَا الرَّجُلُ عَالِمٌ ـ

اَلْفِرَاشُ বিছানা – هُمَا يَنَامُ عَلَى الْفِرَاشُ ـ

اَلْغَدِيْرُ পুকুর – ذٰلِكَ الْغَدِيْرُ عَمِيْقٌ ـ

اَوْلاَدٌ ছেলেরা – اُوْلٰئِكَ اَوْلاَدٌ صِغَارٌ ـ

غُرْفَةٌ কক্ষ – هٰذِهِ غُرْفَةٌ صَغِيْرَةٌ ـ

اَلنَّوْمُ ঘুম – اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ـ

اَلاَسَدُ সিংহ – اَلاَسَدُ تَسْكُنُ فِى الْغَابَةِ ـ

مَسْرُوْرٌ খুশি – جَاءَ اَحْمَدُ مَسْرُوْرًا ـ

ذَكِيَّةٌ মেধাবী – حَمِيْدَةُ تِلْمِيْذَةٌ ذَكِيَّةٌ ـ

مُهَذَّبٌ ভদ্র – اَلتِّلْمِيْذُ مُهَذَّبٌ ـ

جَارَةٌ প্রতিবেশীণী – هِىَ جَارَتِىْ ـ

يَذُوْقُ স্বাদগ্রহণ – هُوَ يَذُوْقُ اللَّبَنَ ـ

يَعْرِفُ চেনা – هُوَ يَعْرِفُه ـ

صَالِحٌ সৎ – عَبْدُ اللّٰهِ وَلَدٌ صَالِحٌ ـ

مُطِيْعٌ অনুগত – اَلتِّلْمِيْذُ مُطِيْعٌ ـ

صَبِىٌّ শিশু – اَلصَّبِىُّ جَمِيْلٌ ـ

www.pathagar.com

صَادِقٌ – সত্যবাদী – اَلتَّاجِرُ صَادِقٌ ـ

اِمْتِحَانٌ – পরীক্ষা – مَتَى اِمْتِحَانُكَ ـ

يَوْمُ الْعُطْلَةِ – ছুটির দিন – يَوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمُ الْعُطْلَةِ ـ

أُطْلُبْ – তালাশ কর – اُطْلُبُ الْعِلْمَ ـ

اَلسَّاعَةُ – ঘড়ি – كَمْ ثَمَنًا لِسَّاعَتِكَ ـ

اَلسِّرَاجُ – প্রদীপ – اَلشَّمْسُ كَالسِّرَاجِ ـ

اَلرِّسَالَةُ – চিঠি – اُرْسِلُ الرِّسَالَةُ اِلَيْكَ ـ

حَقِيْبَةٌ – থলে – اَلْحَقِيْبَةُ جَدِيْدَةٌ ـ

قُفْلٌ – তালা – هٰذَا قُفْلٌ كَبِيْرٌ ـ

شُغْلٌ – কাজ – مَا شُغْلُكَ؟

شَطٌّ – তীরে – دَكَا وَاقِعَةٌ عَلَى شَطٍّ بُوْرِيْ غِنْغَا ـ

اَيَّامٌ – দিনসমূহ – خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلَقَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ـ

حَبْلٌ – রশি – وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا ـ

أُكْتُبْ – লিখ – اُكْتُبْ رِسَالَةً بِالْعَرَبِيَّةِ ـ

نَمْلَةٌ – পিঁপড়া – وَقَعَتِ النَّمْلَةُ فِيْ طَعَامِيْ ـ

اَفْضَلُ – উত্তম – اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ ـ

بَحْرٌ – সমুদ্র – بَحْرُ السَّمَكِ لَذِيْذٌ ـ

نَهْرٌ – নদী – هٰذَا النَّهْرُ صَغِيْرٌ ـ

طَلَعَ – উদিত – طَلَعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ ـ

www.pathagar.com

اَلتَّرْجَمَةُ

অনুবাদ Translation

তরজমা বা অনুবাদ একটি বিশেষ বিদ্যা। এক ভাষা থেকে অপর ভাষা লেখা বা বলাই হলো অনুবাদ বা ভাষান্তর। এতে অভিজ্ঞ হওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। ভাষান্তর করতে হলে উভয় ভাষাতেই যথেষ্ট জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদ একট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক ভাষারই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষায় যে মূল্যবান বক্তব্য সাহিত্য শিল্পে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, বই-পত্রে, বাহিত হচ্ছে তা সমগ্র মানবজীবনে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হল অনুবাদ। যে কোন ধরনের জ্ঞানের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অনুবাদ যথেষ্ট সহায়তা করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের কাজ খুবই ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যমের সম্প্রসারণের ফলেও বাড়ছে অনুবাদের পরিধি। পত্র-পত্রিকায়, বেতার ও টেলিভিশনের সংবাদ এবং অপরাপর বহু প্রসঙ্গই এখন অনুবাদের ফল। অনুবাদ শুধু মানুষের লিখিত বিষয়ের ভাষান্তর নয়, মানুষের বলা বা কথার ক্ষেত্রে অনুবাদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বের ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের ভাব বিনিময় হয় অনুবাদের সাহায্যে। তাই বর্তমান বিশ্বে দোভাষীর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অনুবাদ দু'ভাবে করা যায়। যথা আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ। মূল ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয় তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলে। অপরপক্ষে, বিষয়বস্তুর ভাব ঠিক রেখে অপর ভাষার সঠিক শব্দ প্রয়োগে যে অনুবাদ করা হয় তাকে ভাবানুবাদ বলে। অবস্থা ভেদে আক্ষরিক বা ভাবানুবাদ করতে হয়। সর্বক্ষেত্রেই আক্ষরিক অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ ঠিক নয়। যে ভাষা হতে অনুবাদ করা হয় উভয় ভাষার মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনুবাদ করা উচিত। ভাবানুবাদ সাধারণতঃ সহজ-সরল, শ্রুতিমধুর ও সাবলীল হয়। আক্ষরিক অনুবাদ যথার্থ না হলে তা নীরস ও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

অনুবাদের ক্ষেত্রে উভয় ভাষার ব্যাকরণ, বাগধারা, বাচনভঙ্গি ও পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে বিশুদ্ধরূপে তরজমা করা সম্ভব নয়।

নীচে কতগুলো আরবী থেকে বাংলা অনুবাদের নমুনা দেয়া হল।

ইসলাম আমাদের ধর্ম। ইহার ভিত্তি পাঁচটি। ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। আল্লাহ্ বলেছেন "তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হও। ইহা ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির ধর্ম। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সংগঠন ইসলামের শক্তি। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি যেন বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারি। দ্বীন ইসলামের অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য।

اَلاِسْلاَمُ دِيْنُنَا - اَرْكَانُهُ خَسْمَةٌ - هُوَ نِظَامٌ كَامِلٌ لِلْحَيَاةِ - اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلاَمُ - قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةٍ - هُوَدِيْنُ الاُخُوْةِ وَالْمَحَبَّةِ - جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُتَّحِدِيْنَ قُوَّةُ الاِسْلاَمِ - اَسْلَمْتُ كَىْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ - يَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُطِيْعَ الدِّيْنَ الاِسْلاَمَ -

ঈমান মানুষের বড় সম্পদ। ঈমান হলো নবী (সা) যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে মেনে নেয়া। ঈমান ছাড়া সৎ কাজ গ্রহণীয় হয় না। আশা ও ভয়ের মধ্যেই ঈমান নিহিত। যার অন্তরে ভালবাসা নেই তার ঈমান নেই। ঈমান হলো সত্যায়ন করা। যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই।

اَلاِيْمَانُ دَوْلَةٌ عَظِيْمَةٌ لِّلنَّاسِ - اَلاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَاجَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صلعم) لاَيُقْبَلَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ بِغَيْرِ الاِيْمَانِ - اَلاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ - لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ مُحَبَّةَ فِىْ قَلْبِهِ - اَلاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ - لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَه -

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। বায়তুল মুকাররম বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মসজিদ। সুজলা-সুফলা আমাদের এ দেশ।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ায় আমরা গর্বিত। এর রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম। ঢাকা আমার জন্মস্থান। ঢাকা মসজিদের নগরী। বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে অন্যতম বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র।

اِسْمُ بِلاَدُنَا بَنْغَلاَدِيْشْ ـ دَاكَا عَاصِمَةُ بَنْغَلاَدِيْش ـ اَلْبَيْتُ الْمُكَرَّمُ اَكْبَرُ الْمَسَاجِدِ فِىْ بَنْغَلاَدِيْشِ ـ بِلاَدُنَا هذِهِ اَحْسَنُ مَنْظَرًا ـ حَصَلَ اِسْتِقْلاَلُ بَنْغَلاَدِيْشَ سَنَةِ ١٩٧١ ع ـ نَحْنُ مُتَفَاخِرُوْنَ بِحُرِّيَةِ الْبَلَدِ ـ الاِسْلاَمُ دِيْنٌ رَسْمِىٌّ لَهَا ـ دَاكَا مَسْقَطُ رَأْسِىْ ـ دَاكَا مَدِيْنَةُ الْمَسْجِدِ ـ بَنْغَلاَدِيْشُ اَكْبَرُ الدُّوَلِ الْمُسْلِمَةُ مِنْ عَدَدِ السُّكَّانِ ـ

টাকার প্রতি মানুষ লোভী। তোমার পকেটে কত টাকা আছে? টাকা ব্যয় কর আল্লাহর পথে। জগতটা নিশার স্বপ্নের ন্যায়। দুনিয়ার সম্পদ খুবই স্বল্প। দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়। ধনীদের সম্পদে বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ্ তোমার সম্পদে বরকত দান করুন। অপচয় দানের অন্তরায়।

اَلنَّاسُ حَرِيْصٌ لِلتَّاكَا ـ كَمْ تَاكَا فِىْ جَيْبِكَ ؟ اَنْفِقِ التَّاكَا فِىْ سَبِيْلِ اللّهِ ـ اَلدُّنْيَا كَمَنَامِ اللَّيْلِ ـ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ـ اَلسَّخِىُّ حَبِيْبُ اللّهِ ـ فِىْ اَمْوَالِ الاَغْنِيَاءِ حَقٌّ لِلْمَحْرُوْمِيْنَ ـ بَارَكَ اللّهُ فِىْ مَالِكَ ـ اَلاِسْرَافُ مَانِعُ لِلْجُوْدِ ـ

আমাদের মাদ্রাসাটি কতই না সুন্দর। আমাদের মাদ্রাসায় একটি বড় লাইব্রেরী আছে। মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা তিনশত। তোমাদের মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা কত? সৎ ছেলে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকে না। আমাদের মাদ্রাসায় ১১টি কক্ষ আছে। আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হতে চাই। মাদ্রাসার সামনে একটি বাগান এবং তাতে নানা রকমের গাছ রয়েছে। আমি মাদ্রাসা প্রধানের নিকট দরখাস্তখানা পেশ করলাম। মাদ্রাসার ছাত্রগণ একের পর এক বের হলো। আমাদের মাদ্রাসায় পনের জন শিক্ষক আছেন।

www.pathagar.com

مَا اَحْسَنَ مَدْرَسَتَنَا - اَلْمَكْتَبَةُ الْكَبِيْرَةُ مَوْجُوْدَةٌ فِيْ مَدْرَسَتِنَا - عَدَدُ الطُّلاَّبِ فِى الْمَدْرَسَةِ ثَلاَثُ مِائَةٍ - كَمْ عَدَدَ الطُّلاَّبِ فِى مَدْرَسَتِكُمْ ؟ اَلْوَلَدُ الصَّالِحُ لاَ يَغِيْبُ عَنِ الْمَدْرَسَةِ - فِىْ مَدْرَسَتِنَا اِحْدٰى عَشَرَ غُرْفَةً - أُرِيْدُ اَنْ اَلْتَحِقَ بِالْمَدْرَسَةِ - اَمَامَ الْمَدْرَسَةِ حَدِيْقَةٌ وَفِيْهَا اَنْوَاعٌ مِنَ الاَشْجَارِ - قَدَّمْتُ الْعَرِيْضَةَ اِلى عَمِيْدِ الْمَدْرَسَةِ - خَرَجَ تَلاَمِيْذُ الْمَدْرَسَةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ - فِىْ مَدْرَسَتِنَا خَمْسَةَ عَشَرَ مُعَلِّمًا -

তোমার পরীক্ষা কবে ? তোমার দাখিল পরীক্ষা কবে হবে ? পরীক্ষার সময় নিকটবর্তী। পরীক্ষার সময় মানুষ সম্মানিত বা অপমানিত হয়। তোমাদের দাখিল পরীক্ষা কবে হবে ? তোমার বার্ষিক পরীক্ষা কবে হবে ? পরীক্ষা কখন হবে ?

مَتٰى يَقَعُ اِمْتِحَانُكَ ؟ فِىْ اَىِّ يَوْمٍ يَقَعُ اِمْتِحَانُكَ الدَّاخِلُ ؟ حَانَ وَقْتُ الاِمْتِحَانِ - عِنْدَ الاِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ اَوْ يُهَانُ - مَتٰى يَنْعَقِدُ اِمْتِحَانُكُمُ الدَّاخِلُ ؟ مَتٰى اِمْتِحَانُكَ السَّنَوِى ؟ مَتٰى يَنْعَقِدُ الاِمْتِحَانُ ؟

ঈদ খুশির দিন। খুশির দিন ছোট। শুক্রবার সরকারী ছুটির দিন। মুহররমের দশ তারিখ আশুরার দিন। তৃতীয় ঘণ্টার পর ছুটি। আমার আম্মা শুক্রবার হতে অসুস্থ। আমি এগারটি তারা দেখেছি।

اَلْعِيْدُ يَوْمُ السُّرُوْرِ - يَوْمُ السُّرُوْرِ قَصِيْرٌ - يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ الْعُطْلَةِ الْحُكُوْمِيَّةِ - اَلْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ يَوْمُ عَاشُوْرَا - بَعْدَ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ رُخْصَةٌ - اُمِّىْ مَرِيْضَةٌ مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا -

www.pathagar.com

আমি পড়া মুখস্থ করেছি। আমার ভাই অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। ছাত্রদের জন্য আবশ্যক তার প্রচেষ্টা পাঠে ব্যয় করা। চতুর্থ পাঠটি মুখস্থ কর। আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। কুরআন পাঠ একটি বড় ইবাদত। তার সামনে একটি কিতাব। বিদ্যার্জন করা ফরয। তুমি পাঠ মুখস্থ করনি। ছাত্রদের জন্য তার পাঠে চেষ্টা করা আবশ্যক। তোমাদের শিক্ষককে সম্মান কর।

حَفِظْتُ الدَّرْسَ - اَخِيْ يَدْرُسُ فِي الصَّفِّ الثَّامِنِ - يَجِبُ عَلَى الطُّلاَّبِ اَنْ يَبْذُلَ جُهْدَه فِيْ دُرُوْسِهِ - اِحْفَظِ الدَّرْسَ الرَّابِعَ - اَدْرُسُ فِي الصَّفِّ الْخَامِسِ - تِلاَوَةُ الْقُرْاٰنِ مِنْ اَكْبَرِ الْعِبَادَاتِ - بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ - اَلسَّعْيُ فِي الدَّرْسِ وَاجِبٌ عَلَى الطُّلاَّبِ - طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ - مَا حَفِظْتَ الدَّرْسَ - اَكْرِمُوْا اُسْتَاذَكُمْ -

অলস ছাত্র বঞ্চিত থাকে। অন্বেষণে সীমাহীন কষ্ট। আকাশে কত ফেরেশতা আছে। একতাই বল। চেষ্টার ফলাফল তৃপ্তিদায়ক। তিনি আমাদের প্রিয় শিক্ষক। শফিক খুবই ভদ্র ছেলে। সুসন্তান বংশ উজ্জ্বল করে। পরিশ্রমী ছাত্র কৃতকার্য হয়।

اَلطَّالِبُ الْكَسْلاَنُ مَحْرُوْمٌ - فِي الطَّلَبِ تَعَبٌ شَدِيْدٌ - كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوَاتِ - اَلاِتِّحَادُ قُوَّةٌ - ثَمَرَةُ الاِجْتِهَادِ لَذِيْذَةٌ - هُوَ اُسْتَاذٌ مَحْبُوْبٌ لَنَا - شَفِيْقٌ وَلَدٌ شَرِيْفٌ جِدًّا - اَلْوَلَدُ الصَّالِحُ يُضِيْئُ النَّسَبَ - اَلتِّلْمِيْذُ الْمُجْتَهِدُ يَنْجَحُ -

ধূমপান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ওষুধ রোগ প্রতিরোধ করে। কখনো মিথ্যা বল না। অকর্মাদের মাথা শয়তানের দোকান। ঋন ভালবাসার কাঁচিস্বরূপ। উপরের হাত নীচের হাত হতে উত্তম। ঠাট্টা কর না। নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না। ভাগ্য অপরিবর্তনীয়। মানুষ মরণশীল।

اَلتَّدْخِيْنُ مُضِرٌّ لِّلصِّحَّةِ - اَلدَّوَاءُ يَدْفَعُ الْمَرَضَ - لاَتَكْذِبْ اَبَدًا - رَأْسُ الْبَطَّالِ دُكَّانُ الشَّيْطَانِ - اَلْقَرْضُ مِقْرَاضُ الْمَحَبَّةِ - اَلْيَدُ

www.pathagar.com

اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى - لاَتَمْزَحْ - سَيْلاَنُ الْبَحْرِ لاَ يَنْتَظِرُ لاَحَدٍ - اَلتَّقْدِيْرُ لاَيُرَدُّ - اَلنَّاسُ مَيِّتُوْنَ -

আল্লাহ সত্যবাদীকে ভালবাসেন। আল্লাহ আমাদের রিযিকদাতা। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। আল্লাহ দানশীল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী। আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ কর। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিনা হিসেবে রিযিক প্রদান করেন।

اَللّٰهُ يُحِبُّ الصَّادِقَ - اَللّٰهُ رَزَّاقُنَا - لاَتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اَحَدًا - اَللّٰهُ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ السَّخِيَّ - اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ - اَللّٰهُ خَلَقَنَا - نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ - وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا - اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

মিথ্যা সকল পাপের মূল। সকল প্রাণী মরণশীল। সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। তুমি কাউকে গালি দিও না। নিঃসন্দেহে সত্য পরিত্রাণ দিয়ে থাকে। আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। বেতার বার্তা আশ্চর্য আবিষ্কার। মুহম্মদ (সা) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ধৈর্য সাফল্যের চাবিকাঠি। সত্যের আগমন ঘটেছে।

اَلْكِذْبُ اُمُّ الذُّنُوْبِ - كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - اَلْوَقْتُ لاَيَنْتَظِرُ لاَحَدٍ - لاَ تَسُبُّ اَحَدًا - اِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِيْ - طِفْلُ الْيَوْمِ رَجُلُ الْمُسْتَقْبِلِ - اَلاِذَاعَةُ اِخْتِرَاعٌ عَجِيْبٌ - وُلِدَ مُحَمَّدٌ (ص) فِىْ سَنَةِ خَمْسِ مِائَةٍ وَسَبْعِيْنَ مِيلاَدًا - اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَوْزِ - جَاءَ الْحَقُّ.

অহঙ্কার ভরে পৃথিবীতে পদচারণা কর না। সত্য মুক্তি দেয় মিথ্যা ধ্বংস করে। সৎ লোকের হৃদয় গোপন কথার আশ্রয়। সৎ ব্যবসায়ী আল্লাহর বন্ধু। সৎ কর্ম অপরাধকে দূর করে। সকল বস্তু তার মূলের দিকে ধাবিত হয়। সত্য কথা তিক্ত। স্থান অনুযায়ী কথা বলা উচিত। মূর্খ বন্ধু হতে জ্ঞানী শত্রু উত্তম। খাও এবং পান কর।

www.pathagar.com

لاَ تَمْشِ فِى الاَرْضِ مَرْحًا ـ اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ ـ قَلْبُ الصَّالِحُ مَلْجَاءُ الْكَلاَمِ الْمَسْتُوْرِ ـ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ حَبِيْبُ اللّٰهِ ـ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ـ كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ اِلى اَصْلِه ـ اَلْحَقُّ مُرٌّ ـ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ـ اَلْعَدُوُّ الْعَاقِلُ خَيْرٌ مِنَ الصَّدِيْقِ الْجَاهِلُ ـ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا ـ

সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়। যৌবন আর ফিরে আসবে না। যৌবন যদি ফিরে আসত। যে চেষ্টা করে সে পায়। আমার পিতা দু'সপ্তাহ যাবৎ অসুস্থ। যেমন কর্ম তেমন ফল। তোমরা যথায় থাক না কেন মৃত্যু অনিবার্য। যে তোমার ক্ষতি করে, তার প্রতি অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। মানুষের চেষ্টা সাধনার বাইরে কিছু নেই।

اَلشَّمْسُ تَطْلَعُ مِنَ الْمَشْرِقِ ـ لَيْسَ الشَّبَابُ يَعُوْدُ ـ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ ـ مَنْ جَدَّ وَجَدَ ـ اَبِىْ مَرِيْضٌ مُنْذُ اُسْبُوعَيْنِ ـ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ ـ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ ـ اَحْسِنْ اِلى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ ـ اِنَّمَا الْمُسْلِمُوْنَ اِخْوَةٌ ـ لَيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعى.

তোমার জন্য আরবী শেখা উচিত। গুনাহ সৎ কর্মকে ধ্বংস করে। গরু গৃহ পালিত প্রাণী। গ্রীষ্মকাল পাখাসহ এসেছে। জ্ঞান ও মূর্খ ব্যক্তি সমান হতে পারে না। জ্ঞানই আলো আর মূর্খতা অন্ধকার। জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম। বিদ্যার বিপদ ভুলে যাওয়া। বিদ্যা অন্তরে কাগজে নয়। বইয়ের মধ্যে জ্ঞান অনুসন্ধান কর।

عَلَيْكَ اَنْ تَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ ـ اَلسَّيِّئَةُ يُهْلِكُ الْعَمَلَ الْخَيْرَ ـ اَلْبَقَرَةُ حَيْوانٌ اَهْلِ ـ قَدِمَ الصَّيْفُ وَالْمَرْوَحَةَ ـ اَلْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ لاَ يَسْتَوِيَانِ ـ اَلْعِلْمُ نُوْرٌ وَالْجَهْلُ ظُلْمَةٌ ـ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ خَيْرٌ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ ـ افَةُ الْعِلْمِ اَلنِّسْيَانُ ـ اَلْعِلْمُ فِى الصُّدُوْرِ لاَ فِى السُّطُوْرِ ـ اُطْلُبِ الْعِلْمَ فِى الْكِتَابِ ـ

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়

আরবী ভাষায় কথা বলি

আরবী ভাষার গুরুত্ব ও চাহিদা সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেক কথা বলা হয়েছে। যে কোন ভাষার ব্যাকরণ জানলেই সে ভাষায় কথা বলা যায় না। এ জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ মুখস্ত ও তা ব্যবহারের পদ্ধতি জানা থাকতে হবে। একজন সচেতন মুসলিম হিসেবে সকলেরই এ ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য। ইসলাম ধর্মের অনুভূতিকে দৃঢ় ও মজবুত করতে এ ভাষায় দক্ষতা অর্জন ছাড়া বিকল্প নেই। মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবী ভাষার জ্ঞানার্জন আমাদের মর্যাদাকে আরও সমুন্নোত ও মর্যাদাশীল করবে। আরবী ব্যাকরণের আলোচনা শেষে এ ভাষায় কথা বলতে পারার কিছু প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরা হলো-

বাংলা	আরবী	ইংরেজী	বাংলা	আরবী	ইংরেজী
আমি	اَنَا	I	আমরা	نَحْنُ	We
তুমি	اَنْتَ	You	সে, তিনি (পুং)	هُوَ	He
সে, তিনি, (স্ত্রী)	هِيَ	She	তোমরা, তোরা, আপনারা	اَنْتُمْ	You
তাহারা (পুং)	هُمْ	They	তাহারা (স্ত্রী)	هُنَّ	They

সম্বন্ধ বাচক সর্বনাম

আমার	لِى	My	আমাদের	لَنَا	Our
তোমার (পুং)	لَكَ	Your	তোমার (স্ত্রী)	لَكِ	Your
তাহার (পুং)	لَهُ	His	তাহার "	لَهَا	Her
তাহাদের "	لَهُمْ	Their	তাহাদের "	لَهُنَّ	Their
যে, যাহারা	اَلَّذِى	Which	যে, যাহা	اَلَّتِى	Who, which
যে, কে	مَنْ	Who	যা, কিছু	مَا	Which

ইশারা বাচক সর্বনাম

এই, ইহা (পুং)	هٰذَا	This, it	ইহারা	هٰؤُلَاءِ	These
এই, ইহা (স্ত্রী)	هٰذِهٖ	This, It	ইহারা	هٰؤُلَاءِ	These
ঐটি, উহা (পুং)	ذٰلِكَ	That	ঐগুলি	أُولٰئِكَ	Those
ঐটি, উহা (স্ত্রী)	تِلْكَ	That	ঐগুলি	أُولٰئِكَ	Those

www.pathagar.com

প্রশ্নোবাধক সর্বনাম

বাংলা	আরবী	ইংরেজী	বাংলা	আরবী	ইংরেজী
কে	مَنْ	Who	কি জিনিস	مَا	What
কি	هَلْ	What	কাহার	لِمَنْ	Whose
কাহাকে	مَنْ	whom	কোথায়	اَيْنَ	Where
কখন	اَيَّانَ	When	কিভাবে	كَيْفَ	How
কত	كَمْ	How much	কোথা হতে	مِنْ اَيْنَ	From,where
কোন দিকে	اِلٰى اَيْنَ	Where to			

অব্যয়

অথবা	اَوْ/اَمَّا	Or	যদি	اِنْ	If
যদিও	وَاِنْ	Although	কিন্তু	لٰكِنْ/لَكِنَّ	But
এবং / আর	وَ/ثُمَّ	And	তাহলে	اِذَنْ	Then
আবার	ثَانِيًا	Again	এখন	اَلْاٰنَ	Now
কেননা	لِاَنَّ	Becouse	তখন	اَنْذَاكَ	Then
এখানে	هُنَا	here	যেমন	كَ/كَمَا	Such, As
হইতে	مِنْ	from	প্রতি / দিকে	اِلٰى	To
নতুবা	وَاِلَّا	Otherwise			

সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা

স্বাগতম	اَهْلًا سَهْلًا	Welcome
ধন্যবাদ	شُكْرًا	Thank
জলদি চল	اِمْشِ بِالسُّرْعَةِ	Go fast
উঠ	اِطْلَعْ	Get up
দরজা খোল	اِفْتَحِ الْبَابَ	Open the door
ইহার দাম কত?	بِكَمْ هٰذَا	How much
কি হয়েছে?	مَاذَا حَدَثَ	What hapend
আপনার বয়স কত	كَمْ عُمْرُكَ	How old are you
ভাল নয়	لَسْتَ بِخَيْرٍ	Not good
আজ শুক্রবার	اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ	To day is friday
আচ্ছা এখন আসি	وَاِلَى اللِّقَاءِ/مَعَ السَّلَامَةِ	well good by
আস	تَعَالْ	Come
ক্ষমা করুন	عَفْوًا	Excuse me

www.pathagar.com

আস্তে চল	امْشِ سَهْلاً	Go slow
ভিতরে যাও	اُدْخُلْ	Go in
এই নিন	خُذْ يَاسَيِّدِىْ	Take it is
বহুত সস্তা	رَخِيصٌ جِدًّا	Dam cheap
আপনার নাম কি?	مَااسْمُكَ	What is your name?
কেমন আছ?	كَيْفَ حَالُكَ	Hoe are you
আজ কি বার?	اى يَوْمٌ هذا	What day is to day
আমাকে বলুন	قُلْ لِىْ	Please tell me
তিনি কোথায়	اَيْنَ هُوَ	Where is he
তিনি ঢাকায়	هُوَفِى دَاكَا	He is in Dhaka
আমি এখন খুব ব্যস্ত	اَنَا مَشْغُوْل جِدًّا	I am busy
মসজিদ কোথায়	اَيْنَ الْمَسْجِدُ	Where is the mosque
তুমি কি খাবে	مَاذَا تَأكُلُ	What will you eat?
আজ বেশ ঠাণ্ডা	اَلْيَوْمُ بَارِدٌ جِدًّا	Today is very cold
মাতৃ ভাষা দেশের ভাষা	لُغَةُ الام	Mother Toung
পশ্চিম দিকে	الى الْغَرْبِ	To the west side
তুমি কেমন আছো?	كَيْفَ اَنْتَ؟	How are you
আপনি ভাল আছেন?	هَلْ اَنْتَ بِخَيْرٍ	Are you well
আপনার পিতা কেমন আছে?	كَيْفَ حَالُ اَبِيْكَ	How is your Father
তুমি কোন শ্রেণীতে পড়?	فِي اَىِّ صَفٍّ تَدْرُسُ	Which class do you read in?
স্বাগতম, সুপ্রভাত	مَرْحَبًا صَبَاحَ اَلْخَيْرِ	Good morning
কথা বলুন	تَكَلَّمْ	Please talk
এটা ভেঙ্গে ফেল	كَسِّرْ هذَا	Please break this
কিছু মনে করনা	مَيْهِمْ (لاَبَأسَ)	Never mind
আগে যান	قَدِّمْ	Please go ahead
আপনি কি করেন?	مَاشُغْلُكَ؟	What are you?

www.pathagar.com

বাংলা	আরবী	ইংরেজী
অসম্ভব	غَيْرُ مُمْكِنٌ	Impossible
কোথায় যাবেন	الى اَيْنَ	Where will
তেমন দূরে নয়	لَيْسَ بِبَعِيْدٍ	Not far so
আজ বেশ গরম	اَلْيَوْمُ حَارٌ جِدًا	Today is very hot
এখন ক'টা বাজে	كَمِ السَّاعَةُ	What is the time now
আপনাকে ধন্যবাদ	شُكْرًا لَكَ	Thank you
চেয়ারে বস	اِجْلِسْ عَلي الْكُرْسِيِّ	Sit on the chair
আমি ভাল আছি	انَا بِخَيْرٍ	I am well
হ্যাঁ খুব ভাল	نَعَمْ اَنَابِخَيْرٍ	Yes, I am very well
তিনি ভাল নন	هِيَ لَيْسَتْ بِخَيْرٍ	He is not well at all
আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি	اَنَااَدْرُسُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي	I read in class two
ধন্যবাদ	شُكْرًا	Good by
দরজা বন্ধ কর	سُدَّ الْبَابُ	Please shut the door
এটা সরাও	شَيِّلْ هذَا	Take this out
সাবধান থেকো	احْذَرْ	Be careful
আপনি কি চান?	اشْ تَبْغِي (مَاتَبْغِي)	What do you want
আমার কাছে নেই।	لَيْسَ عِنْدِي	It is not with me
তোমার পিতামাতা এবং শিক্ষকদিগকে মান্য কর	اَطِعْ وَالِدَيْكَ وَمُعَلِّمِيْكَ	You obey your parents & Your teacher
তোমার ভাই-বোনকে ভালবাস	اَحِبَّ اخْوَتِكَ وَاَخْوَاتِكَ	You should love your brother and sister
সত্য কথা বল	قُلِ الْحَقَّ	Tel the truth
মন্দ লোকের সাথে মিশিওনা	لاَ تُعَاشِرِ الاَدْنِيَاءَ	Don't mix with the bad man
কথা বলার পূর্বে চিন্তা কর	تَفَكَّرْ قَبْلَ اَنْ تَتَكَلَّمْ	Think before you speak
কখনও মিথ্যা বলিওনা	لاَ تَكْذِبْ اَبَدًا	Never tell a lie
নামায ধর্মের খুঁটি	اَلصَّلوٰةُ عِمَادُ الدِّيْنِ	The Namaj is the pillar of relazion
জীবন ছোট আশা বড়	اَلْعُمْرُ قَصِيْرٌ لَكِنَّ الاَمَلَ طَوِيْلٌ	Life is short but hope is long
প্রত্যেক মানুষই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	Every body test the death
যে রূপ বপন করবে সেরূপ কর্তন করবে	كَمَاتَزْرَعُ تَحْصُدُ	As you sow so you reap
আপনার বাড়ী কোথায়?	اَيْنَ بَيْتُكَ؟	Where is your home?
আমি বাংলাদেশী	اَنَا مِنْ بَنْغَلاَدِيْش	I am in habitant of Bangladeshi
বন্ধু কি লিখিতেছ	مَاذَ اتَكْتُبُ يَاصَدِيْقِي	What are you writing friend
আমি চিঠি লিখছি	اَكْتُبُ خِطَابًا	I am writing a letter
আমি ভিতরে আসতে পারি?	هَلِ الاِجَازَةُ لِلدُّخُولِ يَاسَيِّدِي	May I come in sir

www.pathagar.com

বাংলা	আরবী	ইংরেজী
ইহা কি বাজার?	أَهٰذَا سُوْق	Is this a market
চাউলের মূল্য কত?	كَمْ ثَمَنًا لِلرُّزِّ	What is the price of rice
আমি কোথায় পাব?	اَيْنَ اَجِدُ	Where can I get it
দাম নিন	خُذْ قِيْمَتَهُ	Take the price
আপনি কোথায় যাবেন	اِلَى اَيْنَ تَذْهَبُ	Where you want to go
ভাড়া দিন	هَاتِ اُجْرَةً	Please pay fare
টিকেট নিন	خُذْ تَذْكِرَةً	Take your ticket
দাম কত হয়েছে	كَمْ حِسَابًا	How much is the charge
চা দাও	هَاتِ شَايْ	Please give tea
আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ	وَطَنُنَا بَنْغَلَادِيْش	Our mother land is Bangladesh
আমি ভিতরে আসতে পারি কি	فَضِيْلَتُكُمْ السَّيِّدُ اِسْمَحْ لِى الدُّخُوْلَ	May I come in sir
এক সপ্তাহ পরে আসুন	تَعَالَ بَعْدَ اُسْبُوْعٍ	Come after one week
ঘরে প্রবেশ করুন	اُدْخُلْ فِى الدَّارِ	Inter in to the house
এখন যেতে দিন	اَلْاٰنَ اَسْتَاذِنْ	Let me go now
শুভ বিদায়	مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ	Good by

আরবী ভাষাকে সবিস্তারে উত্থাপন না করে সংক্ষেপে কিছু শব্দ ও বাক্য ব্যাকরণের শেষাংশে বর্ণনা করা হলো। আগ্রহী পাঠক কোন আরবী স্পীকিং কোর্স থেকে ভাষা শিক্ষার ব্যাপক ধারণা নিতে পারেন।

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

ISBN : 984-32-1679-2

www.pathagar.com